

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি।



বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মণঃ বা সত্বমার্ষ মথাপি বা ।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাওস্মাদ্বেত্তস্ত্রিজঃস্মৃতঃ ॥



কবিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্মা কবিরত্ন
কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত ।



চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেসে—
শ্রীনগেন্দ্রলাল সেন দ্বারা মুদ্রিত ।



১৩৩০ বৈশ্বাক্ষ ।

—:০০:—

কিরিঙ্গি বাজার
চট্টগ্রাম ।



মূল্য ১ টাকা ।

অষ্টম ব্রাহ্মণ ।

এই গ্রন্থে উপনয়নের আবশ্যকতা, বহুপুরুষপরম্পরা সংস্কারভিত্তি বৈজ্ঞানিকতার সংস্কার গ্রহণের শাস্ত্রীয়প্রমাণ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র, প্রায়শ্চিত্তের বিধান, সন্ধ্যাপ্রকরণ, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে।

মূল্য ১০ চারি আনা।

বুদ্ধচর্য বা শিক্ষাজীবন ।

কিরূপে শরীর সুস্থ, সবল ও নিরোগ করা যায়, কিরূপে শুক্রোদাতাকে অবিকৃত রাখিয়া প্রভূত শক্তিশালী করা যায়, কিরূপে শুক্রোদাতা অচল, অটল থাকে, কিরূপে স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি ও প্রতিভাশক্তির বিকাশ হয়, কিরূপে চিত্তের প্রসন্নতা সাধিত হইতে পারে, কিরূপে প্রাচীনকালীয় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হইত, তাহা এইগ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে।

মূল্য ১২ এক টাকা।

বলিরহস্য ।

“বলিরহস্য” একটি সারগর্ভ গ্রন্থ, এইগ্রন্থে হিন্দুর পূজোপহারের বিধান। বলির আর্থিকতা, সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পূজার বিধান, দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিকতা, ভগবান্ রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার ঐতিহাসিকতা, মহাপ্রাজ্ঞা সুরথের লক্ষ লক্ষ পুত্র বলিদানের আধ্যাত্মিকতার অসত্যতা, মহিষ বলিদানের অর্থোত্তিকতা প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এইগ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে।

মূল্য ১০ চারি আনা।

মনমোনারায়ণায় ।

উৎসর্গ পত্র ।

যাহার অকৃত্রিম স্নেহে আমার বালাজীবন প্রতিপালিত হইয়াছে
যাহার অশেষযত্নে আমার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হইয়াছে,
যাহার প্রভূত অধ্যবসারে আমার কর্মজীবন গঠিত হইয়াছে,
যাহার জ্ঞানালোকে আমার জাতীয়জীবন উন্নত হইয়াছে,
যাহার পুতচরিত্র ও পবিত্রতা আমার ভাবী-জীবনের
এক মহান আদর্শস্বরূপ রহিয়াছে, যাহার ব্রাহ্মণ্য
দর্শনে, গুডরাটী ব্রাহ্মণগণ শব বহন করিয়া
দ্বিবেণীঘাটে দাহ করিয়াছেন, যাহার সদাচার
স্বধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে, এলাহাবাদের ব্রাহ্মণগণ
তাঁহার আশ্রয় একাদশাহে সম্পন্ন
করাইয়া তাঁহার বাসভবনে
ভোজন করিতে দ্বিধাবোধ
করেন নাই,
সেই
সারল্যের প্রতিমূর্তি-ভূদেব অগ্রজ
ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা কবিলাল
মহাশয়ের ত্রিচীচরণারবিন্দে
এই
অতি অকিঞ্চিৎকর পুষ্পোপহার সন্ডক্তি
উৎসর্গ করিলাম ।

১৭ই ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমী,
১৩৩০ বৈশাখ ।

“শ্যামাচরণ”

ক্ষমা প্রার্থনা ।

সুদীর্ঘ দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি আশাহুরূপ সুন্দর ও বিস্তৃত করিয়া সঙ্কলন করিতে পারিলাম না। ইচ্ছাছিল, বৈজ্ঞানিকতার বিস্তৃত বিবরণ, বৈজ্ঞানিকজগতের ধারাবাহিক ইতিহাস, বৈজ্ঞানিকতার সংখ্যাহ্রাসের হেতু, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ উপপুরাণে যে সমস্ত জালবচন প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং যেই সমস্ত মূলবচন স্থলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগ্রন্থে যে সমস্ত জালবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা যে সমস্ত জালবচন অধ্যাহার করিয়াছেন। আর যে সমস্ত আবশ্যকীয় বচন পূর্বপূর্ব গ্রন্থকারগণ বৈজ্ঞানিকবিনির্গম করায় জ্ঞাত উদ্ধৃত করেন নাই, কুল্লুক, মেধাতিথি ও রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্য যে জ্ঞাত বিপথগামী হইয়াছিল, তৎসমস্তেরই ধারাবাহিক আলোচনা এইগ্রন্থে করিক। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে তাহা “বৈজ্ঞানিকপরিচয়” নামক গ্রন্থেই আলোচিত হইল। এই গ্রন্থখানি সঙ্কলনের জ্ঞাত অতীব তাড়াতাড়ি করাতে এবং তিনটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কণ করাতে এবং যথোপযুক্ত রূপে প্রকৃষ্ট দেখার অবসর আমার না হওয়াতে যে সমস্ত ভুল, প্রমাদ, ত্রুটি, বিচ্যুতি, দ্বিকৃতি ও বর্ণাভ্রান্তি ঘটিয়াছে, পাঠক মহোদয়, তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া গ্রন্থখানি আত্মোপাস্ত পাঠ করতঃ স্বীয় অভিমত আমাকে জানাইলে শ্রম স্বার্থক মনে করিব। ইতি

বিনীত নিবেদক—

শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্মা, কবিবরত্ন ।

ফরিদাবাজার, চুটগ্রাম ।

অনুরোধ ।

বঙ্গীয়বৈষ্ণবগণ ত্রিভ্রাত্মক ও পূজার্নজাতি । বঙ্গীয়সমাজেও বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠত্ৰাত্মক রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈষ্ণবগণ তীর্থ-ভ্রমরূপে, যজ্ঞত্ৰাত্মক রূপে, চিকিৎসকরূপে বর্তমানের হিত আছেন । তাঁহারা ত্ৰাত্মকপদবি ধারণ পূর্বক ত্ৰাত্মকগাচারে দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন । আমরা বঙ্গীয়বৈষ্ণবগণ তদনুরূপ সদাচার, সংজ্ঞা ও অশৌচ গ্রহণ করার যে সম্পূর্ণ অধিকারী, তাহা শাস্ত্রীয়বিধি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে । আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী বৈষ্ণবগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া শম্মাপদবি উল্লেখ দৈব ও পৈত্র কার্যাদি নিষ্পন্ন করার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী । বঙ্গীয় বৈষ্ণবমহোদয়গণের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ যে আপনারা শাস্ত্রের মর্যাদা এবং জাতীয় গৌরব রক্ষাকল্পে ত্ৰাত্মকগাচারে উপবীত গ্রহণ পূর্বক দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করতঃ বর্ণজ্ঞাপক শম্মা পদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্র কার্য সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণবজাতির গৌরব রক্ষা করিবেন ।

বিনীত নিবেদক

চট্টলপ্রবাসী বিক্রমপুর সমাজস্থ বৈষ্ণবগণ :— ন পাড়া চৌধুরী-বংশ প্রভব ত্রিভ্রাত্মক দশশম্মা মিশ্র সবইনেম্পেক্টর আবকারী অফিস । শোনারংগ্রামবাসী শম্মাঙ্গন ত্রিভ্রাত্মক সেনশম্মা তুতপূর্ব টেলীগ্রাম মাষ্টার । ত্রিনিবারগচন্দ্র সেনশম্মা এম, এ, বি, এল উকিল জজকোর্ট । ত্রিঅতুল-চন্দ্র সেনশম্মা মার্চেন্ট । ত্রিভ্রাত্মক সেনশম্মা ক্লার্ক রেলওয়ে । ত্রিঅতুলচন্দ্র সেনশম্মা পেক্লার্ক রেলওয়ে । ত্রিবিনয়কুমার সেনশম্মা । ত্রিশ্রীধরচন্দ্র সেনশম্মা গভর্ণমেন্ট টেলীগ্রাফ অফিস । স্বর্ণগ্রামনিবাসী ত্রিজনার্দন হরি সেনশম্মা সেরেস্তাদার কালেক্টরী । বালিগাঁনিবাসী ত্রিকেশবরেশ্বর দশ শম্মা পেক্লার ফৌজদারিকোর্ট । ত্রিচিন্তরঞ্জন দশশম্মা বি এল, উকিল জজকোর্ট । স্বর্ণগ্রামনিবাসী ত্রিসত্যরঞ্জন সেনশম্মা ক্লার্ক ইন্ডিনিয়ার অফিস । বিষ্ণুগ্রামনিবাসী ত্রিহেমচন্দ্র দশশম্মা ঘটক । টলিবাড়ী নিবাসী ত্রিসতীশচন্দ্র দশশম্মা ঘটক কষ্টম প্রিভিটিব অফিসার । ত্রিভ্রাত্মক শুশ্রূষা ম্যানেজার মাধু কোম্পানী । আগরকাটাগ্রামবাসী ত্রিকামাখ্যাচরণ সেনশম্মা বি এ, একাউন্টেন্ট জজকোর্ট । ত্রিহেমচন্দ্র দশশম্মা ক্লার্ক স্কুলইনেম্পেক্টর অফিস ।

বাহেরকগ্রামনিবাসী ঐহরলাল গুপ্তশর্মা শিকক মিউনিসিপাল স্কুল। কোটাপাড়া গ্রামনিবাসী ঐত্ৰাচরণ সেনশর্মা মজুমদার হেডক্লার্ক কিন্‌লিমেয়কোম্পানী। পণ্ডিতসারগ্রামনিবাসী ঐবোগেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্মা স্ককারভাইকার ডিঃ বোর্ড অফিস। সাগাও নিবাসী ঐহারানন্দ্র সেনশর্মা তৃতপূর্ব রেলওয়ে কর্মচারী। আড়কান্দীগ্রামনিবাসী ঐঐশচন্দ্র সেনশর্মা ক্লার্ক কমিশনার অফিস। বিদ্-গ্রামনিবাসী ঐশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্মা রেলওয়ের গার্ড। পূর্বশিমুলিয়াগ্রামনিবাসী ঐহরলাল সেনশর্মা মজুমদার তৃতপূর্ব টেলিগ্রাম ইনস্পেক্টর। ঐধীরেন্দ্রলাল সেনশর্মা ক্লার্ক মাহড্ কোম্পানী। চুড়াইনগ্রামনিবাসী ঐসন্তোষকুমার দাশশর্মা রেলওয়ের ক্লার্ক। কোয়রপুর গ্রাম নিবাসী অধিলচন্দ্র সেনশর্মার ক্লার্ক ইনকম্‌টের অফিস। বশোহর, মরনাগ্রামনিবাসী ঐহরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্মা হেডমাষ্টার মহামুণি হাইস্কুল। ঐললিতকুমার দাশশর্মা কবিরাজ চুড়াইন।

চট্টল-প্রবাসী নোয়াখালীর বৈদ্যগণ :— শ্রীমহিমচন্দ্র দাশদশা
ডাক্তার। শ্রীপুলিনবিহারী দত্তদশা ডাক্তার।

চট্টগ্রাম খলঘাট গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— **ঐ**অনন্দেরমোহন সেনশর্মা
জমিদার। **ঐ**বিপিনচন্দ্র সেনশর্মা হেডক্লার্ক মেরিনসার্ভেয়ার অফিস।
ঐরজনীরঞ্জন সেনশর্মা ক্লার্ক ডিষ্ট্রিকটবোর্ড। **ঐ**চট্টলচন্দ্র সেনশর্মা কালেক্টরী।
ঐঅন্নদাচরণ সেনশর্মা উকিলকমিশনার। **ঐ**সতীশচন্দ্র সেনশর্মা ডিঃ
বোর্ড। **ঐ**নগেন্দ্রলাল সেনশর্মা ক্লার্ক মহালক্ষ্মী বেঙ্গ। **ঐ**শৈলেন্দ্রনাথ সেনশর্মা
ক্লার্ক বৈদ্যসম্মিলনী। **ঐ**যশোদারঞ্জন দাশশর্মা জমিদার। **ঐ**বিপিনচন্দ্র দাশ-
শর্মা জমিদার। **ঐ**শচীন্দ্রকুমার দাশশর্মা বি এন্ড উকিল জজকোর্ট। **ঐ**মহেন্দ্র
কুমার দাশশর্মা বি এন্ড উকিল জজকোর্ট। **ঐ**অমূলচন্দ্র দাশশর্মা ডাক্তার।
ঐঅন্নদাচরণ দাশশর্মা ভৌমিনবীথ। **ঐ**চন্দ্রমোহন দাশশর্মা বিখাল ক্লার্ক
কমিশনারঅফিস। **ঐ**রোহিনীরঞ্জন দাশশর্মা ক্লার্ক পোর্টঅফিস। **ঐ**মহেন্দ্র-
নাথ দাশশর্মা ক্লার্ক পোর্ট অফিস সদর। **ঐ**হীরেন্দ্রলাল দাশশর্মা পুলিশকোর্ট
ঐহীরেন্দ্রলাল দাশশর্মা বি এ। **ঐ**নগেন্দ্রলাল দাশশর্মা ডাক্তার ও ক্লার্ক
রেলওয়ে অফিস। **ঐ**আশুতোষ দাশশর্মা ক্লার্ক মুন্সেফীকোর্ট। **ঐ**পরেশচন্দ্র
দত্তশর্মা। **ঐ**সুরেন্দ্রনাথ দত্তশর্মা। **ঐ**যোগেশচন্দ্র দাশশর্মা ওয়ারাদার
ক্লার্ক টিলব্রাদার্সকোর্ট। **ঐ**শরৎচন্দ্র দাশশর্মা মোকদার।

গৈৱলাগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :- শ্ৰীকৃষ্ণকুমাৰ শেনশৰ্মা শেৱেতাৰ

সবজজ কোর্ট। শ্রীশ্রীকুমার সেনশর্মা হেডমাষ্টার পটীয়া উচ্চ-ইংরেজী স্কুল। শ্রীবিপিনবিহারী সেনশর্মা ক্লার্ক পোর্টঅফিস। শ্রীবরদাচরণ সেনশর্মা ক্লার্ক রেলওয়ে অফিস। শ্রীমুখেন্দুবিকাশ সেনশর্মা হেডক্লার্ক টার্নারমরিসন্ কোম্পানী। শ্রীনবীনচন্দ্র সেনশর্মা সেরেস্টাদার পটীয়ামুলেকী। শ্রীবেনী মাধব দাশশর্মা হেড-কম্পেয়ারিং ক্লার্ক জজকোর্ট। শ্রীবসন্তকুমার দাশশর্মা ওভারসিয়ার রেলওয়ে।

কেলীসহর গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :- শ্রীমহেন্দ্রলাল দাশশর্মা ক্লার্ক পোর্ট অফিস। শ্রীনগেন্দ্রলাল দাশশর্মা চৌধুরী। শ্রীঅন্নদাচরণ দাশশর্মা চৌধুরী জমিদার। শ্রীবরদাকুমার দাশশর্মা চৌধুরী ক্লার্ক একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিস। শ্রীযোগীশ্রকৃষ্ণ দাশশর্মা কেশিয়ার ভূতপূর্ব নেশনেল বেঙ্ক। শ্রীবামিনী রঞ্জন দাশশর্মা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাশশর্মা চৌধুরী ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাশশর্মা চৌধুরী। শ্রীনিরোদরঞ্জন দাশশর্মা। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্মা ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশশর্মা চৌধুরী জমিদার। শ্রীঅধিকাচরণ দাশশর্মা চৌধুরী কেলীসহর। শ্রীমথুরামোহন দাশশর্মা চৌধুরী ক্লার্ক কালেক্টরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাশশর্মা চৌধুরী হেডক্লার্ক সাটিফিকেট কালেক্টরী। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশশর্মা চৌধুরী। শ্রীনিরোদরঞ্জন দাশশর্মা। শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশশর্মা চৌধুরী জমিদার। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্মা ক্লার্ক রেলওয়ে।

পট্টকোড়াগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :- শ্রীরত্নীলাল দাশশর্মা হেড-ক্লার্ক কালেক্টরী। শ্রীবিনোদলাল দাশশর্মা চৌধুরী হেড ক্লার্ক ডিঃ বোর্ড। শ্রীবরদাচরণ দাশশর্মা চৌধুরী। শ্রীসারদাকান্ত দাশশর্মা দস্তিদার মাষ্টার যাত্রামোহন স্কুল। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সেনশর্মা উকিল জজকোর্ট। শ্রীবিপিন কুমার দাশশর্মা। শ্রীরাজকুমার দাশশর্মা পেনসনগ্রাণ্ট সেরেস্টাদার। শ্রীবিধুভূষণ দাশশর্মার জমিদার। শ্রীমধুনাথ দাশশর্মা চৌধুরী ক্লার্ক মিউনিসিপাল অফিস।

নয়াপাড়াগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :- শ্রীমুখেন্দুবিকাশ সেনশর্মার জমিদার ও উকিল জজকোর্ট। শ্রীহীবেন্দ্রনাথ সেনশর্মা বি এ ক্লার্ক জজকোর্ট। শ্রীবকিমচন্দ্র সেনশর্মা মার্চেন্ট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশশর্মা বি এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীনিরেন্দ্রলাল দাশশর্মা ক্লার্ক কষ্টমঅফিস। শ্রীঅগরুচরণ দাশশর্মা। শ্রীললিতাকান্ত দাশশর্মা ক্লার্ক রেলওয়ে। শ্রীমুরেন্দ্রনাথ সেনশর্মা জমিদার। শ্রীপুলিনবিহারী সেনশর্মা ক্লার্ক মিউনিসিপাল অফিস। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনশর্মা কবিরাজ। শ্রীকামিনীকুমার সেনশর্মা ক্লার্ক দোভানীর অফিস। শ্রীরামচরণ সেনশর্মা। শ্রীউপেন্দ্রলাল সেনশর্মা রায় মোস্তাফিজমোহরের

কোয়েপাড়া গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— শ্রীচন্দ্রকুমার সেনশর্মা
সেরেস্টাদার সবজজকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণকুমার সেনশর্মা উকিল। শ্রীনিরঞ্জন সেনশর্মা
শ্রীনলিনীকান্ত সেনশর্মা মোক্তার। শ্রীকবীভূষণ দাশশর্মা ক্লাক সবজজকোর্ট।
শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশশর্মা ক্লাক কষ্টম অফিস। শ্রীনলিনীকান্ত দাশশর্মা ক্লাক
রেজুন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্মা এম্ এ, বি এল উকিল জজ আদালত।
শ্রীধামিনী রঞ্জন সেনশর্মা পেক্লাক রেলওয়ে অফিস। শ্রীমনোরঞ্জন সেনশর্মা
কবিরাজ। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ সেনশর্মা।

ভাটীখাইনগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— শ্রীশ্রামাচরণ দাশশর্মা।
শ্রীবিনোদ বিহারী দাশশর্মা। শ্রীহীরেন্দ্রলাল দাশশর্মা, মার্চেন্ট। শ্রীউপেন্দ্রলাল
দাশশর্মা ক্লাক রেলওয়ে অফিস। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্মা উকিল পটীয়া মুন্সেফী
শ্রীনাথ দাশশর্মা ওয়াদাদার ক্লাক রেলওয়ে। শ্রীনুতনচন্দ্র দাশশর্মা ওয়াদাদার।

কানুনগোয়পাড়াগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— শ্রীউপেন্দ্রলালদাশশর্মা
কানুনগোয় উকিল পটীয়া মুন্সেফী। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্মা কানুনগোয় গুডক্লাক
রেলওয়ে। শ্রীদুর্গাকুমার দাশশর্মা কানুনগোয় ডাক্তার। শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশশর্মা
কানুনগোয় কবিরাজ। শ্রীজগদ্বন্ধু দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীযশোদাচরণ
দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীবরদাচরণ দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীমনোরঞ্জন দাশশর্মা
কানুনগোয়। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্মা কানুনগোয় সেরেস্টাদার। শ্রীদীনেশচন্দ্র
দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীবিনোদবিহারী দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীহেমেন্দ্রলাল
দাশশর্মা কানুনগোয়। বি, এস, সি। শ্রীজীতেন্দ্রলাল দাশশর্মা কানুনগোয়।
শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্মা কানুনগোয়।
শ্রীনীলেন্দ্রলাল দাশশর্মা কানুনগোয়। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশশর্মা কানুনগোয়।

সুচক্রদণ্ডী গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— শ্রীশশাকমোহন দাশশর্মা বি, এ
এসিস্টেণ্টমাস্টার পটীয়াহাইস্কুল। শ্রীগুণাক্তবিমল দাশশর্মা এম, এ সব
ডিপুটি কালেক্টর। শ্রীচন্দ্রকুমার দাশশর্মা খাস্তগীর ডাক্তার ও ক্লাক পটীয়া
মুন্সেফী।

ধোরলা ও সারোয়াতলীগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :— শ্রীবৈদ্যনাথ
সেনশর্মা মোক্তার ও জমিদার। শ্রীশশীকুমার সেনশর্মা ক্লাক কষ্টম অফিস।
শ্রীবৈদ্যনাথ দাশশর্মা দস্তিদার এসিস্টেণ্ট একাউন্টেন্ট কোর্টওয়ার্ড। শ্রীউমেশ
চন্দ্র দাশশর্মা দস্তিদার টেক্সের দারোগা মিউনিসিপাল অফিস। শ্রীহীরেন্দ্র

শাল সেনশর্মা মোক্তার। ঐহরিশচন্দ্র সেনশর্মা বি, এল, উকিল জজকোর্ট
ঐনোহিনীমোহন দাশশর্মা মোক্তার। শ্রীকীর্তিচন্দ্র সেনশর্মা ডাক্তার।

ছনহরাগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :—শ্রীকামচন্দ্র দাশশর্মা মহিষার।
শ্রীবিজয়লাল সেনশর্মা বিদ্বান।

আলামপুর গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :—শ্রীকীর্তিচন্দ্র দাশশর্মা রাহু নাহেব
বি, এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীবোগেশচন্দ্র সেনশর্মা পেয়ার কালেক্টরী।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনশর্মা উকিল মোহরর।

বরমাগ্রামবাসী বৈদ্যগণ :—শ্রীঅন্নদাচরণ সেনশর্মা চৌধুরী।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেনশর্মা মহুমদার। শ্রীরাধকুমার সেনশর্মা ডাক্তার। শ্রীসতীশ
চন্দ্র সেনশর্মা। শ্রীমহেন্দ্রলাল সেনশর্মা। শ্রীনগেন্দ্রলাল সেনশর্মা ক্লার্ক জেটী
অফিস। শ্রীযতীন্দ্রলাল সেনশর্মা ফরেস্ট অফিস। শ্রীরজনীকান্ত সেনশর্মা।
শ্রীচন্দ্রনাথব সেনশর্মা বি, এল, উকিল জজকোর্ট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেনশর্মা শিক্ষক
কলেজীয়েট স্কুল। শ্রীবোড়ীমোহন সেনশর্মা মহুমদার ক্লার্ক জজকোর্ট।
শ্রীলালমোহন সেনশর্মা বি, এ ক্লার্ক রেজিষ্টারী অফিস। শ্রীঅখিনীকুমার সেন
শর্মা বি, এ। শ্রীরাধকুমার সেনশর্মা ক্লার্ক রেজিষ্টারী অফিস। শ্রীনিরঞ্জন
সেনশর্মা ক্লার্ক জেটী অফিস। শ্রীপ্রহরকুমার সেনশর্মা ইঞ্জিনিয়ার অফিস।
শ্রীরমণীরঞ্জন দত্তশর্মা। শ্রীবিপিনচন্দ্র সেনশর্মা মোক্তার।

আনোয়ারা গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাশশর্মা জমিদার।
শ্রীবোগেশচন্দ্র সেনশর্মা বি, এল উকিল জজকোর্ট। শ্রীনগেন্দ্রলাল দাশশর্মা
খাসগির শিক্ষক বিউনিসিপাল স্কুল। শ্রীযতীন্দ্রলাল দাশশর্মা চৌধুরী ক্লার্ক
অফিস আর্কাইভ বেক।

গুয়াতলী গ্রামবাসী বৈদ্যগণ :—শ্রীসারদাকুমার দাশশর্মা কৃতপূর্ক
কলেটরী। শ্রীসারদাচরণ দাশশর্মা। শ্রীমহেন্দ্রলাল দাশশর্মা। শ্রীহরলাল দাশ
শর্মা। শ্রীচন্দ্রমোহন দাশশর্মা সৌভাগীর ম্যানেজার। শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেনশর্মা।
শ্রীভক্তরঞ্জন দাশশর্মা পেয়ার।

শ্রীকামাচরণ সেনশর্মা পোর্ট অফিস বিভাগের। শ্রীহীরলাল সেনশর্মা
শ্রীপুর। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেনশর্মা গোপাবিহা। শ্রীনীলকমল সেনশর্মা বিউনিসিপাল
স্কুল। শ্রীরাধাকান্ত সেনশর্মা মহুমদারবন্দী। শ্রীশিবচন্দ্র দাশশর্মা ম্যানেজার।

নিবেদন ।

প্রাচীন ভারতে ধারাবাহিক রূপে কোনও জাতির বা ঘটনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ছিল না। থাকিলেও উপযুক্ত ভাষায় রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বহুলপরিমাণে বিনষ্ট হওয়াতে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধির ফলে বহুলপরিমাণে ধ্বংস বা বিকৃতি প্রাপ্ত হওয়াতে, পরন্তু বাস্তবের সঙ্গে বহুল অবাস্তব পদার্থের ও অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ হওয়াতে, সত্যাত্মসন্ধানের জন্য অতীতভারতের কোনও গ্রন্থের উপর নির্ভর করা সর্বদা সমর্থন যোগ্য নহে। দেবগণ কিরূপে মনুষ্য সমস্ত মানবগণ সহ স্বর্গে ও হইতে ভূ ও ভুবর্গকে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিরূপে মধ্যপ্রদেশ ও মঙ্গোলিয়া হইতে সমাগত আর্যগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের আবাসস্থান আর্য্যবর্তের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে পূর্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূল, পশ্চিমে আরবোপসাগরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন, কিরূপে দাক্ষিণাত্যের জনপদ সমূহে ছড়াইয়া সমস্ত ভারতভূমিকে আর্য্যভূমি বা হিন্দুস্থান নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতে আর্য্যসভ্যতা স্থাপিত হইলে, কিরূপে দেবসন্তানগণ ব্রাহ্মণ-জাতির সাত লক্ষ লক্ষ হইয়াছিলেন, কিরূপে এক ব্রাহ্মণজাতি হইতে বর্ণ চতুষ্টয়ে সৃষ্টি হইয়াছিল; কিরূপে অমূল্য, প্রতিলোম বিবাহের ফলে আর্য্যগণ একত্ব ছাড়িয়া বহুত্ব, বহুবর্ণপর্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন, কিরূপে একই ব্রাহ্মণ হইতে মুর্খাবসিক, অশ্বষ্ঠ ও পারশব নামক ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কিরূপে উচ্চা, অনুচ্চা, পরোচ্চা, বিধবা এমন কি বস্ত্রজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, কিরূপে কয়েকশত ব্রাহ্মণ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ সমুৎপন্ন হইলেন, কিরূপে হীনজাতীয়া কল্লাগণ ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হইয়া ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন, কিরূপে বৈশ্যগণ সমাজদেহ হইতে স্থলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতিয়া গুণিসাধন করিয়াছেন, কিরূপে বৈশ্যগণ অশ্বষ্ঠপ্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, কিরূপে জগদ্বরেণা বজীর বৈশ্যজাতি বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইলেন, কিরূপে অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, তাম্বুলী ও অশ্বষ্ঠ সংজ্ঞক কায়স্থগণ উপনিবাসস্থান লাভ হইয়া জাত্যন্তরে

পরিণত হইলেন, কিরূপে সপ্তশত অস্ত্রজাতীরলোক ব্রাহ্মণকে অভিষিক্ত হইয়া সপ্তশতীব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিলেন, কি জন্ত মেধাতিথি, কুট্টক প্রভৃতির পাণ্ডিত্য বিপণ্যগামী হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ ও শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ নানা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও ধারাবাহিক স্মৃষ্কল লিপিবদ্ধ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ পাওয়া দ্রুত। ঈশ্বর্য্যাত্মক শাস্ত্রসিদ্ধির মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার সারোদ্ধার পূর্বক ঐতিহাসিকতত্ত্ব সঙ্কলন প্রয়াসী মনোবিগণ, যাহা কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে বৈষ্ণবজাতির স্বরূপ ও সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের জন্ত “বৈষ্ণবপরিচয়” নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। গ্রন্থখানি প্রায় সত্তরাধিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ। এইরূপ বিপুলগ্রন্থ বৈষ্ণব সাধারণের নিকট শীঘ্র প্রচার করিতে পারিব সেইরূপ সম্ভাবনা নাই। অথচ মানুষ অভাজনকে বৈষ্ণবজাতি সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের জন্ত অনেকেই বিব্রত করিতেছেন। মুদ্রায়ন্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ ঔদ্যত ও অবহেলার উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সংক্ষেপে “চট্টল বৈষ্ণবসম্মিলনীতে” পাঠ করার উদ্দেশ্যে, এই গ্রন্থখানিতে, মূখ্যপ্রতিপাদ্য বিষয়গুলির ধারাবাহিক বীমাংসা করিয়া জনসাধারণের যুগযুগান্তরেরে লাভসাধারণার কণ্ঠস্থিত মাত্র নিরূপণ করার চেষ্টা করিলাম।

যিনি আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই অল্পাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, পার্থিব এবং অপার্থিব যত কিছু উন্নতিতে সভ্যজগতের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়াছে; তাহার মূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চিরবিদ্বান বৈষ্ণবজাতি। এই বৈষ্ণবজাতিই স্বীয় প্রাণরস উৎসর্গ পূর্বক স্বরূপ ও সত্যজ্ঞ করিয়া এইক্ষণ পর্য্যন্ত ধরাধামে ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯১১ ইংরাজীর আদমশুমারীতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, সমগ্র বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সংখ্যা ৮৮৭৯৬ জন, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৩৫৩৮৩৮, কায়স্থের সংখ্যা ১১১৩৪৭৭ জন। বৈষ্ণবজাতির সংখ্যা নগণ্য হইলেও বৈষ্ণবজাতির শিক্ষিত জনসমূহের সমষ্টির সহিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতির শিক্ষিত জনগণের সমষ্টির অনুপাতানুসারে তুলনা করিলে জানা যায়, এই শিক্ষাদীপ্ত বঙ্গীয়সমাজে শতকরা ৫৩ জন বৈষ্ণব, ৪০ জন ব্রাহ্মণ, ৩৫ জন কায়স্থ লেখাপড়া জানেন।

বৈষ্ণবজাতীয় ও অপরাপর জাতীয় জ্ঞানীলোকদিগের সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৩৫ জন বৈষ্ণব, ১২ জন ব্রাহ্মণ ও ১৩ জন কায়স্থের জ্ঞানীলোক লেখাপড়া জানেন। ইংরাজী ভাষাবিদ পুরুষগণের মধ্যে শতকরা ২০ জন বৈষ্ণব, ১১ জন ব্রাহ্মণ, ১২ জন কায়স্থ এবং এক সহস্র জ্ঞানীলোকদিগের মধ্যে ২০ জন বৈষ্ণব, ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৬ জন কায়স্থের জ্ঞানীলোক ইংরাজী জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ২৫ জন বৈষ্ণব, ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৬ জন কায়স্থ বি. এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রাতি দশসহস্রের মধ্যে ১৫ জন বৈষ্ণব, ৮ জন ব্রাহ্মণ, ৮ জন কায়স্থ সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে ১৯১৬ সালে একজন বৈষ্ণবকৃত্তা ছাত্র ও দর্শন পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। স্কুল, কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক ও পরিদর্শকগণের মধ্যে প্রত্যেক দশসহস্রে ৫৬ জন বৈষ্ণব, ২৭ জন ব্রাহ্মণ, ৩৩ জন কায়স্থ শিক্ষকতা কার্যা করিতেছেন। বিজাতীয় রাজশাসনের পূর্বে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ব্যতীত অপর কোন জাতি অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। হিন্দুরাজত্বের অবসানে জাতিনির্কিংশেবে অধ্যাপনায় অধিকার প্রাপ্ত হইলেও শিক্ষায় ও অধ্যাপনায় অপর কোন জাতি অল্প পর্যান্ত বৈষ্ণবজাতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

চিকিৎসাকার্য্য বৈষ্ণবজাতির আবহমানকাল প্রচলিত একমাত্র জাতীয়-বৃত্তি। মুসলমানরাজত্বের সময়েও আয়ুর্কৌদিকচিকিৎসা সর্বশাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব-জাতির উপরই শ্রুত ছিল। ইংরাজরাজত্বের সময় হইতেই তাহা বেওয়ারিস মালের ছাত্র তেলী, কুলী, হাড়ি, কুমার, মেথর, চামার হইতে বঙ্গব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত জাতিবর্ণ নির্কিংশেবে সকলেরই বৃত্তিমধ্যে পরিগণিত। তদবস্থাতেও আয়ুর্কৌদিক ও ডাক্তারি চিকিৎসক প্রত্যেক দশসহস্রের মধ্যে ২৩০ জন বৈষ্ণব, ২৬ জন ব্রাহ্মণ, ৪৮ জন কায়স্থ চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণের মধ্যে অর্পাৎ খাঁহাদের নাম রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদশহাজারে ২০ জন বৈষ্ণব, ৩ জন ব্রাহ্মণ, ৫ জন কায়স্থ রাজকীয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহা হইতে বৈষ্ণবজাতির জ্ঞানবন্তার, বিদ্যাবন্তার এবং জন্মগত বিশিষ্টতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? যেই দিবোদাস, ধনুস্তরি প্রভৃতি দেবতাগণ, চিকিৎসা কার্য্যের জন্য বৈষ্ণব উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গোকে দেবতাদিগেরও পূজনীয়

ছিলেন, পুনঃ তাঁহারা মানবগণের স্বাক্ষর করে ভুল্লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভুল্লোকস্থপ্রাণিগণ নানা আধিব্যাধি দ্বারা প্রলীড়িত হইতেছেন, দেখিয়া সুরপতি দয়ার্জহৃদয়ে ধ্বস্তরিকে বলিয়াছিলেন :—

“ধ্বস্তরি সুরশ্রেষ্ঠ! ভগবন্ কিঞ্চিচ্ছচ্যতে।

যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপয়োভব ॥

উপকারায় লোকানাং কেন কিমকৃতং পুরা।

ত্রৈলোক্যাধিপতির্কিঞ্চুরভূত্বংস্তাদি রূপবান্ ॥

তস্মাত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধো নৃপোভব।

প্রতিকারায় রোগানামায়ুর্কেদং প্রকাশয় ॥”

ভাবপ্রকাশ।

“হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধ্বস্তরি! আমি কিঞ্চিৎ বলিব, যেহেতু আপনিই প্রাণিগণের উপকার করিতে যোগ্য। দেখুন পুরাকালে পরোপকারার্থ কোন মহাত্মা কি না করিয়াছেন? ত্রৈলোকাধিপতি বিষ্ণুও স্বয়ং মৎস্তাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি অবনীতলে যাইয়া কাশীধামে রাজা হউন এবং রোগসমূহের প্রতীকারের জন্ত আয়ুর্কেদ প্রকাশ করুন।” ইহাতে সুস্পষ্ট জানা যায়, স্বর্গ হইতে ধ্বস্তরি প্রভৃতি দেবতাগণ আসিয়া ভুল্লোকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভুল্লোকস্থ মানবগণ তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য স্বাক্ষর জন্ত উক্ত দেবতাদিগকে ও তাঁহাদের বংশধরগণকে বিষ বা ঔপনিবেশিক আখ্যা প্রদান করেন। মহর্ষিগণ নিয়মবিধির অবতারণা করেন যে, স্বর্গপ্রত্যাগত ধ্বস্তরি প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের বংশধরগণ ব্যতীত ব্রাহ্মণাদি অপর কোন জাতিই আয়ুর্কেদিক চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। মহাদিশাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ আপৎকালে ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণবগণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণবগণ আপৎকালেও ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। বৈষ্ণবগণ দেবপ্রভব বলিয়া তাঁহাদের চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণগণ যে কোন অবস্থায়ও অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যেই সব ব্রাহ্মণ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন; তাঁহারা অপাণ্ডেস্তর হইবেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ঔষধ ভুলক্রমে সেবন করিলে দ্বিজগণ জাতিভ্রষ্ট হইবেন এবং শূদ্রগণ প্রায়শ্চিত্ত হই হইবেন। তাহার প্রমাণ এই গ্ৰন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শাজাদির আলোচনা করিলে জানা যায়, স্বায়ত্ত্ব মনু হইতে ইন্দ্রগাবি পৰ্য্যন্ত চতুর্দশ মনু প্রোভূত হইয়াছেন। চতুর্থে অষ্টম মনুর উল্লেখ আছে। এতদ্বির সংহিতাকারকও একজন মনু ছিলেন। স্বায়ত্ত্ব মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অদ্রিরা প্রভৃতি দশ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, অত্রির পুত্র চক্ৰ, চক্ৰের পুত্র বৃধ, বৃধের পুত্র ইলা, তৎপুত্র পুরুষা, তৎপুত্র আয়ু, আয়ুর নহব, বৃদ্ধশর্মা প্রভৃতি চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধশর্মার পুত্র সুনহোত্র, সুনহোত্রের কাশ, শল ও গুৎসমদ নামক তিন পুত্র জন্মে। শলের পুত্র আষ্টিবৈন, তৎপুত্র দীর্ঘতপা, তৎপুত্র ধনু, ধনুর পুত্র ধনুস্তরি অজ্জ, ধনুস্তরির পুত্র কেতুমান, তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিবোদাস। (দিবোদাস সম্বন্ধে ঋক্বেদের ৪র্থ সূক্ত দ্রষ্টব্য) দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষিমিত্র ও প্রতর্দন। ব্রহ্মর্ষিমিত্র হইতে মৈত্রেয়ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হইয়াছে। প্রতর্দনের পুত্র বাৎস্ত ও ভার্গ। বাৎস্ত হইতে বাৎস্তবংশ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গের পুত্র বৈশ্বানর, তৎপুত্র ভৃগু ও জামদগ্নি, এই ভৃগু ও জামদগ্নি হইতে বহু ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ধনুস্তরি, দিবোদাস ও বৈশ্বানর প্রভৃতি বৈষ্ণব হইতে যে ভারতীয় বহু ব্রাহ্মণজাতির জন্ম হইয়াছে, তাহা হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

বৈষ্ণবজাতি যে বর্ণপ্রতিষ্ঠার বহুপূর্বে ভূম্বলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণগণ হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন, সমস্ত প্রাণীর পিতৃস্বরূপ পূজার্হ জাতি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। ত্রেতাযুগাদিতে বর্ণ-বিভাগ হইয়া অমূলোম প্রতিলোম বিবাহাদি দ্বারা বহুমানবের সৃষ্টি হইলে স্বল্পেকাগত বৈষ্ণবগণের বংশধরগণ দ্বারা সমস্ত মানবের চিকিৎসা হওয়া চূঃসাধ্য হইয়া উঠে, তখন মহর্ষিগণ অমৃত্যুচাৰ্য্যকে অস্বস্ত উপাধি প্রদান করিয়া চিকিৎসাবৃত্তির ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই অমৃত্যুচাৰ্য্য সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত, কেহ বলেন তিনি অবোদিসম্ভব, কেহ বলেন তিনিই ধনুস্তরি রূপে দ্বিতীয়বার ভূম্বলোকে আসিয়াছেন, কেহ বলেন স্বর্গ হইতে অমৃত (ঔষধ) আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অমৃত্যুচাৰ্য্য হইয়াছে। কেহ বলেন তিনি ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মহর্ষিগণ কুশপুত্রলিকাতে ব্রহ্মমন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বীরভদ্রার অঙ্কে প্রদান করাতে তাঁহার অস্বস্ত উপাধি হইয়াছিল। তিনি যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈষ্ণবস্ত্রীর গর্ভে সজাত,

তাহার কোন প্রমাণ নাই। অমৃত্যুচার্য্য বিবাহ করিয়াছিলেন, স্বর্গবৈষ্ণব অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যা, তাঁহাদের গর্ভে অমৃত্যুচার্য্যের ঔরসে পঞ্চবিংশতি কন্যা জন্মে। তাঁহাদিগকে শক্তিদয়, দয়ন্তরী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় পঞ্চবিংশতি মহর্ষি বিবাহ করেন। তাঁহাদের ঔরসে অমৃত্যুচার্য্যের কন্যাগণের গর্ভে সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি বৈদ্যাগণের জন্ম হয়। তাঁহারা জ্ঞানবন্তার বিদ্যাবন্তায় সর্কশ্রেষ্ঠ হওয়াতে, বৈদ্য উপাধি ও চিকিৎসাবৃত্তির ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। তাহা এই গ্রন্থপাঠে জানা যাইবে। ততৎকালে ভূলোকের সহিত স্বর্লোকের যৌন সম্বন্ধ যে হইত; তাহা হিমালয়ের কন্যা দুর্গার বিবাহই উদাহরণ। বহুঋষি উর্কনী প্রভৃতি বিদ্যাধরীতে বশিষ্ঠ, শকুন্তলা প্রভৃতি অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন, বহুদেবতা মানবীতে গর্ভাধান করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির জন্ম দেবগণ দ্বারা যে হইয়াছে, দেবতাগণ যে পৃথিবীতে সময় সময় আসিতেন এবং পৃথিবীস্থ মানবগণ যে, সময় সময় স্বর্গে যাঠিতেন, বেদে, রামায়ণে ও মহাভারতে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। দেবযান, পিতৃযান, প্রভৃতি ভূলোক হইতে স্বর্লোকের যাতায়াতের পথই ছিল। ভরদ্বাজ, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহুবার স্বর্গে গিয়াছেন, ইন্ড্রের নিকট আয়ুর্কেন্দ শিক্কা করিয়াছেন, তাহা আয়ুর্কেন্দ পাঠে জানা যায়। কলির প্রারম্ভে মতামুর্কির অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ স্বর্গে গিয়াছিলেন। দেবাধিদেব শিব ভূলোকে আসিয়া অর্জুনের শক্তিমত্তার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবৃদ্ধের স্থান কুরুক্ষেত্র মানবের মহাতীর্থরূপে এইক্ষণ ও বিদ্যমান। এই অবস্থায় অশ্বিনীকুমারের কন্যাত্রয় অমৃত্যুচার্য্য বিবাহ করার উক্তি যাহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ব্রাস্ত, তাহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে।

অমৃত্যুচার্য্যের দৌহিত্রগণ অশেষ জ্ঞানবন্তার বিদ্যাবন্তার নিদর্শন “বৈষ্ণব” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্ভানগণও বৈষ্ণবজাতি বলিয়া সমাজে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। উপনীত বৈষ্ণবগণ বেদাধ্যয়নান্তে, পুনঃ উপনীত হইয়া আয়ুর্কেন্দ অধ্যয়ন করাতে তিজ এবং রোগিগণকে পুত্র রূপে দর্শন করাতে অষ্ট উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ স্বীয় স্বীয় নামান্তে আদিপুরুষের নাম পদবি রূপে ধারণ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলে এই বিজাতীয় রাজশাসনের যুগেও বৈষ্ণবসম্ভানগণ শিক্ষার দীক্ষার সম্পূর্ণরূপে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

আর্য্যসমাজে গুণ ও কর্মভেদে বৃত্তি নির্দ্ধারিত থাকিলেও বিজাতীয় রাজ-
শাসনের যুগে একজাতি, অপরজাতির বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। বৈষ্ণব জাতীয়
বৃত্তি আয়ুর্কৌমুদীচিকিৎসা ব্রাহ্মণাদি সকলেই অবলম্বন করিয়াছেন ও
করিতেছেন। তজ্জন্ত বৈষ্ণবসন্তানগণ অপরজাতীয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধা
হইয়া থাকিলেও তাঁহারা নানাবিধ সন্মানিত কার্য্যই করিতেছেন। যেই
সমস্ত বৈষ্ণবসন্তান জাতীয়বৃত্তি চিকিৎসাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা
বিজ্ঞা, বুদ্ধি, যোগনির্গম, ও চিকিৎসাকার্য্যে এইক্ষণেও প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান
অধিকার করিয়া আছেন।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবজাতির যেই সংখ্যা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বাথরগঞ্জে
১৩২৭২, ঢাকা ১১২২, কলিকাতা ৮৫৪৮, চট্টগ্রাম ৭৮৮০, ফরিদপুর ৬০৭৭,
ত্রিপুরা ৫৯৫০, বাকুরা ৪৪৪২, ময়মনসিংহ ৪০২৬, বর্ধমান ৩৩৫০, যশোর
২৩৭৮, মুর্শিদাবাদ ২১৩২, খুলনা ১২৬৩ হুগলী ১৬৮৩, বীরভূম ১৫৫২ পাবনা
১৫৫৭, নোয়াখালী ১৫৫৭, চব্বিশপারগণা ১৪৪৮, রঙ্গপুর ১৩১১, মেদিনীপুর
১২৩০, রাজশাহী ১০৩২, দিনাজপুর ৯৮১৭, হাওড়া ৯১৫, মালদহ ৫৩৫,
জলপাইগুড়ি ৫৩৫, কুচবিহার ৩৩৬, বগুড়া ৩১৮, দার্জিলিং ১২৪, জন বৈষ্ণব
বাস করেন। বৈষ্ণবজাতির সংখ্যার অনুপাতে চট্টগ্রাম চতুর্থ। কলিকাতার
বিভিন্ন জেলার বৈষ্ণবগণ বাস করেন, বলিয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতার
বৈষ্ণব সংখ্যা অধিক। ঢাকা, বাথরগঞ্জ ব্যতীত চট্টগ্রামের গ্রাম
অধিক বৈষ্ণব বাসস্থান বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নাই ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের
ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী, দেব, দত্ত প্রভৃতি বৈষ্ণবসন্তানগণ যেমন বৈষ্ণব বলিয়া
পরিচিত, বৈদ্যের কুল পদ্ধতি অনুযায়ী তদ্রূপ ভাবে ধর, কর, রক্ষিত,
নন্দী ও দেব প্রভৃতি ভূতপূর্ব বৈদ্যসন্তানগণ যদি চট্টগ্রাম সমাজে বৈদ্য
বলিয়া গৃহীত হইতেন, তাহাহইলে চট্টগ্রামে বৈদ্যের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রেরও
অধিক হইত। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অনুপাতে চট্টগ্রামে বৈষ্ণব সংখ্যা অল্প
হইলেও তাঁহারা শিক্ষার, স্বীকার, ধনে, মানে, রাজকর্মে ও ভূস্বামিস্থে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিমিত ছিল। কায়স্থগণ তাঁহাদের
সহিত সন্মিলনকে অত্যন্ত গৌরবের ও কুলবৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে
করিতেন। যে সব কায়স্থের সহিত বৈদ্যের সংসর্গ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে
অধিকাংশই ভূতপূর্ব বৈষ্ণবসন্তান।

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি প্রায় সতরশত বৎসরকাল দিল্লী, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামাদি প্রদেশের একচ্ছত্রী নরপতি রূপে শাসন সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। আদিশূরের রাজত্বকালে সমগ্রবঙ্গে সপ্তশতী নামক সাতশতাব্দ এবং কতিপয় পরাশরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গদেশে ব্যক্তিকব্রাহ্মণ না থাকাতো অদূর কালকুল হইতে শাক্তিগোত্রের ভট্টনারায়ণ, কাশ্যাপগোত্রের দক্ষ, বাৎস্তগোত্রের ছান্দর, সাবর্ণগোত্রের বেদগর্ভ, ভরদ্বাজগোত্রের শ্রীহর্ষ এই পাঁচজন ব্যক্তিকব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, তাঁহাদের সহিত মকরন্দ, দশরথ, কালিদাস, পুরুষোত্তম ও বিরাট নামক পাঁচজন শূদ্র দাসরূপে আসিয়া বসতি করেন। কালক্রমে সেইপাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান সংখ্যায় ছাপ্পার হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক কারিকাগ প্রস্তুত হইয়াছিল।

‘পঞ্চগোত্র ছাপ্পারগাঁই ইহাছাড়া বামুন নাই।

যদি থাকে চুই এক ঘর সাতশতী আর পরাশর ॥’

ইহাতে প্রতীতি হয়, তৎকালে বৈদ্যজাতির সংখ্যায় অনুপাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতি নিতান্ত অল্প ছিলেন। বঙ্গদেশে জনবিধ্বংসী মহামারীর উদ্ভব হইয়া বৈদ্যজাতিকে ধ্বংস করিয়াছে বা পরশুরামের নিন্দিত্রিয় করার দ্বারা কোন রাজশক্তি বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে নির্মূল করিয়াছে, এইরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে অসম্ভাবিত ভাবে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি হ্রাস হওয়ার কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগরিত হয়। তদন্তরে বলাঘাট, মহারাজ বঙ্গালের প্রচলিত কোলৌত্র, মহারাজ বঙ্গালের সহিত যুবরাজ লক্ষ্মণের বিবাদ ও রাজা গণেশের আদেশই বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির সামাজিক বিপ্লবের নিদান। বঙ্গালের প্রবর্তিত কোলৌত্রা সম্বন্ধে রামানন্দ শর্মা কুলদোষিকায় লিখিয়াছেন। (১) ‘অষ্ট কুলনন্দন মহারাজ বঙ্গাল

(১) অথ বঙ্গাল ভূপাচ অষ্টকুলনন্দনঃ।

কুরুতেহতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্ ॥

আদিশূরানীত বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।

এতেষাং সন্ততীঃ সর্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে ॥

যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্ত্রগ্রামে নিরূপিতাঃ।

শ্রেণীভেদে নির্ণীতং রাঢ়ী বারেঙ্গ সংজ্ঞিতম্ ॥

তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তম।

শূদ্রানাঞ্চ চতুষ্পদ নৃপেণ শ্রেণয় কৃতাঃ ॥ ইত্যাদি

শব্দকরক্ষম হইতে উদ্ধৃত। কায়স্থ শব্দে স্রষ্টব্য।

আদিশূত্রের আনীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের কুলশাস্ত্র নিরূপণ অতিবস্তুর সচিহ্না করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সম্ভানগণকে নিছালয়ে আনিয়াছিলেন। যেই যেই স্থানে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, সেই সমস্ত গ্রাম নিরূপণ করিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ভেদে হইশ্রেণী করিয়াছিলেন, সেই বিজশ্রেষ্ঠগণের কুল দ্বিবিধ নিরূপণ করেন। মহারাজকর্তৃক শূদ্রচতুষ্টয়ের কুল ও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।”

বঙ্গাল প্রাচীনকালীয় সমাজসৌধ ভগ্ন করিয়া এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে হত্যাদর করতঃ কান্ডকুজ হইতে আনীত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণকে কোলীজ প্রদান করাতে এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর বহুব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে হইতে আনিয়া দিতে করাতে, বঙ্গদেশে বৈদ্যবিদ্যবাহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে ক্রমাভাস্তরস্থ অননবৎ ক্রমশঃ জলিতে থাকে। তৎপর কুন্দনাচার্যের গচ্ছিত স্বর্ণধেনুর মোকদ্দমায় যে সব বৈজ্ঞানিক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে জলাচরণের বহির্ভূত করেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যের জাতীয়-গৌরব থকাই করিতে সচেষ্ট হন। তদবস্থায় মহারাজ বঙ্গাল বৈজ্ঞানিকের মধ্যেও কোলীজের এক নববিধান প্রবর্তিত করেন, তাহার ফলে গৌতম ও পরাশর গোত্রের কর, বশিষ্ঠগোত্রের দাশ ও রাজ, কাশ্যপ ও জামদগ্ন্য গোত্রের ধর, কৃষ্ণাগোত্রের, সাবর্ণ, কৌশিক, পরাশর ও কাশ্যপ গোত্রের দত্ত, ভরদ্বাজ ও আত্মিরসগোত্রের রক্ষিত, শ্রবদ্বাজগোত্রের কুণ্ড, কাশ্যপ গোত্রের নন্দী, আত্মিরগোত্রের দেব, গৌতমগোত্রের গুপ্ত প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক মহারাজের প্রবর্তিত কোলীজ ও মেলনক্ষনের প্রভাবেও নবকুল প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের অদূরদর্শিতায় ও অত্যাচারের ফলে, বহুস্থলে কায়স্থীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। চিরপ্রসিদ্ধ বিজয় রক্ষিত, শীল রক্ষিত, শান্ত রক্ষিত, প্রজ্ঞাপাল, মাধব কর, মেদিনী কর, শ্রীকণ্ঠ নন্দী, সন্ধ্যাকর নন্দী, পিঙ্গল নাগ, মুকুন্দ দত্ত, চক্রপালি দত্ত, গঙ্গাধর কুণ্ড, ব্যাপী ধর প্রভৃতি মহারথী বৈজ্ঞানিকের নাম কে না জানেন? যাহাদের অত্যাচার প্রভিভায় আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশ গৌরবমণ্ডিত, যাহাদের জ্ঞান গবেষণায় বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক চির বিজ্ঞানজাতি বলিয়া মুখরিত; তাহাদের বংশধরগণকে যদি বঙ্গালের প্রবর্তিত কোলীজ লইয়া হত্যাদর করা হয়, তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিবার কি থাকিবে জানি না। এইরূপ নানা ঘটনা বিপর্যয়ে পড়িয়া বহুবৈজ্ঞানিক কায়স্থজাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন। বর্তমানেও স্থানে স্থানে তাহাদের মধ্যে চিকিৎসাবৃত্তি শাস্ত্রালোচনা, সদাচার, সজ্জনতা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়,

তদ্বারা তাঁহারা যে ভূতপূর্ববৈষ্ণবস্তান তাঁহা অংশপরিচয়ে ধারণা করা বাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় ছই তিন পুরুষ পূর্বে ছিল। তাহার নিদর্শন ঢাকা, রাজসাহী, বাগ্নাড়া প্রভৃতি স্থানে দেববংশীয় বহুবৈষ্ণব এখনও বিদ্যমান। বিক্রমপুরে আত্মেরগোত্রের দেব, কাশ্রপ, কৃষ্ণাগোত্র ও কৌশিকগোত্রের দত্ত, জামদগ্নাগোত্রের ধরগণ শিমুলিয়া, দশলঙ, বেলতলী, বাহেরক, মালপদিয়া, এবং নেত্রবতী গ্রামে বাস করিতেছেন। বাঘিয়াগ্রামে পরাশরগোত্রের করবৈষ্ণব এখনও বিদ্যমান। পালগাঁও গ্রামে শক্তিগোত্রের পাল (সেনবৈষ্ণব) ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় কাশ্রপ গোত্রের নন্দীবৈষ্ণব রহিয়াছেন। বঙ্গের বহুজেলার তরদ্বাজগোত্রের রক্ষিত আছেন। চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ নিজের বংশপরিচয় সমাক্ রূপে অপরিজ্ঞাত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধুনা কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণব গোত্রের ও পদবির প্রতি নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টরূপে জানা যাইবে, কায়স্থের গোত্র ও পদবির সহিত বৈষ্ণব গোত্র ও পদবির মিল নাই। বৈষ্ণব ও কায়স্থগণের পরিচয়ের সৌকার্যার্থ এইস্থলে তাঁহাদের গোত্র ও পদবির উল্লেখ করা হইল। (১)

(১) ধরস্বরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈষ্ণবরাষ্ট্রকৌ।

মৌদগল্যাকৌশিকৌ কৃষ্ণাগোত্রের আদিরসোহপি চ ॥

অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাশানাং তদনন্তরম্ ।

মৌদগল্যোহথ তরদ্বাজঃ শালক্যান এব চ ॥

শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্তশ্চ বড়মৌ মতাঃ ।

শুশ্রূষানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্রপৌ গোতমস্তথা ॥

সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

কৌশিকঃ কাশ্রপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপিতম্বরঃ ॥

মৌদগল্য ইতিবিজ্ঞেয়া শ্চত্বারো দেবসন্তবাঃ ।

আত্মের কৃষ্ণাগোত্রৌ চ শাণ্ডিল্য আলমারকঃ ॥

ধরশ্চ কাশ্রপঃ প্রোক্তৌ তরদ্বাজশ্চ কুণ্ডলঃ ।

কাশ্রপৌ রক্ষিতসৈকৌ গোত্রাএতে প্রকীর্তিতাঃ ॥

দত্তানাং ত্রয়গোত্রাণাং দেশভেদেহতি সত্যতিঃ ।

এবমাত্মেরগোত্রোহপি দত্তৌ দেশান্তরে ঋতঃ ॥

দত্তাঃ কৃষ্ণাগোত্রগোত্রৌ দৃষ্টান্তে বহুবন্তথা ।

তস্মাদ্ দত্তশ্চ গোত্রাণি বহুজ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ ॥

সেন বৈত্তগণের ধনস্বরূপ, শক্তি, বৈবাহিক, আত্ম, মৌদগল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাভ্যেয় এবং আদিত্যসভেদে আটগোত্র। দানবৈত্তগণের মৌদগল্য, তরদ্বাজ শালিকারন শান্তিলা, বশিষ্ঠ এবং বাৎস্তভেদে ছয় গোত্র। বৈত্তগণের কান্তপ সাবর্ণ, দ্বৌতম, ভেদে তিনগোত্র। দত্তগণের কৌশিক, কান্তপ, শান্তিলা, মৌদগল্য, আত্ম, আভ্যেয়, কৃষ্ণাভ্যেয়, ভেদে সপ্তগোত্র। দেশভেদে পরাশর প্রভৃতি দ্বাদশগোত্র দত্তবৈত্তগণের বিষয় বৈত্তকুলগ্রহে আছে। কয় বৈত্তগণের কান্তপ, বাৎস্ত ও মৌদগল্য ভেদে তিনগোত্র, রাজগণের বশিষ্ঠ ও কান্তপগোত্র, নন্দী কান্তপগোত্র, দেব আভ্যেয়, কৃষ্ণাভ্যেয়, শান্তিলা ও আগম্যান ভেদে চারিগোত্র। কুণ্ডবৈত্ত তরদ্বাজগোত্র, ধর কান্তপ, ও জামদগ্ন্যগোত্র। দেশভেদে কয়বৈত্তগণের সপ্তগোত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু চট্টগ্রামে কুলীন বৈত্তগণের অবস্থার এবং অদূরদর্শিতায় দত্তবৈত্তগণের মধ্যে কৌশিকগোত্রদত্ত কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া চক্রপ্রভা প্রভৃতি বৈত্তকুলগ্রহে উল্লেখ রহিয়াছে, কৌশিকগোত্রোদ্ভব মুকুন্দদত্তের নাম বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন। শাস্ত্রাদির আলোচনার অল্প মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যোগ্যকে পারিষদ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাহ্যকে বৈষ্ণবগ্রহে বৈত্ত বলি হইয়াছে, সেই ভক্তপ্রবর মুকুন্দদত্তের বংশধরগণ কোন্ শাস্ত্রের কেন্দ্রবৃত্তির অনুবলে কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চান্নেন জানি না। কৃষ্ণাভ্যেয় ও পরাশরগোত্রের দত্ত, কান্তপগোত্রের নন্দী, তরদ্বাজগোত্রের রক্ষিত প্রভৃতি বৈত্তসন্তানগণ বল্লালের নবপ্রবর্তিত কোলোত্তর মাহাত্ম্য ও কুলীন বৈত্তগণের অনাদরে জাতীয়গৌরব ভুলিয়া কুলপ্রাপ্তকায়স্থগণের সহিত আদান প্রদান করতঃ আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হওয়ার প্রলোভনে পড়িয়া কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। হুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের গোত্র ও প্রবরের সহিত কায়স্থগণের গোত্র প্রবরের সামঞ্জস্য হইবে কি না? তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তিগণ যে, বৈত্তজাতি বলিয়া

করাণাং কান্তপো গোত্রো বাৎস্তমৌদগল্যকাবপি ।

দেশভেদে হি বিভক্তে তৎকরঃ সপ্তগোত্রকঃ ॥

রাজঃকান্তপগোত্রোহপ্যস্ত তজ্জাজিগোত্রকঃ ।

ক্ষত্রভেদে চ জামদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ ॥

বহুবোহপি তরদ্বাজগোত্রজাঃ সন্তি রাক্ষসাঃ ।

ইজাদিত্যোপরৌ যৌ যৌ বৈত্তৌ গোত্রান্তরোরিমে ॥

ইজন্ত কান্তপোগোত্র এক এব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

আদিত্যানামিমৌ গোত্রাবাদিত্যকৌশিকৌ বৃত্তৌ ॥

পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতান্ত্রাদেগাত্রা ভিবক্কুলে । ইত্যাদি ।

বহুঅর্থ ব্যয়ে কুলীনবৈদ্যের সহিত আদান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব লইলেন না কেন জানি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী বৈদ্যকৃত্য ছিলেন ও আছেন। আবার অনেকেরই কৃত্য, ভগিনী, পিসী প্রভৃতি বৈদ্যপত্নী রূপে বিরাজমান। চট্টগ্রাম প্রভৃতি বঙ্গের পূর্ব উত্তর অঞ্চলে ঘটকের নিয়ম না থাকাতেই কুলীন বৈদ্যসন্তানগণ কায়স্থজাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছেন। কায়স্থগণ ব্রাহ্মকত্রাক্ষণের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের গোত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—(১) শাণ্ডিল্য বাশ্রপ, বাৎস্ত, সাবর্ণক, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন, কষিষ, অগ্নিবৈশ্র, কৃষ্ণাশ্রয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কোশিক, যতকোশিক, মৌদগলা, আলম্যান, পরাশর, সোপায়ন অত্রি, বাম্বকী, রোহিত, বৈশ্বানরপত্নক, জামদগ্নি, বহম্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কাত্যায়ণ, শক্তি, কান্বয়ন, আত্রেয়, কান্বক, সাক্ষতি, কৌণ্ডিল্য, জাজিরস, অনাবৃক্ষাধ্য, অবা, ভৌমনি, বৃক্ষাধ্য, সাবর্ণা, শুনক, গর্গ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের বিংশতি গোত্র। ধমন্তরি, বৈশ্বানর, আত্রেয়, শালক্যয়ন, জম্বু, মার্কণ্ডেয়, মহর্ষি ঋষ প্রভৃতি গোত্র ব্রাহ্মণের নাই। যাহারা সেন, দাশ প্রভৃতি বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী, তাঁহারা একবার ব্রাহ্মণের গোত্রের প্রতি অনুধাবন করুন, দেখিতে পাইবেন ধমন্তরি প্রভৃতি কতিপয় গোত্র ব্রাহ্মণের নাই। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর গর্ভজাতসন্তান হইলে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও ধমন্তরি, বৈশ্বানর প্রভৃতি গোত্র থাকিত এবং বৈদ্যগণের জন্ত শাস্ত্রকারগণ গোত্রের বিধান পৃথক করিতেন না। যে সব গোত্র ব্রাহ্মণের নাই তত্তৎ গোত্র বিশিষ্ট বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নীর সন্তান নির্দেশ করার কায়স্থতা আর কি হইতে পারে? বৈদ্যগণের গোত্র ও পূজার বিধান হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়; বৈদ্যগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পোৎকর্ষ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ দেবকন্টার গর্ভে মহর্ষিগণের ঔরসে সজাত ছিলেন। তাই ধমন্তরি, বৈশ্বানর অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্যগণের পূজার বিধান এখনও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে ও বৈদ্যনাথ রূপে বৈদ্যশিবের পূজা হইতেছে।

(১) শাণ্ডিল্যঃ কাশ্রপশ্চৈব বাৎস্তঃ সাবর্ণকস্তথা।

ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ।

কষিষশ্চাগ্নিবৈশ্রশ্চ কৃষ্ণাশ্রয়বশিষ্ঠকৌ।

বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কোশিকশ্চ তথাপরঃ॥

যতকোশিকমৌদগলে॥ আলম্যানঃ পরাশরঃ।

আমি এইভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অষ্টপ্রদেশ হইতে বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণ
হইদলে বিভক্ত হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধদেশে আসিয়া
উপনিবেশ স্থাপন করেন, যখন বৈষ্ণবগণ অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়া উপনিবেশ
স্থাপন করেন, অর্থাৎ রোগক্রিষ্ট মানবগণকে রক্ষা করার জন্ত আত্মনিয়োগ
করেন, তখন অঙ্গবঙ্গাদিশে ব্রাহ্মণগণ আসিতেন না। শাস্ত্রের বিধান :—

“অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।

তীর্থযাত্রাং বিনাগচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমহতি ॥”

“অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধাদি দেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন আমন
করিলে, ব্রাহ্মণগণ পুনঃ সংস্কার গ্রহণের যোগ্য হন” কিন্তু দেবসন্তান
বৈষ্ণবগণের পক্ষে তাহার কোন বাধা ছিল না। তাঁহারা আপামর মানব-
গণকে আধিবাসি করালকবল হইতে রক্ষাকরণার্থেই স্বর্লোক হইতে
ভূল্লোক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বিধির, নিষিদ্ধাদেশে গমন করিলে তাঁহাদের
পাতিত্ব ঘটিত না। বিশেষতঃ তাঁহারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্রিভাতি ছিলেন।
তাঁহারা গয়া, কান্ধী, প্রয়াগ, মথুরা, ক্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থস্থানে বৈষ্ণবগণকে
তীর্থগুরু রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার
সময় বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাহারা পুণাতমা চিকিৎসারূপে তাগ করিয়া পৌরহিত্য
করিতেছিলেন, তাঁহারা এই সমুদয় তীর্থ সংরক্ষণ ও অর্চনাদি করার অধিকার
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পরবর্তী যুগাদিতে বৈষ্ণবগণ বঙ্গ ব্যতীত
ভারতের সর্বত্র এক ব্রাহ্মণ সংস্কার অভিহিত হইতেছেন। বৈষ্ণব বলিয়া

সৌপায়ন স্তম্বাভিঃ বাসুকী গোতমস্তথা ॥

বৈষ্ণবপদ্মকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাশরঃ।

চতুর্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কণ্ঠাঃ পূর্বপণ্ডিতৈঃ ॥

তথাচ সৌকালীনকমৌদ্গলৌ পরাশর বৃহস্পতৌ।

কাঙ্ক্ষনা বিষ্ণুকোশিকৌ কাত্যায়নাজেয়কাম্বকাঃ ॥

কৃষ্ণাজেয়ঃ সাক্তিশ্চ কৌণ্ডিল্যোগর্গসংজ্ঞকঃ।

আদিত্য ইতিখ্যাতঃ অনাবৃকাখ্যসংজ্ঞিতঃ ॥

অবট্টজমিনি বৃদ্ধাখাঃ শান্তিল্যোবাৎস্তএবচ।

সাবর্ণালমানবৈষ্ণবপদ্মকশ্চয়তকৌশিকঃ ॥

শান্তিঃ কাম্বারনশ্চৈব বাসুকী গোতমস্তথা।

শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনরোগোত্রকারিণঃ ॥

এতেষাং বাস্তবজানি তানি গোত্রাণি মন্তত।

সর্বৈ দ্বিচত্বারিংশদগোত্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ ॥

অর্থাৎ দেবপ্রভব চিত্রবিদ্যানজাতি বলিয়া তাঁহাদের যেই খ্যাত্তা ছিল, তাহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সামাজিক ও ঐতিহাসিকগ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাস যুথোপাধ্যায় কার্য-
দিগের গোত্র ও পদবির উল্লেখ করিয়া “ভূত-বিবাহতত্ত্ব” নামক গ্রন্থে
লিখিয়াছেন, বসুগৌতম গোত্র, ঘোষ সৌকালিন, শাণ্ডিল্য ও বাৎসাগোত্র।
মিত্র বিশ্বামিত্রগোত্র, গুহ কাশ্যপগোত্র, দত্ত মৌদগলা, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ,
দত্তাত্রেয় ১৩ বর্শিষ্ঠ ভেদে পাঁচগোত্র, সেন আলম্যান ও বাসুকীগোত্র,
সিংহ ভরদ্বাজ ও বাৎস্ত, দাস আত্রেয়, নাথ পরাশর, পালিত শাণ্ডিল্য,
নন্দী আলম্যান, কর গৌতম দেব যুতকৌশিক ও দত্তাত্রেয়গোত্র। চন্দ্র
কাশ্যপ, নাগ সৌপায়ন, রাঠা শাণ্ডিল্য, ভদ্র কাশ্যপ, ধর কাশ্যপ, কুণ্ড
গৌতম সোম লৌহিত্য, রক্ষিত শাৎস্ত, অকুর ভরদ্বাজ, বিষ্ণু গৌতম, আত্ম
মৌদগলা, আচা শাণ্ডিল্য, নন্দন গৌতম, হোড় মৌদগলা, হোড়ী কাশ্যপ,
রাণা দালভা, ভূইঞা আলম্যান, বল দালভা, চাকি গৌতম, রাহত আলম্যান,
আদিত্য গৌতম, রুদ্র কাশ্যপ সানা অগ্নিবাৎস্ত, বর্দ্ধন যুতকৌশিক, সুর
বাৎস্ত, ধারা চামল, ধনু দালভা, নাহা লৌহিত্যগোত্র। ঘোষ, বসু, মিত্র,
গুহ, দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ ও দাস এই কয়েক ঘর
কার্য্য ব্যতীত আরও ৭২ ঘর মৌলিককার্য্যের পদবি ছন্দাকারে উল্লেখ
করিয়াছেন যথা :—

কোরবর ধরবাণ সোম সুর পুঁই। আইচ ধবণী সাম ভজ বিন্দু ভুঁই ॥

ছাকি বল লোধ চন্দ্র রুদ্র হুঁই শর্মা। রাজ আদিত্য বিষ্ণু নাগ ষিল পিল বর্মা ॥

উল্ল গুপ পাল ভদ্র রক্ষিত অকুর। মন গুণ্ড ওম নাথ রাহত বকুর ॥

সুঁই হ্রেস রাঠা রাণা গুণ্ড দালা দনা। খাম কেম ঘর ওষ আস আর সানা ॥

অগ্নিব বর্দ্ধন বসু গুঁই কৌর্তি কেম। শক্তি ভূত বীজ তেজ গণ রাণ হেম ॥

রস কুণ্ড নন্দী শীল ব্রহ্ম ধনু গুণ দাম। এই বাহান্তর মৌলিকেতে নাম ॥

এতদ্ভিন্ন চাতী, বাঘ, অমর, তুণ্ড, হৈহৈ প্রভৃতি পদবিযুক্ত কার্য্যের
নাম গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়, ইহারা ৭২ ঘরের তালিকাভুক্ত নরেন। কার্য্যের
উৎপত্তি সৎকীর বচনাবলী (১) হইতে জানা যায়, প্রষ্টার পাদদেশ হইতে

(১) আদৌ প্রজাপতের্জাতা যুবাধিপ্রাঃ সদায়কাঃ।

বাহেবাশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্কোর্বৈশ্চ বিজজিয়ে ॥

পাদাঙ্কুদ্রশ্চ সন্ততন্ত্রিবর্ণশ্চ চ সেবকঃ।

হীমনামা স্ততন্তশ্চ প্রদীপন্তশ্চ পুত্রকঃ ॥

কার্য্যশ্চ পত্রোহভদ্র বভ্রাণিপিকারকঃ।

বেই শূদ্র জন্মিয়াছিলেন তাঁহার নাম ভীম। হীমের পুত্রের নাম প্রদীপ, তৎপুত্রের নাম কারুহ, কারুহের বহুপুত্র লিপিকারক ছিলেন। তদ্ব্যতীত চিত্রশুল্ল, চিত্রসেন ও বিচিত্র নামক তিনপুত্র জগতে সমধিক খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চিত্রশুল্ল স্বর্গে, বিচিত্র নাগলোকে গমন করেন, চিত্রসেন পৃথিবীতে বসতি করেন। ইতারা শূদ্র বলিয়া কথিত। বস্তু, ঘোষ, শুক্ল, মিত্র, দত্ত, করণ, মৃত্যঞ্জয় এই সাতজন চিত্রসেনের সন্তান। তদ্ব্যতীত করণের সন্তান হইল নাগ, নাথ ও দাস। মৃত্যঞ্জয়ের সন্তান হইল দেব, সেন, পালিত ও সিংহ। এই দ্বাদশজন শুক্ল বংশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মৃত্যঞ্জয়ের বংশে রাজা নিত্যানন্দ জন্মে। তাঁহার বংশে সাতাশী জন পদ্ধতি কারক সন্তানের উদ্ভব হয়। তাঁহাদের নাম কর, ধর, তদ্র, নন্দী, পাল, স্বর, দাম, স্মার, ধরণি, হোর, বাণ, আইচ, সোম, প্রভৃতি সাতাশী জন সহ শুক্লবংশের দ্বাদশজন মিলিত হইয়া নিরানব্বই জন কারুহের পদ্ধতি কারক হইয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পুরোহিতের গোত্র ও প্রবর দ্বারা গোত্র ও প্রবরাঙ্কিত হইয়াছেন। রাজকত্রাঙ্কণের গোত্র ও প্রবর কেবল কারুহগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন নহে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণও প্রাপ্ত হইয়াছেন বধা :-- শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের কারুহশব্দে —

“ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রক প্রবরাদিকম্।

তথান্নবর্ণসঙ্করাণাং তেষাং বিপ্রাশ্চ রাজকাঃ ॥”

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কারুহ ও শূদ্রদিগের এবং বর্ণসঙ্করগণের বাহারা রাজক তাঁহাদেরই গোত্র ও প্রবর তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন।, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, কারুহ, শূদ্র, এবং

কারুহস্ত ত্রয়পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে ॥

চিত্রশুল্লশ্চিত্রসেনৌ বিচিত্রশ্চ তথৈব চ ।

চিত্রশুল্লো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসমিধৌ ॥

চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে ।

বসুর্যোযো শুক্লো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ ॥

মৃত্যঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনস্তাতৃবি ।

করণস্ত মৃত্যু জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ ॥

মৃত্যঞ্জয়স্তমৃত্যুতো দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ ।

সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতাশ্চৈতে পদ্ধতি কারকাঃ ॥

বসুর্যোযো শুক্লো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ ।

দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ ॥

এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুক্লবংশজাঃ ।

বর্ণসঙ্করণের ক্ষুদ্র 'ভাস্কর্য' গোল ও প্রবরের বিধান কোন শাস্ত্রকারই করেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণের গোল ও প্রবরের বিধান শাস্ত্রকারগণ জরাজীর্ণ হোবলা করিয়াছেন; তাহা পূর্বে পাতপাদন করিয়াছি। বৈষ্ণবজাত বৈ বর্ণসঙ্কর নহেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণবজাতির উচ্চ প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাঁহাদের গোল ও প্রবরের বিধান হইতেও জানা যায়। ব্রাহ্মণের পদ্ধতিতে যেই সবগোল নাই, অথচ কারুস্থের রহিয়াছে, তাহারা অনার্যজাতিই ছিল, কালক্রমে সেই সব অনার্যজাতি কারুস্থশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া কারুস্থসমাজের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে। হাতি, বাঘ, গজ, গুপ, সঁই, হুদ প্রভৃতি পদবি ও লোহিত্য দানভা, ধারা, হংসল প্রভৃতি গোলই তাহার প্রমাণ। কারুস্থ, গজবর্ণক, তাহুলি, স্বর্ণবর্ণিক, ও স্বর্ণকারগণ একসময়ে বিজয়পদবাচ্য ছিলেন, তাহাদের উপনয়নসংস্কার ছিল, তাহারামে অষ্টশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বংশধর ছিলেন, তাহাও এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে। শালঙ্কায়নগোত্রের দাশপণের লাল উপাধি দেখিয়া তাঁহাদিগকে কারুস্থ প্রতিপন্ন করিতে যাহারা চারেন, তাহারা বঙ্গালমোহনদগর পাঠ করেন। বিক্রমপুরে বহুবৈষ্ণবের লাল উপাধি ছিল।

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কারুস্থগণের গোল ও পদবির উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণের অষ্টবিধসেন, ছয়প্রকার দাশ এবং আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, কোশিক, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও আত্রে এই পাঁচগোত্রের দত্ত কারুস্থের নাই। আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যানগোত্রের দেবগণ হইলেন বৈষ্ণব। দত্তকোশিক ও দত্তাত্রেয়গোত্রের দেবগণ হইলেন কারুস্থ। কর কারুস্থগণের গোল হইল গৌতম, করবৈষ্ণবগণ কাশ্যপ, বাৎস্ত ও মৌদগল্য এবং দেশভেদে সপ্তগোল দৃষ্ট হয়। নন্দীকারুস্থগণের গোল আলম্যান, আর নন্দীবৈষ্ণবগণের গোল হইল কাশ্যপ। ধরবৈষ্ণবগণ জামদগ্ন্যগোল, ধরকারুস্থ হইলেন কাশ্যপগোল। রাক্তবৈষ্ণবগণের গোল হইল ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ও জামদগ্ন্য, রাক্তকারুস্থের গোল হইল বাৎস্ত। কুণ্ডবৈষ্ণব হইলেন ভরদ্বাজগোল, আর কুণ্ডকারুস্থগণ গৌতমগোল। বৈষ্ণব ও কারুস্থগণের গোল ও পদাব পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদিগকে অতিসহজে পৃথক্ করা যায়। দুই চারিটা গোত্রের পদবি ব্যতীত অপরাপর গোল সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের সহিত কারুস্থগণের কোন রূপ সাদৃশ্য নাই। বৈষ্ণবংশধরগণ কোন কোন স্থানে আভিজাত্য

মৃত্যুঞ্জয়বংশোদ্ভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ।

তস্তাপি কংশসংজাতাঃ সন্তানীভিঃ প্রকার্জিতাঃ। তেবাংনামানি।

করোভ্যোবরো নন্দী পান্চাজুরো দামকঃ।

আরো ধর্য্যোহোড়োচ বাণ্চাইচসোমকৌ ॥ ইত্যাদি।

জ্ঞানের অভাব বশতঃ নিজকে কার্যতত্ত্বের সম্ভান বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছেন, তদ্রূপ কোন কোন স্থলে শালঙ্কায়ন গোত্রের বৈষ্ণবসম্ভানগণও নিজকে ক্ষত্রিয়জাত বলিয়া প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী হইয়াছেন দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে অজ্ঞতা ও ধূর্ততা আর কি হইতে পারে জানি না। যেহেতু কোন রাজব্রাহ্মণের শালঙ্কায়নগোত্র নাই। ঘোষ, বসু প্রভৃতির গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া শব্দকল্পদ্রুমকার কার্যতত্ত্ব লিখিয়াছেন :—

কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ ।

তশ্চ দাসো গোত্ৰমশ্চ গোত্রে দশরথো বসুঃ ॥

শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতৌ ।

সৌকালীনশ্চ দাসোহয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ ॥

ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ ।

দাসসন্তশ্চ বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ ॥

‘সাবর্ণগোত্রনির্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিম্বরম্ ।

তশ্চ দাসো মিত্রবংশো বিখ্যামিত্রশ্চ গোত্রকঃ ॥

কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ ।

বাৎস্তগোত্রেষু সম্ভূতস্থানডশ্চৈতি সংজ্ঞতঃ ।

মৌদগল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ ॥ ইত্যাদি ।

উপরি উক্ত বচনাবলী হইতে জানা যায়, কাশ্যকুজ হইতে কাশ্যপ-গোত্রের মহামতি দক্ষনামা যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, গোতমগোত্রের দশরথবসু । শাণ্ডিল্যগোত্রের ভট্টনারায়ণ নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, সৌকালীনগোত্রের মকরন্দবোষ । ভরদ্বাজগোত্রের শ্রীহর্ষ নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, কাশ্যপগোত্রের বিরাটগুহ । সাবর্ণগোত্রের বেদগর্ভ নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার দাস ছিল, বিখ্যামিত্রগোত্রের কালিদাসমিত্র । বাৎস্তগোত্রের স্থানড নামক যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহার সাহিত আসিয়াছিলেন, মৌদগল্যগোত্রের পুরুষোত্তমদত্ত । এতদ্ভিন্ন কার্যতত্ত্ববিগ্ন কোনরূপ গোত্রের উল্লেখ শব্দকল্পদ্রুমাদি কোন সংস্কৃতগ্রন্থে নাই ।

যেই সমস্ত বৈষ্ণবসম্ভান বাল্লভের প্রবর্তিত কোলীভ্রম্বীকার করিয়াছিলেন না, তাঁহারা বাল্লভের প্রকোপে পড়িয়া সমাজকক হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং ককল্লট গ্রহের দ্বার ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মগোরব রক্ষা

করার উদ্দেশ্যে সত্বে নানাস্থানে ঘাইয়া বসতি করিয়াছিলেন। সত্বে নববিধানের ফলে যে বহু বৈদ্যসন্তান সমাজেই হইতে স্বর্গিত হইয়াছেন, তাহা সচীন্দ্রমহাশয় চাকুরের কার্যিকা হইতেও জানা যায়। চাকুর বলেন :—

তদন্তর বঙ্গাল মর্গাদা যার হৈল। ছোটবড় ভেদ্যহেদ কিছু না হৈল ॥
 কাহাকে কুলীনপদ দিয়া বাড়াইল। কাহারও কুলীনপদ কাড়িয়া লইল ॥
 পুত্রান্তে কল্যাতে কুল বীধিতে লাগিল। এইত অধমবীজ সঞ্চয় হইল ॥
 কেহ কেহ বাঙাজ্ঞা করিল গ্রহণ। কেহ নবরতন করিয়া নিনন ॥
 বারেন্দ্র কাণ্ড, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ। বঙ্গাল মর্গাদা নাই লৈল তিনজন ॥
 উৎপাত করিয়া রাজা নাথুইলা দেশ। স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ ॥
 বঙ্গাল যেমন করে তার তাজা হয়। উত্তমকে ছোটকরি নীচকে বাড়ায় ॥
 শূদ্রকে দ্বিলাকুল কার্য নিদিত। আপন প্রভু বলে করে অকুচিত ॥
 যেই সমস্ত বৈদ্য বঙ্গালের নববিধান স্বীকার না করিয়া তরুণ ঘাইয়া
 বসতি করিয়াছিলেন, তথাকার কুলীন বৈদ্যগণের অদূরদর্শিতায় ও অবজ্ঞায়
 তাঁহারা আত্মগোরব ভীন হইয়া পড়েন। কুলপ্রাপ্ত বৈদ্যগণ তাহাদের সহিত
 কল্যা আদান প্রদান না করাতে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কার্যগণের সহিত
 যৌনসম্বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ স্বকীয় আভিভাভ্য
 গোরবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্যস্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে থাকিলেও
 তাঁহারা বঙ্গাল কর্তৃক কুলপ্রাপ্ত কার্যস্থ, ঘোষ, বস্ত্র, জুত, চিত্রাণের সহিত
 যৌনসম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া বৈদ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইতে সম্মতিক প্রয়াসী,
 এবং ততাস্ত গৌরবের কাগা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যে ভূতপূর্ব বৈদ্য-
 সন্তান তাহা তাঁহাদের গোত্র, পদবি ও সঙ্গাচারাদি দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়।
 বিক্রমপুরের ও পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণ যে পূর্ব উত্তর অঞ্চলের বৈদ্যগণকে
 কার্যস্থসংসর্গী বলিয়া নিনা করেন, তাহার মূলে কার্যস্থ নামে পরিচিত,
 ভূতপূর্ব বৈদ্যসন্তান। চট্টগ্রামে, বহুবৈদ্যপরিবার রহিয়াছেন, তাহাদের সহিত
 বহুপুরুষাবধি কার্যস্থ সংসর্গ হয় নাই। চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের বৈদ্যগণ অসবর্ণ
 বিবাহদোষে দুষ্ট বলিয়া বিক্রমপুরাদির বৈদ্যসামাজিকগণ তাঁহাদের সহিত
 যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিতে যে, অস্বীকার করেন, তাঁহারা একবার ও ভাবিয়া
 দেখেন নাই যে এই অসবর্ণবিবাহ হিন্দুজাতির অস্থি মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে।
 এইরূপ অসবর্ণবিবাহ সর্বদাই প্রচলিত ছিল। হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু

জাতির সত্তা যে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা অসবর্ণবিবাহেরই ফল। যাহারা অসবর্ণবিবাহকে নিন্দা করিতেছেন, তাঁহাদের দূরবর্তি পূর্বপুরুষগণ অসবর্ণবিবাহসূত্রে যে গ্রাথিত ছিলেন না, তাহা কে বলিতে পারে ?

এখনও ভারতের বহুপ্রদেশে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গাংশাসিত-স্থান ব্যতীত, অন্তত তাহা একেবারে বিদূষিত হয় নাই। মহারাজ তাঁহার শাসিতরাজ্যেই অসবর্ণবিবাহ বারিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি অসবর্ণবিবাহসূত্রে গ্রাথিত হইয়া যেইভাবে বঙ্গীয় বৈদ্যগণের জাতীয়তা' ম্লান করিয়াছেন, তাহা যুগযুগান্তরের সাধনায়ও পরিষ্কার হওয়া কঠিন সমস্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যে অসবর্ণ বিবাহের জন্ত বিক্রমপুর বৈদ্য-সামাজিকগণ চট্টবৈদ্যগণের সহিত সম্মিলিত হইতে নারাজ, তাঁহারা কি জানেন না ? তথায় ভরার মেয়ের বিবাহ প্রথা অল্পদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল। ঐরূপ বিবাহজাত সন্তানগণ মূখ্য ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশাল ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি করেন নাই কি ? ভরার মেয়ের সংস্রবে যদি ব্রাহ্মণসমাজ চলিতে পারেন, যদি মেলবন্ধনযুক্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণ চলিতে পারেন যদি সেই ব্রাহ্মণগণের অন্ন আহার করিয়া বৈদ্যসামাজিকগণ জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে ভূতপূর্ব বৈদ্যসন্তানগণের সহিত প্রচলিত বৈদ্যগণের সংস্রব, কতদূর গঠিত, তাহা কি বৈদ্যসামাজিকগণ চিন্তা করিবেন না ? শুধু তাহা নহে, বঙ্গাংশাসিতসমাজে বঙ্গাল কণ্ঠক কায়স্থজাতিতে উন্নতি ও কুল প্রাপ্ত ঘোষাদির সহিত তত্তৎ সমাজের বিশিষ্ট বৈদ্যগণের যে সংস্রব ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ইয়তঃ তাঁহারা কিছুকাল পূর্বে অসবর্ণবিবাহ ত্যাগ করিয়াছেন, আর চট্টগ্রামাদি অঞ্চলের বৈদ্যগণ তাহার কিছুকাল পর পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(১) মেলবন্ধন সম্বন্ধে দেবীঘরঘটক ভূলাঘোষসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ভূলাঘোষাদি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে চত্বিশদলে বিভক্ত করিয়া এক একটা দলকে এক একটা মেলে বন্ধ করিয়াছিলেন। মেল শব্দের অর্থ "দোহানাং মেলনাং ইতি।"

মেলঃ। দোহের সমীকরণ, অতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তৎকালে সমাজে বিভক্তব্রাহ্মণ কেহই ছিলেন না। বংশজগণ যেমন ভরারমেয়ের সংস্রবে ছষ্ট, তরুণ কুলীনগণও মূলমান প্রভৃতি অস্পৃশ্যজাতির সংসর্গে আচার ভষ্ট ও সৎক ভষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তাহারা বিভক্তব্রাহ্মণজাতি বলিয়া ভুল্যভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

এই অবস্থাতেও যদি সামাজিকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া সংকীর্ণতার পরিচয় দিতে থাকেন এবং সমস্ত বঙ্গীয়বৈজ্ঞানিকগণকে এক সমাজে ভুক্ত করিয়া একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান না করেন, কার্যস্থ বলিয়া পরিচিত ভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিকগণকে স্বশ্রেণীর মধ্যে হাত ধরিয়া, টানিয়া না নেন এবং চিরনিমিত্ত বর্জন নীতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অল্প ভবিষ্যতে হরতঃ এই বৈজ্ঞানিকতার নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বর্জননীতির ফল কিরূপ বিধির হইয়াছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বৈজ্ঞানিকতার উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রসম্মানে যে প্রত্যাশা করা উপযোগিতা অর্জন করিতে পারিতেন সম্প্রদায় হিসাবে এইকণ তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়াতে তদ্রূপ বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেছেন না। বঙ্গবৈজ্ঞানিকগণই ইতার ফল কিরূপ বলিয়াছে ও ভবিষ্যতে ফলিবে, তাহার সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া সমাজ রক্ষার উদ্যোগ রহিয়াছেন। বর্জননীতির ফলে বুদ্ধযুগে, যে সমস্ত প্রতিভাশালী বৈদ্যসন্তান বুদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ততাকরগুপ্ত, প্রতাকরগুপ্ত, সাধুগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া যেমন ব্রাহ্মণ ও কার্যস্থ সমাজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন, তদ্রূপ চৈতন্যদেবের সময়েও যে সব বৈদ্যসন্তান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঈশ্বরপুরিই অগ্রণী। তিনিই চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রদ্ধা ছিলেন। অমিয়নির্ম্মাইচরিত্ত প্রাণেতা তাঁহাকে স্বদলে টানিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সহিত সংস্কৃত কথোপকথন এবং বেদাদির বিচারদ্বারা ঈশ্বরপুরিকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কার্যস্থশ্রেণীতে যে সমস্ত গোলামী, শর্মা, গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা যে ভূতপূর্ব বৈদ্যসন্তান তাহা নিশ্চিতই।

চৈতন্যমহাপ্রভুর যুগেও কোন কার্যস্থ অধ্যাপন বাজন ও বেদাধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রবিজ্ঞানাগর মহাশয়ের সময়েই সংস্কৃতকলেজে কার্যস্থ সন্তানগণ অধ্যয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, তাহাও কেবলিভাগে নহে। কিন্তু সত্যকাল হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈজ্ঞানিক যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ রূপ বৃত্তিভারের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

মহারাজ বঙ্গালের অসবর্ণবিবাহ ও রাজাগণেশের আবেশ হইতেই বঙ্গ-বৈজ্ঞানিক ও কার্যস্থসমাজে আত্মগোপন করিয়া ব্রাহ্মণ ও কার্যস্থের সংখ্যা

বুদ্ধি করিয়াছেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। যে সমস্ত প্রতিকূল ঘটনার
 বশবর্তী হইয়া বৈজ্ঞানিকতার সংখ্যা অত্যাবনীর রূপে নূনতা প্রাপ্ত হইয়াছে,
 তাহার মূলোৎপাটন করার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্যতে
 ক্ষতগোরব স্বস্থানপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিকগণ আত্মপরিচয় দিয়া পুনঃ স্বস্থানে
 প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বাভাবিক বংশল
 বৈজ্ঞানিকের একান্ত কর্তব্য। সংখ্যার নূনতা হওয়াতেই কোন কোন
 স্থানের বৈজ্ঞানিক অপর্যাপ্ত সম্পদারের ক্ষুধা সন্তোষ করিতেছেন, কেবল
 তাহা নহে, সময়ে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তির পক্ষে বিরূপ অন্তরায় ঘটিবে,
 তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনুভব করিতেছেন। তাই সমগ্র বৈজ্ঞানিকগণের
 নিকট, সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা সকলে নিজ নিজ স্বরূপ অনুভব
 করুন। বাঁচারা ঘটনাবিপদে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে, বৈজ্ঞানিকগণ হইতে বিচ্ছিন্ন
 হইয়া শ্রেষ্ঠার বা অনিচ্ছায় অপর গণ্ডিতে আত্মগোপন করিতে বাধ্য
 হইয়াছেন, তাহারা সকলেই স্বরূপ উপলব্ধি করুন এবং কুলান্বেষণও
 তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ না করিয়া
 হাত ধরিয়া কুলে টানিয়া লউন! সংসার প্রদর্শন করুন! আপনাদের
 পূর্ববর্তিগণ আত্মহিত বুদ্ধিতে অসমর্থ, হওয়াতেই এতকাল আত্ম-
 দ্রোহানলে ভস্মীভূত হইয়া আসিতেছিলেন। বিশেষতঃ বর্তমানে যেমন
 রেল, ট্রামার প্রভৃতি যানের সাহায্যে দেশ দেশান্তরে ঘাটনা পরস্পরের
 সহিত, তাবের বিনিময়ে সৌহার্দ্য স্থাপনের সুযোগ ঘটিয়াছে, তখন তাহা
 ছিল না। একদেশের লোক অপরদেশের লোকের গুণের কাচিনীতে করতঃ
 জাতিনাশের জ্বরে আত্মদ্রোহানলের সৃষ্টি করিয়াছিল। আত্মদ্রোহ সর্ববিধ
 অনিষ্টের নিদান, আত্মভ্রাতাই সকল শুভকাৰ্যের অন্তরায়, আত্মহিতই
 সকল প্রকার মঙ্গলের আশ্রয়। যদি আত্মহিত চাহেন, তবে স্বজাতির
 মঙ্গল কামনা করুন। জাত্যন্তরগত নিমজ্জমান ভ্রাতাগণকে উদ্ধার
 করুন!! পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত করিয়া বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিককে
 এক করুন!! একপ্রাণে, একধামনে, একভাবে, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের সন্তিত
 সন্মিলিত করার জন্য তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করুন!! সমগ্র ভারতীয় বৈজ্ঞা-
 নিকগণকে সন্মিলিত করিয়া নিখিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকসম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করুন!!
 তাহা করিতে হইলে বঙ্গীয় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিককে উপনীত হইতে হইবে
 এবং স্বয়ং স্বয়ং পদবির সহিত 'স্বর্গ' সংযোগ করিয়া (বলা সেনসর্গ),

দাশন্য।, আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইবে। দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া জাতীয় বৈজ্ঞগণের সত্বত সম্মিলনের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভারতীয় বৈজ্ঞগণের সত্বত, বঙ্গীয় বৈজ্ঞগণের সম্মিলনের আশা স্তূর্যাপচত হইবে সন্দেহ নাট।

বর্তমানে কোন কোন বৈজ্ঞসন্ধান কার্যস্থজাতি হইতে পৃথকক নির্ণয়ের কৃত্ত সেন, দাশাদি পদবির সত্বত গুপ্ত পদ সংযোগ করিয়া (যথা দাশগুপ্ত সেনগুপ্ত) আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। গুপ্তপদবি যে বৈজ্ঞ বাজক! গুপ্তপদবি যে বিশ্ববন্দা বৈজ্ঞগণের কলঙ্কের স্বরূপ, গুপ্তপদবিতে যে আদি জননীক দ্বিচারিণী করা হয়! গুপ্তপদবি যে বৈজ্ঞজাতির বর্ণবির্ণয়ের পক্ষে এক মহাসমস্তার বিষয়, তাহা অনেকেই জানেন না।

পূর্বে পতিপাদন করা হইয়াছে, সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত প্রভৃতি এক একজন আদৈবৈজ্ঞগণের নাম। তাঁহারা জ্ঞানবন্তায়, বিজ্ঞাবন্তায়, জগৎপূজা-জাতিরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম পদবি রূপে স্বীয় স্বীয় নামের সত্বত সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। সেন, দাশ, দত্ত যেমন এক একজন আদৈ বৈজ্ঞের নাম, গুপ্তও তদ্রূপ একজন আদি বৈজ্ঞের নাম। একত্রে দুইটি বৈজ্ঞের নাম পদবি রূপে সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দুইজন বৈজ্ঞের সংযোগেই তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই গুপ্ত পদবি হইতেই নৈজবিদেষ্টাগণ "অস্বষ্টা জারজা বৈজ্ঞাঃ" বলিয়া বৈজ্ঞ সন্ধানগণকে কারক বলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। যে বৈজ্ঞগণ স্বল্পেই হইতে আসিয়া ভুলোকে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে বৈজ্ঞগণ বিজ্ঞাবন্তায়, জ্ঞানবন্তায়, ত্রিজ, অস্বষ্ট, প্রাণাচার্য, শিষ্য, ইপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানিয়াও তাঁহাদের বংশধরগণ নিজ নিজ নামান্তে গুপ্তপদ সংযোগ করিয়া (যথা সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্তগুপ্ত,) লিখিয়া নিজকে জারজ বলিয়া খ্যাপন করিবেন, এবং তাঁহাদের মাতা ভগ্নী ও কস্তাগণের নামান্তে গুপ্তা, গুটজা গোপনরক্ষিতা প্রভৃতি জঘন্ত পদবি দ্বারা পরিচয় দেওয়ার প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের সঙ্কে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাট। প্রত্যেক বৈজ্ঞসন্ধানকে মনে রাখিতে হইবে, তাঁহারা পূজার্হজাতি। তাঁহাদের আদিপিতা দেবতা ও মহর্ষি ছিলেন, জাতিবিভাগের পূর্বেও তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বৈজ্ঞ বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বিজ্ঞজাতির অতীত ত্রিজজাতি। তাঁহারা পিতৃপুরুষ রূপে ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্ল্লোকে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের বৈজ্ঞাপদ্বী গর্ভপ্রভব নহেন। তাহা এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে।

উপসংহারে বৈভগণের প্রতি সান্ন্যস্ত নিবেদন এই যে, আপনারা আমার সংগৃহীত শাস্ত্রীয় বচনাবলীর ও যুক্তিতর্ক, প্রভৃতির প্রতি যথোচিত প্রাণধান করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের যুক্তযুক্ততা সযত্নে যদি কোন প্রকার সন্দেহ করেন, অথবা তাহাতে যদি কোন ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত করেন, তবে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক জানাইলে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিতে কিংবা সংশোধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; শুধু কীর্কিবাজিতে বঙ্গীয় বৈভ-জাতির সংস্কারার্থে আরম্ভ করিলে চলিবে না। সংস্কারকার্যের মূলে, চাই ঐকান্তিকতা, চাই দৃঢ়তা, চাই নিষ্ঠা, চাই কঠোর সাধনা, চাই একতা, চাই একপ্রাণতা, চাই কার্যতৎপরতা। বঙ্গীয় বৈভগণ বৈভ শূদ্রাচারের অধীন থাকিতে, তাঁহাদের মধ্যে যথোচিত সংসাহসের কথঞ্চিৎ লাঘব ঘটিয়া থাকিলেও শূদ্রোচিত নীচতা লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিগত দুই বৎসরের আলোচনার চট্টগ্রামের বৈভগণ শূদ্রোচিত দাস, দাসী পদবি ত্যাগ করিতেছেন। এবং বৈভোচিত গুপ্ত গুপ্তা পদবি পরিত্যাগ করিয়া দৈবপৈত্র কন্যাসুষ্ঠান স্ত্রীলোকগণ দেবী পরবিতে ও উপনীত পুরুষগণের মধ্যে, অনেকেরই সেনশম্মা, দাশশম্মা প্রভৃতি এবং অনুপনীত বৈভগণ কেবল সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি পদবি উল্লেখে দৈবপৈত্র কন্যা নির্বাহ করিতেছেন।

বৈভবঙ্গগণ! যদি কুলধর্ম রক্ষা করা সম্ভব মনে করেন, যদি পবিত্র কুলের কলক মোচন করা সমুচিত মনে করেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের গুপ্ত হত্যা হইতে বৈভজাতিকে উদ্ধার করা কর্তব্য মনে করেন, সমগ্র বৈভ-জাতিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তযুক্ত মনে করেন, সমগ্র ভারতীয় বৈভগণের সহিত, বঙ্গীয় বৈভগণের একতা স্থাপনের কামনা করেন, তাহা হইলে ভারতীয় বৈভগণের জ্ঞান, প্রত্যেক বঙ্গীয় বৈভগণকে নীর নীর নামান্তে শর্ম্মা পদবি সংযোগ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। এক শর্ম্মাপদবি দ্বারাই বঙ্গীয় বৈভগণ ভারতীয় বৈভগণের সহিত একধর্ম্মমূলক, একআচারমূলক, একতানুজ্ঞে নিবদ্ধ হইয়া এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বঙ্গীয় বৈভসমাজে এই নীতি গৃহীত হইলে, এমন একটি শক্তি জন্মিবে, যেই শক্তিবলে সমস্ত ভারতীয় বৈভগণের সহিত একই দায়িত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বহুতাবলীর বা বিতর্কের অন্ত প্রতিক্রিয়া হয় নাই। বৈভবঙ্গগণ! যদি কর্ম্মবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইয়া জাতীয়

গৌরবও কলমশ্রম রক্ষা করিতে চাচেন, তবে অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মণ-
বর্ণাশ্রমায়ী উপনীত হউন !! আচারবান্ হউন ! শাস্ত্রাপদাব উল্লেখ দৈব
পৈত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠান করুন ! দশাহঅশৌচ গ্রহণ করুন ! ব্রাহ্মণবৎ উপনীত
হউন। বৈষ্ণব পক্ষাশেচী হইলে চান্দ্রাম্পদ হইবেন এবং ভারতীয়
বৈষ্ণবগণের সহিত সন্মিলিত হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণগণের ভয়ে আত্ম
প্রত্যারণ্য করিবেন না। যদি বৈষ্ণোচিত সেনশ্রম্মা, দাশশ্রম্মা উল্লেখে কার্য্য
করিতে ঐদাস্ত্র বা অবহেলা করেন, তবে জানিবেন, আপনাদের কল্যাণ
সুদূরপৰ্য্যাহত আপনাদের সৌভাগ্যশ্রম্মা সমুদিত হওয়ার এখনও
অনেক বাকি।

বিক্রমপুরের ভূতপূৰ্ব্ব সমাজপতি ন-গাড়ার চৌধুরী বংশোদ্ভব আবকারী
বিভাগের প্রবীণ সবইনেসপেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশশ্রম্মা মহাশয়
বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের জাতীয়গৌরব উদ্ধারকল্পে যেইভাবে আত্মনিয়োগ
করিয়াছেন, যেইভাবে সদাচারী হইয়া ঐকান্তিকতার সহিত বৈষ্ণবগণকে
উৎসাহিত করিতেছেন, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত অত্র বিরল। এই গ্রন্থ সকল
সময়ে তিনি আমাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহার
নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভক্তিভাজন যোক্তার শ্রীযুক্ত জগদ্রত্ন ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়
গ্রন্থের মুদ্রাস্থানকালে বর্ণাশ্রম্মি সংশোধনের সাহায্য করিয়া স্বীয় মহত্বের ও
উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ও তৎসৎ !

ও তৎসৎ !

ও তৎসৎ !

নিবেদক —

শ্রীশ্রামাচরণ সেনশ্রম্মা।

ও নমো নারায়ণায় ।

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি ।

বঙ্গের মূলে বৈদ্যজাতি :—বঙ্গমাতার স্মৃতি সন্তানগণ ! বিদ্বজ্জন-
দয়েণ্য বৈদ্যজাতির বংশধরগণ ! স্বাধায়রত চিকিৎসাধাপনপটু আপনা-
দের পূর্বপুরুষগণ, বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া
গিয়াছেন । ভারতবর্ষে যেই বঙ্গ অস্ত্রাত্ত প্রদেশ হইতে সমুদ্র,
সেই বঙ্গে আপনাদের পূর্ববর্ত্তিগণ অপর সমস্ত জাতি হইতে শিক্ষায়,
জ্ঞানে ও প্রতিষ্ঠায় সমুচ্চ ছিলেন । বঙ্গের সাহিত্য, বঙ্গের ইতিহাস,
বঙ্গের ধর্ম, বঙ্গের শিল্প, বঙ্গের জাতি, বঙ্গের জাতীয় চরিত্র, বঙ্গের গৌরবের
বাহা কিছু আছে, সকলেরই গঠনে আপনাদের পূর্ববর্ত্তীর অনগ্রসাধারণ
কর্মকুশলতা, ও অপরিমিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । শিক্ষায়, গৌরবে ও
মহাত্ম্যবতীর তাঁহারা বঙ্গদেশে আদর্শ ছিলেন । তাঁহাদের আদর্শ লইয়াই
বঙ্গীয় বিভিন্ন সামাজিকগণ কর্তব্য নিরূপণ করিতেন । শৌর্য্যে, বীর্য্যে,
মহাশয়, রাষ্ট্রনীতিতে, ধর্ম্মাচরণে সব বিষয়েই তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের
অনুকরণীয় । বঙ্গদেশ তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহাদের যশোরাশিতে
মুগ্ধরিত । আজ বঙ্গদেশে যেই উন্নতির সোপানে অবিরোধ করিয়া ক্রমশঃ
মহোন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, ইহার মূলে বঙ্গদেশের ভাগ্যান্বিত
বৈদ্যরাজগণ । আজ বাঙ্গালী গৌরবমণ্ডিত যে মুকুট শীর্ষে ধরিয়া ভারতবর্ষের
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার মূলে আপনাদের পূর্বপুরুষ আদিশূর ও
বল্লালের মহাশক্তি । বাঙ্গালীর সামাজিকতায়, বাঙ্গালীর বিবাহ সভায়,
বাঙ্গালীর কোলীয়া প্রথা, বাঙ্গালীর আহারে বিহারে সেই আদিশূর ও বল্লাল
এই সামোর যুগেও প্রভু করিতেছেন । বাঙ্গালীর নৈবেদ্যে, বাঙ্গালীর
অস্থি মজ্জায়, বাঙ্গালীর ধান ধারণায়, বাঙ্গালীর শোণিতপ্রবাহে, অদ্যাপি
আপনাদের পূর্বপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতি বিরাজ করিতেছে ।

সাহিত্যক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাবঃ—সাহিত্যের দিকে অভিনিবেশ
করিলে জানা যায়, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিমিত উন্নতি
লাভ করিয়াছিলেন । মুগ্ধবোধ, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামদেয়, রামব্যাकरण

প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বোপদেব গোস্বামী বঙ্গদেশে পাণিনির জ্ঞান বন্দনীয়। তিনি বঙ্গবাসীর সংস্কৃতশিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত-সারপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় বৈষ্ণব ক্রমদীপক, সুপদ্যাকরণপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভ দত্ত, কলাপপরিশিষ্টপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় ত্রীপতি দত্ত, সাহিত্য-দর্পণপ্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, চতুর্দশভাষাবিদ পণ্ডিতাশ্রমী চন্দ্রশেখর কবীন্দ্র, স্বপ্নতত্ত্ব জ্যোতিষগ্রন্থপ্রণেতা ভৃগুরাম দাশ, আর্ঘ্যভট্ট, ও ভাস্করাচার্যের লম্বকক ব্রহ্মশুভ, বাগ্‌ভটালঙ্কারপ্রণেতা বাগ্‌ভট শুভ, বিশ্বপ্রকাশকোষ রচয়িতা মহেশ্বরাচার্য, গণিতশাস্ত্ররচয়িতা আচার্য্য শুভকর, ভারতের সর্বপ্রাচীন কবি কালিদাস, ধর্ম্মভূমি, বরকচি, শঙ্কু প্রভৃতি শত শত দিগ্বিজয়ী লোকপাল সদৃশ বৈষ্ণবপণ্ডিত বিদ্যাবত্তার, জ্ঞানবত্তার অকর জ্যোতিষ্ময় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যমান।

নিদানগ্রন্থের সংকলয়িতা মহামহোপাধ্যায় মাধবকর, নিদানের টীকাকাঃ মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত ও পণ্ডিত ত্রীকর্ণদত্ত, বহুবিধ গ্রন্থপ্রণেতা ভরত মল্লিক, চক্রদত্তপ্রণেতা চক্রপাণি দত্ত, কলাপপঞ্জীপ্রণেতা ত্রিলোচন দাশ, পঞ্চম্বরাজ্যোতিষপ্রণেতা প্রজাপতি দাশ, ছন্দঃশাস্ত্রপ্রণেতা পিঙ্গল নাগ, মেদিনীকোষরচয়িতা মেদিনী কর, গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব, হারাবলী, ক্রিয়াকাণ্ডকোষপ্রণেতা শুক্লবোত্তম দেব, চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা মুরারি শুভ, চৈতন্যচরিতনাটককার চৈতন্য দাশ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচরিত প্রভৃতি বহু-গ্রন্থ রচয়িতা কবিকর্ণপুর, চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিষ্ণুশর্মা, সূত্রতত্ত্বের টীকাকার ডগ্‌নাচার্য্য, চরকাদি বৈদ্যকশাস্ত্রের এবং মনুসংহিতার প্রমাদভঞ্জনী টীকা, ব্রহ্মসূত্র, পাতঞ্জল ও উপনিষদাদির অপূর্ণ ব্যাখ্যাকর্তা আচার্য্য গঙ্গাধর প্রভৃতি মহামনীষী অধ্যাপকগণ বৈদ্যকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বৈদ্যরাজত্বকালে অধ্যাপনা-নিরত প্রতিভাশালী বৈদ্যগণ বঙ্গসাহিত্যের জনকস্বরূপ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, রামনিধি, ঈশ্বরশুভ, প্যারীমোহন, মধুসূদন, নবীন, রঞ্জনী, দীনেশ, শশাঙ্ক, বিপিন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বৈদ্যগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব :—সাহিত্যক্ষেত্রে বৈদ্যপ্রতিভার যেই-রূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মক্ষেত্রেও তদ্রূপ দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈদ্যগণের সাহায্যেই বহুলাংশে

ঘটিয়াছিল। বৈদ্য অধ্যাপকগণই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৌদ্ধাচার্য্য বৈদ্য শাস্ত্ররক্ষিত, শীল রক্ষিত, ধনশুণ্ড, সর্বজ্ঞদেব, অতুল্য-দাশ, বুদ্ধপাল, প্রজ্ঞাপাল, লক্ষ্মীকর, প্রভৃতি বহু বৈদ্যকর্তৃক প্রচারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র অনতিকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তান্ত্রিকধর্মপ্রচারক-শ্রেষ্ঠ কোলাচার্য্যগণ বৈদ্য ছিলেন। এখনও বৈদ্যগণের মধ্যে শক্তিসম্ভ্রাসাধক ও শক্ত্যুপাসকের সংখ্যা অধিক। শক্তিসাধক ভক্তপ্রবর দ্বিজ রামপ্রসাদের নাম কে না শুনিয়াছেন? সেই দিনকার ব্রহ্মানন্দ কেশবসেন, আচার্য্য গৌরগোবিন্দ, সাধু অঘোরনাথ, বাগ্মী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক, রাজেশ্বর গুপ্ত, প্যারীমোহন প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ তেজস্বী স্বাধীনচেতা বৈদ্যগণকে কে না জামেন? শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, রাজারাজবল্লভ প্রমুখ স্বধর্মনিষ্ঠ বৈদ্যবৃন্দের ধর্মপ্রাণতার কে সন্ধিহান? বৈদ্যই বঙ্গের যুগধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, যুগেযুগে যুগানুরূপ ধর্মব্যাখ্যা বৈদ্য অধ্যাপকগণ করিয়াছেন।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব :—সাহিত্যক্ষেত্রে ও ধর্মক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রভাব যেইরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, রাজনৈতিকক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রতিভা অতোহধিক ছিল। মহারাজ আদিশূরের প্রভাব প্রতিপত্তি বাঙ্গালার কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর কান্যকূজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আদিশূরের ব্রাহ্মণত্বের প্রভাব এতদূর ছিল যে, তিনি সাতশতাব্দীর অন্ত্যজ জাতিকে মুখ্যব্রাহ্মণত্বে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে কনৌজাধিপতিও পঞ্চগোত্রের পাঁচজন সায়িক ব্রাহ্মণ এই বঙ্গদেশে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আদিশূর হইতে শেষ লক্ষণ সেন পর্য্যন্ত, বহুবৈদ্যমহারাজ প্রায় ১৭০০ শত বৎসর কাল বঙ্গের ও দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বৈদ্যরাজত্বের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিমার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গের সিংহাসন মুসলমানগণের চতুর্গত হওয়ার পর, বৈদ্যরাজত্বের অধঃপতনের সূচনা হয়। তৎপর ও সেনবংশীয় বৈদ্যরাজগণ পূর্ববঙ্গের সেনগোলা নামক স্থানে প্রায় একশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। বৈদ্য-সম্রাট শালবানের প্রবর্তিত “শাল” অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত। মহারাজ লক্ষণ সেন কর্তৃক প্রচারিত “সংবৎ” মিথিলাদেশে এখনও চলিতেছে। বৈদ্যমহারাজ বল্লাল প্রদত্ত কোলীন্দ্ৰ আজিও বঙ্গবাসী সর্গর্ভে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। জরা-মরণভ্রাতা, বিপদে ক্ষয়দাতা, বৈদ্যগণ বঙ্গবাসীকে বন্ধে ধারণ পূর্বক পিতার স্নেহে, মাতার করুণায় এযাবৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গবান নাট্যনৈতিকক্ষেত্রের স্বাধিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় স্বতীক্সমোহনের
অত্যাশ্চর্য প্রতিভার আশ্রয় সমগ্র ভারত গৌরবমণ্ডিত ।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণের প্রতি :—বৈদ্যমহোদয়গণ ! বঙ্গদেশে সকল সম্প্র-
দায়ের মধ্যে জাতীয় জীবন গঠনের জন্য এক নবজাগরণ উদ্ভূত হইয়াছে ;
জাতীয়শক্তিকে সমুন্নত করিতে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রাণে সাড়া
পড়িয়াছে এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম, কর্ম ও আচারাদি প্রতিপালনের জন্য সামাজিক-
গণগোষ্ঠীদ্বারা এক অভিনব আকাজকা জাগরিত হইয়াছে । অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে
ধ্রুয়গণ হিন্দুসমাজ পুনঃ নবশক্তিতে সতেজ হইয়া উঠিতেছে । কালচক্রের
আবর্তনে বর্ণনির্ধায়ক ও ধর্মসংস্থাপক মহাদেশাস্ত্রের প্রতি বঙ্গীয় কৃতি সন্তান-
গণের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের প্রাণে জাত্যাশ্রক জ্ঞানের অমুভূতিতে
বঙ্গের এক একটা জাতি, এক একটা সূত্রে গ্রথিত হইবার জন্য প্রবল
আন্দোলন চলিতেছে । কেবল বৈদ্যগণই কি হুতশক্তির ত্রায় অচল অটল
ভাবে পড়িয়া থাকিবেন ? বৈদ্যগণ কি নিজ বর্ণনির্গমে উদাসীন হইবেন ?
তাহারা কি জন্য স্বরণাশীত কাল হইতে বৈদ্য, ত্রিজ, অষষ্ঠ আখ্যা বহন
করিয়া আসিতেছেন, তাহার তত্ত্ব কি একবার লইবেন না ? বৈদ্যগণের ধর্ম,
কর্ম, ক্রিয়া, অমুষ্ঠান যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফল যে
পাণ্ড হইতেছে ; তাহা কি একবার ভাবিবেন না ?

বৈদ্যবন্ধুগণ ! বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পুরাকাল হইতে
বৈদ্যজ্ঞানি ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম, কর্ম, ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতেছেন ।
কি কারণে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ বৈদ্যশূদ্রোচিত আচারের অধীন হইয়াছেন, কি
কারণে বৈদ্যগণের ধর্মোচরণে ও জাতীয়জীবনে মহাবিপ্লব ঘটয়াছে, কি
কারণে বৈদ্যগণের একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কি কারণে লক্ষ লক্ষ বৈদ্য-
সন্তান সমাজদেহ হইতে ঞ্জলিত হইয়াছেন, তাহার সম্যক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ
করা কি সমীচীন হইবে না ?

চট্টল প্রবাসী বৈদ্যগণের প্রতি :—বিদেশাগত — বৈদ্যমহোদয়গণ !
আমি আপনাদের সমাগমে চট্টগ্রাম বৈদ্যসম্মিলনীর পুন্যক্ষেত্র পবিত্র হইয়াছে ।
আমার জন্মভূমি সুজলা, সুফলা, শস্ত্রশ্রামলা, শৈলকিরিটানী, সরিৎমালিনী,
সাগরকুন্তলা চট্টলার প্রজাজলি অর্পণ করিতে এই অকিঞ্চন আজ আপনাদের
শ্রীকট সমুপস্থিত । বৈদ্যবংশাবতংশ কবীন্দ্রপরমেশ্বর, সুকবি ৬ভবানীশঙ্কর
দাশ, কবিবর ৬নবীনচন্দ্র সেন, কবিগুণাকর ৬নবীনচন্দ্র দাশ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ

৮শরচ্ছন্দ দাশ, কবিভাষ্যর ত্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতি বহুবালীর অকপট সেবকগণের পবিত্র জন্মধাম চট্টলমাতা, আজ জাতীয়জাগরণের দিনে আপনাদের সঙ্গে প্রাণ মিশাইয়া এক মহাজাতির শুভপ্রতিষ্ঠার বাগ্নে হইয়া উঠিয়াছেন। যুগধর্মের প্রভাবে ও কালের কুটিলাবর্তে পড়িয়া চট্টগ্রামের বৈদ্যগণ বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির সজ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্টভাবে অজ্ঞাতবাস শেষ করিয়া, এইক্ষণ কালমাহাত্ম্যে স্বরূপ উপলব্ধি করার মহাসুযোগ লাভ করিয়াছেন। আজ বহুকালের দীনতা, ক্লান্তি ও অবসাদ ঘুচিবার সময় হইয়াছে। আজ বিশ্বত ভ্রাতৃগণ চিরাকর্জিত ভ্রাতৃসজ্জ লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন। সজ্জনগণ! আজ আপন ভ্রাতার বুকে মস্তক রাখিয়া প্রাণভরা আলিঙ্গন সুখলাভের জন্ত চট্টলবাসী বৈদ্যসন্তানগণ সন্মিলনীর এই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, চিরন্তন দুঃখতামসীর ঘনঘটার অবসানে সুখসুখ্যের পুনরুদয় দর্শনের জন্ত আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। অজ্ঞাতবাসের দুঃখ, মানি, ভুল, ক্লান্তি ও ক্রটীরকালিমা স্বহস্তে মার্জনা করিয়া আমাদের কাছে গ্রহণ করুন; হৃদয় পবিত্র হউক, মিলনের মঙ্গলবার্তা দেশে দেশে বিবোষিত হইয়া সজ্জনগণের প্রাণে শান্তি প্রদান করুক। কিরূপে কালের কোন্ কুটিলাবর্তে পড়িয়া চট্টগ্রামের বৈদ্যসন্তানগণ আপনাদের সজ্জনগণ হইয়াছিলেন এবং ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তগ্রহের গায় ছুটাছুটি করিয়া স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করার ভার মনস্বী ও ঐতিহাসিকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া কেবল চট্টগ্রামের আধুনিক সামাজিক অবস্থাটী আপনাদের গোচরীভূত করিব এবং সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মধ্যে বৈদ্যজাতির স্থান নিরূপণের বেই ক্ষুদ্রপ্রচেষ্টা এই দীনহীন অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহারও কথঞ্চিৎ অদ্যকার বিশাল সন্মিলনীর পবিত্রক্ষেত্রে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব।

চট্টল বৈদ্যসমাজের দ্বিজত্ব রক্ষা :—শত শত বিপৎপাত ও প্রতি-কূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও চট্টল-বৈদ্যগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। হিন্দুজাতির স্বভাবগত রক্ষণশীলতা বৈদ্যজাতিকে এইক্ষণ যাবৎ বংশপরম্পরা কুলাচারের সীমধারাতে অবস্থিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের প্রবল তাড়নায় চট্টগ্রামের বৈদ্যসম্প্রদায় সংস্কারহীন বিধর্মী বিজাতির সংসর্গে আসিয়াও আৰ্য্যজাতির সর্বোচ্চ স্মহদাদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মহাপ্রাণতা

ও চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহারই প্রভাবে বিশ্বত চট্টলবাসী স্বজাতিগণ, আপনাদের অত্যাচার হৃদয়ের আকর্ষণ লাভ করিতে পারিয়াছেন।

চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতি ইতঃপূর্বে মুখ্যব্রাহ্মণদের দাবী না করিলেও কখনও দ্বিজদের দাবি করিতে পরাভূত হন নাই। উপনয়নসংস্কার চট্টগ্রামের বৈদ্যজাতির মধ্যে বহুকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। (১) তাঁহাদের মহাদার্শ সন্মুখে করিয়া অসংখ্য বৈদ্যসন্তান উপনয়নসংস্কার স্ব স্ব পরিবারে প্রবর্তিত করিতে কিছুনাড় দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। কিন্তু দুর্কোধ্য ও দূরপন্থের প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া বৈদ্যজাতির স্বরূপ এবাৎ-সর্বত্র নুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এই জাতীয় জাগরণের দিনেও কোন কোন বৈদ্যসন্তান “গুপ্ত” পদবি ব্যবহার করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ করিতেছেন। এই “গুপ্ত” পদবিই এক মহাসমস্তার মত হইয়া বহুবিধ গবেষণার ও তর্কজালের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্তার সমাধান করার জন্য ভাবদূশ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য ও সহায়ভূতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। (২)

গুপ্তপদবি বৈশ্যবর্ণের পরিচায়ক :— বঙ্গীয় বৈদ্যগণের আচার অনুষ্ঠান ও কর্মব্যস্তির আলোচনা করিলে জানা যায়, এই জাতীয় জাগরণের দিনেও বহু বৈদ্যসন্তান আছেন, বাহারা আপনাদিগকে “বৈশ্য” প্রতিপন্ন করিয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। শাস্ত্রের বিধান এই যে :—

“শর্মাস্তং ব্রাহ্মণস্তোক্তং বর্ণেতি কত্রসংবৃত্ত।

গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥” বিষ্ণু সংহিতা।

ব্রাহ্মণ শর্মা, কত্রির বর্ণা, বৈশ্য গুপ্ত এবং শূদ্র দাস পদবি গ্রহণ করিবেন। সুতরাং যে সব বৈদ্যসন্তান “গুপ্ত” পদবি নামান্ত্রে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিজকে বৈশ্যবর্ণীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ দ্বী, কত্মা ও ভগিনীগণের নামান্ত্রেও “গুপ্তা” পদবি লিখাইতে ব্যাকুল। শাস্ত্রের বিধান—ব্রাহ্মণ, কত্রির ও বৈশ্য এই ত্রিবিধের দ্বিজকন্তাগণ “দেবী” পদবি

(১) বহুপুরুষপরম্পরা উপনয়নসংস্কারসমূহ বৈদ্যসন্তানগণ যে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সং সংকলিত “অবত্ৰাব্রাহ্মণ” বা “বৈশ্যপরিচয়” নামক গ্রন্থের প্রথমভাগে সন্নিবিষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) সং সংকলিত “অবত্ৰাব্রাহ্মণ” বা “বৈশ্যপরিচয়” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে বৈশ্য-বিষেবিগণের মত খণ্ডন করিয়া জালবচন, জালিতাব্রাহ্মণদের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

গ্রহণ করিবেন। “দেবাস্তাস্তাঃ স্থিরঃ স্বতাঃ” “ইতি বিজাতি ত্রীপদম্” বিজাতীয়া ত্রীগণ “দেবী” পদান্তে আত্মপরিচয় দিবেন। ইহা ঋগ্বেদসম্মত। তথাপি বৈষ্ণবসমাজের পাণ্ডিত্যভিমानी নেতৃগণ, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত “গুপ্তা” পদবি দিয়া বৈষ্ণব-কল্পাগণের আত্মপরিচয়ের ব্যবস্থা কেন দিতেছেন, তাহা তাঁহারা ইহা জানেন। তবে কি তাঁহারা বৈষ্ণবজাতিকে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন বর্ণে স্থান না দিয়া বর্ণসঙ্কর প্রতিপাদন করিতে চাহেন? বৈষ্ণব-কল্পাগণকে “গুপ্তা” অর্থাৎ গূঢ়জা, গোপনরক্ষিতা, বা গোপনজন্মা, ইত্যাদি অর্থ প্রদান দিয়া বর্ণসঙ্কর প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী? বেই জাতি বৈষ্ণব, ত্রিজ, ‘অঘট’, প্রাণাচার্য্য প্রভৃতি মহোচ্চসম্মানের আখ্যা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই জাতি কি বৈষ্ণববর্ণীয় ছিলেন? সেই বিশ্ববন্দ্য, বরেন্দ্রজাতির স্বরূপ তৎ প্রতিপাদন করা কি বৈদ্যসম্মান মাত্রেরই কর্তব্য নহে? বৈদ্যবিদ্যেষ্টিগণ যে সমুচ্চস্বরে বলে “অঘটাঃ জারজা বৈদ্যাঃ” ইহা কি গুপ্ত পদবির ফল নহে? এই গুপ্ত পদবি বৈদ্যগণের জাতীয়তায় কিরূপ সমস্তা উপস্থিত করিয়াছে; তাহা ক্রমশঃ প্রতিপাদন করিব।

সমাজে চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা :— প্রাচীনসমাজে বর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহাভারতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

“একবর্ণ মিদং পূর্বে বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।

কর্মক্রিয়া বিশেষণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূর্বেহৃষ্টং হি কর্মণা বর্ণতাং গতম্ ॥”

পূর্বে বর্ণ বা জাতিগত কোন প্রভেদ ছিল না। সমুদ্র জগৎ ব্রহ্মহৃষ্ট ও সকলেই ব্রহ্মের সম্মান বলিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গুণ ও কর্মগত ভেদ ঘটিলে সমাজহিতৈষী ঋষিগণ, সেই একবর্ণীয় মানবগণকে চতুর্বর্ণে বিভক্ত করেন। গীতা বলেন :— চাতুর্বর্ণ্যং মরাসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” গুণ ও কর্মভেদে আমাকর্তৃক চাতুর্বর্ণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কত্রিয় বৈষ্ণব ও শূদ্ররূপ চতুর্বর্ণের ধর্ম ও জাতি সৃষ্টি প্রবর্তিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক বলেন :— “ব্রহ্ম বা ইদমশ্রমাসীদেকমেব। তদেকস্যং ন ব্যভবৎ” পূর্বে মানব মাত্রই এক ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া কথিত হইতেন। তখন ব্রাহ্মণ কত্রিয়াদি বলিয়া কোন জাতিগত পার্থক্য ছিল না। দ্বিতীয় যুগেই বর্ণবিভাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহর্ষি বায়ু বলেন :—

“বর্ণানাং পবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

সংহিতাশ্চ ততোময়া ঋষিভির্ভাষ্যগন্ততে ॥

ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ-ঋষিগণ কর্তৃক চাতুৰ্জ্ঞা প্রতিষ্ঠা ও বেদের মন্ত্র সকল সমাক্রান্ত হইয়া সংহিতা সকল গ্রন্থাকারে পরিণত ও মন্ত্র সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং মানবগণ বর্ণ বা জাতি লইয়া ব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল, ইহা মনে করা মহাব্রত। (১) শাস্ত্রাদির অমূল্যলন করিলে প্রতীতি হয় যে, সমাজের আদিম অবস্থায় পরমব্রহ্মের সম্বন্ধ বলিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালপরম্পরা সেই ব্রাহ্মণগণই বিভিন্নবৃত্তি অবলম্বনে চতুৰ্জ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেবল তপোযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণজাতি দ্বারা সমাজের অভাব পূর্ণ হইত না বলিয়া বর্ণবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে মহর্ষি বাসদেব বলিয়াছেন :—

“কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।

তাক্ত স্বধর্ম্মীরক্তান্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥

গোভোয়ুক্তিঃ সনাত্নায় পীতাঃ কৃষ্পজীবিনঃ ।

স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্বতাং গতাঃ ॥

হিংসানৃতপ্রিয়া ধূক্কা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ ।

কৃষাঃ শোচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্বাস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ ॥” মহাভারত ।

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কামভোগে অমুরক্ত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধশীল, দুর্জয় সাহসিক হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের শরীর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গোপালন পূর্ব্বক কৃষিজীবী হইলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(১) সৃষ্টিতত্ত্ব জাতিবিভাগ সম্বন্ধে সংপ্রণীত “অষ্টব্রাহ্মণ” বা “বৈশ্বপরিচয়” নামক গ্রন্থের ষষ্ঠোক্তিতে সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

ঔহাদের শরীর পীতবর্ণ হইয়াছিল। আর যেই সকল ব্রাহ্মণ হিংসা-
মিথ্যাগ্রন্থ, লোভী ও শৌচপরিত্র হইয়া যে কোন প্রকার কর্ম্মদ্বারা জীবিকা
নিকাশ করিতেছিলেন, ঔহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন; ঔহাদের শরীর কৃষ্ণ-
বর্ণ হইয়াছিল। এইরূপ শুণ কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণগণই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছেন।

দ্বিজ ও শূদ্র :— মনু বলিয়াছেন :—

“ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজ, কিন্তু চতুর্থবর্ণ শূদ্র পঞ্চম
কোন বর্ণ নাই। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

“ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

এতেনু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্ত যুধিষ্ঠির” ॥

ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি দ্বিজ। হে যুধিষ্ঠির! এই তিন-
জাতিতেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলেন :—

“অধ্যাপনমধ্যম্ননং যজ্ঞনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকল্পমং ॥”

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই যটকর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের
কৃত্ত করিত হইয়াছে। কত্রিয়ের কর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

“প্রজানাং রক্ষণং দাননিজ্যাধ্যয়নমেবচ।

বিষয়েষপ্রসাক্ষিচ কত্রিয়স্ত সমীপতঃ ॥”

প্রজাপ্রতিপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, অনাসক্ত হইয়া বিষয় কাৰ্য্য সম্পাদন
সংক্ষেপে এই সমুদয় কর্ম্ম কত্রিয়ের করিত হইল। মহর্ষি নারদ বলেন :—

“কত্রিয়স্তাপি যো ধর্ম্মন্তং তে বক্ষ্যামি পার্থিব।

দক্ষাদ্রাক্ষা ন বাচেত যজ্ঞেত নচ যাজয়েৎ ॥

নাধ্যাপয়েদধীয়াত প্রজাশ্চ প্রতিপালয়েৎ।

নিত্যোদ্ যুক্তো দস্ত্যবধে রণে কুর্ধ্যাৎ পরাক্রমম্ ॥”

হে পার্থিব! আমি কত্রিয়ের যেই ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি। রাজা দ্যুম করি-
বেন, কখনও প্রতিগ্রহ করিবেন না। যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন, কখনও করা-
ইবেন না। অধ্যয়ন করিবেন, কখনও অধ্যাপনা করিবেন না। প্রজাগণকে প্রতি-

শালন করিবেন, শত্রুবধে সক্ষম নিযুক্ত থাকিবেন, যুদ্ধবিগ্রহে পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন। বৈশ্বের কর্ম সম্বন্ধে মনু বলেন :—

“পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধায়নমেবচ।

বাণিকপথঃ কুশীদকং বৈশ্বস্ত কৃষিমেবচ ॥”

পশুপালন, দান, বজ্র, অধ্যয়ন, কলপথে ও হুলপথে বাণিজ্য, ঋণদান করিয়া কুশীদগ্রহণ ও কৃষিকার্য্য এই সমুদয় বৈশ্বের কর্ম। ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন :— “কৃষিগোব্রহ্মবাণিজ্যং বৈশ্বকর্ম্মস্বভাবজম্,”—কৃষি, গোব্রহ্ম ও বাণিজ্য বৈশ্ব-দিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।

উপরি উক্ত বিধানাবলী দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়, ব্রাহ্মণের প্রধানতম ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন, বজ্র, ও দানের ক্রমতা কত্রিয় ও বৈশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাপন, বাজন ও ঐতিগ্রহের অধিকার কত্রিয় ও বৈশ্ব প্রাপ্ত হইলেন না, কেবল ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই রহিল। অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্মের সহিত বিধিনির্দিষ্ট অনিন্দিত কর্ম্ম বাঁহাদের বিদ্যামান ছিল ও আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য তুল্যভাবে সংস্কৃতির পঠন পাঠনায় সমান অধিকারী ছিলেন ও আছেন, বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ নহা হইলে এই মহান্ অধিকার কখনও পাইতেন না।

বৈশ্বের অধ্যাপনাদিকার :—অধ্যাপনাদিকার সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

“অধীযীৱন্ ঐৱোবর্ণাঃ স্বকর্ম্মহা বিজাতয়ঃ।

প্রত্নৱাং ব্রাহ্মণস্তেবাং মেতরাবিভি নিশ্চয়ঃ” ॥

কুন্তুক টীকা করিয়াছেন :— “ব্রাহ্মণাদয় ঐৱোবর্ণাঃ বেদং পঠেযুঃ এবাং পুনর্ম্মধ্যে ব্রাহ্মণ এব অধ্যাপনং কুর্যাং নতু কত্রিয়ো বৈশ্ব ইত্যয়ং নিশ্চয়ঃ”—ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্ব বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন কত্রিয় ও বৈশ্ব অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না। এই শাসনানুসারে এখনও ভারতে কত্রিয় ও বৈশ্ব সংস্কৃতির অধ্যাপনায় প্রতিষিদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু বৈদ্যগণ সংস্কৃতির অধ্যাপনায় আবহমানকাল নিযুক্ত আছেন। মহর্ষি উশনা বলেন :—

“বৈদ্যোহু হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠত্বপরে ভক্ত শাসনাং।

যিপ্রজ্ঞা বৈদ্যতাং যান্তি ব্রোহ্মহঃপ্রণাশকাঃ” ॥

তে সৰ্ব্বৈ ভিষজঃ শ্রোক্তা আয়ুর্বেদেবু দীক্ষিতাঃ ।

ভেবাং বৃত্তিঞ্চ বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা ॥

“বৈদ্যগণের মধ্যে নৃপবৈদ্যগণই শ্রেষ্ঠ, অপর বিজ্ঞাদিবর্গীয়েরা নৃপবৈদ্যের শাসনে রোগহুঃখনিবারক হইয়া বৈদ্য হন। আয়ুর্বেদে দীক্ষিত এই সকল বিপ্রগণকে ভিয়ক্ বলা যায়; তাঁহাদের বৃত্তি, চিকিৎসা ও অধ্যাপনাদি”। মহার্ষি কাত্যায়ন বলেন :—

“নাবিদ্যানাস্ত বৈদ্যোন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ ।

. সমবিদ্যাধিকানাঙ্ক দেয়ং বৈদ্যোন তদ্বনম্” ॥

বৈদ্য বিদ্যাहीन ব্যক্তিগণকে বিদ্যাধন দান করিবেন না। সমান ও অধিক বিদ্যানগণকে সেই বিদ্যাধন দান করিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইল যে, বৈদ্য ব্যতীত বিদ্যাসম্পত্তি কাহারও ছিল না। তাই অধিকবিদ্যান বলিয়া যাঁহারা সমাজে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বৈদ্যগণ বিদ্যা দান করিতে পারিতেন। ইহা হইতে বৈদ্যগণের অধ্যাপনাদিকার আর কি হইতে পারে ?

বিজবর্ণ ত্রয়ের কর্ম ও বংশপরম্পরাগত অধ্যাপনাদির অবস্থা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণের কর্মবৃত্তি বৈজ্ঞানোচিত নহে। কোন বৈদ্যই স্বীকার করিবেন না যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কখনও কেহ অধ্যাপনাদি কার্যে নিরত ছিলেন না, এবং কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈজ্ঞানোচিত কর্ম্মমুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। যেই বঙ্গদেশ আয়ুর্বেদ অধ্যাপনার জন্ত চিরপ্রসিদ্ধ, সেই বঙ্গদেশের আয়ুর্বেদ-অধ্যাপক-গণ বৈজ্ঞ ; এক অধ্যাপনা কর্ম্মতেই বৈজ্ঞজাতির বর্ণবির্নিয় হইয়া যায়। অধ্যাপনাকার্য্য এই বৈজ্ঞজাতির কুলক্রমাগত আবহমানকালীন প্রচলিত প্রথা। এমন একদিন ছিল, যখন চতুর্কর্ণের শিক্ষাগুরু এই বৈজ্ঞগণের উজ্জলপ্রতিভা-প্রভাই বঙ্গের অজ্ঞানানুকার বিদূষিত করিত। বঙ্গের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়সাহিত্যের শিক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ অনেক স্থলে বৈজ্ঞ। যে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোনবর্গীয় ব্যক্তি অধ্যাপক পদে বৃত্ত হইতে পারেন না, সে সংস্কৃতকলেজের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, ৮কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ ৮রামকমল সেন। এইরূপও বহুবৈজ্ঞ আয়ুর্বেদাদি বিবিধশাস্ত্রের অধ্যা-

পনাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অধ্যাপনার সমুচ্চসম্মানসূচক বেই মহামহোপাধ্যায় :
উপাধি ব্রাহ্মণ বাতীত অপর কোন জাতি বর্ণবিভাগকাল হইতে প্রাপ্ত হন নাই,
সেই মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাচীনতমকাল হইতে বৈদ্যগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
এই বিজাতীয় রাজশাসনের যুগেও বহু বৈদ্য অধ্যাপনার জন্য মহামহোপাধ্যায়
উপাধি অবাচিতভাবে লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ
সেন, স্বর্গীয়বিজয়রত্ন সেন এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ জীবন্ত গণনাথ সেনশর্মা-
সরস্বতী প্রমুখ অধ্যাপকের নাম উল্লেখযোগ্য। এনদাবস্থায় এমন অকৃতজ্ঞ
কে আছে যে, বঙ্গের জাতীয়জীবনে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করিবে?
বাহারা এই অসাধারণ মহীরদী বৈদ্যজাতিকে বৈদ্যত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াসী,
তাহারা বাস্তবিকই করুণার পাত্র। ইহাতেও যদি বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব
সন্দেহ হয়, তবে একবার বৈদ্যশব্দার্থের অনুসরণ করুন।

বৈদ্যসংজ্ঞাধিকারী :—মেধাতিথি বলেন:—“বৈদ্যো বিদ্বাংসো ভিষজ্ঞোবা”-
বৈদ্যশব্দের অর্থ বিদ্বান্ অথবা ভিষক্। মহর্ষি চরক বলেন :—“বিদ্বা
প্রশস্তাত্মাতীতি বৈদ্যঃ”—প্রশস্তবিদ্বা আছে অর্থে বৈদ্য। মহর্ষি শঙ্খ বলেন :—
“বেদাজ্ঞাতোহি বৈদ্যঃ জ্ঞানম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ”—ব্রাহ্মণপুত্র অম্বষ্ঠ বেদ হইতে
জ্ঞাত অর্থাৎ বেদজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, এইজন্য বৈদ্য। ব্রহ্মপুরাণকার বলেন :—
“বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্ন স্তুতো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ”—বেদসমূহ হইতে সমাক্রমে
উৎপন্ন হওয়ার অর্থাৎ সমাকজ্ঞানলাভরূপ জন্মপ্রাপ্তিহেতু বৈদ্য। কোষ-
কার বলেন :—“বেদান্বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ”—সমগ্রবেদ যিনি জানেন বা
অধ্যয়ন করেন তিনি বৈদ্য। মহর্ষি চরক বলেন :—

“বিদ্বাসমাপ্তৌ ভিষজস্তুতীয়া জাতিরুচ্যতে।

অত্রুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্বজন্মনা ॥

বিদ্বাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মণ বা সহমার্ষমথাপি বা।

ঋষমাবিশতি জ্ঞানাত্ম্যাবৈদ্যস্তিষ্ঠঃ স্মৃতঃ ॥”

বিদ্বাসমাপ্তিতে ভিষকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখন তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ
করেন। বিদ্বাসমাপ্ত বাতীত বৈদ্য উপাধি লাভ হয় না। বিদ্বাসমাপ্তি
জ্ঞানহেতুক ব্রহ্ম ও ঋষিসহ তাহাতে নিশ্চিত প্রবেশ করে বলিয়া বৈদ্যগণ
ত্রিভুজ অর্থাৎ ত্রিভুজ হইতে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি অগ্নিবিশেষ বলেন :—

“আয়ুর্কৌদোপনয়নাত্তো বৈশ্ব ইতি কৃতঃ” আয়ুর্কৌদ উপনয়নহেতু বৈশ্ব বলিয়া কথিত। মহর্ষি উশনা বলেন :—

“সর্ববৈদেযু নিপুণঃ সর্বশাস্ত্রবিদ্যারনঃ।

চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈশ্ব শ্চাভিধীয়তে ॥”

সর্ববৈদে যিনি অভিজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রে যিনি পারদর্শী, যিনি চিকিৎসাকুশল, তিনি বৈশ্ব। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার বলেন :—

“আয়ুর্কৌদকৃতাত্যাসো ধর্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।

অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকগম্ ॥”

আয়ুর্কৌদের সমাক্ অত্যাস, ধর্মশাস্ত্রপরায়ণতা, বৈদ্যাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং চিকিৎসা এই সমস্ত বৈদ্যের লক্ষণ। নীতিকার চাণক্য বলেন :—

“আয়ুর্কৌদ-কৃতাত্যাসো শাস্ত্রজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ।

আর্য্যশীলশ্চণোপেতো এষ বৈজ্ঞো বিধীয়তে ॥”

যিনি আয়ুর্কৌদে সমাক্রূপে অত্যাস, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, আর্য্যচার ও আর্য্যশীলসম্পন্ন, তাঁহাকে বৈদ্য বলা যায়। অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ডব্বনাচাৰ্য্য সূক্তের টীকায় লিখিয়াছেন :—

“অথোবচ্ ভগবান্ ধ্বন্তুরিরিতি * * * শিষ্টোপনীতমিতি উপনয়নং নীক্ষা। তদধিকৃত্য কৃতোহধারঃ শিষ্টোপনীতন্তং তথা। অন্ত্রে তু উপনয়নাত্তবদ্ব্যনর্থকরণং। যদ্যপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাপ্তপনীতা তথাপি আয়ুর্কৌদ-পঠনারম্ভে পুনরুপনয়নম্। ঋগ্‌যজুঃসামানিঅধীত্য অধর্ক্যারম্ভে পুন ব্রতাবতারণম্।

“আয়ুর্কৌদোপনয়নং হেতু বৈদ্য বলিয়া কথিত হন। (আয়ুর্কৌদ উপনয়ন বলিলে বৈদ্যবিদ্যার সমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেয়; যেহেতু ঋক্, সাম্, যজুঃ এবং অধর্ক্যবৈদ্যের অন্তঃস্থ অংশ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তদনন্তর আয়ুর্কৌদ অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হয়) যদ্যপি ব্রাহ্মণাদি বিজ্ঞপ পূর্বে উপনীত হন তথাপি আয়ুর্কৌদ অধ্যয়নারম্ভে পুনরুপনয়ন বিধি। (এই উপনয়ন তৃতীয়জন্মরূপে গণনীয় এবং বিদ্যাসমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেয় বলিয়া তদ্বারাও বৈদ্যত্ব স্বীকৃত হয়) ঋক্, সাম্ ও যজুঃ অধ্যয়নপূর্বক অধর্ক্যারম্ভে পুনর্বার ব্রতের অবতারণ করিতে হয়।

এই পৰ্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, পুরাকালে উপনয়নসংস্কারান্তে ত্র্যম্বকচর্য্যাশ্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদত্রয় অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণিকতার অধিকার ক্রিয়ত। কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তির অধিকারী হইতে হইলে ঋগাদি বেদত্রয় অধ্যয়নপূর্ব্বক পুনরুপনীত হইয়া সেই ত্র্যম্বকচর্য্যাশ্রমেই অথর্কবেদ অধ্যয়ন ও তাহার অংশ স্বরূপ আয়ুর্ক্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সমগ্রবেদবিদ্যা সমাপন করিতে হইত। ত্রিষক্গণই বেদবিদ্যাসমাপ্তির ক্ষুদ্র বেদ হইতে জ্ঞাত অর্থে “বৈদ্য”, এবং সমাক্ জ্ঞান লাভরূপ তৃতীয়জন্য প্রাপ্ত অর্থে “ত্রিজ” উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ত্র্যম্বকসংহিতা পাঠে জানা যায়, আয়ুর্ক্বেদ প্রচারের পূর্ব্বে বেদচতুষ্টয় প্রচারিত হইয়াছিল। (১) তখন ব্রাহ্মণগণ সর্ববিদ্যার পারদর্শী হইলেও আয়ুর্ক্বেদ অধ্যয়নের অভাবে “বৈদ্য” উপাধি লাভ করিতে পারিতেন না। ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ের অর্থ চিন্তা করিয়া ও সারসংগ্রহ পূর্ব্বক প্রজ্ঞাপতি পঞ্চমবেদস্বরূপ আয়ুর্ক্বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ধনুস্তরি দিবোদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব নামে সংহিতা প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্ক্বেদ প্রচারের পথ সুগম করিয়াছিলেন। তৎকাল তাঁহারা “বৈদ্য” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর যাহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন শেষ করিয়া পুনরুপনয়নসংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক আয়ুর্ক্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাসিঁমাপ্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা “বৈজ্ঞ” উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপর বংশপরম্পরা বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক, যাহারা চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাঁহারা বৈষ্ণবজাতি বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা এক বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন। যাহারা বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা দ্বৌবে বা দ্বিবেদী। যাহারা বেদত্রয় অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা ত্রিবেদী, যাহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা চতুর্বেদী বা চৌবে আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। আর যাহারা বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নান্তে পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ক্বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের বৈদ্য, ত্রিজ, প্রভৃতি মহোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি হইত। এক ব্রাহ্মণ

(১) ঋগ্বেজুঃ সামাথর্কীখ্যান্ দৃষ্ট্৷ বেদান্ প্রজ্ঞাপতিঃ ।

বিচিন্ত্যভেদামর্থ কৈবায়ুর্ক্বেদং চকার সঃ ॥

কৃশ্বাতু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ ।

স্বতন্ত্র সংহিতা ভস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ ।

জাতিই বেদ অধ্যয়নের ভারতমাতৃস্বারে নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত হইতেন। তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ উপাধি পদবিরূপে ব্যবহার করিয়া আদিপুরুষের ধিনাবস্থার জ্ঞানবস্থার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে যেমন ভট্টাচার্য্যের পুত্র ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তীর পুত্র চক্রবর্ত্তী, লিখিয়া আসিতেছেন। তদ্রূপ ব্রাহ্মণজাতির ঘোষে, চৌবে, বৈদ্যা প্রভৃতির অধস্তম বংশধরেরা সেই সেই উপাধি গ্রহণে আত্মপরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বর্ণগত, কৰ্ম্মগত, ধৰ্ম্মগত, আহার ও আচারাদিগত কোন বৈষম্য হওয়ার কারণ নাই। বঙ্গদেশ বাতীত ভারতেবর্ষেও কুজাপি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্বে উল্লেখ করা হইরাছে, বেদাদি অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণগণের রাজনিকতায় অধিকার জন্মিত, তাঁহাদের চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার জন্মিত না। যেই সব ব্রাহ্মণ বেদাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক রাজনিককার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ বজনব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইলেন। আর যেই সব ব্রাহ্মণ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া পুনঃ উপনয়নান্তে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ বৈদ্যা বলিয়া সমাজে স্বীকৃত হইলেন। বজনব্রাহ্মণগণের যেমন বাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহরূপ ত্রিবিধ বৃত্তিতে অধিকার ছিল ও আছে; বৈদ্যাগণেরও বজনাতি ত্রিবিধ বৃত্তিতে অধিকার ছিল ও আছে। বিদ্যাসমাপ্তির অন্ত তাঁহারা পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিক অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? বৈদ্যজাতির অধ্যাপনার অধিকার সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইরাছে, এইক্ষণ বৈদ্যাগণের বাজনকার্য্যে যে অধিকার ছিল ও আছে, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৈদ্যের বাজনাধিকার :— বৈদ্যের বাজনাধিকার সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলেন :—

“সব্যাহতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ।

উপনীতঃ পঠেবৈদ্যোঃ নরসিংহার্চনং চরেৎ ॥

প্রণবটৈদ্যাঃ স্বাহাটৈদ্যন্ত মন্ত্রস্তাহরণং চরেৎ” ॥

উপনীতবৈদ্যা প্রণবপুটিত সব্যাহতি গায়ত্রী পাঠ করিবে এবং শালগ্রাম পূজা ও স্বাহাদি প্রণবাদি দ্বারা মন্ত্র উচ্চার করিবে।” বেই বাজনবৃত্তি ব্রাহ্মণ-

মাণের মধ্যেই নিবদ্ধ, বৈদাগণ সেট যাজ্ঞনিককার্য্য অবহম নকাল অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন। গরুর পাশাপাশ, উৎকলের ধরণী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, কাঠোয়ালের সেনশ্রী, মথুরার সেনাবী ব্রাহ্মণগণ, মেদিনীপুরের দাশ পদবি ব্রাহ্মণগণ, আসামের বেজবড়ুয়াগণ, জীথু, ভাজনবাট, বৃথির প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় গোস্বামী পদবি বৈষ্ণবগণ কোনস্থলে বজনব্রাহ্মণরূপে, কোনস্থলে তীর্থশ্রু রূপে, কোনস্থলে মন্ত্রশ্রু রূপে, কোনস্থলে চিকিৎসকরূপে ভারতের সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। রোগ-শর্মস্তর জন্ত গ্রহবাগ্ জ্বরপুজা, শাস্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বৈষ্ণবকর্তৃক নিয়ত অঙ্কিত হইত যে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। গরুর, মথুরার, উৎকলের, কাঠ-বুজের বহু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ যাজ্ঞনিকতা করিয়া থাকেন। রাঢ়দেশীয় বৈদা গোস্বাম-গণ বহু বজন ব্রাহ্মণের মন্ত্রশ্রু, চট্টগ্রামের ধরণীগণ মন্ত্রশ্রু ও যাজ্ঞনিক কার্য্য করেন। মোদুলা গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বঙ্গীয় বৈদাগণের দায়াদ, তাঁহারা ব্রাহ্মদি কার্য্য আমার দ্বারা সম্পন্ন করিতেন যে, তাহার তব জানেন এমন অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন। ইহা হইতে বৈদাগণের যাজ্ঞনিকতার আর অধিক কি হইতে পারে? এই বজনবৃত্তি দ্বারা বৈদাগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়।

বৈষ্ণব প্রতিগ্রহাধিকার :—উগবান রামচন্দ্র বলেন :—

“কচ্চিৎ দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ শুক্লম্ পিতৃসমানপি ।

বৃদ্ধাংশ্চ তান্ বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্তসে ॥

কচ্চিৎ বৃদ্ধাংশ্চ বাল্যাংশ্চ বৈদ্যানুধ্যাংশ্চ রাখব ।

দানেন মনসা বাচা ত্রিভিষ্যেতৈ বিতুষ্যে রাখায়ণ ?”

হে ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, প্রতিপালকগণকে, পিতৃতুলা শ্রুগণকে, বৃদ্ধগণকে, পিতৃস্থানীয় বৈদাগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্বতোভাবে মান্ত করিয়াছত? হে ভরত! তুমি বৃদ্ধগণকে, বালকগণকে, মুখ্যবৈদাগণকে অথাদি দান দ্বারা ভক্তি ও মেহ দ্বারা, বিনীত বা মিষ্টবাক্য দ্বারা বিতুষিত করিয়াছত? দেবরাজ ইহা বৈষ্ণব সর্বক্ষেত্র বলিয়াছেন :—

অহং পুরো মন্দ সানৈরৈরাঃ নবশাকং নবতীশবরন্ত ।

শততমং বৈদ্যং সর্বভাষ্যং দ্বিযোদাসনভিতিশ্চৈ বদাম ॥ অথেন ।

‘আমি উৎসাহিত হইয়া শবরের নিদানকইটী নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং

শততম নগর সকলের পিতৃস্বরূপ অতিতেজস্বী বৈষ্ণৱদেবদাসকে রক্ষা করিয়া
 তাঁহার বাসের ভক্ত দান করিয়াছি।’ জগৎপূজ্য ভগবান্ রামচন্দ্র, মহামায়া
 অথেন বাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারে এমন হিন্দুস্তান কে
 আছেন জানি না। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :—“রিক্তহস্তেন পশ্যন্তু রাজানঃ
 ভিক্ষং গুরুঃ” রিক্তহস্তে রাজা, বৈষ্ণৱ এবং গুরুকে দর্শন করিবে না।’ কেই
 রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নপণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্তে জগদ্বিস্তু,
 সেই নবরত্নপণ্ডিতগণের মধ্যে ধনুস্তরি, বরকচি, শঙ্কু ও রঘুবংশ, শকুন্তলা,
 কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি
 কালিদাস বৈষ্ণৱ ছিলেন। কালিদাসের নাম ছিল মাতৃগুপ্ত, তাহা রাজ-
 তরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়। ধনুস্তরি প্রভৃতি বৈষ্ণৱ কবিগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই
 জগৎ বিখ্যাত। তাঁহাদের গ্রন্থরাজী বাহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা
 বলিতে পারেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব সমাজে কিরূপ ছিল এবং তাঁহারা প্রতিগ্রহে
 কিরূপ অধিকারী ছিলেন। এইসব হইল অতীতযুগের কথা। বর্তমান
 যুগেও গয়াধামের বালগোবিন্দ সেনশর্মা, মতিলাল সেনশর্মা, শঙ্কর লাল
 গুপ্তশর্মা, শ্রামলাল গুপ্তশর্মা, গোবিন্দলাল গুপ্তশর্মা, নারায়ণলাল গুপ্ত-
 শর্মা প্রভৃতি তীর্থগুরুগণকে কে না জানেন? উৎকলবাসী ধরশর্মা, কর-
 শর্মা, সেনশর্মা, দাশশর্মা প্রভৃতি অখণ্ডব্রাহ্মণগণের নাম কে না শুনিয়াছেন?
 মহারাষ্ট্রের করশর্মা, সেনশর্মা, মধুরার সেনশর্মা দাশশর্মা কাটোয়ারের গুপ্ত
 শর্মা মেদিনীপুরের শর্মাবিহীন দাশপদবি ব্রাহ্মণগণের বৈষ্ণৱকে কে
 সন্নিহান? শ্রীধর, তাজনঘাটের গোস্বামিগণকে কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?
 তাঁহারা তীর্থগুরুরূপে, মন্ত্রগুরুরূপে, সদা সর্বদা বজনব্রাহ্মণগণ হইতে ও
 প্রতিগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। ঢোলপুর, ভরতপুর, গোয়ালিয়র, আলোরার
 প্রভৃতি অঞ্চলের সেনাচ্য বৈষ্ণৱব্রাহ্মণগণ, রাজাদিগের ও জনসাধারণের
 গুরু ও পোষিত্য করিয়া থাকেন। কলিকাতার বহু রাজবাটী
 হইতে বৈষ্ণৱগণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
 বৈষ্ণৱটকগণ বিবাহাদি কার্যে থালা, বাটী, কাপড় প্রভৃতি দান গ্রহণ
 করেন এবং দক্ষিণা প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে বৈষ্ণৱ প্রতিগ্রহাধিকার আর
 কি হইতে পারে? এই প্রতিগ্রহবৃত্তি দ্বারাও বৈষ্ণৱজাতি বে ব্রাহ্মণ, তাহা

নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণের অধ্যাপনা, বাজ্ঞন ও প্রতিগ্রহের সমাক্-
তর জানিয়াও বাঁহারা বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণকে অগ্রাক্ষণ বলেন, তাঁগদিগকে লব্ধকর্ণ
ভিন্ন আর কি বলা যায়, তাহা তাঁহারা হই জানেন।

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা :—বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন :—

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ শ্বতাঃ ॥

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।

কৃতবুদ্ধিযু কৰ্ত্তারঃ কৰ্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥

ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধি সম্পন্নেরা শ্রেষ্ঠ,
বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ, নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ-
গণের মধ্যে বিদ্বান্ বা বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ শ্রেষ্ঠ, কৃত-
বুদ্ধিগণের মধ্যে কৰ্ত্তৃগণ শ্রেষ্ঠ, কৰ্ত্তৃগণের মধ্যে ব্রহ্মবিদগণ শ্রেষ্ঠ। ইহা
হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষুপি দ্বিজাতয়ঃ ॥

দ্বিজেষু বৈষ্ণাঃ শ্রেয়াংসঃ।” উত্তোগপর্ক।

ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবীগণ শ্রেষ্ঠ,
বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে মানবগণ শ্রেষ্ঠ, মানবগণের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ, দ্বিজ-
গণের মধ্যে বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ। মনুর বচনে “বিদ্বাংসো” পাঠ থাকায় কেহ কেহ
বলেন, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা হই শ্রেষ্ঠ। “বিদ্বান্” পদ বৈষ্ণব
বোধক নহে, এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া ব্যাসদেব “বিদ্বাংসঃ” পদের
পরিবর্তে “বৈষ্ণাঃ” পদ ব্যবহার করিয়াছেন “দ্বিজেষু বৈষ্ণাঃ শ্রেয়াংসঃ” দ্বিজগণের
মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ প্রাথমিক
উপনয়নসংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইলেও বেদজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতানিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ
হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্বান্ বলিলে বৈষ্ণবকেই বুঝায়, মেধাতিথি প্রভৃতি
পণ্ডিতগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন “বৈষ্ণাঃ বিদ্বাংসো ভিজ্ঞো বা” বৈষ্ণব, বিদ্বান্,
ভিজ্ঞ একার্থ বোধক শব্দ, বোপদেবগোবিন্দীয় পরিচয়-এসঙ্গে বলিয়াছেন :—

“বিদ্বান্ধনেশ্বরচ্ছাত্রোঃ ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।

বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাম্পদম্॥”

বিদ্বান্ধনেশ্বরের ছাত্র, ভিষক্ কেশবের পুত্র, বিপ্র বেদপদের আম্পদ বোপদেব এই মুক্তবোধ রচনা করিয়াছেন। এইখানে “বিদ্বান্” পদ জাতিগত অর্থে ব্যবহৃত। উক্তপদে তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। ধনেশ্বর এবং বোপদেব জাতিতে বৈদ্য। সুতরাং বৈদ্যের পরিবর্তে বিদ্বান্ পদ প্রয়োগ করিয়া বৈদ্য জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ষাণ্মবেশ্বরতর্করত্ন মহাশয় বোপদেবগোশ্বামীকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়াছেন। বোপদেবের যে গোশ্বামী উপাধি ছিল, তাহা মুক্তবোধ ও কবিকল্পদ্রুম পাঠে জানা যায়। ত্রীখণ্ড, তাজনঘাট প্রভৃতি গ্রামে বর্তমানে ও গোশ্বামী পদবি বহুবৈদ্য রহিয়াছেন। গোশ্বামী পদবি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের নিবৃত্তি সম্পত্তি। বঙ্গীয়বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ এই গোশ্বামী পদবি হইতে ও প্রতিপন্ন হয়। বোপদেবকে “বিপ্র” “বেদপদাম্পদম্” বলাতে প্রতীতি হয় যে, বৈদ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যেমন সমাজে সমধিক পূজনীয় ছিলেন ও আছেন, তদ্রূপ বৈদ্যগণ ও বিদ্যাবতার জ্ঞানবতায় পূজনীয় ছিলেন।

বৈদ্যের পূজ্যতা :— বৈদ্যের পূজ্যত্ব সম্বন্ধে মহর্ষি অঘিনিষ বলেন :— অমর, অঙ্গর, দেবতাগণ আপনার অধিপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত ও শুদ্ধ হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকেন। মর্ত্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি ও জরাবশীভূত, দুঃখ বহুল ও সুখার্থী, তবে তাহারা শক্তি অমুসারে ভিষকগণের পূজা করিবেন। কেন ? ত্রিজাতি, বৈদ্য, শীলবান্, মতিমান্ ঈশ্বরপরায়ণ শাস্ত্রপারদর্শী এবং প্রাণাচার্য্য বলিয়া সমস্ত প্রাণিগণের গুরুবৎ পূজ্য।

সমস্ত রসায়ন ও বাজীকরণ যোগ এবং সমস্ত রোগনাশক ঔষধ বৈদ্যের আশ্রিত, অতএব যেমন অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে পূজা করা হয়। সেইরূপ পণ্ডিতগণই

ধীমান, বেদপারগ, প্রাণাচার্য্যাকে (বৈদ্যকে) পূজা করিবেন । (১) অথর্ববেদ বলেন :—

“গুরুবদ্ভাবষেদ্রোগী বৈদ্যং তস্ত নমস্ক্রিয়াং ।

মুনয়ো যদি গৃহন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিনঃ” ॥

রোগী বৈদ্যকে গুরুবৎ ভাবনা করিবে । মুনিগণ ও যদি বৈদ্যের নমস্কার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রতিনমস্কার না করেন, তবে তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল রোগী হইয়া থাকিতে হয় । শিষ্যোপনীয় অধ্যায়ে মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

“উপনয়নীয়স্ত ব্রাহ্মণঃ * * পুষ্পলীজভট্টৈরুত্কৈশ্চ দেবতাঃ

বিপ্রান্ ভিষজশ্চ পূজয়িত্বা * * দাক্ষীণ্যমুকেন বিধিনা শ্রবেণাজ্য

হুতীজুহুয়াৎ” ॥ আয়ুর্বেদিক উপনয়নসংস্কারেও বৈদ্যদিগের পূজার

বিধান রহিয়াছে । মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলেন :—

“পিতৃকৃতা জনিরস্ত শরীরিণঃ, সমবনং গদহারিষু তিষ্ঠতি ।

জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা, ভিষগসৌ হরিরেব তমুভতঃ” ॥

দেহিদিগের এই শরীর পিতা হইতে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু তাহার সমাক্রম্য ভাব চিকিৎসকদিগের উপরই থাকে । অতএব ভিষক বাতীত শরীর নিষ্ফল । সেই জন্ত ভিষক হরিরই তমু স্বরূপ, অর্থাৎ শরীরধারী বিষ্ণু স্বরূপ ।

ব্রহ্মাও পুরাণকার বলেন :—

“অবাপ পরমাং খ্যাতিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গরীয়সীম্ ।

(১) অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সান্বিতৈশ্চ বৈঃ ।

পূজাতে প্রযতৈরেবমশ্বিনৌ ভিষজাবিতি ॥

যতু্যব্যাধিজরাবৈশ্চৈত্ৰৈঃ প্রাচৈঃ সুখাধিভিঃ ।

কিংপুনর্ভিষজো মর্ত্যৈঃ পূজ্যঃ স্মার্তাতিশক্তিতঃ ॥

শীলবান্ মতিমান যুক্তজ্ঞাতীঃ শাস্ত্রপারগঃ ।

প্রাণিভিঃ গুরুবৎ পূজ্যো প্রাণাচার্য্য স হি স্মৃতঃ ॥

যে রসায়নসংযোগা-বৃষাযোগাশ্চ বেদমতাঃ ।

ষট্চৌষধং বিকারাণাং সর্বং তদ্বৈদ্যসংশ্রয়ম্ ॥

প্রাণাচার্য্যং বৃহত্তত্ত্বাৎ ধীমন্তং বেদপারগম্ ।

অশ্বিনাবিব দেবেজ্ঞঃ পূজয়েদ্বিতি শক্তিতঃ ॥

মন্দিরতৈর্জপৈর্হোমৈশ্চকুণ্ডিতং দ্বিজাতয়ঃ ॥

যজন্তি দেববন্ ধনুস্তরিকাযুত সন্তবম্ ॥”

এই অমৃতসম্ভব ধনুস্তরিকে দ্বিজগণ সর্বদা দেবতার জ্ঞায় যজ্ঞ, ব্রত, জপ, হোম ও চক্রদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, বেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদবিজ্ঞা সনাত্তি করিয়া বৈষ্ণব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় ছিলেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—“বিপ্রাণাং জ্ঞানতো দ্বৈতঃ” ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা ইশ্রেষ্ঠ, পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে “দ্বিজেনু বৈষ্ণাঃ শ্রেয়াংসঃ” দ্বিজগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণ শ্রেষ্ঠ ও সমধিক পূজনীয়। “বিদ্বাংসো হি দেবাঃ” বিদ্বানেরাই দেবতা, বৈষ্ণবগণ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়নপূর্ব্বক পুনঃ উপনীত হইয়া আয়ুর্কৌদ অধ্যয়নে বিদ্বাসমাপ্ত করিতেন বলিয়া, তাঁহারা “ত্রিভু” “বৈষ্ণ” “বিপ্র” প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং রোগসময়ে তাঁহারা পিতার জ্ঞায় প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থান করিতেন বলিয়া “অম্বষ্ঠ” উপনাম লাভ হইয়াছিলেন।

অম্বষ্ঠের ব্যুৎপত্তি :—অম্বষ্ঠ, অম্ব × ঠ × স্থ × অ (ড) × ক সংজ্ঞার্থে রোগ প্রত্যকারে অম্বেব প্রীতৌতিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠঃ। অম্ব পিতা × ঠ যিনি থাকেন, যিনি রোগসময়ে পিতার জ্ঞায় প্রীতিপূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনি অম্বষ্ঠঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকার বলেন :—

“অম্বস্ত যুতকল্পস্ত জনস্ত স্থা স্থিতি ষতঃ।

সোহম্বষ্ঠঃ কথিতো ধনুস্তরি রিত্যেব সংজ্ঞা ॥

কেচিদম্বস্ত্যতুল্যং রোগে তিষ্ঠতাসৌ ষতঃ।

পিতৃবচকভে কথং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্তিতঃ ॥

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো জ্ঞানাং কত্রোবীর্ষ্যচ্চ দৈহিকাং।

রাজাভূবোহধিকারাজঃ সোহম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাং ॥”

অম্ব শব্দের অর্থ গতপ্রায় বা যুতপ্রায়, যাহা হইতে অম্বের অর্থাৎ যুতপ্রায় জনের স্থা অর্থাৎ স্থিতি বা রক্ষা হয়, সেই ধনুস্তরি অম্বষ্ঠ নামে কথিত হন। কেহ বলেন, বেই হেতু ইনি রোগীর নিকট পিতার জ্ঞায় অবস্থান করেন এবং পিতৃবৎ রোগীকে যত্নপূর্ব্বক দেখেন, সেই হেতু ইনি অম্বষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হন।

ইনি ব্রাহ্মবিষয়ক জ্ঞানহেতু ব্রাহ্মণ, দৈহিকবীর্ণ্যহেতু ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর অধীশ্বর হেতু রাজা এবং চিকিৎসাহেতু অশ্বষ্ঠ; বলিয়া-উক্ত হন। ভরত বলেন :— “অগ্নং চিকিৎসাবৃত্তি বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ”। অশ্বষ্ঠ চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। শব্দকল্পদ্রুম বলেন :— বৈদ্যঃ : আয়ুর্কোদবেত্তা স অশ্বষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসা বৃত্তিষ্ঠ। বৈদ্য অর্থে আয়ুর্কোদবেত্তা, অশ্বষ্ঠজাতি এবং চিকিৎসাবৃত্তি। তথ্য লিখিত হইয়াছে :—

জননীতো তমুন্নীতা যজ্ঞাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।

অশ্বষ্ঠাস্তেন তে সর্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ॥

যে হেতু জননী হইতে শরীর লাভ করিয়া বেদসংস্কার দ্বারা পূনরায় জাত হইলেন, সেই হেতু অশ্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শব্দ দীপ্তি অভিধান বলেন :—অনব=শব্দকরা, তাহা হইতে অশ্বশব্দ×স্থা (প্রদিক্ নিমিত্ত) অভিপ্রায় করা×ড (যিনি করেন) অর্থাৎ যিনি আপনার চিকিৎসক উপাধি প্রচার করিবার অভিপ্রায় করেন, তিনি অশ্বষ্ঠ। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও কেবল বৃত্তি হেতু ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র চিকিৎসা মূলক উপাধি প্রচার করিবার অভিপ্রায় করেন। তারানাথবাচস্পতি বলেন :—“অশ্বাঃ চিকিৎসকবৃন্দাঃ×স্থা=তৎ প্রথাপন্যং তিষ্ঠতেতি প্রৈতি কঃ বহু অর্থাৎ অশ্ব বা চিকিৎসকদিগকে, চিকিৎসক বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অবস্থিতি অর্থাৎ অভিপ্রায়ে অশ্ব×স্থা×ড করিয়া অশ্বষ্ঠ শব্দ হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত অশ্বষ্ঠশব্দার্থের আলোচনায় জানা গেল, যেই সমস্ত ব্রাহ্মণ আয়ুর্কোদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক রোগসময়ে রোগীকে পুত্রনির্কিংশেষে চিকিৎসা করিতেন অর্থাৎ রোগপ্রতিকার সময়ে পিতার জ্ঞান থাকিতেন, তাহারাই অশ্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইতেন। মূলব্রাহ্মণগণই বেদজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নিবন্ধন যেমন বৈদ্য সংজ্ঞা লাভ করিতেন, আয়ুর্কোদ অধ্যয়নের নিমিত্ত দ্বিতীয়বার উগনীত হইতেন বলিয়া তদ্রূপ দ্বিজ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। রোগসময়ে পিতার জ্ঞান হিত থাকিতেন বলিয়া অশ্বষ্ঠ আখ্যায় বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকত্বের অনুধাবনা করিলে জানা যায়, অশ্বষ্ঠদেণ প্রত্যাগত ব্রাহ্মণগণই অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অম্বষ্ঠদেশ প্রত্যগত ব্রাহ্মগণ অম্বষ্ঠপদ বাচ্য :—

সিদ্ধসৈকতশোভী অম্বষ্ঠপ্রদেশ হইতে অম্বষ্ঠনামে পরিচিত ব্রাহ্মগণ, চুইদলে বিভক্ত হইয়া একদল আর্গাবর্তের পথে, অপরদল দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইয়া নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের পথদিয়া পূর্বদিকে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ মহারাষ্ট্রে, কেহ কর্ণাটে, কেহ রাজমাহেন্দ্রীতে, কেহ উৎকলে, থাকিয়া যান এবং কেহ কেহ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া বিক্রমপুরস্থ রামপালে রাজধানীস্থাপন পূর্বক এতদ্দেশে বৈদ্যরাজ্যস্থাপন স্থচনা করেন। অপরদল কাণ্ডকুজ, কানী, মাগধ ও মিথিলা হইয়া সুরস্রদেশে বা রাঢ়ের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই রাঢ়দেশ বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির আদি বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈদ্যকুলপঞ্জিকা বলেন :—

“আর্গাবর্তাঃ সমাগতা বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।

অম্বষ্ঠা শ্রবসন্ রাজন্ স্বাধিপতাং ব্যভূত” ॥

মহাবল অম্বষ্ঠগণ আর্গাবর্ত হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :—“অম্বষ্ঠদেশহারিষাদম্বষ্ঠঃসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ” অম্বষ্ঠদেশবাসী বলিয়া অম্বষ্ঠ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, সিদ্ধনদের উপকণ্ঠে সম্ভবতঃ অপোগস্থানে অম্বষ্ঠ নামে এক মহাজনপদ ছিল, তদ্রূপবাসী কিংবা তদ্রূপ প্রস্তুতগণ অম্বষ্ঠ নামের বিষয়ীভূত ছিলেন। মহর্ষি বিষ্ণু বলেন :—

সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হুণাঃ শাখাঃ শাকলবাসিনঃ।

মদ্রারামান্তথাষষ্ঠাঃ পারসীকানরন্তথা ॥

আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।

সমীপতো মহাতাগা ষষ্ঠপুটজমাকুলাঃ ॥

মদ্র, রাম অম্বষ্ঠ ও পারস্ত প্রভৃতি দেশবাসী লোকেরা এই সকল নদীর জলপান করেন ও তাঁহারা এই সমুদ্র নদীর তীরদেশে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা মহাতাগাবান্ ষষ্ঠ পুট জন দ্বারা পরিব্যাণ্ড ছিলেন।

ইহা হইতে বেশ জানা গেল, যেইরূপ মদ্রদেশের লোক সকল মদ্রনামের বিষয়ীভূত, তদ্রূপ অম্বষ্ঠদেশের লোক সকলের নাম অম্বষ্ঠ। পাণ্ডাল বলিলে

যেমন পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণ, কুজিরাদি সকল জাতির অববোধ হইয়া থাকে। তদ্রূপ অম্বষ্ঠ বলিলেও অম্বষ্ঠদেশবাসী বা তদ্রূপপ্রসূত বর্ণচতুষ্টয়ের অববোধ হইয়া থাকে। তাই মহাভারতে যুদ্ধকারী অম্বষ্ঠের সত্তা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই অম্বষ্ঠ শব্দ কোন প্রকারেই জাতির সংস্কৃতক হয় না। কলতঃ বঙ্গীয় বৈদ্যাগণ অম্বষ্ঠ নামে আত্মপরিচয় দেওয়ার মূলে দুইটিকারণ স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়। এক কারণ তাঁহারা অম্বষ্ঠদেশ হইতে আদিয়া বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন মথুরাদেশ প্রভব ব্রাহ্মণকে মাথুরব্রাহ্মণ, কাশ্মীর দেশবাসী ব্রাহ্মণকে কনৌজব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রদেশজাত ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্রীয়ব্রাহ্মণ, মগধদেশ প্রভব ব্রাহ্মণকে মাগধ ব্রাহ্মণ বলে, তদ্রূপ অম্বষ্ঠদেশপ্রভব ব্রাহ্মণগণও অম্বষ্ঠ নামের বিপরীভূত ছিলেন। তাই অম্বষ্ঠদেশ প্রভাগত বৈদ্যাগণের নাম অম্বষ্ঠ হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ দেখা যায়, এই বঙ্গীয় বৈদ্যাগণ আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্ত বঙ্গদেশে সমধিক প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এবং মূর্খাবসিক্ত রূপে বঙ্গদেশ শাসন, সংরক্ষণ করিয়া বহুশতাব্দী যাবৎ বাঙ্গালীকে পুত্রনির্কিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, যেমুন বৈদ্যাগণের নাম চিকিৎসাবৃত্তির জন্ত অম্বষ্ঠ হইয়াছিল, তদ্রূপ বঙ্গদেশ শাসন সংরক্ষণের জন্ত অপর নাম ব্রহ্মকৃত্রিয় হইয়াছিল।

বৈদ্যোৎপত্তি প্রসঙ্গ :—বৈদ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে ভরতমল্লিক বৈদ্য কুলপঞ্জিকায় বলিয়াছেন :—

অম্বষ্ঠেশ্বমৃত্যুচার্য্য খাতোহতুভুবনব্রজে ।
 সিদ্ধবিদ্যাচ্ছিন্নাং কণ্ঠাং স্ব বৈদ্যস্ত তু মানসীম্ ॥
 উপবেমে মহৌজা বশ্চিকিৎসকতয়াশ্রিতঃ ।
 অধৈতস্ত বরৈশ্চৈব খাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ ।
 সেনো দাশশ্চ শুশ্রূশ দন্তো দেবঃ করো ধরঃ ।
 রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চক্রশ্চ বক্ষিতঃ ॥
 সন্তানা বহব শৈব্যাং বভুবুশ্চ চিকিৎসকাঃ ।
 কুলানুরূপত শৈব্যাং জাতাঃ পদ্মতরোহপায়ুঃ ।

অম্বষ্ঠ গণের মধ্যে অমৃত্যুচার্য্য জিহুবন বিখ্যাত, তিনি স্বর্গ বৈদ্যের সিদ্ধ

বিজ্ঞানাদী মানসীকতার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত অমৃতচার্য্য চিকিৎসার
জ্ঞাত বিখ্যাত ও মহাবলসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার বরে সেন, দাশ, গুপ্ত,
দত্ত, দেব, ধর, কর, রাজ, সোম, নন্দী, কুণ্ড, চন্দ্র ও ব্রজিত মহাবল-
সম্পন্ন খ্যাত বৈজ্ঞ হইরাছিলেন। কুলানুরূপ তাঁহাদের এই সকল পদ্ধতি
হইরাছিল। ইহাতে জানা গেল, অমৃতচার্য্যই অষ্টগণের মধ্যে ত্রিভুবন বিখ্যাত
হইরাছিলেন এবং অগ্রণী ছিলেন। এই প্রমাণের প্রতি অনুধাবন করিলে
জানা যায়, সেন, দাশ প্রভৃতি বৈজ্ঞগণ অমৃতচার্য্যের সন্তান ছিলেন না, তাঁহারা
অমৃতচার্য্যের বরে খ্যাত নামা বৈজ্ঞ হইরাছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার বলেন :—(১)

কাশিকুলসমুদ্ভূত আষ্টিধেন নামক রাজা মহাতপস্তা দ্বারা পূর্বে ব্রাহ্মণ্য
লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দীর্ঘতপাঃ। পিতার দীর্ঘতপস্তার ফলস্বরূপ
স্বকীয় জন্ম দ্বারা ধরাধামে অমৃতের আনয়ন কর্তা, ধনুস্তরি তাঁহার পুত্র
ছিলেন; বিষ্ণুর বরে অমৃতকর্মা ধনুস্তরি অনিমানিতে সিদ্ধিলাভ করেন,
মানুষবীতনু ধারণ করিয়াও তিনি দ্বন্দ্বভ দেবত্ব লাভ করেন। বাঁহার স্বদরে
স্বয়ং ব্রহ্ম অবস্থিত, তাঁহার ব্রহ্ম তেজের অভাব কি? তথাপি তিনি
লৌকিক ধর্ম্মানুরোধে তরুজালের নিকট সাত চতুর্কোণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
মতিমান্ ধনুস্তরি আনুর্কোণকে অষ্টথা বিতক্ত করিয়া জগতে পরমা খ্যাতি ও
মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। স্বকীয় প্রভাবে ধনু অর্থাৎ রোগিগণের রোগ
নাশ করেন বলিয়া তিনি পৃথিবীতে স্তমহাযশাঃ ধনুস্তরি নামে খ্যাত হইরাছিলেন।

বৈশম্পায়ন বলেন :— রাজন্ অধুনা যেমন জাতিবিশাগ আছে,

- (১) আষ্টিধেনোহি কাশের তপসা মহতা নৃপঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং লভ্বান্ পূর্বং ততঃ দীর্ঘতপাঃ স্ততঃ ।
ধনুস্তরিঃ স্ততস্ততঃ দীর্ঘতপসঃ কলম্ ।
ধরানামমৃতং বেনোপনীতং খেন জগ্ননা ॥
অনিমানিষু সংসিদ্ধির্নর্ভহুতাপি ততঃ চ ।
আসীদিকু বরাহ ধনুস্তরেস্তুত কর্ণাঃ ।
মানুষেণ শরীরেণ দেবত্বং প্রাপ দ্বন্দ্বভম্ ।
কিং পুন ব্রাহ্মকং তেজোব্রহ্ম বস্যা কবি হিতম্ ।
তথাপি লৌকিকানুরোধে তরুজালবীতবান্ ।
সাত্চতুর্কোণং চতুরো বেনানানুর্কোণসমবিতান্ ।
আনুর্কোণক মতিমানষ্টথা সংবিতজ্য চ ।
ধনুসো রোগিনো রোগাঃ স্তরস্তির প্রভাবতঃ ।
তেন ধনুস্তরিঃ খ্যাতে জগত্যাঃ স্তমহাযশাঃ ॥

পূর্বে এইরূপ জাতিবিভাগ ছিল না ; পুরাকালে ব্রহ্মসমুদ্রব ব্রাহ্ম নামে একবর্ণ ছিল। ঐ ব্রাহ্মজাতি যেই ভাষায় বেদ বলিয়াছিলেন, সেই ভাষাই গভীর-ললিতোজ্জ্বলা ব্রাহ্মী নামে কথিত হইত। তখন আচারে পরস্পর ভিন্ন হইলেও তন্ত্রিবদ্ধন জাতিভেদ ছিল না। অধুনা যেমন জাতিবিজ্ঞানতৎপর জাতি-বিজ্ঞ মুনিগণ পূর্বতন আৰ্য্যদিগের মধ্যে কন্দারুসারে জাতির অবেষণ করিয়া থাকেন, তৎকালে সেরূপ ছিল না। সেই জন্ত অধুনাতন মুনিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, কেহ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, কেহ বা অশ্বষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইহা যুক্তি যুক্ত নহে। [১]

বস্তুতঃ তাঁহার বেদজ্ঞান ও পরব্রহ্মজ্ঞান বশতঃ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, দৈহিক বীৰ্য্য বশতঃ ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর অধিকার নিবন্ধন রাজা এবং চিকিৎসা হেতু অশ্বষ্ঠ ছিলেন। রোগ নাশ করেন বলিয়া তিনি ভিষগু, মৃতের জীবন দান হেতু এবং সমগ্র বিদ্যার পারদর্শিতা হেতু তিনি বৈজ্ঞ, এবং কাশিকুল রক্ষণের জন্ত তিনি কাশিরাট্ট নামে কথিত। কেহ বলেন মহাদেব তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইয়া কাশীতে রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি কাশীরাজ নাম পাইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া “দিবোদাস” নামে কথিত, অথবা লোক রক্ষার জন্ত তিনি স্বর্গ হইতে অভাগত বলিয়া “দিবোদাস” নামে খ্যাত, অমৃতের দ্বারাই তাঁহার অভ্যাদয় এবং অমৃতই তাঁহার দেবজ ; সেই অমৃতের জন্ত লোকে তাঁহার সেবা করিত বলিয়া তিনি “অমৃতার্চাধ্য” নামে কথিত। এই প্রকারে রাজা ধনুস্তরি বহু নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে রাজসন্তম জগতে তাঁহার অল্পপমা কীৰ্ত্তি ছিল। ইহার পিতার নাম বিখ্যাত দীর্ঘতমাঃ মুনি। এইজন্ত ধনুস্তরি ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরণীতলে

(১) নাসীজাতি বিভাগো হি পুরাকালং বখ্যম্।

এক এব তদা বর্ণো ব্রাহ্মো ব্রহ্মসমুদ্রবঃ।

ব্রাহ্মীতু ব্রহ্মণোভাবা বখা ব্রহ্মো নিগম্যতে।

ব্রহ্মণাসৈব উক্তাসীৎ গভীরললিতোজ্জ্বলা ॥

আচার্যতো ন জাতিভং পৃথক্যেভ্যসি পরস্পরম্।

তন্মাজাতিঃ কথং তন্ত নির্ণেয়াস্তাং বখ্যম্।

অধুনা জাতিবিভেজি জাতিবিজ্ঞান তৎপরৈঃ।

মুনিভিঃ প্রাক্তনার্চ্যাপাং জাতিরবিখ্যতে শুভা ॥

কেচিৎকতি তং বিপ্রং কেচিৎ কক্ষয়ধাপরে।

অশ্বষ্ঠঃ কথিতস্তাত্তৈঃ স সর্কীতা ন নাইতি ॥

বিদিত। (১) ইনিই স্বরূপতি ইন্ডের অল্পরোধে ব্যাধি প্রাপ্তি মানবগণকে
রক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বর্গলোক হইতে ভূম্মলোকে অবতীর্ণ হইরাছিলেন। তাঁহার
পূজা এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে।

ধনুস্তরি দেবতা ও তাঁহার পূজা বিধান :— শব্দকল্পদ্রুম বলেন :—

ধনুস্তরিঃ দেববৈষ্ণবঃ স ভগবদবতারঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকার বলেন :—

“নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধনুস্তরিশ্বহান্।

পুরা সমুদ্রমথনে সমুত্ত্বৌ মহোদধেঃ ॥

সর্ববৈশ্বেনরু নিষ্কাতঃ মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।

শিষ্যোহি বৈনতেয়ন্ত শঙ্করস্তোপশিষ্যকঃ ॥

পূর্বে সমুদ্র মথনকালে নারায়ণের অংশজাত মহাত্মা ভগবান ধনুস্তরি স্বয়ং
মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইরাছিলেন। সেই মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ ধনুস্তরি বিনতা নন্দন
গুরুড়ের শিষ্য, ভগবান শঙ্করের উপশিষ্য হইয়া দেবগণের ও মানবীয় হইলেন।

ভাগবত বলেন :— বৈষ্ণবধনুস্তরি আয়ুর্কেন প্রকাশক, তাঁহার যজ্ঞভাগ
আছে, যাবৎ পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান থাকিবে, তাবৎ তাঁহার পূজা হইবে।
তিনি বিষ্ণুর অংশরূপে ধরার অবতীর্ণ হইয়া লোকদিগকে আয়ুর্কেন শিক্ষা
দিয়াছিলেন। ভগবান মনু বলেন :—

(১) ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো জ্ঞানাং ক্রত্বোত্তীর্ণ্যাস্ত দৈহিকাং।

রাজ্যভুবোধিকারাস্ত সোহবচন্ত চিকিৎসনাং।

ভিষগস্যসৌ যতো রোগাংস্তেনাসৌ ভিষগজতে।

বিজ্ঞানাস্ত স সমগ্রাণাং ধারণায় ত জীর্বাং।

অগ্ন্যবহিতানাং স বৈষ্ণু ইতি কথ্যতে।

কান্দিরাষ্ট্র কণ্ঠিতেনৈব স কান্দিবুল্লরজনাং।

কেচিদন্যস্তি কান্তাঃ স রাজাসৌজিব সংগ্রহাং।

চিকিৎসাজ্ঞানতঃ কান্দিঃ লেভে যৎ পরমেশ্বরাং।

দিবোদাসন্ত স শ্রোত্রঃ স্বর্গদাতাঃ যতোহহুর্জি।

স্বর্গদাত্যাগতো বস্মাক্লোকসংহিতিকৃতবে।

অনুভবেনোদরতস্তানুভূতং তস্য চ তেজসং।

তস্মাদাচাধ্যতে যোহসাবিসৃতাচাধ্য উচ্যতে।

ইত্যেবং যজ্ঞানানি প্রাপ ধনুস্তরি নৃপঃ।

জগতানুগমা কীর্তিক্যাসীত্রাজসত্তম।

কৃতোহস্য হি পিতৃর্নাম দেবো দীর্ঘতমাঃ কৃতঃ।

তেন স ব্রাহ্মণ্যেন বিদিতো ধরপুত্রো।

বৈশ্বদেবস্ত সিদ্ধস্ত গৃহোহস্তৌ বিধিপূৰ্ণকম্।

আভ্যঃ কুর্যাদ্বেবতাতো ভ্রাক্ষণো হোমমবহং ॥ ৮৪

অগ্নেঃ সোমস্ত চৈবাদৌ ভ্রোশৈচব সমস্তয়োঃ।

বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধবস্তরয় এব চ ॥ ৮৫৩

ভ্রাক্ষণ, অগ্নি ও বৈশ্ব বক্ষ্যমান দেবগণকে সংকৃত অগ্নিতে বিধানান্ত-
সারে সৰ্বদেবোদেক্ত পক্ষার দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবেন। প্রথমে
অগ্নিকে “অগ্নয়ে স্বাহা” “সোমায় স্বাহা” পরে অগ্নিসোমাত্ম্যঃ স্বাহা,
তৎপর বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঃ স্বাহা বলিয়া বৈশ্বদেব হোম করিবেন এবং
ধবস্তরিকে ধবস্তরয়ে স্বাহা বলিয়া হোম করিবেন। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা
যায়, ভ্রাক্ষণাদি বিজগণ প্রতিদিন পক্ষার দ্বারা বৈশ্ব ধবস্তরিকে অর্চনা না
করিয়া আহার করিতেন না। ভূদেব ভ্রাক্ষণগণ কেই স্বর্গে বৈশ্ব
ধবস্তরিকে প্রতিদিন অর্চনা করেন; সেই ধবস্তরির কংশধরগণ কোন
বর্ণের এবং চতুর্ধর্ষের অতীত কিনা, তাহা সুধী সমাজ বিচার করিবেন।
ধবস্তরি সম্বন্ধে গরুড় পুরাণকার বলিয়াছেন :—

কীরোদমথনে বৈশ্বে দেবোধবস্তরিহ ভূৎ,

বিভ্রং কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুখিতঃ।

আয়ুর্কেদমষ্টাঙ্গং সূক্ষ্ণতায় স উক্তবান্ ॥ ১৪৬ অঃ

নারায়ণ কীরোদমথনের সময় বৈশ্ব ধবস্তরি রূপে অবতীর্ণ হইয়া
অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ পূৰ্ণক উখিত হইয়াছিলেন। এই ধবস্তরি সূক্ষ্ণত নামক
শিষ্টকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্কেদ অধ্যাপনা করিয়াছেন। মহাত্মারতকারও ধবস্তরিকে
দেবতা বলিয়াছেন :—

ধবস্তরিত্তো দেবো বপুর্মানস্তুর্জিতি।

ধেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ॥ আদিপর্ব ১৮

অনন্তর মূর্তিমান দেবতা ধবস্তরি অমৃতপূরিত ধেতকমণ্ডলু ধারণ করিয়া
উখিত হইলেন। গরুড়পুরাণ পুনঃ বলিতেছেন :—

যদা ধবস্তরিংশে জাতঃ কীরোদমথনে।

দেবাদীনাম্ জীবনায় আয়ুর্কেদমুবাচ হ।

বিশ্বামিত্রস্তাতৈব সূক্ষ্ণতায় মহাত্মনে ॥

দেবগণের জীবন সংরক্ষণার্থ বিষ্ণুর আশে কীরোদমথনে ধবস্তরি
জন্মিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্র পুত্র মহাত্মা সূক্ষ্ণতকে আয়ুর্কেদ শিক্ষা
দিয়াছিলেন। যাহারা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ভ্রাক্ষণভাতির গৌরব বলিয়া বলেন,

ঊহারা তৎপুত্র স্ত্রুতের অধ্যাপককে কোন বর্ণের বলিতে চাহেন ; জানাইবেন কি ? ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন :—

মধ্যমানেহর্ষে দেবি ! দেবাস্ত্রগণৈঃ পুরা ।
 আবিরাসীদয়ং দেবো ধ্বস্তরিগ্নিহস্তিরা ।
 প্রোবাচ চ হবীকেশ মুর্ধিঃ মে বিশ্বপালনীঃ ।
 জাহি নাম কিমর্থ্যমে নৃষ্টিঃ কিং সাধয়ামিতে ॥
 অঘটোহং পিতুঃস্থানং বজ্রভাগং তথাদিশ ।
 বিনা তদবনীস্থানাং প্রতিষ্ঠা নহি বিদ্যতে ॥

সাগরমথন সময়ে ধ্বস্তরি আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো, কি প্রয়োজনে আমার নৃষ্টি, কি কার্য আমি সাধন করিব ? হে পিতঃ ! আমি অঘট (পিতৃহানীর) সমাজে আমার স্থান ও সমাজ কার্যে অংশ নির্ণয় করুন। পৃথিবীস্থিত মানবগণের স্থান ও অংশ ব্যতীত প্রতিষ্ঠা হয় না। তদ্বস্ত্রে দেবাধিদেব মহাদেব বলিরাছেন:—

“দ্বিতীয়ে দ্বাপরে জন্ম বদা তে সন্তবিদ্যাতি ।
 তদাভাগং বখাবোগাং স্থানং চাহং করোমিতে ॥
 ইতি প্রতিজ্ঞবো ধনুস্ত্রয়ে মংকৃতঃ পুরা ।
 স চ ধনুস্ত্রির্জাতঃ কাশ্মাঃ দীর্ঘতমাঃ স্তুতঃ ॥

যখন দ্বাপরের দ্বিতীয়ভাগে তোমার জন্ম হইবে, তখন তোমার উপযুক্ত বজ্রভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিব। এই প্রতিজ্ঞা, আমি ধ্বস্তরির নিকট পূর্বে করিয়াছিলাম, তৎপরে সেই ধ্বস্তরি কাশ্মীতে দীর্ঘতমাঃ মুনির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। রামায়ণে ধ্বস্তরিকে বৈষ্ণব বলিরাছেন :—

এই পর্যন্ত আলোচনা করিয়া জানাগেল, ধ্বস্তরি বিষ্ণুর অংশ রূপে সমুদ্রমথনে উদ্ভব হইরাছিলেন। তিনি প্রাণিগণের আধিব্যাধি প্রশমনের জন্ত আবুর্কেদ প্রচার করেন। দেবগণের তুল্য বজ্রভাগ প্রাপ্ত হইতেন, প্রত্যেক আৰ্য্যাজার বিজগণ অস্ত্রান্ত দেবগণের সহিত ঊহার পূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে ধ্বস্তরি, বৈখানর ও অশ্বিনীকুমার পূজিত হইয়া আগিতেছেন তাহা নহে। তৎপরেবর্তী বৈষ্ণবগণকে যে ঊহাদের তুল্য সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইরাছেন এবং এই ধ্বস্তরিকে যে কাশ্মীরাজ, দিবোদাস, অঘট, অমৃতচার্য্য বলা হইরাছে; তৎসমস্ত ইতিবৃত্ত “বৈষ্ণবপরিচয়” নামক গ্রন্থে অধ্যাহার করিয়াছি।

অমৃতচার্যের উৎপত্তি—তৃতীয় ধ্বস্তরি (অমৃতচার্যের) উৎপত্তি

সম্বন্ধে স্বল্পপুরাণ বলেন :— (১)

(১) গালবনামে এক ঋষি কৃশ ও কাষ্ঠ আহরণের জন্য বনে গমন করেন; বন হইতে প্রত্যাগমন কালে শ্রান্ত ও তৃষ্ণাকর্ষ ঋষিপ্রবর, বনান্তরবর্তী জলাশয় হইতে জলকুন্ত কক্ষে কবিয়া এক কস্তাকে বাইতে দেখিয়া বলিলেন; হে কস্তে! জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। কস্তা লজ্জিতা হইয়া কুন্ত ভূমিতে স্থাপন করিলে, মূনি সেই জলে স্নান করিয়া অবশিষ্ট জল পান করিলেন, পরে তৃপ্ত হইয়া কস্তাকে বর দিলেন, তুমি সৎপুত্রবতী হও। কস্তা বলিলেন “মুনে আমার বিবাহ হয় নাই।” মূনি বলিলেন, তুমি কাহার কস্তা? কস্তা বলিলেন, আমি বৈশ্বকস্তা নাম,

(১) মহর্ষি গালবোমায় কাষ্ঠমর্তাহরোবনং ।
জগাম তত্র স্রমণাং অতিজ্ঞানো বজ্রবনঃ ।
ততো নিরীক্ষ্যামাস তৃষ্ণাকুল কলেবরঃ ।
তখনস্ত বহির্ভাগে কস্তামেকাং দদর্শ সঃ ।
জলপূর্ণং ঘটং নীত্বা গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরম্ ।
তাং বৃষ্টে। কষ্টেচ্ছিত্তোহসৌ বভাসে মূনি পুংসবঃ ।
হে কস্তে ত্বং জলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে ।
ততঃ সা কলসং ভূমৌ নিধাত্রাতিষ্ঠতুতমা ।
গালবশ্চাৰ্জিতোয়েন স্নাত্বা তোরং পপৌচ তৎ ।
প্রোবাচ চাপি হে কস্তে! ত্বং সৎপুত্রবতী ভব ।
ততঃ প্রোক্তবতী কস্তা নামে পানিগ্রহোহভবৎ ।
ততো মূনিবরস্তাহ কা ত্বং কিং নাস তে বদ ।
উবাচ পুনর শোবা বৈশ্বকস্তারুহং বিভো ।
বীরভজ্রাভিধানাচ জানীহি মূনিপুংসব ।
ততো বিচিন্ত্য স মূনিঃ তামাশায় জগাম হি ।
ঋষিণামগ্রতো নীত্বা বৃতাভববলন্তলা ।
আকর্ষ্যতে মহারাজ উচুর্হিত বানসাঃ ?
তত্র কুন্তং মূনে মুনঃ আনীত্বয়ং বতস্তমা ।
বৈজ্ঞান্যং বীরভজ্রায়ং ধবজনির্ভবিক্রান্তি ।
ইত্থাক্ত্বা তেহপি মূনয়ঃ কুশপুত্রজিক্যং ততঃ ।
কুশা জ্ঞোড়্যে দহন্তস্তাঃ বেদমুচ্যাবা তৎকুলে ।
প্রাণ প্রতিষ্ঠামপ্যস্য জ্ঞেয়ং পুরুষহিতং । ইত্য্যচি

বীরভদ্রা। অতঃপর মূনি কস্তাকে অপর ঋষিগণের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার বরদানের বৃত্তান্ত বলিলেন; তখন মূনিগণ এক কুশনির্মিত শিশুমূর্তি নির্মাণ করিয়া উক্ত কস্তার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন এবং বেদমন্ত্র দ্বারা উক্ত কুশপুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপর তন্তুকাঞ্চন গৌরবর্ণ সৌম্যাকৃতি এক বালক প্রসিদ্ধ হইলেন এবং মূনীন্দ্ৰগণ কস্তার ক্রোড়ে বেদমন্ত্রজাত শিশুকে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সেই কন্তু ইনি “বৈশ্ব” এবং জননীকুলে স্থিত বলিয়া “অম্বষ্ঠা” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

অমৃত্যুচার্য্যের দেবকন্যা বিবাহ :— পদ্মপুরাণের নাম করিয়া চতুর্ভুজ বলেন :—

মহর্ষি গালব, অমৃত্যুচার্য্যের বিবাহের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। পরে কোন বেদবিৎ মূনি বেদোচ্চারণ পূর্বক অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যা সিদ্ধবিদ্যা, সাধ্যবিদ্যা ও কষ্টবিদ্যার সহিত অমৃত্যুচার্য্যের বিবাহ দিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে অমৃত্যুচার্য্যের ঔরসে পঞ্চবিংশতি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। গন্ধা ও যমুনার মধ্যবর্তী পবিত্র ভূমিখণ্ডে মহাত্মা অমৃত্যুচার্য্য বাস করিতেন। মহর্ষি গালব অমৃত্যুচার্য্যের কন্যাগণকে বিবাহ দিলেন। কন্যাগণের পাণিগ্রহীতা সেই ঋষিগণ বজ্র হোম পরায়ণ উর্দ্ধবাহ মূনি ছিলেন, কন্যাগণ তাঁহাদিগের পবিত্র করে সন্নিপিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

কতিপয় বৈশ্বের জন্ম বিবরণ :— অশ্বিনীকুমার দেবতা, তাঁহার পূজা হিন্দুসমাজে প্রচলিত। তাঁহার কন্যাগণের গর্ভে অমৃত্যুচার্য্যের ঔরসে বধাক্রমে গান্ধারী, মলয়া, গৃহভদ্রিকা, মালতি, স্নত্ৰুকা, তাপিনী, বিব্রজা, সাত্যকী, তিরিকা, সত্যবতী, মালিকা, রেচিকা, বিমলা, কোশল্যা, স্তবর্ণা, স্নত্ৰুজা, চাক্ষুশী, মল্লিকা,

বিবাহ কারণং তন্ত চিন্তয়ন্ মূনি পুত্রবঃ।

ভতোহশ্বিনী কুমারস্ত তিষ্টকস্তা ত্ৰিণাশিতাঃ।

সিদ্ধবিদ্যা সাধ্যবিদ্যা কষ্টবিদ্যা তথাপরা।

বিবাহং কারয়ামাস বেদবিৎ বেদমুচ্চয়ন্।

য়েমে তান্ন স্তবর্ণীযু স্তবর্ণো রসিকোভবঃ।

তান্ন ভদ্রাদিকারস্ত কস্তান্ত পঞ্চবিংশতিঃ।

পদ্মাবসুদয়োন্যো পুণ্যভূমিনিবাসিকঃ।

অমৃত্যুচার্য্যঃ পুত্রীণাং বিবাহং দত্তবান্ মূনিঃ।

উর্দ্ধবান্ত মুরো বজ্রহোমপরায়ণাঃ।

তেঃ স্বীকৃতাঃ তন্তুভিরে কস্তকান্ত স্তবর্ণাঃ। ইত্যাদি

নন্দিনী, বিচিত্রা, স্তম্ভা, সাধিকা, মাজিকা, কমলা ও সুমিত্রা এই পঞ্চবিংশতি কন্তা জন্মে। তাঁহাদিগকে শক্তিশ্বর, ধনেশ্বর, মোদগলা, ভরদ্বাজ, কান্তপ, সাত্যকি, সার্বণ, আত্রেয়, দেবল, বিভাঙ্কর, সাত্তক, বিরাজ, মহর্ষি, কোশিক, বশিষ্ঠ, পরাশর, নাগধ, আঙ্গিরস, বেদ, পদ্মনাভ, সালকারন, বৈশ্বানর, জম্বু ও সুধম্বা নামক পঞ্চবিংশতি মহর্ষি যথাক্রমে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানগণের নাম সেন, দাশ, শুশ্রু, দত্ত, ধর, কর, রক্ষিত, মন্দী, রাজ, সোম, মেঘ, কুণ্ড, সাত্যকি, চুত্র প্রভৃতি ছিল। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ বীজীপুত্রের নাম পঞ্চবি রূপে নামান্ত্রে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ইহা হইতে জানা যায়, অমৃত্যুচার্য্য অবোনিসম্ভব ছিলেন। বাহারা অমৃত্যুচার্য্যের জন্ম, মহর্ষি গালবের ঔরসে বৈশ্বকন্তা-বীরত্বদ্বার গর্ভে বলিতে চাহেন এবং তাহা যদি তর্কহলে সত্যও হয়, তাহা হইলেও বৈশ্বগণকে জন্মগত অঘট বলা যায় না, কারণ অমৃত্যুচার্য্যের জননী বৈশ্বকন্তা ছিলেন। ব্রাহ্মণের বৈশ্বাপরীর্ষ গর্ভজাত বলিয়া অমৃত্যুচার্য্য অঘট হইতে পারেন। তাঁহার দোহিত্রগণ অর্থাৎ সেন, দাশ প্রভৃতি বৈশ্বগণ, অঘটব্রাহ্মণ কন্তার গর্ভে মহর্ষিগণের ঔরসে সংজাত; তাঁহাদিগকে কোন শাস্ত্রকারই জন্মগত অঘট বলেন নাই। তাঁহাদিগকে বৈশ্ব বলিয়াছেন। চিকিৎসাস্বস্তি হেতুতেই তাঁহাদের নাম, অঘট, জিজ, প্রাণাচার্য্য, ভিবক্ প্রভৃতি উপাধি হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীজাত সন্তানগণের সংজ্ঞা :— মহু বলেন :—

“ব্রাহ্মণবৈশ্বকন্তারামঘটো নাম জায়তে।

নিবাদঃ শূদ্রকন্তারামঃ পারশব উচ্যতে ॥

পরিণীতা বৈশ্বাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অঘট বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্র জাতকে নিবাদ বলা যায়, বাহাকে পারশব বলে। মহর্ষি বাজবল্য বলেন :—

“বিপ্রাশূদ্রাতিবিকোহি ক্ষত্রিয়ামাং বিশত্রিয়ান্।

জাতোহঘটো নিবাদন্ত শূদ্রাং পারশবোহপিবা ॥”

বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াজীতে শূদ্রাতিবিক্ত ও বৈশ্বাজীতে অঘট এবং শূদ্রাজীতে নিবাদ, সংজাতের পারশব বলেন। মহর্ষি পরাশর বলেন :—

“বৈশ্বারাম ব্রাহ্মণাজাতো হঘটো মুনিসত্তমঃ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দিষ্টো মুনিগুণবৈঃ ॥”

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বাতে জাত মুনি শ্রেষ্ঠ অঘট, প্রধান প্রধান মুনি কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছেন। বৃদ্ধহারিত বলেন :—

“বিপ্রাং মূর্ধাবসিক্তস্ত কত্রিরামজারত ।

বৈশ্ণৱান্দ তথাযষ্ঠো নিবাদঃ শূদ্রা তথা ॥”

ব্রাহ্মণ হইতে কত্রিরাতে মূর্ধাবসিক্ত ও বৈশ্ণৱাতে অযষ্ঠ এবং শূদ্রাতে নিবাদের উৎপত্তি হয়। মহাত্মারতের টীকার নীলকণ্ঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সবর্ণা ব্রাহ্মণান্ সূত্রে রাজ্ঞী মূর্ধাবসিক্তকম্ ।

বৈশ্ণৱাযষ্ঠঃ নিবাদস্ত শূদ্রা পারশবচ্চ সঃ” ॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, কত্রীরাপত্নীতে মূর্ধাবসিক্ত বৈশ্ণৱপত্নীতে অযষ্ঠ শূদ্রাপত্নীতে নিবাদ, সংজ্ঞাস্তর পারশব জন্মে। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলেন :—

“সত্যাত্রেতা দ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল ।

ব্রাহ্মণ-কত্রির বিট্ শূদ্রা কস্তকা উপযোমিরে ॥

তত্র বৈশ্ণৱাত্মনাং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী ।

সর্কে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ” ॥

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণ—কত্রির, বৈশ্ণৱ ও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতেন, তন্মধ্যে বৈশ্ণৱা ভাষ্যাতে যে সকল তনয় জন্মে তাঁহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গপারগ মুনি অর্থাৎ অশেষশাস্ত্রজ্ঞানী মুনি বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। অমর বলেন :— অযষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্ণৱকন্তাতে উৎপন্ন। মেদিনী বলেন :—“অযষ্ঠো বিপ্রাবৈশ্ণৱকন্তায়ামুৎপন্নঃ” অযষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্ণৱকন্তাতে উৎপন্ন। মহর্ষি উশনা বলেন :—“বৈশ্ণৱাং বিদিনা বিপ্রাজ্ঞাতো যযষ্ঠ উচ্যতে” ব্রাহ্মণ কন্তুক বিধিপূরক (বিবাহবিধি দ্বারা) জাত পুত্র অযষ্ঠ কথিত হয়। বাজবল্য সাহিত্যের টীকার পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর বলেন :—“ব্রাহ্মণাং বৈশ্ণৱকন্তায়াং বিপ্রায়াম্ অযষ্ঠ নাম পুত্রো ভবতি। এষ সবর্ণ মূর্ধাব-সিক্তাদি সংজ্ঞা বিধিঃ বিপ্রাস্ত-উচ্যস্ত এব শ্বতঃ উক্তো বেদিতব্যঃ।

অযষ্ঠজাতির উৎপত্তি সৰ্ব্বত্র আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্ণৱপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের “অযষ্ঠ” সংজ্ঞা ছিল, তাঁহারাও বৈশ্ণৱগণের দ্বায় চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন। সকলেই বেদবেদাঙ্গপারগ মুনি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। অযষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেও তাঁহাদের মাতা বৈশ্ণৱণে জাত বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতি বৈশ্ণৱণ আরোপ করেন এবং তাঁহাদের মাতাকেও বৈশ্ণৱণা প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু অযষ্ঠমাতা

বৈশ্ববর্ণে জাত হইলেও ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে তাঁহার ব্রাহ্মণী হইয়া ছিলেন।

পতিপত্নীর একীকরণ :—পতিপত্নীর একীকরণ সম্বন্ধে মহর্ষি লিখিত বলেন :—

“বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থোহহনি রাজিষু।

একম্ সা গতা ভৰ্ত্তু গোত্রৈ পিণ্ডে চ স্মৃতকে ॥

স্বগোত্রান্ত্রুশ্রুতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।

ভৰ্ত্তুগোত্রেণ কৰ্ত্তব্য তস্মাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া ॥”

বিবাহ নির্বাহ হইলে পর চতুর্থদিবসে নারী ভর্তার সহিত গোত্রৈ, পিণ্ড ও স্মৃতিকালোচনে একত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহের পর সপ্তপদী হইলেই নারী স্বগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার পিণ্ড ও উদকক্রিয়া ভর্তার গোত্রোক্ত বিধানে করিবে, বৃহস্পতি বলেন :—

“পাণিগ্রহণিকা মম্মা পিতৃগোত্রাপহারিকাঃ।

পতিগোত্রেণ কৰ্ত্তব্য তস্মাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥

আম্মায়ৈশ্চুতি-তস্মৈ চ লোকাচারে চ সৰ্ব্বণা।

শরীরাকিং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা ॥”

বৈবাহিকমম্ম সকল পিতৃগোত্রাপহারক। নারীর পতিগোত্রে পিণ্ড ও উদক ক্রিয়া করা কৰ্ত্তব্য। বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র ও লোকাচারে জায়া শরীরাকিং এবং পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা বলিয়া অভিহিত হয়। বিবাহমন্ত্রে বলা হইয়াছে :—

ওঁ মম ত্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মমচিন্ত মমুচিন্তং তে অন্তঃ।

মম বাচ মে কমনা ভূষস্ব, প্রজাপতি স্বা নিবুনক্তুমহম্ ॥

হে মম ত্রতে! তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তুমি আমার চিন্তের অনুবর্ত্তিনী হও, একমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্ত নিযুক্ত করুন।

“প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিতিরস্থীমি মাংসৈর্মাসংস্কাহম্।

ওঁ বদেতং হৃদয়ং তব তদন্ত হৃদয়ং মম, যদিদিং হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব ॥”

তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত, মাংস মাংসের সহিত, ত্বক ত্বকের সহিত, একাত্মীভূত করিলাম। তোমার হৃদয় আমার

: হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক, তুমি আমার সহিত একমনা হইয়া আমার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হও।

“সমস্ত বিশ্বি দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানিনৌ, সমাতরিশাসং ধাতা সমুদ্রেদ্বী দধাতু নৌ।
সম্রাজ্ঞী স্বত্তরে ভব, সম্রাজ্ঞী স্বত্ত্বাং ভব, ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবযু।

হে ললনে! সমুদয় দেবগণ ও জলময়ী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয় মিশাইয়া এক করুন। বায়ু, ধাতা, ও সরস্বতী আমাদেরকে মিশাইয়া এক করুন। হে বধু! তুমি স্বত্তর স্বাত্বরী, নন্দ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞী হও।

মন্তু বলিয়াছেন :—

“এতাবানৈব পুরুষো যজ্ঞায়াম্মা প্রজৈতি হ।

বিপ্রাঃ প্রাহস্তথা চৈতদ্ যো ভক্তা সা স্মৃতাননা ॥

যাদৃগ্গুণেন ভক্ত্বান্নী সংযুক্তো ত যথাবিধি।

তাদৃগ্ গুণ সা ভবতি সমুদ্রেনৈব নিমগ্না ॥”

ভক্ত ও যে ভাষ্য্যও সেই, অর্থাৎ ভক্তা ত্ত ভাষ্য্য অভিন্ন, স্বী বেকপ গুণযুক্ত ভাব সাহিত যথাবিধি সংযুক্ত হয়, সমুদ্র সহযোগে নদীর লবণাসু হওয়ার তায় সে সেইরূপ গুণযুক্ত হয়। পতির সহিত পত্নী মিলিত হইয়া একাধীভূতা হয়।

“অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাদমণোনিজা।

শারঙ্গী মন্দপালেন জগামার্তাচলীশ্রতাম্। মন্তু।

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের পত্নী শারঙ্গী, কনাদ্বজননী উলকী ও শুকদেব জননী ‘শুকী’ তাঁহারা সকলেই হোনযোনিজাতা হইয়াও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে তাঁহারা ব্রাহ্মা হইয়া সকলেরই পূজনীয়া হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা কবিতা জানা গেল, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপত্নী সকল বিবাহসংস্কার দ্বারা এক হইয়া যায়। পতির ধর্ম্মে, কর্ম্মে, পত্নীর কোল পার্থক্য থাকে না, পত্নীকে সম্রাজ্ঞী হইতে বলাতে পত্নীই পরিবারবর্গের সংরক্ষণে, প্রতিপালনে, সেবাশ্রমাদি সমস্ত কার্যেই তাঁহাকে ‘গৃহদেবী’রূপে থাকিতে বলা হইয়াছে। তাঁহাকে সকলের অধীন না করিয়া সকলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহা হইতে পত্নীর প্রতি উচ্চ আদর্শের ভাব

প্রদর্শন আর কি হইতে পারে? বিবাহ মন্ত্র সৰ্বণা অসবর্ণা পত্নীর অন্ত পৃথক করা হয় নাই। যদ্যপি শাস্ত্রকারগণও অসবর্ণবিবাহে পতি পত্নীর একীকরণের কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেন নাই। বরং মনু বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিজ দেহকে বিভাগ করিয়া অর্ধেক জ্ঞী ও অর্ধেক পুরুষ হইলেন। পরে সেই জ্ঞী পুরুষের মৈথুন ধর্ম্মে আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইল। (১)

ইহা, হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়, মানব মানবী বিবাহসংস্কারে এক হইতে না পারিলে প্রত্যেকে অর্দ্ধাৰ্দ্ধভাবে অসম্পূর্ণ থাকে। দুইয়ের সম্মিলনেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন পতি ও পত্নীর কোন ভেদাভেদ থাকে না, তথায় সৰ্বণা অসবর্ণার কোন ভাব জাগে না। পতির বর্ণে, কর্ম্মে, পাপ পুণ্যে উভয়েরই সমান অধিকার। বিবাহসংস্কার দ্বারা সংজাত সন্তান বীজের প্রাধান্য হেতুতে পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়।

বীজের প্রাধান্য :—ঋষি বলিয়াছেন :—“আত্মাই জায়তে পুত্রঃ” আত্মাই পুত্র রূপে জাত হয়। ব্যাসদেব বলেন :—“এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ” হে মহারাজ! যে যৎ কর্তৃক উৎপন্ন সে তাহাই। মনু বলেন : “মাতা ভজ্য পিতৃঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ” মাতা চন্দ্রধার মাত্র, পুত্র পিতারই, যে যৎ কর্তৃক উৎপন্ন, সে তৎ স্বরূপ। “বাদৃশং ভজতে হি জ্ঞী সূতং সূতে তথাবিধম্” যে জ্ঞী বাদৃশ ভর্তাকে ভজনা করে, তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। মনু বলেন :—

“পতির্ভাৰ্যাং সম্প্রবিশ্ত গর্ভো ভূষেহ জায়তে।

জায়ন্তাস্তদ্ধি জায়ন্তঃ যদন্তাং জায়তে পুনঃ।

বাদৃশং ভজতে হি জ্ঞী সূতং সূতে তথাবিধম্।

তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধার্থং ত্রিষ্ণু রক্ষ্যেৎ প্রযত্নতঃ ॥”

পতি ভাৰ্যাগর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে। যে হেতু পতি জায়তে পুনরায় জাত হয়। সেই হেতু জায়র জায়ত্ব সিদ্ধ হয়। যে জ্ঞী বাদৃশ ভর্তাকে ভজনা করে, সে তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। অতএব প্রজা বিশুদ্ধির জন্য জ্ঞীকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে। মনু বলেন :—

(১) বিধা কৃত্বাশ্বনো দেহ মর্দন পুরুষোহন্তবৎ।

অর্দন নারী তস্তাং স বিরাজ যস্যজং প্রভুঃ ॥ ১।৩২।

সুবীজকৈব সুক্ষেত্রে জাতঃ সম্পদ্যতে বথা ।

তথার্থ্যজ্ঞাত আর্থ্যারাং সৰ্বং সংস্কারমৰ্হতি ॥

উত্তমক্ষেত্রে উত্তমবীজ রোগণে বেইরূপ উত্তম শস্ত জন্মে, তরূপ দ্বিজাতি
জ্ঞীতে জাত সন্তান বীজপ্রাধাত্তে পিতৃজাতীর সংস্কারের যোগ্য হইবেন।
মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

সুক্ষেত্রাক্ষ সুবীজাক্ষ পুণ্যো ভবতি সন্তবঃ ।

অতোহন্ততরতো হীনাং অবরো নাম জায়তে ॥

ব্রাহ্মণসন্তানগণ ভিন্ন ভাবে সূৰ্জাবসিক্ত, অখণ্ড নাম ধারণ করিলেও বীজ
গত প্রাধান্ত ও ক্ষেত্রগত উৎকর্ষ নিবন্ধন বিত্তজ্ঞ জাতি বলিয়া গৃহীত হইয়া
থাকেন। আর বাহারা হীনবীজ হইতে জাত, তাহারা অশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া
পরিগণিত হয়। ব্যাসাদি মহর্ষিগণ উত্তমবীজ ব্রাহ্মণ পিতার কথাই বলিয়াছেন,
সূৰ্জাবসিক্ত, অখণ্ড উৎকৃষ্ট বীজপ্রভাব বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন,
তাঁহাদের ক্ষেত্র ও দ্বিজকত্তা। সুতরাং তজ্জাত সন্তান হীনজাতি হইতে
পারে না। এখন “হীনাং” পঞ্চমী রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে স্তম্ভমাগধাদি-
বিগোমজগণের হীনপিতার কথা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হীম নহেন।

ক্ষেত্র হইতে বীজের প্রধান্ত বলিয়াই ব্রাহ্মণের শূদ্রাঙ্গীর গর্ভজাত
সন্তানকেও “পারশবব্রাহ্মণ” বলিয়াছেন। মহাদি শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণের শূদ্রা
বিবাহের বিধান করিয়া পুনঃ বেই ভাবে শূদ্রাবিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছেন,
তাহাতে জানা যায়, ব্রাহ্মণ শূদ্রা বিবাহ করিলে, ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন
এবং তজ্জাত সন্তানগণও পাতিদ্র ভজনা করেন। এইরূপ নিষেধ বিধি সবে
এবং ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রকন্টার অমঙ্গল বিবাহ হইয়াও ব্রাহ্মণের শূদ্রা জ্ঞীর
গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃবর্ণ সংস্কারের অধিকারী হইতেন এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া
তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইতেন। বেদের কোষীতকী ব্রাহ্মণে লিখা আছে
“ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সএমানতা তে কবব মৈলুফ সোমদেনয়ন দাত্তাঃ পুত্রঃ
কিতবোহব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যো বীক্ষিষ্টেতি তে ঋষয়োঽষ্টবন বিদ্বর্কোহীনঃ দেবা
উপেয়ঃ স্বরাধরা ইতি। তথেনি তমুপাহবন্তে। তমুপহবে তদপৌ নশীত মকূৰ্কত
প্রদেবজ্ঞা ব্রাহ্মণ পাতুরেতি ॥

কবিগণ সরস্বতীতীরে বস করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন এলু ব পুত্র

কবয় শূদ্র, সে কি প্রকারে আমাদের মধ্যে দেবযজ্ঞে থাকিবে। এই বলিয়া তাহাকে সোমযজ্ঞ হইতে দূর করিয়া দিলেন। সে যখন ঋক্‌হোম ব্রাহ্মণ স্তব করিল, তখন ঋষিরা বলিলেন, আপনারা দেখুন, দেবতাগণ ইহার হৃদয়স্থ হইয়াছেন আত্মন ইহাকে আহ্বান করি। তাহাতে সকলে সম্মত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে তাঁহাদের যজ্ঞীয়জল স্পর্শ করিতে দিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্কগান করুন, এই বলিয়া পুনঃ গ্রহণ করিলেন। তৎপর আহারের সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত ভোজন করার অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন “দাত্তা বৈ ত্বং পুত্রোহসি ন বয়ং তয়া সহ ভক্ষয়িষ্যাম” তুমি দাসী পুত্র, তোমার সহিত আহার করিব না। তখন কবয় দশমমণ্ডলের ত্রিংশত্তম হইতে চতুস্ত্রিংশত্তম পর্যন্ত ঋক্‌ রচনা পূর্বক ব্রাহ্মস্তুব করিলে, সকলে তাঁহার অপূর্ব ব্রাহ্মণ্য দর্শনে বিম্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সমাদর পূর্বক স্বশ্রেণী মধ্যে লইয়া আহার করিলেন। এই কবয়ের পুত্র তুর, পরীক্ষিত পুত্র জন্মজয়ের রাজ্যভিত্তিকের কার্গো পৌরহিত্য করিয়া ছিলেন। মমতানারী শূদ্রার গর্ভজাত দীর্ঘতমা নামক ব্রাহ্মণ, তদন্ত পুত্র ভারতের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দীর্ঘতমা ঋষির উশিক নামী দাসীতে উৎপাদিত কক্ষীবান্ ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্জিকা ২৩ সূক্তের প্রণেতা। এইরূপে বহু ব্রাহ্মণের শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান বীজ প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

বৈদ্য-বিদ্যেয়ী মহাপুরুষগণ! একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, যেই স্থলে ব্রাহ্মণের তথাক্ জাতিতে অভিগমন জাত সন্তান বীজপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। যেই স্থলে শূদ্রাপুত্র কবয় বেদজ্ঞান হেতুতে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যেই স্থলে অক্ষমালা, শারঙ্গী, উলকী, শুকী ইহারা সকলেই শূদ্রকণ্ঠা হইয়া ও ব্রাহ্মণের সহিত পার্শ্বগীতা হওরাতে ব্রাহ্মণী হইয়াছেন। যেই স্থলে দাসকণ্ঠা অবিবাহিতা সত্যবতীতে মহর্ষি পরাশরের বীৰ্য্যে উৎপন্ন কৃষ্ণদৈপায়ন ব্রাহ্মণ। যেই স্থলে হীন জাতীয়ার পুত্র বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। সেই স্থলে ব্রাহ্মণের গুরুসে বিবাহিতা দ্বিজকণ্ঠাগণের গর্ভজাত সন্তানগণ অত্রাহ্মণ বলিয়া যাহারা বলিতে চাহেন; তাঁহাদিগকে কি রূপে যার, তাহা তাঁহারা ই জানেন।

অনুলোম বিবাহজাত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ :—মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন :—

“ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাঃ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।

ব্রাহ্মণাঃ ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্তারসংশয়ঃ ॥

কৃত্তিরায়ানাং যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সৌহৃদ্যসংশয়ঃ ।

তথৈব ব্রাহ্মণশ্চ স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ ॥”

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, কৃত্তিরা ও বৈশ্যাতে জাত পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন; ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হইতে কৃত্তিরা ও বৈশ্যাতে জাত সন্তানগণও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। দ্বায়ভাগ প্রকরণেও লিখিত হইয়াছে :—

“কৃত্তিরায়ানাং যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সৌহৃদ্যসংশয়ঃ ।

স চ মাতুর্বিশেষাতু ত্রীনংশান্ হর্তু মর্হতি ॥

ব্রাহ্মণাষ্টৈব জাতস্ত বৈশ্যায়ানাং ব্রাহ্মণশ্চ যঃ ।

দ্বিরংশন্তেন হর্তব্যো ব্রাহ্মণস্যাদ্ যুধিষ্ঠির ॥

ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।

কৃত্তাশ্চ বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে ॥

অব্রাহ্মণস্ত মন্ত্রান্তে শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ ।

হরেচ্চ দশমং ভাগং শূদ্রাপুত্রঃ পিতৃধর্নাৎ ॥”

ব্রাহ্মণের কৃত্তিরা স্ত্রীর যে পুত্র, সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীর পুত্র অপেক্ষা সম্মানে নান বলিয়া তিন’ অংশ পাইবে। বৈশ্য স্ত্রীতে যে ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মে, সেও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-ধন (পিতৃধন) হইতে দুই অংশ পাইবে। ব্রাহ্মণ হইতে তিনবর্ণীয়া পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে। কৃত্তিরা ও বৈশ্য পত্নীতে জাত পুত্রগণ অতিরিক্ত বর্ণ হইবে না। কারণ চতুর্বিধ বর্ণ কথিত হইয়াছে, “পঞ্চমবর্ণ স্বীকৃত নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের শূদ্রাতে জাত পুত্র অনিগুণ হেতু অব্রাহ্মণ বিবেচিত হইলেও সে পিতৃধন হইতে দশমভাগ গ্রহণ করিবে। যেই স্থলে শাস্ত্রকারগণ শূদ্রার পুত্রকে অব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, সেইস্থলেও ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বীজ মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন বধা উশনা :—

“শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাঃ জাত্যা পারশবা মতাঃ ।

মহাকাশীন্ সমাক্রিত্য কীবেবুঃ পুঙ্ককাঃ সূতাঃ” ॥

ব্রাহ্মণ বিধিপূৰ্বক শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে, তাহাতে যে সন্তান পারশব নামে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা মদ্রাদিশে (পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে) দেবপূজা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। অমর “দেবাজীবন্ত দেবলঃ” বলিয়া দেবজীবী ব্রাহ্মণ-গণকে শূদ্রবর্ণে স্থান দিয়াছেন। দেবল (পারশব) ব্রাহ্মণগণ পঞ্জাবাদি দেশে কেন এই বঙ্গদেশে ও যখন ব্রাহ্মণগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তখন কল্পনাই পারশব ব্রাহ্মণের সংসর্গ হইতে আশ্রয়লা করিয়াছেন জানি না। যেই মন্ত্র ব্রাহ্মণের শূদ্রা বিবাহবিধি লিখিয়া পুনঃ—গভীরনাদে নিবেদ্য বিধির অবতারণা করিয়াছেন, সেই মন্ত্রই সমুচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন :—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজাতঃ শ্রেয়সী চেৎ প্রজায়তে ।

অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাপ্তমাদ্ যুগাদ্ ॥

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে পারশব অর্থাৎ অপসদ পুত্র জন্মে, সে যদি শ্রেয়ান্ অর্থাৎ বিদ্যাশ্রম সম্পন্ন হয়, সেই অশ্রেষ্ঠ শূদ্রা পুত্র হইয়াও সপ্তমপুরুষে মুখ্যব্রাহ্মণ লাভ করিবে। মন্ত্র বলিয়াছেন :—

“গার্ভে হোমৈ জাতকর্ণ চোড়মৌজী নিবন্ধনৈঃ ।

বৈজিকং গার্ভিককৈনো বিজানামপম্ভস্যতে” ॥

গর্ভাধান, জাতকর্ণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা বিজাতিয়। বীজদোষ জন্ত ও গর্ভবাস জন্ত পাপ নিরাকৃত হয়। ইহা হইতে নিঃস্নেহ রূপে জানা গেল, ব্রাহ্মণের অমূলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ যখন গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হন, তখন তাঁহাদিগকে অমূলোমা স্ত্রীর গর্ভবাস জন্ত দোষ স্পর্শ করিতে পারেনা। তাঁহারা সংস্কারাদি দ্বারা পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের অমূলোমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ আবহমান কাল হইতে ব্রাহ্মণ রূপে ভারতীর বিশাল ব্রাহ্মণ সমাজে স্থিত রহিয়াছেন। তাহা ব্রাহ্মণ জাতির জন্মবিবরণ পাঠে জানা যায়।

ব্রাহ্মণ জাতির জন্ম বিবরণ :— বায়ু পুরাণ বলেন :—

বিখ্যামিত্রো নরপতি মাহাত্মা সংকৃতিঃ কপিঃ । ১১১

কপেচ্চ পুরুষং সচ্চ সত্যচানুমান্ ঋকুঃ ।

আর্টিসেনো হজমীচ্চ ভগোহিত্রোণ্য তথৈব চ ॥ ১১২

কক্ষীবান্ চৈব শিঙ্গর স্তথাভে চ মহারথঃ ।

কত্রো শেতাঃ স্ততা হেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ ॥ ১১৩১২৩ অঃ

বিশ্বামিত্র, মার্কাতা, সংকুতি ও মহারাজ কপি, কপির পুত্র পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান, ঋতু, আষ্টিষেন, অজমীঢ়, তগ, ও অন্তান্ত বহু কত্রির ব্রাহ্মণ হইরাছেন। শিঞ্জয় ও পারশব কক্ষীবান্ পর্যাস্ত ও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন।

যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে আছে, কক্ষীবান বলিরাজের দাসী উশিজের গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমায় ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিপ্র, ঋষি ও বেদমন্ত্র প্রণেতা ছিলেন। এমন কি কক্ষীবানের কস্তা ঘোষা পর্যাস্ত বহু সারগর্ভ বেদমন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্বয়ং বেদ বলেন :—“কক্ষীবন্তঃ ষ ঔশিজঃ” ১-১৮ সূ-১ম। সারগ ভাষ্য করিয়াছেন :—যঃ কক্ষীবান্ ঋষিঃ ঔশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ। কক্ষীবন্তঃ অনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিঃ। অর্থাৎ কক্ষীবান্ দাসী উশিজের পুত্র তিনি একজন আনুষ্ঠানিক ঋষি ও আনুষ্ঠানিক মুনি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাভারত বলেন :—

ততো ব্রাহ্মণতাং জাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।

কত্রিঃ সৌহপ্যাণ তথা ব্রহ্মবংশস্ত কারকঃ ॥

বিশ্বামিত্র কত্রির হইরাও কেবল তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণবংশেরও উদ্ভব হইরাছিল।

হরিবংশ বলেন :—

দিবোদাসস্ত দারাদৌ ব্রহ্মর্ষি মিত্রয় নৃপঃ।

মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়ান্ত ততঃ স্বতাঃ ॥

এতে বৈ সংপ্রিতাঃ পক্ষং কঠেপেতাঙ্ক ভাগবাঃ ॥

দিবোদাসের বংশধর মিত্রয় কত্রির নৃপ। তিনি অতীষ ব্রহ্ম পরায়ণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। উক্ত ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ের পুত্র সোম এবং উক্ত সোমের বংশধরগণ মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণ বলেন :—

ঋতেষোঃ রস্তিনারঃ পুত্রোহভূৎ। তংসুং অপ্রতিরথঃ ধ্রুবঃ রস্তিনারঃ

পুত্রান্ অবাপ। অপ্রতিরথাৎ কথঃ। তস্তাপি মেধাতিথিঃ, যতঃ

কাশ্যপনা ষিভা বভূবুঃ। তং সোরনিলাঃ ততঃ তমস্তাদ্যাঃ চম্বারঃ পুত্রাঃ

বভূবুঃ। তমস্তাৎ চক্রবর্তী ভরতঃ অভবৎ ॥ ১১।১৯ অঃ।৪ অঃ

ঋতেয়ু রাজার পুত্রের নাম রস্তিনার। রস্তিনারের পুত্র তংসু, অপ্রতি
রথ ও ধ্রুব। তংসুর পুত্র তনিল, তনিলের দুইজন পুত্র ও তঁর চারি পুত্র তম

ঐতন করেন। মহারাজ চন্দ্রসেনের পুত্র রাজচক্রবর্তী ভরত। তৎস্বর দ্বিতীয় ভ্রাতা মহারাজ অপ্রতি রথের পুত্রের নাম কথ। কথের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথির পুত্রগণই ভারতে কাশ্মীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

বিতথস্ত ভবম্মহা: পুত্রোহভূৎ। বৃহৎকৃতমহাবীৰ্য্যানরগর্গাত্মা ভব-
ম্মহাপুত্রাঃ। নরস্ত সঙ্কতি: সঙ্কতে কচিরথীরস্তিদেবো। গর্গাং শিনি: ততঃ
গার্গ্যা: শৈশ্চা: ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবু:। ৯।১৯ অ: ৪ অ:।

মহারাজ বিতথের পুত্র ভবম্মহা, ভবম্মহার পুত্র বৃহৎকৃত, মহাবীৰ্য্য, নর ও গর্গ প্রভৃতি। নরের পুত্র সঙ্কতি, সঙ্কতির পুত্র কচিরথী ও রস্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি এই গর্গ ও শিনির পুত্রগণই গার্গ্য ও শৈশ্য নামক ব্রাহ্মণ বংশ বলিয়া প্রথিত।

বিষ্ণুপুরাণে আছে :—“মহারাজ অজমীঢ়ের পত্নীর নাম নীলিনী, তাহার গর্ভে নীলনামক পুত্র প্রসূত হয়। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজামু, পুরুজামুর পুত্র চক্র, চক্রের পুত্র হর্যাস্থ, হর্যাস্থের পুত্র মুদগল, এইমুদগলই ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন, তাহার সন্তানগণ মোদগল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৬।১৯ অ:।

হরিবংশে বিবৃত রহিয়াছে :— “মুদগলস্ত তু দায়াদো মোদগল্য: স্তমহাযশা:” ইত্যাদি। মুদগলের পুত্র মোদগল্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। বৈশ্যজাতির ব্রাহ্মণ্য লাভ সম্বন্ধে হরিবংশ বলেন :— “নাভাগাদষ্টপুত্রো দ্বৌ বৈশ্ণৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ” নাভাগাদষ্ট নামক বৈশ্যের পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কক্ষীবান ও কবচ শূদ্র। মাতৃক হইয়াও ব্রাহ্মণ্য ও ঋষিহ লাভ করেন। ভবিষ্যপুরাণ বলেন :—

জাতো ব্যাসস্ত কৈবর্ত্যা: স্বপাকাস্ত পরাশর:।

শুক্যা: শক: কণাদাখ্য: তথোলুক্যা: সূতোহভবৎ ॥ ২২

মৃগীজো ঋগ্যজ্ঞোপি বশিষ্ঠো গণিকাঅজ:।

মন্সাপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপতামুচ্যতে ॥

মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্ত মণ্ডুকীগর্ভসম্ভব:।

বহবোহত্রেপি বিপ্রাঃ প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ দ্বিজা: ২৪।৪২ অ:

ভারতভূষা কৃষ্ণদৈপায়ন, কৈবর্তকতা প্রভব, পরাশর অতি অন্ত্যজ স্বপাক-

কন্যা জাত, মানবদেবতা জীবমুক্ত শুকদেব শুকী হইতে প্রসূত, বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ উলকীর গর্ভসম্ভূত, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে জাত, সূর্য্যবংশের কুলগুরু জগদ্ধন্দা বশিষ্ঠ, স্বর্গবেত্তা উর্কশীর গভপ্রভব, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিককন্যা হইতে প্রসূত ও মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডুকী নারী অতি হীনবংশপ্রভবা নারীর গর্ভসম্ভব। ইহারা হীনজাতীয়ার গর্ভজাত হইয়াও মহোচ্চ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ মুখ্য ব্রাহ্মণরূপে এই বিশাল ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণাবলী হইতে জানাগেল, ভারতের বহুব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অনুলোমা-পত্নীর গর্ভজাত সন্তান।

মগভারত পাঠে জানা যায়, ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত বাসদেবের পুত্র শুকদেব-বংশীয় ব্রাহ্মণ এই ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছেন। ভৃগুপুত্র মহর্ষি চাবন শর্গাতিরাজার কন্যা, সূকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাতে প্রমিতির জন্ম হয়। দ্রুতচীর গর্ভে প্রমিতির ঔরসে রুক্মর জন্ম। গন্ধর্ব্বকন্যার গর্ভে রুক্মর ঔরসে শুকক, এই শুককই মহর্ষি শৌনকের প্রপিতামহ। মহর্ষি ঋষিকের ঔরসে গাধিরাজার কন্যা সভাবতীর গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির জন্ম। মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে মহারাজ প্রাসেনজিতের কন্যা রেণুকার গর্ভে ভারত বিখ্যাত পরশুরামের জন্ম। ইহাই হইল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের জন্ম বিবরণ।

রামায়ণ পাঠে জানা যায়, মহারাজ দশরথের কন্যা শান্ত্যাকে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেন। মহর্ষি অনন্ত নিমিরাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি অঙ্গির মহারাজ প্রমত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি হিরণ্য কন্ত মহারাজ মদিরামের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি কোংস্ত মহারাজ ভগীরথের কন্যাকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্ত বিখ্যামিত্রের কন্যা ও বৈষ্ণা পত্নীতে মৃদপল, কাশ্যপ, গর্গ, বাজ্রবক্য, গালব, সূশ্রুত, হারীত, বাস্কল, সাংকুতি, মধুচন্দ্র, প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে পরোঢ়া সখবা ব্রাহ্মণীতে জাত কুণ্ডপুত্র ব্রাহ্মণ। যথা বৃহস্পতি হইতে সপ্তর্ষি নামক তদীয় ভ্রাতার অনিমুক্তা পত্নীতে, বিষ্ণুপুরাণ মতে জৈষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম্বোর পত্নীতে জাত ভরদ্বাজ রাজধর্ম্মী বৈষ্ণুব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশ্যপ ও ভরদ্বাজ গোত্রের

ব্রাহ্মণগণই বঙ্গীয়সমাজে সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত। (১) এই ভরদ্বাজই পুরুবংশের অন্তে, বৈষ্ণব হেতুক রাজ্যে অভিষিক্ত হন। পরিণেবে গরাধামের নিকটবর্তী আশ্রমে বাণশঙ্ক লইয়া ব্রহ্মর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক আয়ুর্বেদীয়শ্লোক বেদে রহিয়াছে। ইনি ধন্বন্তরির চিকিৎসা শাস্ত্রের গুরু, ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া ভুলোকে প্রচার করেন।

বায়ুপুরাণ, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ পাঠে জানা যায়, ব্রাহ্মণ হইতে নিযুক্তা বিধবা ব্রাহ্মণীতে রথীন্দ্রবংশীয় আগ্নিরস ব্রাহ্মণ। দেবর্ষি ঠাবন হইতে ক্ষত্রিয় যুত শতধর্ময্যায় নিযুক্তা স্ত্রীতে জাত বৈতরণ ব্রাহ্মণ, ইনি ধন্বন্তরির আয়ুর্বেদ শিষ্য ছিলেন। অনির্দিষ্ট পিতৃক সত্যকাম, বিধবা ভ্রষ্টাস্ত্রীতে জাত হইয়া ও সত্যনিষ্ঠতা হেতুতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে মহর্ষি জাবালীয় জন্ম হয়, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেই বিশ্বামিত্র হীন-জাতীয়া কণ্ডাপ্রসূত, সেই বিশ্বামিত্রবংশীয় বহুব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিরাজমান। মহর্ষি দীর্ঘতমা হইতে বৈষ্ণাপস্ত্রীতে জাত ধন্বন্তরি রাজধর্ম্য নৃপবৈষ্ণ ছিলেন। তাঁহার বহুশ্লোক বেদে রহিয়াছে, মহর্ষি স্মৃশ্রুত ও হারিত প্রভৃতি বহুব্রাহ্মণ ইহার শিষ্য ছিলেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কুম্বকের লিখিত “ধরতুরগবৎ” ভিন্নজাতীয় নহেন। সেইরূপ হইলে অমূলোমজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। যেই ভগবান্ অগস্ত্যের ও বিহুবা লোপমুদ্রার বর্ণনায় পুরাণাদির কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দম্পতি অসবর্ণ বিবাহসূত্রে গ্রথিত। এই লোপমুদ্রা যে বিদর্ভরাজনন্দিনী তাহা কয়জনে জানেন? তজ্জাত সন্তান হইতে পিতৃলোকের কি সদগতি হয় নাই? এই অমূলোমবিবাহ সঞ্জাত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণসন্তানগণ এইরূপ কোথায়? তাঁহারা সমাজের কোনস্তরে আছেন? ভণ্ড, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ব্যাস, প্রভৃতির সন্তানগণ কি বর্ণসঙ্কর হইয়াছেন? তাঁহারা সকলেই মিলিয়া ভারতের বিশাল ব্রাহ্মণজাতির সৃষ্টি কি করেন নাই? বৈষ্ণববিষেবিগণ শপথ করিয়া বলিতে পারেন কি? লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পরম্পরের আদান প্রদান সংমিশ্রণ

(১) মুখ্যব্রাহ্মণজাতির জন্ম সম্বন্ধীয় প্রমাণাবলী ও ঐতিহাসিক তথ্য অষ্টব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবপরিচয় নামক গ্রন্থে অধ্যাহার করা হইয়াছে।

যাতীত তথাকথিত বিষ্ণুব্রাহ্মণ ভারতের কুত্রাপি বিদ্যমান আছেন কি ? সবর্ণ, অসবর্ণ বিবাহজাত ব্রাহ্মণগণ প্রাচীনতম কাল হইতে ওতপ্রোতভাবে কি মিশ্রিয়া যায় নাই ? অনুলোমাপনদ্বীর গর্ভজাত অগস্ত্যা, জমদগ্নি দুই বিশালগোত্রের প্রবর্তনিত। তদ্বিন্ন মোদগলা, কোশিক, কোত্তিলা, বাৎস্ত, সোপায়ন, সাবর্ণা, এই ছয়টি মূলগোত্রেই মহর্ষি জমদগ্নি, চাবন, ভার্গব, প্রবররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে আঙ্গিরস, কাশ্যপন, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, শোকালীন, পরাশর, কাত্যায়ন, দ্ব্যতকোশিক, বশিষ্ঠ, শ্রোতম, শক্তি, অনাবৃক্ষাক্য এই দ্বাদশগোত্র ব্রাহ্মণ যে অনুলোমবিবাহজাত সম্ভান তাহার ইতিবৃত্ত কয়জনে জানেন।

বিক্রমপুরের লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীমুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় ১৩২৫ সনের চৈত্রমাসের ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রবাসীতে “ভরারমেয়ে” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—“কিছুকাল পূর্বে হিন্দুসমাজে গোপনে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই অসবর্ণবিবাহের নাম ছিল “ভরারমেয়ের বিবাহ” * রাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণসমাজেই “ভরার মেয়ের বিবাহ” প্রচলিত ছিল। * * * আড়কাটি কত্তা সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুরে চালান দিতে লাগিল। এক এক নৌকাতে ৩৪টি মেয়ে লইয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইত। মেয়ে দান করার জন্ত একজন ব্রাহ্মণ আত্মীয় সাজিয়া আসিত। সে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়া চলিয়া যাইত। বলা বাহুল্য এই সকল আত্মীয়গণ আর কেহ নহে, তাহারা ব্রাহ্মণ আড়কাটি। কত্তা সংগ্রহ করা, নৌকা ভরিয়া চালান দেওয়া এবং বিবাহ সভায় আত্মীয় হইয়া কত্তাদান করা, ইহাই তাহাদের ব্যবসা ছিল। * * * ভরারমেয়ে বিবাহের একটি প্রলোভন ছিল। অধিক বয়স্ক যুবতীরাই ভরারমেয়ে হইয়া আসিত। তাহাদিগকে শিখাইয়া বামুন সাজাইয়া আনা যেমন সুবিধা, বালিকাদিগকে আনা তেমন সুবিধা নহে। বিবাহকারী বয়স্ক-ব্রাহ্মণেরা যুবতীভাৰ্যা পাইয়া আনন্দিত হইত।

আমাদের গ্রামে ২৩টি ভরারমেয়ের বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটিকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই নারী ঐহট্টের তন্তবায়ের কত্তা একথা সকলে বলিত। ব্রাহ্মণ আড়কাটিগণ ঐহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে যে কোন জাতীয়া দরিদ্রা বিধবা কত্তা অথবা পিতৃমাতৃহীনা কত্তার অভিভাবকে কিঞ্চিৎ অর্থ

দ্বিতীয় কথা সংগ্রহ করিত। কুপথগামিনী স্ত্রীলোকও সংগৃহীত হইত। কিছুই বাদ যাইতনা। শৈশবকালে দেখিয়াছি, কত্নাকে পিতার নাম, গ্রামের নাম শিখাইয়া দেওয়া হইত। কেহই সে সকল গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিতনা। সকলেই জানিত ঋগ্বেদের নাম, ও ধান জাতি সকল মিথ্যা, জীৱরূপে বাহাকে পাওয়া গিয়াছে কেবল সেই সত্য।

ভরারমেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ বিক্রমপুরে রহিয়াছে। মুচির মেয়ে, মুসলমানের মেয়ে বাদ পড়ে নাই। বিক্রমপুরের সমাজসংস্কারক এবং কবি রাশবিহারী মুখোপাধ্যায় একটি গানে বলিয়াছেন :—

দিদি ! দেখ এসলো বউ দীপেরে চেরাক কয়, মনেহয় এটা হিন্দুর মেয়ে নহে।

এমেনে ছিল না কি ঢাকালো, কত ঢাক ঢোল বাজালো এসে ঢাকালো।

অবশেষে প্রকাশ হলো এটা হিন্দুর মেয়ে নয়।

আমাদের গ্রামের তিনটি ভরারমেয়ের বিবাহের কথা আমি শৈশবে শুনিয়াছি। তাহাদের নামে ছড়া রচিত হইয়াছিল। নাম বদল করিয়া লিখিলাম।

“যত্নর কাঁধে বাশ” “মধুর সূতার আঁশ” হরির সর্সনাশ।”

যাহার কাঁধে বাশ বলা হইয়াছে, তিনি ডুলি বেহেরার মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহাকে সূতার আঁশ বলা হইয়াছে, তিনি তাঁতির নেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহার সর্সনাশ বলা হইয়াছে, তাহার পত্নী বিবাহের পূর্বেই বিপথগামিনী হইয়াছিল।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত “শুভবিবাহ তত্ত্ব” নামক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—যাহাদের আদিপুরুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যাহাদের আদিপুরুষ বংশজ কি শ্রোত্রীয়, রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র, কি বৈদিক, কি সাতশতী, কি পারশব, কি পশ্চিমে, কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য, কি লম্বাচার্য্য কেহই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেনা। অথচ তাঁহারা এদেশে এক সময়ে ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী অথবা ধনবান ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গীয়ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সম্মান লাভের প্রত্যাশায়, কুলাচার্য্য (ঘটক) মহাশয় দিগকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আপনাদিগকে উল্লিখিত কোনও বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া কুলীনে ব্রাহ্মণকত্মা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাতে তাঁহারা উত্থাপিত শ্রোত্রীয়ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।

এই উত্থাপিত শ্রোত্রের পর নব্বয় অপরিচিত ব্রাহ্মণও কতাদান করিয়া নব্বজন কুলানের কুল নষ্ট করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্য মহাশয়েরা উক্ত নব্বজন কুলানের কুলরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বিষ্ণুকশ্রোত্রী ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তাঁহারা নবগ্রহ শ্রোত্রী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। ইহা হইল বিগত শতাব্দীর কথা। যদি মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম, চাড়া ও মুসলমান প্রভৃতির সধবা বিধবা কত্যাগণকে বিবাহ করিয়া তাহাদের পাচিশ অন্নাদি আহার করিয়া মুখ্য ব্রাহ্মণ রূপে প্রচলিত হইতে পারেন, তাঁহাদের জীগণ ব্রাহ্মণী হইতে পারেন এবং তজ্জাত সন্তানগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজকৃত্য গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইবেন না কেন? বৈষ্ণব বৈষ্ণবগণ, ইহার উত্তর দিতে পারেন কি?

ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষগণের প্রবর্তিত গোত্র, প্রবরে, ভার্গব, জামদগ্ন্য, চ্যবন, শুনক, শৌনক, অগস্ত্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হয় না কি? এবং তত্তদগোত্রীয় গণের সহিত ও ভবারমেরে গর্ভজাত সন্তানগণের ও নবগ্রহ নামক শ্রোত্রী ব্রাহ্মণজাতির অপভাগের সহিত অপরাপর যজন ব্রাহ্মণজাতির বিবাহ ও আহাৰাদি অব্যাহতভাবে চলিতেছে নাকি? যদি ব্রাহ্মণের অনুলোম পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ "খরতুরগ" জাতির জ্ঞান হয় তাহা হইলে বিষ্ণুক ব্রাহ্মণ নামধের মহাশয়গণের পূর্বপুরুষগণ তাহা হইতে কতদূর আত্মরক্ষা করিয়াছেন একবার চিন্তা করুন? ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহজাত সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর হইলে, এমন কোন ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখা যাইবে কি? তাহাদের আচার, ব্যবহার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, সংসর্গ ও সম্বন্ধাদিতে বর্ণসঙ্করত্ব ঘটে নাই। যদি এইরূপ বৈধ, অবৈধ সকল শ্রেণীর ভার্য্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ বিষ্ণুক ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে মুখ্য ব্রাহ্মণের অনুলোম পত্নীর গর্ভ সন্তান পুত্র সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, রক্ষিত, ধর, কর, নন্দী, সোম, রাজ, প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে যাহারা অব্রাহ্মণ প্রতিপাদন করার প্রয়াসী; তাহাদিগকে কোন অবতারণা করা যাইতে পারে? তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য : —

যজন ব্রাহ্মণের অনুলোম পত্নীজাত সন্তানগণের "মূর্খাবসিক্ত, অমর্ষ,

পারশব সংগ্রহ থাকিলেও বর্তমানে ভারতীয়সমাজে তাহা নাই। তাঁহারা মিশ্রব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। দুইয়ের সংমিশ্রণজাত বলিয়াই তাঁহাদিগের নাম মিশ্রব্রাহ্মণ ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও তাঁহাদিগকে মিছিরব্রাহ্মণ বলে, তাঁহারা বজনব্রাহ্মণ রূপেই স্থিত রহিয়াছেন। বজনব্রাহ্মণ মিছিরব্রাহ্মণ অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেই সব ব্রাহ্মণ চিকিৎসা দৃষ্টিক ছিলেন, তাঁহারা কোনস্থলে বৈদ্য, কোনস্থলে অশ্বথ বলিয়া পরিচিত হইতেন। বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণের বিত্তকতা এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা মিশ্রব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করাকে পাতিত্বের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। চন্দ্রপ্রভা বলেন :—

“রামসেন জগৃহে মিজ দুর্দৈব দোষতঃ।

শ্রামদাস্ত্র মিশ্রস্ত কনাকা কটকস্থিতে” ॥

“রামসেন নিজের দুর্দৈব বশতঃ কটকস্থিত শ্রামদাসমিশ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন,,। এই বঙ্গীয়সমাজেও ত্রীখণ্ডের অন্তর্গত নিরোল প্রভৃতি গ্রামে বহুমিশ্রব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কথেক বজনব্রাহ্মণের কুক্কিগত হইয়াছেন, আর কথেক বৈজ্ঞগণের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ভারতবর্ষে যেই সব মিশ্রোপাধিক ব্রাহ্মণ আছেন, তৎ সমস্তই বিত্তক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত এবং সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, রক্ষিত, ধর, ফর, নন্দী প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণ বঙ্গদেশ বাতীত ভারতবর্ষের সর্বত্র বজনব্রাহ্মণ সমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শর্মা পদবিতে ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠান করেন ও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মকল্পিতব্রাহ্মণ বলিয়া দেবতার স্মার্য সকল জাতির প্রণম্য এবং গয়াদিতীর্থে তীর্থভ্রমরূপে বিরাজমান।

ব্রাহ্মণজাতির জন্ম বিবরণের প্রতি অনুধাবন করিলে স্পষ্টরূপে জানা যায়, ব্রাহ্মণগণ, উতা, অমুতা, প্ররোতা, মুচি, মেখর, চাড়াল, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রীতে যেই কোন অবস্থায় বীৰ্য্যধান করিয়াছেন, বীজমাহাত্ম্যে তজ্জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। কেবল সগোত্রা সপ্রবরা কন্যাতে ব্রাহ্মণাদি বিজগণের যে সমস্ত সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা বিজ না হইয়া চণ্ডাল হইয়াছে। যে সব বিজগণ সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা বিজ হইতে ব্রষ্ট হইয়া পতিতজাতিতে পরিণত হইয়াছেন।

সগোত্রাকৃত্য বিবাহে বিজ্ঞের পাতিত্ব :—শাস্ত্রকার বলেন :—

সগোত্রাঃ সপ্রবরাঃ কন্যাঃ নোবহেদিতি । সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ
করিবে না । মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

“কুমারী-সন্তবন্তকঃ স গোত্রায়াঃ দ্বিতীয়কঃ ।

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ চাণ্ডালজিবিধঃ স্তুতঃ” ॥

অপরিণীতার গর্ভজাত, সগোত্রাজীর গর্ভজাত এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে
শূদ্রের ঔরস জাত এই ত্রিবিধ সন্তানই চণ্ডাল হইয়া থাকে ।

সমানগোত্রপ্রবরাঃ সমুদ্যাহোপপূমা চ ।

তত্তামুংপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীহতে ॥

সমান গোত্রা ও সমান প্রবরা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র ব্রাহ্মণ্য হইতে আর
হইয়া চাণ্ডালত্ব ত্যজনা করে ।

পরিণীত সগোত্রাস্তু “সমানপ্রবরাস্তথা ।

তস্তাং কৃত্বা সমুৎসর্গং বিজ্ঞশ্চাত্তারণকরেৎ ॥

বিজ্ঞসগোত্রা কিম্বা সমান প্রবরা কৃত্বা বিবাহ করিলে তাহাকে পরিভ্র্যাগ
পূর্বক চাত্তারণ প্রারম্ভ করিবে । মহর্ষি বোধায়ন বলেন :—“সগোত্রাক্ষেদমাত্মা
উপযচ্ছেৎ মাতৃবদেনাঃ বিভ্রাৎ” । অগ্রতীব্রতঃ সগোত্রা কৃত্বা বিবাহ
করিলে, তাহাকে মাতৃসদৃশ জ্ঞান করিয়া ভরণ পোষণ করিবে অর্থাৎ তাহার
সহিত স্ত্রী স্বামি স্বয়ং রাখিবেদা । পণ্ডিত প্রবর “রঘুনন্দন উদাহতম্বে উদ্ধৃত
করিয়াছেন :—

“আসপ্তম্যং পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃভ্যঃ ।

অবিবাহ্য সগোত্রা চ সমানপ্রবরা তথা ॥

সপ্তমে পঞ্চমে বাপি যোবাং বৈবাহিকী ক্রিয়া ।

তে চ সন্তানিনঃ সর্বে পতিভ্যঃ শূদ্রভ্যঃ পতাঃ ॥

পিতৃপক্ষের সপ্তম, মাতৃপক্ষের পঞ্চম, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু কৃত্বা এবং
সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কৃত্বা বিবাহের অধোগা । সপ্তমে পঞ্চমে বিবাহ করা
হইলে তজ্জাত সন্তানগণ পতিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, কোন বিজ্ঞসন্তানের সগোত্রা,
সপ্রবরা, পিতৃসপিণ্ডা, মাতৃসপিণ্ডা, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুর কৃত্বা বিবাহ করি-

বার সাধ্য ছিল না। অজ্ঞতাবশতঃ সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিলে চাক্ষুরপ্রাপ্তিকৃত করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞানে ভরণ পোষণ করিতে হইত; তাহার সহিত দাম্পত্যপ্রণয় রাখিতে পারিত না। প্রত্যেক দ্বিজকে সর্বগী বিবাহবিষয়ে এই নিয়মবিধির অধীনে থাকিতে হইত। ঐতিহাসিক-তত্ত্বের আলোচনা করিলে জানা যায়, গোস্বামিদাসসেন নামক জনৈক বৈদ্য-সন্তান সগোত্রাকন্যা বিবাহ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত পুণ্ড্রজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

বর্তমানে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসমাজে সগোত্রাদি বিবাহ কোন কোন স্থলে হইয়াছে দৃষ্ট হয়। কোন কোন বৈদ্যসন্তান নিজের কুল রক্ষা করিতে বাইরা কুলক্ষর করিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে তাহার ত্রিবিধ কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথম কারণ, মহারাজ বল্লালসেনের হীনজাতীয় কন্যা পদ্মিনীর বিবাহ সম্পর্কে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত যেই বিবাদ হয়, তাহাতে লক্ষ্মণসেনের প্রকোপে বল্লাল সংসর্গী বহুবৈদ্য পুণ্ড্রধর্মী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অজ্ঞত শূদ্রামুখ্যী আত্মবিবাহ ও সগোত্রাবিবাহ তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয় কারণ কোন কোন বৈদ্যসমাজ সর্কীয়গণের মধ্যে নিবদ্ধ বিধায়, তাঁহারা যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করার বিহিতক্ষেত্র না পাইয়া আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সগোত্রা সপ্রবরা কন্যা বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। তৃতীয় কারণ—বৈদ্যগণ নানাবিধ ঘটনা বিপর্যয়ে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া জাতীয় চিকৎসা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন। দাসত্ব (চাকুরি) করার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ বৈদ্যসন্তান বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে বিরত হইয়া বিজাতীয়ভাষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বৈদ্যসন্তানগণ বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করাতে শাস্ত্রের একত মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন এবং বহন-ব্রাহ্মণগণের উপর দৈব ও পৈত্র কার্যাদির অহুষ্ঠান করাইবার কমতা স্তম্ভ কারিয়াছেন এবং “নমোনমঃ” পাঠপূর্বক “ব্রাহ্মণবচনাৎ সর্কং সাকং জাতম্” বলিয়া দৈব ও পৈত্র কার্যাদির অহুষ্ঠান করতঃ কৃতার্থ হইতেছেন এবং বিলাসিতার মোহমদিরায় পড়িয়া গড়লিকাপ্রবাহের মত কোন কোন বৈদ্যসন্তান আত্মবিবাহের (লামাইরা বিবাহের) অহুষ্ঠান করেন। কোন কোন কুলীন (কু-ভেলীন) বৈদ্যসন্তান সগোত্রা, সপ্রবরা, মাতৃসপিণ্ডা, পিতৃসপিণ্ডা, প্রভৃতি কন্যা

বিবাহ করিয়া চাণ্ডাল ধর্মী সন্তান সৃষ্টি করিতেছেন। তাহার ফলে বৈদ্যাসমাজকে নানা অনাচারী, অত্যাচারী সন্তানের উদ্ভব হইতেছে; তাহার সমাজসৌধকে ধ্বংস করিয়া পাপসমুদ্রের অতলজলে নিমজ্জিত করিতেছেন।

যজ্ঞমানের এবং বিধি কার্য্যাহুরোধে পুরোহিতগণ আত্মবিবাহ (লামাইয়া বিবাহ) ও সগোত্রাদির কথা বিবাহ অশাস্ত্রীয় জানিয়া, একই গোত্রের বিভিন্ন রূপ প্রবর্তন সৃষ্টি করিয়া সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পুরোহিতগণের মধ্যে যজ্ঞমানের বর্ণবিনির্গম করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। অনেকেই “পুরোদুষ্টা দুষ্টকর্ম্মস্থ বীরতে আরোপ্যতে যঃ সঃ পুরোহিতঃ” রূপ কর্তব্য চ্যুত হইয়া যজ্ঞমানের তুষ্টির জন্ত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং বৈদ্যাজাতিকে বৈত্ৰ ও শূদ্রাচারী রাখিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যাদির অমুষ্ঠান করাইয়া আসিতেছেন। বৈদ্যাসন্তানগণের অল্পকরণে অনেক যজ্ঞব্রাহ্মণসন্তান বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাষার অমূল্যলনে জীবনকে মধুময় করিতেছেন। এমন একদিন ছিল, বিজাতীয়ভাষার কথা বলিলেও যজ্ঞব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত। বিষ্ণু লংহিতাকার বলেন :—

নয়েচ্ছাত্যজান ভাবেত বহুবাজিনো গ্রামবাজিনঃ

ব্রাত্যান্ তদ্বাজিনঃ শূদ্রানপুষ্টান্ পতিতসংসর্গান্ অনধীরান্ -

সক্কোপাসনভট্টান্ রাজসেবকান্ দেবলকাংশ্চ চিকিৎসকান্

পিতৃ-মাতৃ-গুরুগ্নি-স্বাধ্যায়-ত্যাগিনশ্চেতি এত ব্রাহ্মণাশনা ভবতি ।

যাহারা রেচ্ছভাষা ও অন্ত্যজভাষার কথা বলে এবং বহুব্যক্তির রাজক, গ্রামরাজক হয়, যাহাদিগের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে ব্রাত্য বলে। এইরূপ ব্রাত্যগণকে এবং যাহারা ব্রাত্যগণের রাজক ও শূদ্রাচারী পুষ্ট, পতিত সংসর্গী, দেবল, চিকিৎসক, অনধীরান অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও সক্কোপাসনা ভট্ট, রাজসেবক, পিতৃ-মাতৃ-ত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পণ্ডিতদ্বন্দ্বক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিচক্ষণব্যক্তি দৈব ও পৈত্রিকাদি কার্য্যে যজ্ঞের সহিত ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। মহু বলিয়াছেন :—

“চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িনস্তথা ।

বিপনেন চ জীবন্তো বজ্রাঃ স্মা হব্যকব্যয়োঃ ॥

চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়, কাপিজ্যজীবী-যজনব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধাদি কার্যে ত্যাগ করিবে।

যেই জগৎপূজা বশিষ্ঠ ও ধোম্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ পৌরহিত্যকর্ণের সমুচ্চ আদর্শ দেখাইয়া বিশ্ববাসীকে বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাদিগের আদেশে ভগবান্, রামচন্দ্র নতশিরে আচারবিধির অনুসরণ করিতেন, যাহাদিগের পৌরহিত্যকর্ণের কীর্তিগাথা যুগযুগান্তেও বিলুপ্ত হইবে না, সেই জগৎপূজা পুরোহিত এখন কোথায়? তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তি সম্পন্ন পুরোহিত নাই সত্য, কিন্তু এখনও যজনব্রাহ্মণসমাজে দুই চারিজন পুত্ৰাচারী, কৃতবিদ্যা ও ক্রিয়ান্বিত পুরোহিত আছেন; তাঁহাদের পদরজস্পর্শে ও বৈদিকমন্ত্রে যজমানের দেহ পবিত্র হইতেছে। তাঁহারা ইত্যাদি যজমানগণকে উপনীত করিয়া সদাচারী করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের শূদ্রাদি গ্রহণজনিত পাপস্পর্শের আশঙ্কা তিরোহিত হইতেছে। নিষ্ঠাবান্ পুরোহিতগণের মধ্যে এই সাম্যমৈত্রীর দিনেও যেইরূপ সদাচারের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরল। যদিও যজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে কচং 'কেহ আম্রর বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া অব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রেরমৰ্যাদা অকুণ্ঠভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অতি দরিদ্র যজনব্রাহ্মণসন্তানগণ যাহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন, বৈদ্যসন্তানগণ তাহা পারিবেন না কেন? যেসব আত্মাভিমানী ও তথাকথিত কুলীন বৈদ্যসন্তানগণ আত্মমৰ্যাদা বা আত্মসম্মতি হ্রাস হইবে মনে করিয়া হিন্দুধর্মের ও শাস্ত্রের বহির্ভূত বিবাহাদি করিয়া বা করাইয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবার প্রয়াসী; তাঁহারা চতুর্দর্শনের মধ্যে কোন বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, তাহা তাঁহারা ই জানেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্তা ও দান এই সব বক্ষণ যাহাদের রহিয়াছে, তাঁহাদিগকেই কোলীয়া প্রদান না করিলে, এই মহীরসী বৈদ্যজাতির ঘোরতর রক্ষার উপায় নাই।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে গোত্র :- গোত্রার্থের প্রতি অনুধাবন করিলে স্পষ্টরূপে জানা যায়, বৈদ্যগণ সৃষ্টিকাল হইতে মুখ্যব্রাহ্মণ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গোত্রের ব্যাখ্যায় বৈদ্যবিদ্যেয়ী রঘুনন্দন উদ্ধাহতবে লিখিয়াছেন "বংশপরাশর্য প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপম্। কত্রিঃ বৈশ্বকো

। ক্রপাদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রঃ শূদ্রস্তাতিদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রম্। ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণামতি-ক্ৰিষ্টাতি
দিষ্টগোত্র প্রবরঃ অতএবেতেষাং পুরোহিতগোত্র প্রবরম্। তথা চান্নি পুরাণম্—

“ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ পবরাদিকম্।

তথানুবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিশ্রাশ্চ যাজকাঃ” ॥

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধ আদি-
পুরুষব্রাহ্মণ রূপ গোত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাহাদেব আদিপুরুষ ধৈ নাম্নীক
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের গোত্র ও তৎ নাম বিশিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির
অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গোত্র তত্তৎ পুরোহিতেয় গোত্র হইয়া থাকে।
পূর্বে ঐতিপাদন করিয়াছি, চতুর্বর্ণগঠিত আর্ষ্যসমাজে পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।
ব্রাহ্মণগণ স্বীয় স্বীয় আদি পুরুষের নামেই গোত্রভাজী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর
অপর বর্ণত্রয় পুরোহিতগণের গোত্র গ্রাপ্ত হইয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্রের অনুধাবন
করিলে জানা যায়, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্ত, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালীন,
কষিষ, অথিবেশ্য, কৃষ্ণাজেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কুশিক, কৌশিক, দ্ব্যতকৌশিক,
মোদগলা, অলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাসুকী, রোহিত, বৈরাট্রপদ্য,
জামদগ্নি, অগস্ত্য, বৃহস্পতি, কাকন, বিষ্ণু, কাতায়ন, আত্রেয়, কাথক, সাংকতি,
কৌণ্ডিল্য, গর্গ, অঙ্গিরস, অনাবৃক্ষাখ্য, অব্য, জৈমিনি, বৃদ্ধ, মন্ত্রিঃ, কাশ্যায়ন,
শুনক। ইহাই হইল ব্রাহ্মণের বিয়াল্লিশ গোত্র। গোত্রকিনর্ণয়ের শেবপাদে
লিখিয়াছেন :—

শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়োঃগোত্রকারিণঃ।

এতেষাং বাস্তপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্ত্রভে ॥

সর্বৈ দ্বিচত্বারিংশদগোত্রাঃ।

ইহঁরাই গোত্রকারী মুনি ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তৎ গোত্রোন্মেষে
আত্ম পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ দৈব ও পৈত্রিক প্রভৃতি বাবতীর ধর্ম
কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের নামের স্মৃতির স্বরূপ গোত্রের উল্লেখ
করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন দৈব ও পৈত্রিক কর্ম্মাদিতে আদিপুরুষের
নাম উল্লেখ করিয়া অপর কোন জাতি কোনরূপ ধর্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন
না? কিন্তু বৈদ্যগণ আবহমানকাল তাহা সম্পন্ন করিতেছেন, বিশেষতঃ যজন-
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিয়াল্লিশ গোত্রেরই বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু বৈদ্যগণের মধ্যে গণ্য

গোত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে, পূর্বোক্ত বিয়াল্লিশগোত্র ভিন্ন ধনুস্তরি, বৈশ্বানর, মহর্ষি, জুব, আদ্য, শালঙ্কায়ন জম্বু এই অষ্টবিধগোত্র বৈষ্ণবগণের অধিক, তাহা যজনব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে নাই। তাহার কারণ বর্ণপ্রতিষ্ঠার পূর্বে যেইসব দেবতা স্বর্লোক হইতে আসিয়া ভূলোকে পুণ তমাচিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের যাজনিকতা কার্য্য ছিল না বিধার, তদিতর ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রগণ এই আট প্রকার গোত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। যেই সব ব্রাহ্মণগণ যাজনিক বৃত্তির অনুশীলন করিতেন, তাঁহাদের সন্তানগণও ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র ও বর্গসঙ্করগণ তাঁহাদের গোত্রে গোত্রবান্ হইয়াছেন। বৈদ্যগণ যজনব্রাহ্মণগণের ত্রায় পূর্বগুরুষ-গণের স্মৃতি রক্ষা করিয়া দৈব ও পৈত্র কার্য্যানুষ্ঠান করেন। বৈদ্যবিদেষি-গণ এইরূপ প্রমাণ করিতে পারেন কি? বৈদ্যগণ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন? যদি বৈদ্যগণ পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে যজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধনুস্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি আট প্রকার গোত্র দৃষ্ট হইত। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, বৈদ্যগণ দেবতা স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়াদির ত্রায় পুরোহিতের গোত্র প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের কোন পুরোহিত ছিল না। তাঁহারা পরবর্ত্তী যুগাদিতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা পুণ্যতমাচিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতে, তাঁহাদের কোন যজমান ছিল না। তাঁই তাঁহাদের গোত্র ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে নাই ও থাকিতে পারে না। বিয়াল্লিশগোত্রের অধিক যেমন কোন যজনব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রগণের মধ্যে তাহা থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা হইলে “ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং” বচনের স্বার্থকতা থাকে না। যদি কোনস্থলে প্রচলিত ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে ধনুস্তরি, বৈশ্বানর, আদ্য, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি গোত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তত্তৎ গোত্রীয় বৈদ্যগণ কৰ্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বৈষ্ণবজাতি হইতে চূত হইয়াছেন, অথবা কুলীন বৈষ্ণবগণের অত্যাচারে সমাজে স্থান না পাইয়া অপর সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বৈষ্ণবগণ যে দেবতা ছিলেন তাহা “পূর্বে” প্রতিপাদন করিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগাদিতে তাঁহারা যুধ্যব্রাহ্মণ রূপে ভারতীরসমাজে স্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা পূজার্হ জাতি, দেবতা

বলিয়াই সমাজে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁহারা দেবজন্মত সোমপানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৈদ্যের সোমপানে অধিকার :— রামায়ণে বাস্তবিক বলেন :—

অগৃহ্যচ্চাবনঃ সোমমন্থিনো দৈবয়োস্তদা ।

ভমিক্সো বারমামাস গৃহানং স তয়োগ্রহম্ ॥ •

উভাবেতৌ ন সোমাহৌ নাসত্যাবিত্তি মে মতিঃ ।

ভিষজৌ দিবি দেবানাং কৰ্ম্মণা তেন নাইতঃ ॥

চাবন উবাচ । মহোৎসাহৌ মহাআনৌ রূপদ্রবিণবত্তরৌ ।

যৌ চক্রতুর্মাং মমবন্ বৃন্দারকমিবাজরম্ ॥

ঋতে স্বাং বিবৃধাংস্চাত্তান্ কথং বৈ নাইতঃ সবম্ ।

অশ্বিনাবপি দেবেজ্ঞ দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর ॥ ইত্যাদি বনপৰ্ব্ব ।

যজ্ঞকালে চাবন স্ববৈদ্যতনয় দেবজন্মের নিমিত্ত সোমগ্রহণ করিতে দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করতঃ কহিলেন, মূনে! আমার বিবেচনায় এই অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানের যোগ্যপাত্র নহেন। যেহেতু ইহারা স্বর্গে — ইত্যাদিগের বৈদ্য হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। চাবন কহিলেন, মমবন্ ইহারা উভয়ে মহাআ, মহোৎসাহিত এবং সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি সম্পন্ন। বিশেষতঃ ইহারা আমাকে অমরের ত্রায় অঙ্গর করিয়াছেন। অতএব কি নিমিত্ত আপনি ও অত্যাচ দেবতারা কেবল সোমপানের যোগ্য ও অশ্বিনীতনয়েরা অযোগ্য হইবেন? হে পুরন্দর দেবেজ্ঞ! আপনি অশ্বিনীতনয়দিগকেও দেবতা বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্র কহিলেন, ইহারা চিকিৎসোপযোগী ভিষক এবং ইহারা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব ইহারা কি প্রকারে সোমপানের যোগ্য হইবেন? দেবরাজ বারংবার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু চাবন তাঁহাকে অনাদর করিয়া অশ্বিনীতনয়দিগের জন্ত সোমগ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তৎকালে বলতিং ইন্দ্র ঋষিকে উক্ত দেবজন্মের নিমিত্ত উক্তসোমগ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, যদি তুমি ইহাদিগের নিমিত্ত সোমগ্রহণ কর, তবে তোমাকে ঘোররূপ উৎকৃষ্ট বজ্র প্রহার করিব। ত্রিশনাথ ঋষির প্রতি এবিধ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, ভার্গব তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করতঃ ইহা হস্ত পূর্বক অশ্বিনীকুমারদিগের নিমিত্ত

যদাবিধি উত্তম সোমগ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ঋষির উপর দোররূপে অশনি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, ঋষি তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করিলেন। স্রমহাভেক্ষা চাবন দেবরাজের বাহুদ্বয় স্তম্ভিত করতঃ তাঁহার হিংসায় উদ্যত হইয়া কৃত্য উৎপন্ন করিবার মানসে প্রজ্জ্বলিত ছতাসনে মন্ত্রদ্বারা হোম করিলেন। তৎপর মুনির তপোবলে মদনামে মহাবীণা বৃহদাকার বিশিষ্ট একটি অশ্বরূপ কৃত্য উৎপন্ন হইল। সেই বিকটাকার অশ্বর সংকুচিত হইয়া মহাগভীর গর্জনে লোকত্রয় নিনাদিত করতঃ ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল। ইন্দ্র ভীষণানল মদাসুরকে কৃতান্তের জ্বায় আসিতে দেখিয়া ভর্যার্থহৃদয়ে ঋষিকে বলিলেন, হে ভৃগুনন্দন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন! আমি সত্য কহিতেছি, অদ্য হইতে বৈদ্য অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানের অধিকারী হইবেন। আপনার সকল সত্য হউক। অদ্য হইতে ইহা পরমবিধি হইবে। হে বিপ্রর্ষে আপনার কার্য্য কখনও মিথ্যা হইবে না। মন্ত্রদ্বারা কুশপুত্রলিকার জীবন দান, যাহারা গংজা-খোরা গল্প বলিয়া বলেন, তাঁহারা বজ্রে অজ্ঞতি দানে দৈত্য উৎপত্তির কাহিনী কে কি বলিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র :—ইহা হইতে ব্রাহ্মণ্য তেজ, তপোবল, আর কি হইতে পারে? যেই ব্রহ্মতেজের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রও পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদিগের সহিত সোমপানে বাধ্য হইলেন। বৈদ্যগণ যেই বিধির অনুবলে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাহা সত্যবৃগের কথা। সত্যবৃগ হইতেই বৈদ্যগণ দেবতার জ্ঞান পূজিত হইয়া আসিতেছেন। তৎপর ত্রেতাযুগে মহর্ষি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইয়াও নবোদ্ভূত প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশিক বিশ্বামিত্রের সহিত কি না বিবাদ করিয়াছিলেন? কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রও সামান্ত পাত্র নন, সমস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে ও স্বয়ং বিশিষ্টের মুখ হইতে ব্রহ্মর্ষি সন্ধান ও অভ্যর্থনা পাইয়া তবে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহামতি বৈষ্ণব মুকুত ইহারই পুত্র। তৎপর ষাণ্ময়ে নারায়ণ বৈদ্যের সম্মান রক্ষার্থ অংশতঃ ধনুস্তর রূপে অবতারণা হইয়া বহুকষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু নারায়ণের কৃপায় বৈদ্য ধনুস্তরির পূজার ব্যবস্থা হইয়া রাহুল। যেই ব্রহ্মতেজোবলে যজনব্রাহ্মণ-গণ কালত্রয়ের সমস্ত তত্ত্ব মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ করিতেন। যেই ব্রহ্মতেজে প্রাণিগণ মুহূর্তে ভয়ে পরিণত হইত। যে ব্রহ্মতেজে অহল্যা পাবানী হইয়াছিলেন।

আজ সেই ব্রাহ্মণশক্তি কোথায় ? আজ সেই সাধনা, সেই সংযম, সেই অহিংসা, সেই আত্মপ্রাণ, সেই নিঃস্বার্থতা কোথায় ? যেই সত্যবাক্যের জন্ত দাসীপুত্র জীবালকে ব্রাহ্মণের অভ্যর্থিত কারিতে যজনব্রাহ্মণগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই, আজ তাঁহারা কোথায় ? কাণ্ডকুজ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণশক্তির বিষয় বৈদ্যপারচয় নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর তাঁহাদের পরবর্তী বংশধর মেধাওঁথ, কুরুক প্রভৃতির সংস্কারতাব ও শাস্ত্রার্থনাশের তথা অনেকেই অবগত আছেন।

কালর ব্রাহ্মণের কর্ণা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি সঙ্কুল ঢাকা ভাষাদি বৈদ্য প্রচারিত হইল। বৈদ্যব্রাহ্মণ অশ্রেয়, ধর্মশাসন হীন জগতে, বৈদ্যগণকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ঢাকা টোপনী বৈদ্য প্রচারিত হইল। তাঁহাদের মনোবল বৈদ্যব্রাহ্মণের জন্ম হইল। তাঁহারা ধর্ম ও স্মৃতির বিরুদ্ধে বহুচর্চনাবলী রচনা করিয়া মধ্যম পর্বত প্রস্তরজাত কলেবর কল্পিত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তদায় বংশধরগণ প্রাচীন স্মৃতির বিরুদ্ধে নৃত্যমঞ্চের রচনা করিয়া অস্ত্রময়কে প্রচারিত করিলেন। এইরূপ শত শত প্রাচীনাপনদের জন্ম হইবে বলিয়া মহাপ্রাণী বিভাগ ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, আমি প্রবন্ধক হইয়া আসি নাট। যদি আপনার সত্যিত বন্ধকতা, কপটতা ও অসত্য আচরণ করতে আসিয়া থাক, তবে যেন জন্মান্তরে আমি কালর ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বিলাস কালর ব্রাহ্মণ ইহা মহাপ্রাণের নিদান মনে করিয়া ছিলেন। এই কলিকালে কোন কোন যজনব্রাহ্মণগণও বিভিন্নণের উক্তি পূর্ণ স্বার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহা না হইলে যজনব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বয়ংস্বত্ব তাগের জন্ত অত্যাচার হইবেন কেন ? মট্‌কর্মের অনুশীলনকে নাচকর্ম বলিবেন কেন ? দাসত্বকর্ম গ্রহণের জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে ছুটছুটি করিবেনই বা কেন ? অস্ত্রাজ্ঞার অগ্রভোজন করিয়া ও তাঁহাদের দানাদি গ্রহণ করিয়া বিশ্বপূজা ব্রাহ্মণকুলে কালিন্দা লেপন করিবেন কেন ? মদা, লবণ, লৌহ, তুফ, জুতা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জাতান্তরে পরিণত হইবার কামনা জাগিবে কেন ? গ্রেছভাষা, অস্ত্রভাষা ও চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহের কামনা হইবেই বা কেন ? “বৎসাপংতেষু গচ্ছতি” জানিয়া তাহার আলোচনার ক্ষান্ত রহিলাম।

কলির ব্রাহ্মণকুলক ও মেধাতিথির জায় রঘুনন্দন, “নবাস্থতি” সঙ্কলন করিতে যাইয়া কিরূপ চতুরতা, এবং বিদ্রোহিতার অভিনয় করিয়াছেন, তাহা “বৈষ্ণবপরিচয়” নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। বঙ্গীয় ব্রাহ্ম-পণ্ডিতগণ যেই নবাস্থতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্যবহাদি প্রদান করিতেছেন। তাহা বঙ্গদেশ ব্যতীত সুবিশাল ভারতের অন্তর প্রচলিত হয় নাই। রঘুনন্দন কিরূপ বুজুককী করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকগণের অবগতির জন্ত তাঁহার সঙ্কলিত শুদ্ধিতত্ত্ব হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

রঘুনন্দনের বুজুককী :—রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন, “প্রাতিলোম জাণানাস্থ শৌচাশৌচং প্রকুব্বীরণ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ। ইত্যাদিতা বচনাৎ ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ “শনৈকেষু ক্রিয়ালোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গত্যা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শণেন চ” ॥ অতএব বিষ্ণু পুরাণম্—মহানন্দীস্বতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ধব অতিলুকো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়স্বকারী ভবিতা। তন্তঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভাবযাত্নাতি তেন মহানন্দাদি পর্যাস্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপা দৈশ্চান্যমপি তথৈব অশ্বষ্ঠাদিনা মপীতি জাতিপ্রসঙ্গাহতম্।

ইহার অর্থ হইল প্রাতিলোমজাত বর্ণসঙ্করদিগের অশৌচ শূদ্রবৎ হইবে। আদিতাপুরাণ মতে ইহাই ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়দিগের ও যে শূদ্র জন্মিয়াছে, ক্ষত্রিয় যে নাই, তাহা মনু বলিয়াছেন। যথা এই সকল ক্ষত্রিয়জাত ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। এহ হেতু বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে; মহানন্দীর শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র অতিলুক, মহাপদ্ম, নন্দ ও পরশুরামের জায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অশ্বকারী হইবে। বিষ্ণু-পুরাণের এই বচন হইতে জানা যায়, মহানন্দী পর্যাস্ত ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন। এইরূপ ক্রিয়ালোপ হেতু বৈষ্ণবদিগের ও অশ্বষ্ঠ প্রভৃতির শূদ্র জন্মিয়াছে। এই কথা কেবল জাতিপ্রসঙ্গ বশতঃ উক্ত হইল। রঘুনন্দন মনুর এই বচনদ্বারা যেই ব্যবস্থা দিলেন, এইক্ষণ দেখা যাউক সেই বচনে মনু কি বলিয়াছেন :—

শনৈকেষু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গত্যা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শণেন চ ॥ ৪৩

পৌণ্ড্রকাশোভ্রদ্রবিভাঃ কঙ্কজাঃ জবনাঃ শকাঃ।

পারদাপষবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খণাঃ ॥ ৪৪। ১০ অঃ

, পুণ্ড্র, ওড়্র; দ্রবিড়, কঙ্কোজ, জবন, শক, পারদ, তিব্বত, চীন, কিরাত্ত, দরদ ও ষশ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপ হেতু বৃহলজ (শূদ্র) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্য, অশ্বঠের নাম গন্ধও নাই। মমুর বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। যেই সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজ্যলাভার্থ পুণ্ড্র ওড়্রাদি দেশে যাইয়া বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উপরি উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ একত্রে করিতে হয়। প্রথম শ্লোকের লিখিত “ইমাঃ” “এই সকল” পরের শ্লোকের পুণ্ড্র, ওড়্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বুঝাইতেছে। রঘুনন্দন পরের শ্লোকটী বাদ দিয়া পূর্ব শ্লোকটী কেবল উদ্ধৃত করিয়া “ইমাঃ” “এই সকল” পৃথিবীর “ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়া” বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন, পৃথিবী ক্ষত্রিয়-হীনা হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণের অদর্শনে ও ক্রিয়ালোপে ক্ষত্রিয়জাতি নাই এই সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে কিস্তি হইবে, এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণজাতিও নাই। ব্রাহ্মণজাতি থাকিলে, ব্রাহ্মণের অদর্শন হয় কিরূপে? পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কোন না কোন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ দর্শন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের দর্শন ঘটিয়া থাকিলে, কোন না কোন ক্ষত্রিয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচারিত হইয়াছে যে, প্রায় চারিশত বৎসর হইবে। তাঁহার ব্যবস্থায় এখনও পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য হয় নাই। এখনও বহুপ্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশধর বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের পৌরহিত্য করাকে ব্রাহ্মণসন্তানগণ অত্যন্ত গৌরবের কার্য্য মনে করেন। বঙ্গের বাহিরে এখনও বহু হিন্দুরাজ্য অবস্থিত রহিয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজবংশধরগণ ইংরাজরাজার সহিত মিত্রতাসূত্রে আকঙ্ক থাকিয়া, তাহা শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। এই পরাধীনতার যুগে ও তাঁহারা ভারতের গৌরব কথকাংশে রক্ষা করিতেছেন। রঘুনন্দন কি তাহার তত্ত্ব জানিতেন না? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহা মমুর শ্লোকে নাই “এবং ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যনামপি, তথৈব অশ্বঠানামপীতি জাতিগ্রসদাঙ্ক বম্” এইরূপ ডাহামিথ্যার অবতারণা কি করিয়া করিলেন; তাহা সুদীপসমাজ বিচার করবেন।

রঘুনন্দন মনুজ ক্ষত্রিয়গণের স্থলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

অশ্বষ্টগণের অত্যাচার বলিয়া অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, তিনি স্বগ্রামের বাহিরে কখনও গান নাই এবং সমগ্র ভারতের জ্ঞান থাকা দূরের কথা, বঙ্গদেশের তত্ত্ব ও অবগত ছিলেন না। তদ্ব্যতীত কুলুক মেধাতিথি প্রভৃতি বৈদ্য বিদ্যেষ্ঠাগণের টীকা ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া তাঁহার ও বৈদ্যবিদ্যেষুদ্ধ প্রকৃতি হইয়া থাকিবে। এই বঙ্গদেশে তাঁহার স্মৃতি প্রামাণ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিলেও বঙ্গদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও অশ্বষ্টের বিলোপ হয় নাই। বর্দ্ধমানের রাজাকে বাদ দিলেও কুমিল্লা, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও বহু ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়াচারে বিদ্যমান আছেন। ময়মনসিংহের নৈত্রিকোনা সবডিবিশনে বহু বৈশ্যজাতি এখনও বৈশ্যাচারে বর্তমান রহিয়াছেন। তৎস্বরূপ কথা হইল অশ্বষ্ট সম্বন্ধে, বঙ্গীয়বৈদ্যগণের এক নাম অশ্বষ্ট। বঙ্গীয়বৈদ্য চিকিৎসা বৃত্তিক ছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা অশ্বষ্টদেশ হইতে আগত বলিয়াই হউক, তাঁহারা অশ্বষ্টব্রাহ্মণ বলিয়া বঙ্গীয়সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। মনু ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপন্নীর গর্ভজাত সন্তানগণকেও অশ্বষ্ট আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান চিকিৎসার ও নিদেয় করিয়াছেন। কুলুকাদি পণ্ডিতগণ ও রাজাগণেশাদি ব্রাহ্মণগণ মেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্যসন্তানগণের “অশ্বষ্ট” উপনাম দেখিয়া মনুক অশ্বষ্টজাতি বলিয়া তদ্রূপ ভ্রম করিয়া থাকিবেন, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ধনন্তরি, বৈশ্বানর, সালঙ্কারন, আদ্য প্রভৃতি বৈদ্যগণ যজ্ঞব্রাহ্মণের অঙ্গীত ছিলেন, তাঁহারা যদি ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপন্নীর গর্ভপ্রভব হইতেন, তাহা হইলে ধনন্তরি বৈশ্বানর প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ থাকিতেন এবং তাঁহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রখ্যাত না হইয়া অশ্বষ্টজাতি বলিয়াই পরিচিত হইতেন। তাঁহাদের দলিলদস্তাবেজে জাতিতে অশ্বষ্ট এইরূপ লিখা থাকিত। কিন্তু ধনন্তরি বৈশ্বানর প্রভৃতি বৈদ্যগণ সত্যযুগ হইতে ভুল্লোকে বিরাজ করিতেছেন, এবং বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বহু ব্রাহ্মণজাতি যে তাঁহাদের বংশধর তাহা হরিবংশ পাঠে জানা যায়। কুলুকাদি বৈদ্যবিদ্যেষু পণ্ডিতগণ বৈদ্যজাতিতে মনুক অশ্বষ্টজাত বলিয়া চালাইতে যাইয়া, যেই বৈশ্য বিদ্যেষুতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কল কল বিধায় হইয়াছে; তাহা তাঁহাদের বংশধরগণ প্রতিবৃদ্ধি অনুভব করিতেছেন। কুলুকাদি বৈশ্য রাজাগণের ভ্রম করিয়া থাকিলেও সত্যের অপলপ করেন নাই। তিনি তাঁহার

আদেশপত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন “সত্যত্রেতাযাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃশ্রুত্যা স্তপো
 ক্রানযুক্তাঃ বিবাসন্ত আসন্”। ইহা হইতে জানা যায় না কি? বৈদাগণ
 সত্যযুগে ও প্রাতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা পিতৃতুলা ও বিদ্বান ছিলেন। পূর্বে প্রাতি-
 পাদন করিয়াছি, ত্রেতাযুগে বর্ণপ্রতিষ্ঠা হইয়া অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত
 হইয়াছে। সুতরাং ধনুস্তরি বৈদ্বানর প্রভৃতি বৈদাগণ তাহার বহুপূর্ব হইতে
 ভুল্লোকে বৈদা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহা রাজা গণেশের আদেশ, হইতে ও
 জানা যায়। বৈদাজাতির চিকিৎসাবৃত্তির জন্ত অশ্বষ্ঠউপনাম হইয়া থাকিলেও
 বঙ্গবৈদ্যজাতিতে যজনব্রাহ্মণগণ রঘুনন্দনের ব্যবহার অনুবলে শূদ্র করিয়া
 রাখিতে পারেন নাই। এইক্ষণ ও বহু দাশপদবি ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরে
 বিরাজমান। তাঁহারা যজনব্রাহ্মণের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।
 বঙ্গদেশীয় বৈদাগণের মধ্যে রাজা গণেশের আদেশের পর তাঁহার শাসন
 দণ্ডেব ভয়ে বহুবৈদ্য বৈষ্ণাচার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে
 ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্য এখনও রহিয়াছেন। এই সমুদয়কারণে পতীত হয় যে এই
 বঙ্গদেশে যজনব্রাহ্মণগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বঙ্গবৈদ্যগণকে শূদ্রাচারী করিয়া
 রাখিতে পারেন নাই রঘুনন্দনের বুদ্ধির প্রভাব ও বিস্তার হইতে পারে নাই।
 ‘রঘুনন্দন’ কেবল ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব ও অশ্বষ্ঠ জাতিকে গুপ্ত হত্যা করার চেষ্টা করিয়া
 ছিলেন এমন নহে। যজনব্রাহ্মণজাতির গৌরব তদধিক ভাবে হেয়
 করিয়াছেন। দৈব পৈত্র কার্যাদিতে শরীর ধারী ব্রাহ্মণের পূজা না করিয়া
 দর্ভময় ব্রাহ্মণের পূজা করার ব্যবস্থা করাতে জানা যায়, জগৎপুত্র ব্রাহ্মণ এই
 বাঙ্গালাদেশে নাই। বিশেষতঃ প্রকারান্তরে অশ্বষ্ঠজাতির পূজারই ব্যবস্থা
 করিয়া গিয়াছেন। স্বন্দপুরাণাদিতে উল্লেখ আছে, মহর্ষিগালব, বৈষ্ণবকণ্ডা
 বীরভদ্রার সেবার সঙ্কট হইয়া, ‘কুশপুত্রলিকা প্রস্তুত’ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা
 পূর্বক বীরভদ্রার অঙ্কে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল, মহর্ষি
 অমৃত্যুচাৰ্য্য, তিনি অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণের অগ্রণী ছিলেন। তিনি চিকিৎসক ছিলেন।
 তাঁহার হিতাগণের গর্ভে শক্তি প্রভৃতি মহর্ষিগণের ঔরসে সেন, দাশ, ধর, কর,
 নন্দী, রক্ষিত প্রভৃতি বহু বেদবেদান্তিক বৈদ্য জন্মে। কুশারবট্টকে ব্রাহ্মণরূপে পূজা
 করার ব্যবস্থা হইতে প্রতীতি হয়। অশ্বষ্ঠ অমৃত্যুচাৰ্য্যেরই পূজার ব্যবস্থা করা
 হইয়াছে; অমৃত্যুচাৰ্য্যের জন্ম ভিন্ন কোন ব্রাহ্মণের জন্ম যে কুশপুত্রলিকায়
 হইয়াছে এইরূপ প্রশ্নে নাহি। কুশার ব্রাহ্মণ দর্শন করিলে; শাস্ত্রজ্ঞ

ইতিহাসজ্ঞ এমন ব্যক্তি কে আছেন, যাহার অন্তরে অশ্বষ্ঠের অগ্রণী অমৃতচারণের আখ্যানিকার বিষয় প্রাণে জাগিবে না? কেবল বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ দৈব ও পৈত্রিকর্মে কুশার ব্রাহ্মণকে অর্চনা করেন তাহা নহে, যজ্ঞন ব্রাহ্মণগণ ও কুশার ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া থাকেন। ইহা হইতে অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণ গণের সমধিক গৌরব আর কি হইতে পারে? যেই স্থলে যজ্ঞগুরু ও আচার্য্য গুরুর কার্য্য করার জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানগণ নিযুক্ত হইতেছেন! যেই স্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য গুরুকে “অথ ও যশ্লামাকার” রূপে ধ্যান করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেই স্থলে বৈশ্যকে বিষ্ণু রূপে পূজা করার বিধি আছে। বৈদ্যানাথরূপে বৈদ্যের যেই স্থলে অর্চনাদি কার্য্য হইতেছে। সেই স্থলে কুশাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে অর্চনা করার ব্যবস্থা যেমন অশ্বষ্ঠবিদেষিতার কার্য্য, তদ্রূপ ইদানীন্তন কালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই এইরূপ উক্তি ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবিদেষিতার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

চতুর্দশখৃষ্টাব্দে যেমন বঙ্গদেশে যজ্ঞনব্রাহ্মণ কুলে কালাপাহাড় জন্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর আরাধ্য দেবদেবীর ও মহামায়া শাস্ত্রীয় গ্ৰন্থরাজীর সর্কনাশ করিয়াছিল। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠ জাতির অধঃপতন ঘটাইবার জন্য এই বঙ্গদেশে ষোড়শ খৃষ্টাব্দে রঘুনন্দনের ও উত্তর হইয়াছিল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে রঘুনন্দন জগদ্ধরণ্য বৈদ্যজাতির বিরুদ্ধে লিখনী ধারণ করিতে সাহস করেন নাই। তাহার সঙ্কলিত কোন গ্রন্থে বৈদ্য শব্দের উল্লেখ নাই। তবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণকে মনুজ্ঞ অশ্বষ্ঠজাতির বংশধর মনে করিয়া নানাবিধ অত্যাচারে কত বিক্ষত করিতে কোন অংশে কসুর করেন নাই। কুলুক, মেধা তিথির টীকা ভাষ্যাদির অমূল্য এবং রঘুনন্দনের নব্যস্বত্বের সাহায্যে বঙ্গীয় বৈদ্য-সন্তানগণকে বৈশ্য ও শূদ্রাচার্য্য করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা এখনও সমাজে অবিরাম চলিতেছে। হয়তঃ যজ্ঞনব্রাহ্মণগণ মনে করিয়াছিলেন, রঘুনন্দনের স্থিতি বৈদ্য-সন্তানগণের নয়নগোচর হইবে না, তাহাদের মধ্যে নিবন্ধ থাকিবে; বদ্বচ্ছা ক্রমে বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিকে শূদ্র ভাবাপন্ন করিয়া রাখিতে পারিবেন। ফলতঃ তাই ঘটিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তাহাদেরই করায়ত্ত ছিল। ঋষিকল্প মহাপণ্ডিত গঙ্গাধর সর্কপ্রথম রঘুনন্দনের স্মৃতির দোষ প্রদর্শন করেন। তিনি নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া “অন্ধের চক্ষুদান” নামক গ্রন্থসঙ্কলন করতঃ

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির বর্ণবিমর্শন করেন। তৎপর কৃতবিদ্যা বৈদ্যসম্মানগণ বহুগ্রহ প্রচার করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি যে দেবতার ও 'মূখ্যব্রাহ্মণের সম্মান ভাঙ্গা প্রতিপাদ করেন। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণের বৈষ্ণাপন্থীর গর্ভজাতসম্মান নহেন, তাহার প্রমাণ কি? তদন্তরে বলা যায়, ব্রাহ্মণের বৈষ্ণাপন্থীর গর্ভজাতসম্মানগণের নাম যে সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী প্রভৃতি ছিল; এইরূপ প্রমাণ শাস্ত্রীয় কোন গ্রন্থে নাই। কেনি বৈষ্ণকন্তার গর্ভে, কোন্ ব্রাহ্মণের ঔরসে কোন্ অশ্বঠের জন্ম হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন আছে কি? ব্রাহ্মণের অমূল্য ক্রিয়া পরীক্ষিত, মূর্ত্তাবিস্তৃত, বৈষ্ণাপন্থীতে অশ্বঠ ও শূদ্রাপন্থীতে, পারশবব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে শাস্ত্রাদি পাঠে জানা যায়। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় সমাজে অনুসন্ধান করিলে মূর্ত্তাবিস্তৃতব্রাহ্মণ, অশ্বঠব্রাহ্মণ ও পারশবব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পৃথক দৃষ্ট হয় না। তাহার, সকলেই বজনব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ মিশ্রব্রাহ্মণ নামে, কেহ শাকদ্বীপীব্রাহ্মণ নামে, কেহ ঘোবে, ত্রিবেদী, চৌবে নামাকরণে ব্রাহ্মণসমাজে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। চতুর্জাতীয়ব্রাহ্মণ এইরূপে একজাতীয় ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইয়াছেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে মিশ্রব্রাহ্মণ নহেন, তাহা তাঁহাদের পদবি, আচার, কার্য, শিক্ষা ও প্রতিভা দৃষ্টে জানা যায়। যদি তাঁহারা ব্রাহ্মণের বৈষ্ণাপন্থীর গর্ভ প্রভব অশ্বঠ (মিশ্রব্রাহ্মণ) হইতেন, তাহা হইলে মিশ্রব্রাহ্মণের সহিত বৌদ্বৈদ্য 'স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যগণ সমাজচ্যুত হইতেন না। যদি বঙ্গীয় বৈদ্যগণ চিকিৎসাবৃত্তিক উপাধিগত অশ্বঠ না হইয়া অশ্বঠজাতি হইতেন, তাহা হইলে, বৈদ্যোত্তর জাতির মধ্যে "অশ্বঠ" সংজ্ঞা দৃষ্ট হইত না। বৈদ্যজাতির চিকিৎসাবৃত্তিক অশ্বঠ উপাধি ছিল বিধায়, চিকিৎসক মাত্রকেই 'একসময় অশ্বঠ বলা হইত, তাঁহার নিদর্শন মাদ্রাজের নাপিতগণকেও অশ্বঠন বলে এবং বেহারাদিতে কায়স্থসমাজের মধ্যেও কোন কোন স্থলে অশ্বঠের সম্মান পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসাবৃত্তি হইতেই বৈদ্যোত্তর জাতির মধ্যে অশ্বঠ উপাধি হওয়ার কারণ বলিতে হইবে। তাহার বৈদ্য জাতির ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনভিজ্ঞ, তাঁহারাই বৈদ্যসম্মানগণকে মনুজ্ঞ অশ্বঠজাতিতে অবনমিত করিতে চাহেন। বৈদ্য এবং অশ্বঠ জন্মগত ভাবে এক বে নহেন, তাহা "বৈদ্যপরিচয়" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে জন্মগত অশ্বঠ বলিয়া যদি সকলের ধারণা হইত, তাহা হইলে এই বঙ্গীয়সমাজে

কেহ ব্রাহ্মণাচারী, কেহ বৈষ্ণবাচারী, আবার কেহ কেহ শূদ্রাচারী হইয়া থাকিতেন না। রঘুন্দের বৃক্ষকীর্ত্তন শুভাব যে বঙ্গদেশে ও বিস্তার হয় নাই, তাহা বঙ্গীয় অগ্ৰজাত্য বৈদ্যাস্তানগণের আচার বৈষম্যই প্রমাণ। তবে এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ; এই জগৎধরেণ্য বৈদ্যাজাতির আচারগত বৈষম্য হওয়ার এবং পূর্বে ও উত্তর বঙ্গীয় বৈদ্যাস্তানগণ সংস্কারভ্রষ্ট হওয়ার কারণ কি ? তদন্তরে বল্য গায়, মহারাজবল্লাল ও যুবরাজলক্ষণ সেনের বিবাদ ও রাজাগণেশের আদেশই বঙ্গীয় বৈদ্যগণের উপবীত ও আচার বিভ্রাট ঘটিবার কারণ।

বঙ্গীয় বৈদ্যাস্তানগণের উপবীত ও আচার বিভ্রাট :—বঙ্গীয় বৈদ্যাস্তানগণের উপবীত বিভ্রাট স্বতন্ত্র বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রসঙ্গত শ্রী কৃষ্ণচর্য্যায় সাহিত্য লিখিয়াছেন :—পূর্বে বৈদ্য ও বৈষ্ণবজাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। বৈদ্যগণ রাজপদ প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবজাতির ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং বৈদ্যরাজগণও বৈষ্ণবজাতিকে অপদস্থ ও হীন করিবার ইচ্ছুক ছিলেন। মহারাজবল্লালের সময়, কুন্দন আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণের স্বর্ণময়াদেহ মণিদত্ত নামক বৈষ্ণবের নিকট গাচ্ছত ছিল। মণিদত্ত স্বর্ণলোভে সেই স্বর্ণময়াদেহ আত্মসাৎ করেন। কুন্দন আচার্য্য রাজসদনে অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে, মহারাজবল্লাল মণিদত্তকে অপরাধী সিদ্ধান্ত করেন। মণিদত্তের মাতুল তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের নেতা, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী বল্লভানন্দশেঠ, বিচারকালে বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং দেশের সমস্ত বর্ণিকসম্প্রদায় বল্লভানন্দের অমুগত হইয়া তাহার সহায়তা করিয়াছিল। সেই ক্ষণে বল্লালসেন ক্রোধ পরবশ হইয়া একশ্রেণীর বণিকদগকে সমাজে পতিত বলিয়া রাজাজ্ঞা প্রচারিত করেন। তদবধি বঙ্গীয় (এক শ্রেণীর বৈষ্ণব হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অবনমিত হয়। বল্লালের আদেশে বৈষ্ণবগণ সমাজে নিগৃহীত ও সমাজচ্যুত হইল। বালয়া বল্লভানন্দশেঠের কন্যা বৈদ্যাজাতির গৌরব ধ্বংস করিবার মানসে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। বল্লভানন্দশেঠের কন্যা পদ্মিনী বল্লালকে প্রতিকূল দিবার জন্ত ছদ্মবেশে বল্লালের প্রমোদকাননে প্রবেশ করিলে, সম্রাট মত্ততাবস্থায় তাহাকে বকুলবৃক্ষের ছায়ায় দেখিতে পাইলেন। পদ্মিনীকে পরমাসুন্দরী যুবতী দেখিয়া এবং তাহার হাবভাব কুটিলকটাক্ষে বিমোহিত হইয়া, বল্লাল তাহাকে উপপন্ন করিলেন। সুন্দরী নিজ পরিচয় না দিয়া কেবল মাত্র কাহিল, আমি ব্রাহ্মণী নহি। সম্রাট অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মিনীর বশীভূত হইলেন।

তিনি তাহার উচ্চিষ্ট সুরাপান করিলেন, তাহার বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাপূজা ত্যাগ করিলেন এবং বীর উপগীত পদ্মিনীর চরণে সমর্পণ করিলেন। তখন পদ্মিনী আপনাকে হড্ডিকা বলিয়া পরিচয় দিল। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, পদ্মিনী মহারাজকে বলিয়াছিল, আমি ব্রাহ্মণী নহি। বলাল ব্রাহ্মণ না হইলে, পদ্মিনী কখনও সুরাপানোন্মত্ত বলালকে আমি ব্রাহ্মণী নহি, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। বলালেরও সন্ধ্যা পূজা ত্যাগের কথা উঠিত না। বলাল ব্রাহ্মণ না হইলে, বৈশ্বকস্তার সংযোগে জাতিনাশের তরঙ্গ উড়ব হইত না। অপরিণীতা বৈশ্বকস্তা পদ্মিনী, পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপযাচিকা হইয়া বলালের প্রমোদকাননে উপস্থিত হইত না। মহারাজ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্ববর্ণের হইলে, পদ্মিনী আমি “ব্রাহ্মণী” নহি না বলিয়া আমি ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্বা নহি এইরূপই বলিত। বঙ্গীয় বৈদ্যাগণ বৈশ্ববর্ণের অন্তর্গত হইলে, যুবরাজ লক্ষ্মণের প্রকোপে পাড়িয়া বলালসংসর্গী বৈদ্যাগণ ধন্ত বিধ্বস্ত হইতেন না। দুর্গাবরসাম্রাজ্য সত্যের অপলাপ করেন নাই।

যুবরাজ লক্ষ্মণ চরিত্রবান ছিলেন, তিনি নিফলক পিতার অপবাদ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে সংপথে আনিয়নের জন্য বথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তৎ সময়ে পিতা পুত্রের মধ্যে যেই পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা এই :—

লক্ষ্মণ—

শৈভ্যং নাম গুণস্তবৈব সচক্ষুঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিংক্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি ততঃ স্পর্শেন যন্তাপরে।
কিং বাস্তং কথয়ামিতে স্তুতিপদং স্বং জীবনং দেহিনাং
স্বং চেন্নীচপপেন গচ্ছসি পরঃ কথ্যং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ ॥

বলাল—

তাপোনাপগত ক্ৰোধা নচক্ৰোধা ধোতানধূলীতনোঃ
স্বচ্ছন্দমকারি কন্দ কবলঃ কা নাম কেলীকথা।
দুরোৎকৃষ্ট ক্রেণ হস্তকরিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারকো মধুপৈরকারণমহো বকারকোলাহলঃ ॥

লক্ষ্মণ—

পরীবাদস্তথো ভবতি বিতথ্যং বাপি মছতাং
অতথ্যস্তথো বা হস্ততি মহিমানং জনরবঃ।

তুলোত্তীর্ণস্তাপি প্রকরনিরভাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কত্যাঃ গতবতঃ ॥

বল্লাল—

সুধাংশোজাতৈরং কথমপি কলঙ্কস্ত কণিকা
বিধাতু দৌষোহয়ং ন চ গুণনিধে স্তস্য কিমপি ।
স কিং নাভ্যেঃ পুত্রো ন কিম্ব হরচূড়ার্চন মণিঃ
ন বা হস্তি ধ্বাস্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি ॥

উপরি উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়, পিতা ও পুত্রের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।
তৎকালে সংস্কৃত চর্চা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবজাতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। -এই সব
শ্লোকের রচনা চাতুর্য্যো ও জানা যায়, তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ভিন্ন
সংস্কৃতের অনুশীলন অপর কোন জাতির ছিল না যে, তাহা অস্বীকার করার
উপায় নাই। বল্লাল ও লক্ষণের মধ্যে, যেই পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল।
তাহা বহুপ্রাচীন গ্রন্থ ঢাকুরেও উল্লেখ হইয়াছে। যথা :—

জলের দৃষ্টান্তে কহে রাজাকে বচন ।
পরম পবিত্র হয়ে নৌচেতে গমন ॥

বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় পণ্ডিত রামজীবন লিখিয়াছেন :—

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণসেন জান ।
পিতা পুত্র জন্মে ছিল বিরোধ কারণ ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল ।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল ॥
পিতা পুত্রে বিসম্বাদ উচিত না হয় ।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয় ॥
দেশত্যাগ যুক্তি মাত্র উপায় কেবল ।
তাহা ভিন্ন অন্য যেবা সবই নিফল ॥
এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি সে গেল ।
পুঙ্খমত ব্যবহার সে দেশে করিল ॥
কিছুদিন এই তাবে থাকে হইজন ।
পশ্চাতে উঠিল এক অন্তত লক্ষণ ॥

লক্ষণ বলিল বৈষ্ণব ডাক দিয়া সবে।

ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে ॥

লক্ষণ আজ্ঞাতে বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।

সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল ॥

উপরি উক্ত বচনাবলী হইতে জানা যায়, বঙ্গীয় সেন রাজগণের ও দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্যগণের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল বলিয়া অষ্ট টপনাম হইয়াছিল। তাহারা বৈষ্ণবজাতি না হইয়া অন্যগত অষ্টজাতি হইলে, বৈষ্ণব শব্দ ব্যবহার না হইয়া অষ্ট শব্দই ব্যবহৃত হইত। গ্রন্থকারগণ বৈদ্য শব্দ ব্যবহার করিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন; বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব পক্ষীয় গর্ভপ্রভব অষ্টজাতি নহেন।

মহারাজলক্ষণের প্রকোপে পড়িয়া যেমন বঙ্গালীধাক বৈদ্যগণ, পৈতা ভাগ করিয়া শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কায়স্থগণের বড়বয়ে পড়িয়া প্রায় লক্ষণীধাক বৈদ্যগণ বৈষ্ণবাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির জাতীয়তা নানের মূল বঙ্গাল। বঙ্গাল যদি পশ্চিমীর প্রেমে না মজিতেন, তাহাহইলে কখনও লক্ষণের আকাশে পড়িয়া বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যজাতি শূদ্রাচারী হইতেন না। বঙ্গাল যদি বঙ্গীয় কায়স্থগণকে অতিক্রম করিয়া কান্তকুজাগত শূদ্রগণকে কোলীজ প্রদান না করিতেন; তাহা হইলে বঙ্গীয় কায়স্থগণ কখনও বৈদ্যজাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইতেন না। বঙ্গাল যদি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করিয়া কান্তকুজাগত ব্রাহ্মণগণকে কোলীজে অভিষিক্ত না করিতেন; তাহা হইলে মহা গরিবসী বৈদ্যজাতিকে বৈষ্ণবশ্রেণীতে অবনমিত করার কামনা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের প্রাণে জাগরিত হইত না। বঙ্গাল যদি প্রাচীন কালীয় সমাজসৌধকে ভগ্ন করিয়া নূতন ভাবে কুলাকুল নির্মাণ না করিতেন; তাহা হইলে বৈদ্যজাতির সংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষের ও অধিক হইত। বঙ্গাল যদি ব্রাহ্মণজাতির সম্মান রক্ষার্থে বঙ্গভান্ডারশেঠকে নিগৃহীত না করিতেন; তাহা হইলে পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, পশ্চিমী কখনও এইরূপ ভায়া ও ধর্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত না। পশ্চিমী বৈষ্ণবজাতিকে অপদত্ত করার চেষ্টা না করিলে, জগদ্বৈষ্ণব বৈদ্যজাতির বংশধরগণ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেন না। বঙ্গাল যাহাদিগকে কোলীজ প্রদান করিয়া সমাজের দীর্ঘস্থানে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বংশধরগণ বৈদ্যজাতির প্রভাব, প্রতিপত্তি, শৌৰ্য্য, বীৰ্য্য দেখিয়া বৈদ্যরাজ্যের রূত উপকার; হিংসানলে আহুতি প্রদান পূৰ্ব্বক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈষ্ণবজাতির যড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। যেই বঙ্গাল ব্রাহ্মণকুলনাচাণ্যের স্বর্ণধেতুর মোকদ্দমা, বৈষ্ণব মণিদত্তের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়া ব্রাহ্মণজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, যেই বঙ্গাল ব্রাহ্মণের অতীত বৈদ্যজাতির বংশধর হইয়াও ব্রাহ্মণের প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বঙ্গালের বংশধরগণকে হের করিয়া আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণগণ যেই ভাবের মিথ্যা এক আবেদন পত্র রাজাগণেশের নিকট পেশ করিয়াছিলেন, তাহা কলির কালমাহাত্ম্যেই ঘটয়াছিল। তোমাকে কোটি কোটি প্রণিপাত করিতেছি। কলিকাল! তোমার প্রকৃত মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণজাতিদ্বারা প্রকটিত করিয়াছিলে! ধন্য তোমাকে! ধন্য তোমার মহিমাকে!!

ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্র :—১৪১৫ খৃষ্টাব্দে যজনব্রাহ্মণ রাজাগণেশ দিনাজপুরের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সমগ্রবঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলে পর, বৈষ্ণব ও কায়স্থগণের সাহচর্য্যে রাজসদনে যজনব্রাহ্মণগণ যেই আবেদনপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদবেদাঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্রনবীতয়া যজনাদি ষট্‌কন্মস্থ চৈবাং অধিকার্য্য ঋত্বিক্তি। চতুর্বেদোক্ত ক্রিয়ানু পুণ্যতমা চিকিৎসা এতেবাং বৃত্তিঃ ষ ষট্‌কন্ম। যজ্ঞকং অধ্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতমিতি। যচ্চ বিহিতানাং কত্রিঃ বৈষ্ণব শূদ্রজাতীনাং কন্ত্যায়ং জাতঃ পুত্রঃ পিতৃবৎ জননমরণাশৌচ মাচরেয়ু। যথোক্তং কত্রিবিট্‌শূদ্রজাতীনাং যে শ্বেষে মৃতশূতকে। তেষাস্ত পৈত্রিকং শ্মেচং বিভক্তানাঞ্চ মাতৃকমিতি। তদপি অধুনা ন সমীচীনঃ যতঃ এতে পিতৃসংসর্গ ত্যাগিনঃ আচারব্রহ্মশাস্ত্রভবন্ মাতৃকুলাশৌচভাগিনঃ ষট্‌কন্ম সন্ত্যজ্য চিকিৎসাবৃত্ত্যেব জীবিব্যক্তি, তথা পোষাবর্গ পরিপোষণায় অথ বৈষ্ণববৃত্তিঃ করিব্যক্তি। ইতি আবেদনপত্রম্।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিয়া বেদ বেদাঙ্গাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করায় যজনাদি ষট্‌কন্মে ইহাদিগের অধিকার আছে। চতুর্বেদোক্ত ক্রিয়ার মধ্যে পুণ্যতমা চিকিৎসা ইহাদিগের প্রধানতত্ত্ববাস্ত এবং সেই ষট্‌কন্মও অত্যন্তম বৃত্তি। যে হেতু উক্ত হইয়াছে, অধ্বাদিগের চিকিৎসাই বৃত্তি। যে হেতু কত্রিঃ,

বৈশ্ব ও শূরজাতীয়া কল্পাতে উৎপন্ন পুত্র, পিতার জ্ঞান জনন ও মরণশৌচ গ্রহণ করিবেন। যথা উক্ত হইয়াছে, কজির, বৈশ্ব ও শূরগণের মধ্যে আর স্বীয় জনন ও মরণশৌচে, তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃ সম্বন্ধীয় অশৌচ গ্রহণ কারবেন, মাতৃ সম্বন্ধীয় অশৌচ গ্রহণ করিবেন না। তাহা এখন আর যুক্তি-যুক্ত নহে। যে হেতু ইহারা পিতৃ সংসর্গতাপী ও আচারভ্রষ্ট হইরাছেন, সেই হেতু ইহারা মাতৃকুল বিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবেন এবং যজ্ঞাদি যটু-কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল চিকিৎসাবৃত্তিয়ার জীবনযাপন করিবেন ও পোষ্যবর্গ পরিপোষণের জন্য বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ইহাই আবেদন-পত্র। এই আবেদনপত্রের উত্তরে রাজা গণেশ আদেশ করিলেন :—

রাজাগণেশের আদেশ পত্র :—

সত্যাত্মেতাষাপরেষু বৈদ্যঃ পিতৃশ্রুত্যা স্তপোজ্ঞানযুক্তঃ বিদ্যাংসম্ভ-
আসন্ন। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনাঃ আচারভ্রষ্টাশ্চাভবন্। অতঃ শ্রীমদ্রাজাজাধি-
রাজগণেশচক্র নৃপতে রত্নজয় বিপ্রাণ্ডমরুরোধাৎ অদ্য প্রভৃতি অথবা বৈশ্বাচার্য্যে-
ভবিষ্যতি, মূল্য ব্রাহ্মণাঃ অর্ঘ্যৈঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরয়ুঃ। যে চ ব্রাহ্মণাঃ
অমোক্তিঃ সহ ভোজনাদিকং করিষ্যতি তে পতিতা ভবিষ্যতি। ইতি আদেশপত্রম্।
কোলক্রকৃ ক্রচাল অব বেঙ্গল।

সত্যাত্মেতাষাপরেষু বৈদ্যগণ ভগ্নঃ প্রত্যাব সম্পন্ন এবং বিদ্যাবন্ত
অর্থাৎ দেবতা ছিলেন। অধুনা ইহারা প্রত্যাব রহিত ও সন্যাসভ্রষ্ট হইরাছেন।
এই হেতু ব্রাহ্মণগণের অরুরোধে শ্রীমদ্রাজাজাধিরাজ গণেশচক্র নৃপতির
আদেশক্রমে অদ্যাবধি অর্ঘ্যগণ বৈশ্বাচার্য্যী হইবেন। মূল ব্রাহ্মণগণ অর্ঘ্য-
গণের সহিত আর ভোজনাদি করিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ
ইহাদের সহিত আহারাদি করিবেন, তাঁহারা পতিত হইবেন। ইহাই হইল
আদেশ।

বৈদ্যজাতির সহিত ব্রাহ্মণজাতির অঙ্গাঙ্গী ভাব :—এই আবেদন
পত্র ও আদেশপত্র পাঠে জানা যায়, পনরশত বৃষ্টাব্দেও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ-
গণের সহিত আহার, বিহার, আচার, ব্যবহার ও বৌদ্বৈশ্বিক অঙ্গাঙ্গী ভাবে
সম্মিলিত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, বৈদ্যগণ এক সময়ে ব্রাহ্মণগণ হইতে
শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিয়া বেদ বেদাঙ্গাদি সমগ্র ধর্মশাস্ত্র

অধারন পূর্বক যজ্ঞাদি ঘটকর্মে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার উপনীত হইয়া আয়ুর্কেন্দ অধারন করতঃ চতুর্কেন্দোক্ত পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই আবেদনপত্রে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন “যজ্ঞাদি ঘটকর্মস্থ চৈবাং অধিকারা স্তিষ্ঠান্তি। চতুর্কেন্দোক্ত ক্রিয়াম্ পুণ্যতমাচিকিৎসা এতেবাং বৃত্তিঃ ॥ সমস্তবৃত্তির মধ্যে চিকিৎসা সর্বশ্রেষ্ঠা বৃত্তি না হইলে, কখনও পুণ্যতমাবৃত্তি লিখিতেন না। চিকিৎসাবৃত্তিতে ব্রাহ্মণগণের অধিকার থাকিলে কখনও “এতেবাং বৃত্তিঃ” ইহাদিগের অর্থাৎ বৈদ্যাগণের বৃত্তি এইরূপ উক্তি করিতেন না। তৎপর তাঁহারা চতুরতা করিয়া লিখিলেন, “অষষ্ঠক চিকিৎসিতম্” যদি অষষ্ঠ না লিখিয়া বৈদ্যা লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও “পিতৃবৎ জননমরণাশৌচমাচরেয়ুঃ” এইরূপ উক্তি করিতে পারিতেন না এবং “বিভক্তানাঞ্চ মাতৃকম্” লিখিয়া মাতৃজাতীয়া আচার ও অশৌচাদি গ্রহণ করাইবার জন্ত প্রার্থনা জানাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের আবেদনপত্রের উদ্দেশ্য এবং রচনাকৌশলের প্রাপ্তি নির্বর্তিচক্ষে দেখিলে জানা যায়, তাঁহারা বৈদ্যসম্ভানগণকে নিগৃহীত করিতে যেই আবেদন পত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে মিথ্যার অবতারণা করিতে পারেন নাই। যজ্ঞাদি ঘটকর্মে যে বৈদ্যাগণের অধিকার ছিল, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সেষ্ট পুণ্যতমাবৃত্তিই যে তাঁহাদের প্রধানতম বৃত্তি, ঘটকর্ম যে গৌণবৃত্তি অর্থাৎ আপদকালীয়বৃত্তিছিল, এই বৃত্তির নির্দেশ হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায়, বৈদ্যাগণ দেব প্রভব ছিলেন, ব্রাহ্মণগণের অতীতজাতি ছিলেন।

তৎপর যখন বৈদ্যসম্ভানগণ পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপদকালীয় যজ্ঞাদি বৃত্তির অনুশীলন করিয়া ব্রাহ্মণজাতির সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণজাতি রূপে পরিণত হইলেন, ব্রাহ্মণজাতির সহিত আহার, বিহার ও যৌন সম্বন্ধাদি করিলেন, তখন সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ-বৈদ্য-সম্ভানগণের কর্মগত উপাধি যে অষষ্ঠ ছিল, তাহা গোপন করিয়া জন্মগত অষষ্ঠজাতি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেন। তাই তাঁহাদের আবেদনপত্রে “কত্রিরৈবশূদ্রজাতীনাং কস্তায়াং জাতঃ পুত্রঃ পিতৃবৎ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কত্রিয়া, বৈজ্ঞা ও শূদ্রজাতীয়া কস্তাতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ সদৃশ বলিয়া লিখিয়াছেন। এইখানেও সাবধানতা লইতে পারেন নাই। কস্তা লিখিতে তাহা উচিৎ কি অনুচিৎ কিছুই জানা যায় না। ইহা মিথ্যার

আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা কিনা, তাই অগ্রপঞ্চাৎ সামঞ্জস্য রাখা করিয়া
 আবেদনপত্র লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজাগণেশ ব্রাহ্মণ হইলেও
 ব্রাহ্মণদে অতিবিক্ত ছিলেন; তখনকার সময়ে বিচারাসনকে ধর্ম্মাসন বলা
 হইত। বর্ত্তমানে বিচারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকিলেও বিচারালয়ে
 ধর্ম্মাধিকরণ বলা হয়। তাই রাজাগণেশ সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ
 করিতে পারেন নাই, আদেশে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন “সত্য জ্ঞেতা
 ষাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃভৃত্যোঃ স্তপোজ্ঞানবৃদ্ধা বিদ্যাঃসন্চ আর্সন্”। এইখানে তিনি অশ্বঠ
 না বলিয়া বৈদ্যই বাধ্যাছেন এবং সত্য জ্ঞেতা ষাপরযুগেও বৈদ্যগণ
 পিতৃব্রূপ ছিলেন, তপঃ জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্ ছিলেন; বিদ্বান্ বলিলে যে বৈদ্যা-
 জাতিকে অববোধ করে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেই জাতি-
 বিভাগের পূর্বে অর্থাৎ সত্যযুগে পিতৃভৃত্য ও বিদ্বান্ ছিলেন, সেই জাতি
 কোন বর্ণের ছিলেন? তাহা সুখিসমাজ বিচার করিবেম। যদি রাজাগণেশ বৈদ্যা-
 গণকে অন্তর্গত অশ্বঠ বলিয়া জ্ঞানিতেন, তাহা হইলে আদেশপত্রে “সত্য
 জ্ঞেতা ষাপরেষু বৈদ্যাঃ পিতৃভৃত্যোঃ” এইরূপ লিখিতেন না। তৎপর যে অশ্বঠ
 পদ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বৈদ্যজাতির সম্মানসূচক উপাধি জ্ঞানেই লিখিয়াছেন
 গণেশের রাজত্ব কালে অর্থাৎ পাঁচশতবৎসর পূর্বেও যে বজীর বৈদ্যগণ মূল
 ব্রাহ্মণগণের সহিত অঙ্গদ্বীপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শৌচাশৌচের
 কোন ব্যতিক্রম ছিল না, এবং বৌদ্র সম্বন্ধাদির কোন বাধা ছিল না,
 তাহা “মূলাঃ ব্রাহ্মণাঃ” বলাতে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইতেছে। নতুং মূলাঃ ব্রাহ্মণাঃ
 অশ্বঠেঃ সহ ভোজনাদিকং নাচরেষুঃ” এইরূপ পাঠ লিখার কোন আবশ্যকতা
 থাকে না। ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে যে রাজাগণেশ ভায়, ধর্ম্ম ও দানবিরুদ্ধ
 কার্য করিয়াছেন, তাহা “বিপ্রাণামনুরোধাৎ” এই বাক্য হইতে স্পষ্টরূপে জানা
 যায়। ব্রাহ্মণগণের আবেদন ভায়সম্বন্ধ মনে করিলে, কখনও “বিপ্রাণামনু-
 রোধাৎ” পাঠ লিখিতেন না। লক্ষ্যের একোপে পড়িয়া যেমন শত সহস্র
 বৈদ্য শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তরূপ ব্রাহ্মণজাতির একোপে
 পড়িয়া শত সহস্র বৈদ্য বৈদ্যচারী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার কলে
 সহস্র সহস্র বৈদ্যসন্তান ব্রাহ্মণজাতির অঙ্গপুষ্ট করিয়া বিশাল ব্রাহ্মণ-
 জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির সহিত যেই সমস্ত বৈদ্যসন্তান-
 গণের মিল সম্বন্ধাদি ছিল, তাহার নিজের জাতীয়গৌরব ভুলিয়া নিজকে

ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। সুদূরদূরী
ব্রাহ্মণগণ জনহুয়েণ্য বৈদ্যাসম্মানগণকে তাঁহাদের সমাজে ভুক্ত করিয়া
তাঁহারা গৌরবমণ্ডিত হইলেন এবং সমাজশৌৰ্য্যকে সুদৃঢ় করিয়া গইলেন।
তাই বঙ্গদেশের কয়েক সহস্র ব্রাহ্মণ চইতে ৫১৬ শত বৎসরের মধ্যে ত্রয়োদশ
লাক্ষেরও অধিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইতেছে। মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি
এই বঙ্গদেশে সপ্তবিধ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিকে চই
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বনবাসী কলম্বাহারী,
অপর শ্রেণী গৃহবাসী বৈদ্য বলিয়া লিখিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের ভারত-
ভ্রমণ কালেও যে বৈদ্যগণ বঙ্গীয়সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হইতেন;
তাহা অবিখ্যাস করিতে পারেন কি? আর যেই সমস্ত বৈদ্য, লক্ষণের প্রকোপে
পড়িয়া শূদ্রাচারী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কুলীন বৈদ্যগণের অত্যাচারে
বঙ্গীর কারহজাতির দেহ পুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকেও বিদ্বান্ জাতি করিয়া তুলিয়া-
ছেন, তাই আজ কারহের সংখ্যা দ্বাদশলক্ষেরও অধিক দেখিতেছি। নতু
বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির সংখ্যা অল্পতঃ পক্ষে পঞ্চদশলক্ষ দৃষ্ট হইত। চই রাজ
শক্তির দাপটে পড়িয়া যে, বৈদ্যজাতির সংখ্যা অসম্ভাবিত রূপে কমিয়া
গিয়াছে, তাহা মহামণীবিগ্ণ যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাহান্ খিত্তারিত
ইতিবৃত্ত “বৈদ্যপরিচয়ে” অধ্যাহার করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্রে
যে চিকিৎসাবৃত্তিকে পুণাতুয়া বলা হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ তাহা
প্রথমতঃ দেবগণের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দক্ষ, ইন্দ্র,
অশ্বিনীকুমার, দিবোদাস প্রভৃতি দেবতাগণের বৈষ্ণবসংজ্ঞা ছিল, তাহা জরাপহরণ
মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যায়।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে বৈদ্যবৃত্তির প্রোষ্ঠতা :—মহু বলেন :—

“ইদন্ত বৃত্তিবৈকল্যাত্যক্তো ধর্ম্মনৈপুণম্।

ষিট্‌পণ্যমুচ্ছৃতোদ্ধারং বিক্রমং বিত্তবর্জনম্ ॥ ৮৫।১০ অঃ

ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়ার নিজ নিজ বৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার
খ্যাখ্যাত হইলে, নিবিদ্ধবস্ত পরিবর্জন পূর্বক বৈষ্ণব বিক্রেতব্য বস্ত বিক্রয়
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন।

“জীবেন্নেভেন রাজন্তঃ সর্কেণাপানয়ং গতঃ।

ন চেবং জায়সীং বৃত্তিমতিমন্তেত কহিচিৎ ॥ ৯৫।১০ অঃ

ব্রাহ্মণগণের আপদকালে যেইরূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিয় বিপন্ন হইলেও তদনুরূপ জীবিকা নির্বাহ করিবেন, কিন্তু কখনও ব্রাহ্মণের বৃত্তি যাজ্ঞন অধ্যাপন, ও প্রতিগ্রহ অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেহুৎকৃষ্টকশ্যভিঃ।

তং রাজা নির্ধনং কৃতা ক্ষিপ্ৰমেব প্রবাসয়েৎ ॥ ৯৬।১০ অঃ

যদি কোন অধমজাতীয়লোক উৎকৃষ্টজাতীয়লোকের বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে, তাহা হইলে তাহার সর্বস্ব গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশে হইতে নির্বাসিত করা রাজার কৰ্ত্তব্য। ভগবান্ মহু ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্বাহের প্রণালী নির্দেশে বলিয়াছেন :—

“সর্কান্ পরিত্যজ্যেদর্থান্ স্বাধ্যায়ন্ত বিরোধিনঃ।১

যথা তথা ধাপন্নস্ত সা হস্ত কৃতকৃত্যতা ॥” ১৭।৪

বেদ অভ্যাসের বিরোধী উপার্জনাदि যে সকল বিষয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে। বেদ অভ্যাসের অবিরোধে যে কোন উপায় দ্বারা উপার্জন করিয়া জীবিকা করিবে। যে হেতু ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিলেই কৃতকৃত্য হইবেন। ব্রাহ্মণের আপৎকালীয় বৃত্তির উল্লেখে মহু বলেন :—

“অজীবন্ত যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা।

জীবৎ ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মেণ স হস্ত প্রত্যানন্তরঃ ॥ ৮১।

উভাত্যামপাজীবন্ত কথং শ্রাদ্ধিতি চেদ্ববেৎ।

কৃষি গোরক্ষমাস্ত্র জীবৈশ্বস্ত জীবিকাঃ ॥ ৮২

বৈশ্ববৃত্ত্যপি জীবন্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপি বা।

হিংসাপ্রাণাং পরাধীনাং কৃষিঃ যত্নেন বর্জয়েৎ ॥” ৮৩।১০

যদি ব্রাহ্মণ স্বধৰ্ম্মে জীবিকা না করিতে পারে, তবে ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম দ্বারা জীবিকা করিবেন। কারণ এই ধৰ্ম্ম ব্রাহ্মণের আসন্ন ধৰ্ম্ম হয়। ৮১। স্বধৰ্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা না চলিলে, কৃষি, গোরক্ষাদি বৈশ্ববৃত্তি অনুষ্ঠান করিবেন। ৮২। বৈশ্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহঁরা হনুকুদালাদি দ্বারা ভূমিস্ব জন্মের হিংসোপেত এবং বলিবর্দ্ধাদির অধীন কৃষিকার্য্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণগণ আপৎকালে নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা করিতে

পারিতোষ। কিছু ক্রিয়াদি নিম্নজাতীয় ব্যক্তিগণ কখনও উচ্চজাতীয়
যাজনাদি বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

“এয়ো ধর্ম্মা নিবর্তন্তে ব্রাহ্মণাং ক্রিয়ং প্রতি।

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥” ৭৭।১০ অঃ

অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি কর্ম্ম বৃত্ত্যর্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
ক্রিয়ের পক্ষে নিবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়গণ অধ্যাপনাদি বৃত্তিগণ অবলম্বন
করবে না। যেমন ক্রিয়গণের ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ
ব্রাহ্মণগণের পক্ষেও বৈদ্যবৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বৈদ্যবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ :—আয়ুর্বেদ অনুশীলন করিলে
জানা যায়, প্রথমতঃ ব্রহ্মা অথর্ববেদের সর্বম্ব স্বরূপ আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিয়া
সকল কর্ম্মের পারদর্শী ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রজাপতি দক্ষকে সমগ্র
আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। দক্ষ স্বর্কৈদ্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে শিক্ষা দেন :—

“অথদক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্কৈতৌ বেদমায়ুষঃ।

বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্যাংশৌ সুরসন্তমৌ ॥” ভাবপ্রকাশঃ

অনন্তর ক্রিয়াকুশল প্রজাপতি দক্ষ সূর্যাংশসম্বৃত্ত বিদ্বান্ ও দেবশ্রেষ্ঠ
স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই বচন
দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়াই বৈদ্য
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতেই তাঁহারা চিকিৎসা-
বৃত্তিতে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা মহাদেব কর্তৃক
ব্রহ্মার শিরশ্ছিদ্র হইলে, ছিন্নমস্তক তৎক্ষণাৎ সংযোগ করিয়া যজ্ঞাংশের ভাগী
হইয়াছিলেন এবং সুরাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্তৃক হইলে, একদিনের মধ্যে
তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ভূজস্তম্বরোগ, সূর্য্যের দন্ত-
রোগ, ভগদেবের চক্ষুরোগ, চন্দ্রের বক্ষারোগ, মহর্ষি চাবনের জরাব্যাধি এবং

“এতৈশ্চাত্তৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভি ভিষজাং বরৌ।

বভূবু ভূশং পূজ্যাবিজ্ঞাদীনাং দিবৌকসাম্ ॥ ভাবপ্রকাশ।

এবমিধ বহুবিধ কার্য্যের অর্থাৎ নানা প্রকার চিকিৎসাকর্ম্মের অদ্ভুত
শক্তিবত্তা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দের মধ্যে তাঁহারা নিরতিশয় পূজনীয়
হইয়াছিলেন। যদি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসাবৃত্তিক হওয়াতে
অমরগণের মধ্যে সমধিক পূজনীয় হইতে পারেন, তবে স্বর্গাগত ধর্ম্মস্ত্রি

ঐতিহ্য বৈদ্যগণের বংশধরগণ ও মহর্ষিগণের সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত ঐতিহ্য, সন্তানগণ, বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানবত্তায়, বৈদ্য, ত্রিষ্ম, অষ্ট, প্রাণাচার্য্য ঐতিহ্য সমূহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসাবৃত্তিক হওয়াতে, তাঁহারা যে মানবগণের মধ্যে সমধিক পূজনীয় ছিলেন; তাহা এই জ্ঞানানুশীলনের যুগে কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দেবশ্রেষ্ঠ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট ইহা আয়ুর্কোষ শিক্ষা করিয়া ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন :—

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্কোদং শতক্রতুঃ ।

পদৈরন্নৈশ্চতিং বুদ্ধা বিপ্লবাং পরমর্ষয়ে ॥

হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্বাতুরপরায়ণম্ ।

ত্রিসূত্রং শাস্ত্রতং পুণ্যং বুধে ষং পিতামহঃ ॥

সোহনন্তপারং ত্রিষ্মক্শমায়ুর্কোদং মহামতিঃ ।

যথাবদচিরাং সর্বং বুধে তন্মনা মুনিঃ

ঋষিভ্যোহনধিকং তত্ত্ব নাশংসানবশেষম্ ॥ চরক :—

ভগবান্ ইহা মহর্ষি ভরদ্বাজের মহতী বুদ্ধিশক্তি জানিয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্কোদশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পিতামহ ত্রিষ্ম প্রথমে যে ত্রিসূত্র, নিত্য ও পুণ্য আয়ুর্কোদের উদ্ভাবন করেন, মহামতি ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া সেই ত্রিষ্মক্শ, অনন্ত, আয়ুর্কোদে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্যক্ রূপে জ্ঞানলাভ করিয়া অপরাপর ঋষিদিগকে যথার্থ রূপে সমগ্র আয়ুর্কোদশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজাদি মহর্ষিগণ আয়ুর্কোদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া মানবের স্বাস্থ্যসাধন সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বৃত্তার্থ চিকিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করেন নাই। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এমন কোন প্রমাণ নাই, মহর্ষিগণ বা তাঁহাদের অদন্তন ব্রাহ্মণবংশধরগণ বৃত্তার্থে আয়ুর্কোদচিকিৎসার অনুশীলন করিয়াছেন। শাস্ত্র, নিত্য, পুণ্য, আয়ুষ্কর ও যশস্কর আয়ুর্কোদীয় চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার বৈশ্বগণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি চিকিৎসাবৃত্তি বজনব্রাহ্মণগণের বৃত্তি হইত; তাহা হইলে বজনব্রাহ্মণগণকে ষট্‌কর্ম্মা ত্রয়বৃত্তিক না বলিয়া সপ্তকর্ম্মা চতুর্কৃত্তিক বলা হইত। পক্ষান্তরে এই চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উচ্চব্রাহ্ম না হইয়া নীচব্রাহ্ম হইলে, নিশ্চয়ই আপৎকালীয় বৃত্তির মধ্যে পরিগণিত হইত এবং

নীচবৃত্তি হইলে শাস্ত, নিত্য, পুণ্যতমা প্রভৃতি সমুচ্চ গৌরবে চিকিৎসাবৃত্তি কখনও গৌরবান্বিতা হইত না। সৰ্বশ্রেষ্ঠবৃত্তি বলিয়াই সৰ্বশাস্ত্র বিশারদ বৈদ্যগণের বৃত্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল এবং যজনব্রাহ্মণগণের পক্ষে উচ্চ-বৃত্তি বলিয়া পাতিত্যের কারণ হইয়াছিল।

বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বনে যজন-ব্রাহ্মণের পাতিত্য :—প্রাচীনতম-শাস্ত্র কৰ্ম্মলোচন বলেন :—

“স্বকৰ্ম্মাণি পরিত্যজ্য অর্থ লোভেন যো দ্বিজঃ।

চিকিৎসাং কুরুতে হ্যাপ্ত পাতিত্যং সোহধিগচ্ছতি ॥”

অত্র দ্বিজপদং যাজনবৃত্তিক ব্রাহ্মণপরমিতি বোদ্ধব্যম্। যে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) স্বীয় যাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অর্থলোভে চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করে। সে নীত্বই পতিত হয়। স্মৃতি বলেন :—

“চিতাক্ষ চিতিকাক্ষঞ্চ যুপং চণ্ডালমেবচ।

ব্রাহ্মণং ভিষজং পৃষ্ট্বা সচেলঃ জলমাবিশেৎ” ॥

চিতা, চিতাকাক্ষ, যুপ (হাড়িকাক্ষ) চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণচিকিৎসক স্পর্শ মাത്രেই পরিধেয় বস্ত্রাদির সহিত জলে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ স্বান করিবে। মহর্ষি অত্রি বলেন :—

জ্যোতির্কিদো হৃৎকর্ণাণঃ কীর পৌরাণপাঠকঃ।

শ্রাঙ্গে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়া ন কদাচন। ৩৭৬

শ্রাঙ্গঞ্চ পিতরং ঘোরং দানকৈব তু নিফলম্।

যজ্ঞে চ ফলহানিঃ স্মাত্তস্মাত্তান্ পরিবর্জয়েৎ। ৩৭৭

আবিক শিষ্টকরিশ্চ বৈছো নক্ষত্রপাঠকঃ।

চতুর্কিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥

জ্যোতির্কিৎ, আয়ুর্কেন্দী, শুকবৎ পুরাণপাঠক, ইহাদিগকে শ্রাঙ্গে, যজ্ঞে এবং মহাদানে কদাপি বরণ করিবে না। ইহাদিগকে বরণ করিলে পিতৃশ্রাঙ্গ অশুভ জনক, দান ও যজ্ঞ নিফল হয়। অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসাব্যবসায়ী, নক্ষত্রপাঠক এই চতুর্কিৎ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহেন। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :—

অব্রাহ্মণাস্ত যট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।

আশ্চ রাজভূতস্তেবাং দ্বিতীয়ঃ ক্রমবিক্রমী ॥

তৃতীয়ো বৈশ্বজীবী চ চতুর্থো গ্রামবাজকঃ ।

পঞ্চমস্তু ভূতন্তেবাং গ্রামস্ত নগরস্ত চ ॥

নোপাসী চ দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স যষ্টোহব্রাহ্মণঃ স্তুতঃ ॥

তদ্ববেদী ঋষিগণ ষট্‌বিধ অব্রাহ্মণ বলিরাছেন, প্রথমতঃ রাজসেবক, দ্বিতীয় ক্রমবিক্রয়ী, তৃতীয় বৈশ্বজীবী, চতুর্থ গ্রামবাজক, পঞ্চম ভূতাপসারক (ওষা) ষষ্ঠ সন্ধ্যোপাসনাদ্রষ্টা, এই ছয়জন অব্রাহ্মণ । শ্রদ্ধাবৈবর্ত্তপূরণ বলেন :—

বিপ্রো দৈবজজীবী বৈশ্বজীবী চিকিৎসকঃ ।

লাক্ষালোহাদি ব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ ॥

স যাতি নাগবেষ্টক নাগৈর্কেষ্টিতমেব চ ।

বসেৎ শ্বলোমমানাকং তত্ৰৈব নাগদংশিতঃ ॥

অত্র বিপ্রপদং যাজনবৃত্তিক ব্রাহ্মণ পরমিতি ।

... দৈবজ, বৈশ্ব ও চিকিৎসকের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করেন, যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবণ, লৌহা, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি বিক্রয় করেন, সে ব্রাহ্মণ দেহান্তে নাগবেষ্ট নামক নরকে গমন করেন । তথায় শ্বীমলোম পরিমিত বর্ষকালু নাগবেষ্টিত ও নাগদংশিত হইয়া বাস করেন । মহর্ষি নারদ বলেন :—

অস্ত্র জাতিকৃতঃ পাকোহম্পৃষ্ঠঃ সর্বজাতিভিঃ ।

ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈশ্বং পাকে নিষোধয়েৎ ॥

মোহাদ্বিজাতিবর্ণাদৈঃ পাচিতৈ খাদিতৈ সতি ।

প্রায়শ্চিত্তৌ ভবেচ্ছূদ্রো জাতীহীনো ভবেদ্বিজঃ ॥

ঔষধ বৈশ্ব বাতীত অস্ত্র কোনও জাতি কর্তৃক পাচিত হইলে, তাহা সকল জাতিরই অম্পৃষ্ঠ হয় । ভ্রমবশতঃ দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণের) দ্বারা পাচিত ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তার্থ হয় এবং দ্বিজাতিগণ সেবন করিলে জাতিব্রষ্ট হন । অতএব বৈদ্যজাতীর দ্বারা ঔষধ পাক করাইবে । মহামায়া বেদ বলেন :—

তৌ দেবা অক্রবন্ অপূতো বৈ ইমৌ মনুষ্যা চরৌ

ভিষজৌ ব্রাহ্মণাবিতি, তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ভেদজং

ন কার্বাং অপূতোহেবঃ অমেধোঃ যো ভিষক্ । ৬।৪।৯।১

দেবতারা তাঁহাদিগের দুইজনকে বলিলেন, মর্ত্যলোকে মানবগণের মধ্যে ভিষক ও তৎসংক্রান্ত এই দুই ব্রাহ্মণ জাতি অপবিত্র । সেই হে মানবগণ ব্রাহ্মণত্ব

দ্বারা কখনই চিকিৎসাকার্য্য করাইবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া ভিক্ষুর কার্য্য করে সে অশুচী ও অমেধা। তাই ভগবান মনু লিখিয়াছেন :—

যে স্তেন পতিতা ক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃন্তয়ঃ ।

তান্ হব্যকব্যায়োবিপ্রান্ নহীন্মম্বরব্রতীং ॥ ১৫০।৩

জটীলাঞ্জনধৌমানঃ দুৰ্ব্বলং কিতবস্তথা ।

যাজ্ঞরিত্তি চ বে পুগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ । ১৫১।৩

চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রমণস্তথা ।

বিপণেন চ জীবন্তো বৰ্জ্জাঃসুহব্যকব্যায়োঃ ॥ ১৫২।৩

সাহারা চৌৰ্য্যবৃত্তি করে, যে মহাপাতকী, যে নপুংসক, যে পিরলোক নাই এইরূপ বিশ্বাস করে, এই সকল ব্রাহ্মণ দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অগ্রাহ্য। মনু এই কথা বলিয়াছেন। জটিল, যুক্তিতমুণ্ডব্রহ্মচারী, বেদাধ্যয়নশূন্য, চন্দ্র-রোগগ্রস্ত, ছাতক্লীড়াপরাগ এবং বহুযাজ্ঞনশীল, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রেতা, বাণিজ্যকারী, ইহাদিগকে হব্যকব্যে পরিত্যাগ করিবে। ১৫২।

উপর্যুক্ত বচনাবলী হইতে জানা যায়, চিকিৎসাবৃত্তিতে ব্রাহ্মণদিগের অধিকার ছিল না। যেই সব ব্রাহ্মণ বিধিবিহিত কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া চিকিৎসাদি নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেন; তাই ব্রাহ্মণ চিকিৎসক-গণ শ্রাদ্ধকার্য্যে বৃত্ত হইতে পারিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণব উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ (বৈষ্ণবগণ) স্বভাব বিধান এবং সৰ্ব্ববেদবিৎ বলিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে ভোজন করিতে পারিতেন।

বৈষ্ণবগণই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ :—মনু বলেন :—

শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্ধানি দাতৃভিঃ ।

অহন্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাকলম্ ॥

এতৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ ।

পুঙ্গবঃ ফলমাপ্নোতি নামমজ্ঞান্ বহুনপি ১২৯।৩

শ্রাদ্ধকর্ত্তা দেবপিতৃ উদ্দেশ্যে অন্নাদি শ্রোত্রিয় (বেদধারী) ব্রাহ্মণকেই প্রদান করিবেন। কেননা বেদাধ্যয়ন শুদ্ধাচারগাদি দ্বারা পুঙ্গব ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাকল জন্মে। কি দৈবকৰ্ম্মে কি পিতৃকৰ্ম্মে উভয়ই কার্য্যে এক একজন বেদ-

ঐচ্ছিক ভোজন করাইলে যে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বিদ্বান্ বলিলে সৰ্ব্বশাস্ত্রবিদ বৈষ্ণৱ উপাধি ধারী ব্রাহ্মণকে বুঝায়, তাই মনু কোনস্থলে বিদ্বান্ কোনস্থলে বিদ্বাংস বলিয়া বেদ-বিদ্যা সমাপ্তকারী বৈষ্ণৱ ব্রাহ্মণকে অববোধ করাইয়াছেন :—

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেৱানি কব্যানি চ হবীংষি চ ।

ন হি হস্তাবস্থগিদ্ধৌ কৃধিরৈণৈব শুধাতঃ ॥ ১৩২।৩

যথৈরিণে বীজমুপ্তা ন যন্তা লভতে ফলম্ ।

তথানুচে হবির্দেৱা ন দাতা লভতে ফলম্ ॥ ১৪২।৩

দেব পিতৃ উদ্দেশ্য হব্য কব্য সকল জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দেওয়া উচিত, মূৰ্খলোককে দেওয়া বিধেয় নহে। যেহেতু রক্তাক্ত হস্তদ্বারা ক্ষালিত হইলে কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু নিশ্চলজল দ্বারা ক্ষালিত হইলে পরিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ মূৰ্খ ভোজনে পাপ নষ্ট হয় না, কিন্তু বিদ্বান ভোজনে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কৃষক লবণ ভূমিতে বীজ বপন করিয়া কোন ফললাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ শ্রদ্ধদাতা অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দান করিলে পরলোকে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না।

ভগবান্ মনু এইরূপ বহুবচন দ্বারা শ্রদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি বিদ্বান্কে অর্থাৎ বেদবিদ্যা সমাপ্তকারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেবতাদিগের ভোজনের ব্যবস্থাই দিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন “বিদ্বাংসো হি দেবাঃ” বিদ্বানেরাই দেবতা। পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি দেবতাগণ স্বর্গলোক হইতে ভূম্বলোকে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ও শক্তি, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ প্রভৃতি মহর্ষিগণের সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি সন্তানগণ যে বেদবিদ্যাসমাপ্তিসূচক বৈষ্ণৱ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও এই গ্রন্থে অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাই শ্রদ্ধ কার্যে সৰ্ববেদবিৎ মহর্ষিগণের সন্তান বৈষ্ণৱ, ত্রিভুজ প্রভৃতি উপাধিধারী সেন, দাশাদি ব্রাহ্মণগণকেই ভোজন করাইবার ব্যবস্থা মহাদি শাস্ত্রকারগণ তারতম্যে করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণৱ, ত্রিভুজ প্রভৃতি উপনাম প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মে বরণ করিবেন না এইরূপ বিধান কোন শাস্ত্রে নাই। যে ব্রহ্মণসন্তান ত্রিভুজ বা বিপ্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের জন্যই শ্রদ্ধ কৰ্ম্মে

ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। সৰ্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাবে বেদব্রহ্ম, বেদজ্ঞ ও বেদৈক্য অধ্যয়নশীল বিপ্রপদভাক্ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে বরণ করার ব্যবস্থা ও ছিল। বৰ্ত্তমানযুগে যেমন বেদজ্ঞান হীন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করার ব্যবস্থা দেখা যায়, তখনকার দিনে তাহা ছিল না। বৰ্ত্তমানে যেমন শ্রাদ্ধকর্ত্তাগণ শ্রাদ্ধকাৰ্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া ধনগৰ্বেষের পরিচর্য্য বহু ব্রাহ্মণ ভোজন কটাইয়া নাম কিনার প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তাহা ছিল না, শ্রাদ্ধকাৰ্য্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাঃ মনু বলেন :—

সহস্রং চি সহস্রাণামনৃচাঃ যত্র ভুঞ্জতে ।

একস্তান্ মনুগিৎ প্রাতঃ সৰ্ব্বানহীতি ধৰ্ম্মতঃ ॥ ১৩১।৩

যে শ্রাদ্ধে বেদানভিষ্ঠ সহস্র সহস্র অর্থাৎ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেই শ্রাদ্ধে একজন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূৰ্ব্বক আচার করাইলে ধর্ম্মোৎপাদন বিষয়ে তদধিকতর ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা নির্দেশে মনু বলেন :—

দ্বৌ দৈবে পিতৃকাৰ্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র ২।।

ভোজয়েৎ সূসমৃদ্ধোহপি ন প্রসজ্জত বিস্তরে ১২৫।৩

দৈবশ্রাদ্ধে দুই, পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধে তিন ব্রাহ্মণ, অথ। দেবপক্ষে এক ও পিতৃাদি পক্ষে এক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার ক্ষমতা থাকিলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না।

এই সমুদয় বচনাবলী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, বৈদ্যগণের কাৰ্য্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর ছিল। যাহারা প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া বেদব্রহ্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মিমাম্সা, জ্যায়, পূর্য্যণ, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি এবং সমস্ত বেদান্তে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহারা বিপ্র উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। তৎপর সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানাবস্থায় পুনঃ উপনীত হইয়া যথাবিধি বেদ-বিদ্যা সমাপন করিলে পর, বৈদ্য, ত্রিজ, বিদ্বান প্রভৃতি সমুচ্চ সম্মান স্বচক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ধর্ম্মস্তুরি প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্রবিৎ মহর্ষিগণ হইতে যে, বহুমানবের সৃষ্টি হইয়াছে, হরিবংশের উনত্রিংশওমীয়, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২০১ শ্লোক, ঋগ্বেদের চতুর্থমণ্ডলের তৃতীয় ঋকস্থ ২৬ সূত্র এবং সূক্তাদি আয়ুর্কৈমিক গ্রন্থ হইতে বহুপ্রমাণ “বৈদ্যপরিচয়” নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু ৭ অ ২৬ শ্লোকে,

অধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের দোষোন্মেষে মনু ব লরাছেন :—

“সংক্রিয়াঃ দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ ।

পকৈতান্ বিস্তরো হস্তি তন্মানেহেত বিস্তরম্ ॥” ১২৬:৩

“ব্রাহ্মণের বাহুল্য হইলে ঊহাদিগের পূজা হয় না, উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করান হয় না, উপযুক্ত কালের অতিক্রম হয়, দ্রব্য সকল বিত্তক হয় না, গুণাবিত ব্রাহ্মণ লাভ হয় না। এই পাঁচ প্রকার বাধাত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের বাহুল্য করিবে না।”

“বাবতো এসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যোষমন্নবিৎ ।

ভাবতো এসতে প্রেত্য দীপ্তশূলষ্টায়োশুড়ান্ ॥” ১৩৩:৩

“মহাজ্ঞানহীন (বেদজ্ঞানহীন) ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকর্তার প্রদত্ত অন্নের যে কয়েকটা গ্রাস-ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্তা মৃত হইয়া ততঃ গুলি প্রজলিত শূলষ্টায়া লোহপিণ্ড ভোজন করেন।” তপস্বান্ মনু তৎপর ১৫৩ শ্লোক হইতে ১৬৬ শ্লোক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন, অর্থাৎ জটিল, সুশীতল, ব্রহ্মচারী, বেদাধ্যয়নশীল, চর্য্যরোগগ্রস্ত, দ্যুতক্রিয়াপরাগ এবং বহু বাজনশীল, ঊহাদিগকে শ্রাদ্ধকাব্যে পরিত্যাগ করিবে। গ্রামালোকের বা রাজার বেতনভুক্ত, ভূতা, গুরুর বিরুদ্ধাচারী, চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রেতা, নৃত্য শ্রীত দ্বারা জীবিকাকারী, কুশীদগ্রাহী, ক্ষয়গ্রাসী, বেপারী, নটবৃত্তিক, যে বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, যিনি শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি নির্ভর বাক্য ব্যবহার করেন, পিতা, মাতা ও গুরুভগ্নী, পতিত সংসর্গী, মিথ্যাক, মিথ্যাবাক্য শিক্ষাদাতা, গৃহদাহী, কুণ্ড ও গোলকের অন্নভোজী, ভোষামদকারী, ইক্ষু, চক্ষু দধি, মত্ত, লবণ, লোহা প্রভৃতি বিক্রয়ী, মত্তপারী, নক্ষত্রজীবী, পক্ষী-পোষক, যিনি জীবিকার জন্ত রাটী নির্মাণ করেন, যিনি যুদ্ধবিগ্রহা শিক্ষা দেন, যিনি দোতাকর্ষ করেন, হিংস্রক, শূদ্রজীবী, আচারবর্জিত, যিনি ধর্ম্মকর্মে নিরুৎসাহ, কৃষিকার্য্যকারী, স্ত্রীপদী, যিনি ধন গ্রহণ করিয়া প্রেতকার্য্য করেন, অক্ষরজীবী, শাকুনিক, পতিত, পতিতসংসর্গী, স্নেহজীবী, স্নেহভাবী প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে পৈত্রকর্মে পরিত্যাগ করিবে। মনু ১৬৭ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাণ্ডেকরান্ দ্বিজাধমান্ ।

এই সকল গর্হিত আচারী অপাণ্ডেকের, অধম ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না, এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে, শ্রাদ্ধকলের ও

শ্রাক্ককর্তার কিরূপ দোষ বর্ত্তিবে, তাহা ১৭০ শ্লোক হইতে ১৮১ শ্লোকে বিবৃতি করিয়া ১৮২ শ্লোকে বলিলেন :—

“ইতরেবু অপাণ্ডেক্তাবু যথোদ্দিষ্টেষসাধুবু।

মেদোহৃৎশুভমাংসমজ্জাস্থ বদন্ত্যন্তঃ মনৌষিণঃ ॥” ১৮২।৩ অঃ।

অপাণ্ডেক্তের ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করান হয়, তাহা অন্যান্তরে শ্রাক্ককর্তার ভোজনের জন্ত মেদ, রক্ত, মাংস, মজ্জা, ও অস্থি স্বরূপ হয়, অর্থাৎ শ্রাক্ককর্তা তত্তদভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

শ্রাক্কীয়ব্রাহ্মণ ভোজনের আলোচনায় জানা গেল, পিতৃপক্ষে একজন, দৈবপক্ষে তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। একত্রে চারিজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিলে, দৈবপক্ষে একজন, পিতৃপক্ষে একজন, বেদমন্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণই ভোজন করাইবে। অধিকব্রাহ্মণ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে এবং অধিকব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার শক্তি থাকিলেও অধিক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। অমন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে শ্রাক্ককর্তার প্রদত্ত অয়ের যতগুলি গ্রাস, সেই ভোজন করিবেন, শ্রাক্ককর্তা মৃত হইয়া ততঃ গুলি প্রজ্জলিত শূলষ্টাখ্য লোহপিণ্ড ভোজন করবেন এবং নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করান হয়, তাহা শ্রাক্ককর্তার অন্যান্তরে ভোজনের জন্ত মেদ, রক্ত, পুঞ্জ, মাংস, বসা, মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ হয়, অর্থাৎ শ্রাক্ককর্তাকে তত্তৎ ভোজীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

বৈশ্বকৃগণ! একবার স্থিরচিত্তে সন্মুখ শাসনবাক্যের প্রতি অনুধাবন করুন! একবার আপনাদের দুঃখার্জিত প্রভূতধনের অপব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করুন! শ্রাক্ককর্তা পিতৃকারণের সফল প্রাপ্তির আশায়, হস্তঃ ধর্ম্মার্থ বা লোক প্রীত্যর্থ অথবা ধ্যাতি লাভার্থ পরীক্ষা না করিয়া, বিচার না করিয়া নামধারী, কুৈত্রধারী ব্রাহ্মণ মাত্রকে ভোজন করাইলেন এবং দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া মস্ত একটা নাম ক্রম করিলেন, তাহাতে ফল হইল যে, বাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করাইল, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইলেন না; শ্রাদ্ধকাৰী কেবল পণ্ড হইল তাহা নহে, শ্রাক্ককর্তা নিরস্রগামী হইবেন এবং তথায় প্রজ্জলিত লোহপিণ্ড ভোজন করিবেন। তাহাতেও নিস্তার নাই, তৎপর মেদ, রক্ত, পুঞ্জ, মাংস ও অস্থি ভোজীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্তৎভোজী হইবেন, এইত হইল আমাদের আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধ

কল্পার কল। শাস্ত্রকারগণ তারম্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন “মহার্ঘ বিপরীতা ব
সা স্মৃতি ন’ প্রশস্ততে” মতের অধের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নহে।
মতাদিশাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন—বিদ্বানকে অর্থাৎ বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে
ভোজন করাইবে, কখনও অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পিতৃকার্যে ভোজন করাইবে না।
ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, পুরাকালে বেদবিদ্যাসমাপ্তকারী ত্রিভু ব্রাহ্মণগণকে ভোজন
করাইবার ব্যবস্থাই ছিল, তদভাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইত। মত
স্পষ্ট বলিয়াছেন “ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ” মহাভারতের উদযোগপর্বে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে
“দ্বিজেষু বৈদ্বাঃ শ্রেষ্ঠাংসঃ” লিখিত হইয়াছে। এই সমুদয় শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য
করিলে স্পষ্ট হওয়া যায়, বৈদ্ব্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ
ছিলেন। ব্রাহ্ম, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবতা পর্যায়স্ব বৈদ্ব্যগণ হইতে ভূমণ্ডিকস্থ
মানবীগণের গর্ভে ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্ণের উদ্ভব হইয়াছে বিদ্বাং, বৈদ্ব্যগণ সর্বতাত,
তাতবৈদ্ব্য, অস্বষ্ট প্রভৃতি পিতৃবাচক উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়া ছিলেন।
মহর্ষি চরক চিকিৎসাধানের ৮১ শ্লোকে “তস্মাৎ বৈদ্ব্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ” বলিয়া
বৈদ্ব্যগণের স্থান ব্রাহ্মণাদি বিজগণের উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন। অশ্বিনী-
কুমার, ধাত্তরি, বৈদ্বানর প্রভৃতির পূজা, স্তোত্র, ও হোম প্রভৃতির ব্যবস্থা
ঋগ্বেদের প্রথমমণ্ডলের দ্বাঃশংস্কের ১—৪ প্রভৃতি বহুকে ও মহা-
ভারতের তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৪৮৭ শ্লোকে ধাত্তরির উদ্দেশে নিত্যাহোমের
ব্যবস্থা অলস্ত অক্ষরে বিবৃত থাকায়, বৈদ্ব্যদিগের ঋষি, পিতৃলোক ও দেব
স্মৃতি হইতেছে। বর্তমানযুগেও শির, নাভি ও পদগায় যেই সমস্ত ব্রাহ্মণ
তীর্থগুরু রূপে পূজিত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই বৈদ্ব্যব্রাহ্মণ। তাহা
তাঁহাদের গোত্র ও পদবির প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে। গরার বাহারা
পিতৃকর্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারা তীর্থগুরুকে ‘ভোজন করাইয়া
কৃতার্থকৃত হন, ব্রাহ্মণাদি সকলেই তাঁহাদের নিকট হইতে স্নান লাভের
প্রত্যাশায় দক্ষিণা প্রদান করেন। ইহা হইতে বৈদ্ব্যের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ
অধিক আর কি হইতে পারে?

বৈদ্ব্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে উপাধি : - এমন একদিন ছিল, মহর্ষিগণের ও
বৈদ্ব্য উপাধিধারী সম্মানিত করা হইত। স্বর্গাংশের কুলগুরু ও পুরোহিত

মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে, মহর্ষি বাস্কাকি বৈষ্ণ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া মহর্ষিগণের মধ্যে যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। যথা :—

“ততঃ প্রকৃতিমান বৈষ্ণঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।

বশিষ্ঠো ভরতঃ বাকামুখ্যাপা তমুবাচ হ॥” মহাভারত।

“তদনন্তর তাঁহাদের পিতৃপুরোহিত “বৈষ্ণ” (সর্কশাস্ত্রজ্ঞ) বশিষ্ঠ তদবস্থাপন্ন ভরতকে উঠাইয়া বলিলেন ” ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, বৈষ্ণগণই সর্কশাস্ত্র-বিৎ ছিলেন। বৈদ্য বলিলে, তিনি যে সর্কশাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি, এইরূপ জ্ঞান তখনকার দিনে সকলেরই ছিল। অষ্টগুণের বর্ণনির্ণয় নিয়া ষাঠার বাদ প্রতিবাদ করার প্রয়াসী, তাঁহাদের সংজ্ঞার্থ ঋগ্বেদ হইতে বশিষ্ঠদেবের উৎপত্তির প্রমাণ এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ঋগ্বেদ বলেন :—“উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠ উর্কশ্চা ব্রহ্মণমনসোহপজাতঃ” ১১।১৩ সৃ। হে ব্রহ্মণ বশিষ্ঠ ! তুমি মিত্রাবরুণের ঔরসে ও স্বর্গবেগ্না উর্কসীর গর্ভজাত। এইখানে মন্ত্রজ্ঞেতা ঋষি বশিষ্ঠকে ব্রহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ না হইলে অযোধ্যারাজ্যের কুলপুরোহিত হইতে পারিতেন না এবং তাঁহার বংশধরগণকে ব্রাহ্মণ রূপে ভারতীয় সমাজে দেখিতে পাইতাম না। যেই শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্করোক্তা শিবো বা বলিয়া ভগবানের অবতার নির্দেশ করা হইয়াছে, সে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যকে ও ঢোলদেশীয়, প্রধান ব্রাহ্মণ শিষ্য “ভিষক্‌ম্” অর্থাৎ বৈদ্য বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন যথা “ভিষক্‌মত্বাং ভিষজাং শৃণোমীতুস্তস্ত বোহভূহুদি তাবতারঃ” আপনি অবতাররূপে উদ্ভিত হইয়াছেন। তাই আপনাকে ভিষক্‌গণের (বৈদ্যগণের) মধ্যে ভিষক্‌ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি। অর্থাৎ ভিষক্‌ বিদ্বান্ জাতি, আপনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার জ্ঞান বিদ্বান্ কেহই নাই। ইহা হইতে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? বৈদ্য উপাধি যে বেদবিদ্যার সমাপ্তি সূচক ছিল এবং তাহা যে ঋষি, দেবতা ও পিতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের ছিল, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ইহা হইল অভীতযুগের কথা, বর্তমানযুগেও মিশ্র, ঠাকুর, গোস্বামী, বাচস্পতি, চূড়ামণি, সরস্বতী, শিরোমণি, বিজ্ঞানভূষণ, বিজ্ঞানরত্ন ও সার্কভৌম প্রভৃতি উপাধিধারী বৈষ্ণের অভাব ছিল না, এখনও অভাব নাই। এই সমুদয় উপাধি হইতে বজ্রীয় বৈষ্ণগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। এমন একদিন ছিল, পুরোহিতগণকেও আয়ুর্কৌশল জ্ঞানার্জন করিতে চাইত।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে আব্রুর্বেদ :—পুরোহিতের লক্ষণের উল্লেখ কামান্দকশাস্ত্র বলেন :—

“অধ্যাক্ষ নগুনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্তাৎ পুরোহিতঃ ।

অথর্ষবিহিতঃ কুর্ব্যান্নিত্যাং শাস্তিকপৌষ্টিকম্ ॥”

এইস্থলে শাস্তিক, পৌষ্টিক বলাতে মন্ত্রাদি স্র ওষধাদি দ্বারা গ্রহস্পীড়া বা রোগের শাস্তি ও ভৈষজ্য প্রয়োগ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন, এই উভয়বিধ চিকিৎসাকার্য্য পুরোহিতের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। বৈষ্ণবকশাস্ত্রের বাস-
রোগাদিকারে বলা হইয়াছে :—“বলিশাস্তীষ্টকর্মাণিকাম্যানি গ্রহশাস্তরে ।
মন্ত্রচারণঃ প্রয়োক্তব্যস্ত্রাদৌ সার্ককালিকঃ স্ত নমো ভগবতে, ইত্যাদি ।” এই
সমুদয় বচন হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায় যে “বৈষ্ণ” উপাধি ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ
পুরোহিত ছিলেন, তাই বশিষ্ঠ ও ধোম্য প্রভৃতি মহর্ষি পুরোহিতগণকে বৈষ্ণ বলা
হইয়াছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিদ্যাসমাপ্তিসূচক, অর্থাৎ আব্রুর্বেদ অধ্যয়ন পন্নি
সমাপ্তি সূচক “বৈষ্ণ” উপাধি প্রাপ্ত হইলে ও তাহারা বৃত্তার্থ যে চিকিৎসাবৃত্তির
অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং বৈষ্ণ মহাকবি কালিদাস
স্বর্গ্যবংশের স্কন্দক্ষিণার গর্ভস্থ বালকের পুষ্টির লক্ষ্যে অপর বৈষ্ণ আনয়নের কথা
উল্লেখ করিয়াছেন :—“কুমারভৃত্যাকুশলৈরুষ্টিতে, তিবগ্ভিরাপ্তে রথগর্ভতঙ্গণি”
ইত্যাদি। আব্রুর্বেদ (অথর্ষবেদ) অধ্যয়ন করিয়া বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ বৈষ্ণ
উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতে, তাহারা নিম্নিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না; বরং ব্রাহ্মণকুলের
অগ্রণী ছিলেন। অথর্ষবেদ যে সর্ষবেদের মধ্যে প্রধান, তাহা সুওকোপ
নিবদের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে :—“স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ষবেদে প্রতিষ্ঠামথর্ষণে
জ্যেষ্ঠ পুত্রায় গ্রাহ” ব্রহ্মা, সর্ষবেদের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা আব্রুর্বেদ নামে বাহা প্রথিত,
তাহা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ষকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সামবেদের ছান্দোগ্য
উপনিষদে কথিত হইয়াছে “বেদাহমৃত্যুতাঃ” বেদ সকলই অমৃত অর্থাৎ দেবতার
যোগ্য ও মৃত্যু নিবারণক। মহর্ষি চরক বলেন :—“আব্রুর্বেদোহমৃত্যুতানাং শ্রেষ্ঠঃ”
আব্রুর্বেদ অমৃত সকলের (বেদসকলের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বেদসমূহের মধ্যে
আব্রুর্বেদ শ্রেষ্ঠ হইল কেন? তদন্তরে বলা হইয়াছে :—

“ভক্তাযুযঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদ্যাংমতঃ ।

বক্ষ্যতে বহুভাণাং লোকরোকভরোহিতঃ ॥

যেহেতু আয়ুর্বেদ ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল জনক হয়, সেই হেতু বেদবিদ
স্বর্গ্য বৈদ্যগণের প্রিয় ও পবিত্রতম আয়ুর্বেদ আমি বলিতেছি। মহর্ষি মুক্ত
মলেন :—“চিকিৎসিতং পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুভমঃ” চিকিৎসাকার্য্য ভিন্ন
পুণ্যতম কার্য্য আর কিছুই নাই। স্থানান্তরে বলিয়াছেন ;—

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যমূলমুক্তম্।

চিকিৎসিতাঙ্কিতত্বং নাস্তি লোকে হি দেহিনাম্ ॥”

যেহেতু আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, বিয়োগ ও মুক্তির কারণ হয়, সেই হেতু রোগ
প্রতিকার অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেহীর পক্ষে পৃথিবীতে আর কিছুই নাই।
ফলতঃ প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ এই উপকারিত্ব ও পুণ্যতমত্ব হেতুতে আয়ুর্বেদের
শ্রেষ্ঠতা, ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? আয়ুর্বেদ বেদশ্রেষ্ঠ বলিয়াই সাম,
ঋক্ ও যজুর্বেদ অধ্যয়নের পর পুনঃ উপনীত হইয়া, অধ্যয়ন করিতে
হইত। তাহার বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাপরিসমাপ্তি করিতেন, তাহার
বৈদ্য, ত্রিজ, অষষ্ঠ, ভিষক্ প্রভৃতি সমুচ্চ গৌরব সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন,
তাঁহারা যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা উদার প্রকৃতির মহামহোপাধ্যায়
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে গ্রহাচার্য্য :—ব্রাহ্মণের পরিণীতা
বৈশ্বাপরীর গর্ভে যেই সব অশ্বর্থাধা ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাও সমাজে ব্রাহ্মণ
বলিয়া পরিচিত ছিলেন ও আছেন। তাহা মধাঘি শাস্ত্রকারগণ, মহাত্ম্যতাদি
প্রণেতা মহর্ষিগণ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রতিপাদন
করা হইয়াছে। তাঁহারাও চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন। সেই সমস্ত ঋষিব্রাহ্মণের
রংশধরগণ, বজনব্রাহ্মণগণের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমাজে অনুলোম
বিবাহের যখন ব্যবস্থা ছিল, তখন অশ্বর্ঠের অনুলোমাত্মীগণের গর্ভে বহু
জাতির সৃষ্টি হইয়াছে দৃষ্ট হয়। পরশুরামসংহিতোক্ত জাতিমালায় গ্রহাচার্য্য
গন্ধবাণকের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

“অশ্বর্ঠাদ্গণকো জাতো বৈশ্বাগর্ভে সমুদ্ভবঃ।

নক্ষত্রতথিষোগাদি গ্রহনির্ণয় কারকঃ ॥”

অশ্বর্ঠের গুণসে বৈশ্বাজীৱ গর্ভে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগকে
গণক বলে, নক্ষত্র, তিথি, যোগ ও গ্রহ প্রভৃতির নির্ণয় করাই তাঁহাদের বৃত্তি।

গণকর্তৃক উপর্য উপর গ্রহীতব্য বা গ্রহবিপ্র। তাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহারা কি কারণে ব্রাহ্মণজাতির বহির্ভূত জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা “বৈদ্যপরিচয়” নামক গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। গন্ধবর্ণিক জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন :—

“অষ্টাঙ্গাঙ্গপুত্রো য়ে গান্ধিকোহভবেৎগণিক্।

লিখনং গন্ধদানঞ্চ তস্ত বৃন্তিমকল্পয়ৎ ॥”

অষ্ট হইতে রাজপুত্রকন্ডাতে গন্ধবর্ণিকজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। লিখন ও গন্ধদান ক্রম বিক্রয় করাই ইহাদিগের বৃত্তি। বৈদ্যবিদ্যেয়ী ক্রীষক মগেন্দ্র নাথ বিয়কোষের ২৩১ পৃষ্ঠায় উক্ত করিয়াছেন :—

অষ্টাং রাজপুত্রাঞ্চ জায়তে গান্ধিকে। বণিক্।

গন্ধচন্দনধূপাদি ক্রম বিক্রয় কারকঃ ॥

অষ্টের ঔরসে রাজপুত্র মহিলার গর্ভে গন্ধবর্ণিকের জন্ম। গন্ধ, চন্দন ও ধূপাদির ক্রম বিক্রয় ইহাদিগের জীবিকা। ইহারাও বৈজাতি ছিলেন, তাঁহাদের উপবীত ছিল। বৃহৎসংহিতার উত্তরখণ্ডের আরোদশ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বর্ণিকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

“স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবর্ণিক্ তস্তাষ্টসমুদ্ভবৌ”।

স্বর্ণকার ও সুবর্ণবর্ণিক অষ্টের ঔরসে ও বৈজাতিরা ক্রীড় গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। বৃহৎসংহিতার একাদশ অধ্যায় ১৮ শ্লোকে আছে :

মাহিষ্যঃ তথাষ্টাং তাবুলী সমজায়তঃ।

অষ্টের ঔরসে মাহিককন্ডার গর্ভে তাবুলীজাতির জন্ম হয়। জাতিশব্দক গ্রন্থে আছে :—

“মাহিকা কন্ডকাম্বু মধাষ্টাং যং প্রসূয়তে।

ন তাবুলীতি বিখ্যাতঃ তাবুল ক্রমবিক্রয়ী” ॥

অষ্ট হইতে মাহিককন্ডার গর্ভে যে পুত্র হইয়াছে, তাঁহারা তাবুলাদি ক্রম বিক্রয়কারী তাবুলী বর্ণিরা বিখ্যাত। তথায় কাম্বুজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখা আছে :—

অষ্টাঙ্গদ্রকন্ডায়াঃ কারহো মসীজীবকঃ।

অষ্ট হইতে শূদ্রকন্ডাতে মসীজীবী কারহ জন্মিয়াছে। অষ্টব্রাহ্মণ গণের গোত্র ও পদবি এই গন্ধবর্ণিক, তাবুলী, স্বর্ণকার, সুবর্ণবর্ণিক এবং

কোন কোন কার্যগণের গোর ও পদবিতে পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা অষ্টাধা
ব্রাহ্মণগণের অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান বিধার, উপবীত ধারণ করিয়া
আসিতেছিলেন। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় সুযোগ বুঝিয়া সর্বত্রালী বজন ব্রাহ্মণগণ
ইহাদিগের বিরোধিতা উপনয়নসংস্কার রহিত করেন। তদবধি গ্রহবিপ্র ব্যতীত
অন্যের অমুলোম্যাপত্নীর গর্ভজাত বংশকত্র, তাহুলী ও কার্যগণ সংস্কারবিহীন
হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গন্ধবণিক
চন্দ্রধর বা চান্দসওদাগরের উপবীত ছিল। তিনি স্বহস্তে দেবতাদিগের অর্চনা
করিতেন। মনসাদেবীর অর্চনা করিতে অস্বীকৃত হওয়ার, চন্দ্রধরের সহিত
মনসাদেবীর বিবাদ হয়, তাহা সর্বজন বিদিত। খ্রীষ্ট নগেন্দ্র নাথ বসু ও
তাহার বিশ্বকোষে বৈষ্ণব ও সাহাশকে লিখিয়াছেন, ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া
রাজশক্তির সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে পতিত করিয়াছেন, ইহারা
বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্ত।

এই সমুদয় প্রমাণাবলী হইতে প্রতীতি হয়, অষ্টগণের অমুলোম্য
পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণও বিজ ছিলেন এবং বিরোধিতা সংস্কার তাঁহাদের
ছিল। তাহার নিদর্শন গণকগণ এখনও উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া গ্রহবিপ্র
পদবিতে পরিচিত হইতেছেন। অষ্টগণ ব্রাহ্মণ না হইলে, তাঁহাদের অমুলোম্য
পত্নীজাত সন্তানগণ বিপ্রপদবি প্রাপ্ত হন কিরূপে? শাস্ত্রকার-ঋষিগণ ও
ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণেতা মহর্ষিগণ তারতম্যে বলিয়াছেন অষ্টগণ ব্রাহ্মণ।
যেইস্থলে ব্রাহ্মণের অমুলোম্য বৈষ্ণাপত্নীর গর্ভজাত অষ্টগণ ব্রাহ্মণ, সেই স্থলে
দেবকভাগ্যের গর্ভে মহর্ষিগণের ঔরসে জাত সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত
প্রভৃতি সন্তানগণকে বাহারা অত্রাহ্মণ বলেন, তাঁহারা যে কৃপার পাত্র
মনেই নাই। বঙ্গীয়বৈদ্যগণ জগৎপূজা দেবতা ও পিতৃহানীর ব্রাহ্মণ-
গণের বংশধর হইয়াও যেমন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ও বজনব্রাহ্মণগণের
প্রেক্ষাপে পড়িয়া বৈষ্ণব, শূদ্রাচারের অধীন হইয়া কাল বাপন করিতেছিলেন,
তরূপ অষ্টব্রাহ্মণের অমুলোম্য পত্নীজাত সন্তান, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, সূবর্ণ
বণিক, তাহুলী ও কার্যগণও বজনব্রাহ্মণের কুটনীতিতে পড়িয়া শূদ্রাচারী
হইতে বাধ্য হইয়াছেন এমন নহে, কোন কোন স্থলে জলাচারেরও বহির্ভূত
হইয়া রহিয়াছেন।

বৈদ্যবৃদ্ধি ধর্মোপার্জনেন সহায় :— শাস্ত্রকার বলেন :—

“কপিলা কোটীদানাদি যৎকলং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

কলং তৎ কোটীশুণিতমেকাভূরচিকিৎসরা ॥”

কোটা কপিলা দান করিলে যে কল লাভ হয়, একটা মাত্র রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিলে তাহার কোটীশুণ কল হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদ বলেন :—

“কচিদর্থঃ কচিনৈত্রী কচিদ্বর্ষঃ কচিদ্বনঃ ।

কর্মাভ্যাসঃ কচিচ্চেতি চিকিৎসা নাশ্চি নিফলা ॥”

কোনস্থলে অর্থ, কোনস্থলে মিত্র, কোনস্থলে ধর্ম, কোনস্থলে বনঃ, কোনস্থলে কর্মভ্যাস হয়, চিকিৎসা কোনস্থলেই নিফলা নহে। মহর্ষি চরক বলেন :—

“নাআর্থঃ নাপি কামার্থমথভূতদয়াং প্রেতি ।

বর্ততে য় শ্চিকিৎসারায়ং স সর্কমতি বর্ততে ॥

কুর্কতে যে তু বৃত্ত্যর্থঃ চিকিৎসাপণ্যবিক্রম্ ।

তে হিহা কাকনং রাশিং পাংস্তরাশিমুপাসতে ॥”

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত বা কোন কামাবশ্য লাভের জন্ত চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করা উচিত নহে। যে কেবল মাত্র মানবজাতির হিতার্থে ব্যাধি প্রশমিত করে, সে সকলকে অতিক্রম করে। যে পণ্যব্রহ্মের জ্ঞান চিকিৎসা বিক্রয় করে, সে কাকনরাশি ত্যাগ করিয়া তন্নরাশির উজনা করে। তাবপ্রকাশ বলেন :— “নৈব কুর্কীত লোভেন চিকিৎসা পুণ্যবিক্রম” বৈদ্য লোভের বশবর্তী হইয়া চিকিৎসা রূপ পুণ্য বিক্রয় করিবে না। অন্তত তাবপ্রকাশ বলেন :—

“চিকিৎসিতং শরীঙ্কং যো ন নিজীণাতি ছন্দতিঃ ।

স যৎ কয়োতি স্কৃতং তৎ সর্কং ভিগম্নুতে ॥”

যে ছন্দতি বৈদ্যের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া বৈদ্যকে পারিতোষিক প্রদান পূর্বক চিকিৎসিত শরীর স্কৃত করে না, সে বেই সমস্ত স্কৃতির অনুষ্ঠান করিবে, তৎ সমস্তই বৈদ্য প্রাপ্ত হইবেন। মহর্ষি অঘিবেশ বলেন :—

“ভিগপ্যাতুরান্ সর্কান্ বহুতানেব বহুবান্ ।

অবারেভ্যা হি সংরকেদিচ্ছেদ্বর্ষমহুত্তমম্ ॥”

বৈদ্য সর্বোত্তম ধর্ম কামনা করিয়া রোগিগণকে স্বীয় সন্তানের জায়-

সংরক্ষণ করিবেন।

এই সমুদয় বচনারণীর প্রতি নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টি করিলে জানা যায়, বৈদ্য-বৃত্তিই একমাত্র ধর্মোপার্জনের সহজ পন্থা ছিল। শাস্ত্রকার বলিরাছেন “ধর্মার্থকাম-মোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্” ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ মহাক্ষয়ের মূল আরোগ্য, সেই আরোগ্য প্রদানে বৈদ্যের যে চতুর্কর্গক্ষয়ের অধিক ফল লাভ হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এইসব কারণে বৈদ্যগণ যাজ্ঞনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐচ্ছিক ও প্যারদ্বিক মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবৃত্তির অঙ্গলীমুখে কীটিকা করিতেছেন। পরবর্তী যুগাদিতে যাহারা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া যাজ্ঞনাদি বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক তীর্থভ্রম রূপে সংস্থিত হইলেন; তাঁহারা ব্রহ্মনব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রখ্যাত হইয়া শ্রুতিভেদে ও তাঁহাদের পূর্ববর্তীর নাম বৃত্তিচিহ্ন রূপে অদ্যাবধি ধারণ করিতেছেন। যেই সব প্রতিবাদক বলেন, বৈদ্যজ্ঞাতি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ বেদে নাই। তাঁহাদের জন্ম নিরূপনের অন্তঃসন্দেহ হইতে ছইটী মাত্র প্রমাণ এইস্থলে অধ্যাহার করিলাম।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ঋগ্বেদ :—

“যদ্রোয়ধীঃ শযাগ্নয়ং ব্রাহ্মণঃ সমিতাবিব

বিপ্রাঃ স উচ্যতে ভিষগু ব্রহ্মোহামিব চাতনঃ ॥” ১০ম ২৭ সূক্ত

ব্রাহ্মণ যেই রূপ ব্রহ্মের শর প্রয়োগ করেন, সেই রূপ যেই ব্রাহ্মণ রোগনাশক ঔষধির প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ভিষক বলা যায়। এই স্থলে ঋগ্বেদ ভিষককে (বৈজকে) ব্রাহ্মণ বলিরাছেন। বৈজগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ না হইলে, মহামাত্র ঋগ্বেদে কখনও ভিষককে ব্রাহ্মণ বলিতেন না। পুনঃ বলিতেছেন :—

“যাযোয়িষ্ঠাং ধনিত্তা বঠৈচাহং ধনামিব

বিপাককুপ্যাদিষ্টাকং সর্বমন্তনা তুরম্।

ঔষধ্যঃ সমবকস পোমেন সহ ব্রাহ্মণ বঠৈ

কৃণোতি ব্রাহ্মণতঃ ব্রাহ্মণং পাক্ষ্যামসি।”

হে ঔষধি সকল! আমি তোমাদিগকে মূষের নিষিক্ত ধনন করিতেছি। বলিয়া তোমরা আমার হানি করিওনা, পরন্তু এইমূলে আমার উদ্ভিষ্ট প্রাণী বিপাদ, চতুষ্পাণি হউক, কেন নির্যোগ হয়। ঔষধিরা আপনাদিগের ব্রাহ্মণ সোমের সহিত কপ্যায় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন; হে ব্রাহ্মণ! এই ব্রাহ্মণ ঔষধির নিষিক্ত-মুগ্ধগণ করিতেছেন, তাহাকে আপনি রোগ মুক্ত করুন।

মহামাত্র ঋষেণ বেই বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিতে বিধা বোধ করেন নাই, মহামাত্র অথর্ববেদ বেই বৈদ্যকে মুক্তকণ্ঠে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়াছেন, মহাদি সংহিতাকার মহর্ষিগণ বেই বৈদ্যকে সমুচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, রামায়ণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে এনেতা ঋষিগণ বেই বৈদ্যকে “ভাত বৈদ্য” “সর্কভাত” প্রভৃতি পিতৃবাচক উপাধিতে ভূষিত করিতে সঙ্কুচিত হই নাই, পুরাণাদি গ্রন্থকর্তাগণ বেই বৈদ্যকে বিশ্বব্রাহ্মণ, দেবজাতি বলিয়া, বহু ব্রাহ্মণেরও অতীত নির্দেশ করিয়াছেন, বেই সংস্কৃত অভিধান বৈদ্যজাতিকে বিদ্যান্-জাতি বলিয়াছেন, মহর্ষি অগ্নিবেশ, ঋক্ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বেই বৈদ্যজাতিকে দেবপ্রভব বলিয়াছেন, সেই অগণপূজ্য বৈদ্যজাতিকে স্বীকার অত্রাহ্মণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা কৃপায় পাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে উৎকলকারিকা :—

“করশর্মা ভরদ্বাজো ধরশর্মা পরাশরঃ।

মৌদগল্যো দাশশর্মা চ শুশ্রূশর্মা চ কান্তপঃ ॥

ধনস্তরিঃ সেনশর্মা দত্তশর্মা পরাশরঃ।

শাণ্ডিল্যচ চত্রশর্মা অথষ্টা ব্রাহ্মণা ইবে ॥”

পণ্ডিত স্বর্গীয় লালমোহন বিজ্ঞানিধি মহাশয় সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

“করশর্মা ভরদ্বাজো ধরশর্মা চ গৌতমঃ,

আজ্ঞেয়ো রথশর্মা চ নন্দিশর্মা চ কান্তপঃ।

কৌশিকো দাশশর্মা চ সেনশর্মা চ মুদগলঃ ॥

এই নয় উৎকলকারিকা হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়, বৈদ্যগণের (অথর্বগণের) শর্মা উপাধি ছিল। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই নিজ নিজ আদিপুরুষের নামের সহিত শর্মা পদবি সংযোগ করিয়া আত্ম পরিচয় দিতেছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ত্রীখণ্ডসমাজ :—

চট্টলহ বরমাজ্ঞার বৈদ্যানরগোজ সেনবংশের কুটিগজের শিরো-ভাগের নিখিত স্নোক দৃষ্টে জানা যায়, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ শর্মা লিখিতেন :—

“রাঢ়ার্য পন্ডিমে বেনে কুলহই সনুতবঃ।

বৈদ্যময়ত গোত্রত সেনদ্যাবংশশর্মণঃ ॥

চট্টলে গচ্ছতি নত্যে রামভিষ্ঠতি বজ্রকৈ।

বশো রাঢ়ে সনুদিত্য সেনগিাবংশভিষ্ঠতি ॥”

পশ্চিম জনপদস্থিত রাঢ়নগরীতে বৈশ্বানরগোত্রীয় রাঘব সেনশর্মার শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশসম্বৃত “সত্যরাম” চট্টলে গমন করেন। “রাম” বঙ্গদেশে থাকেন। এবং “যশোরাম” রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেনাটী গ্রামে বসতি করিতেছেন। এই বচনের দ্বারা প্রতীতি হয়, তৎকালে ত্রীখণ্ডসমাজের বৈষ্ণবগণ নামান্তে শর্মা পদবী লিখিতেন, বর্তমানেও ত্রীখণ্ডসমাজের বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই দীক্ষাপ্রাপ্ত কার্য করেন। তাঁহাদের বহু ব্রাহ্মণশিষ্য এই বৈষ্ণব বিধেবিতার যুগেও রহিয়াছেন। জনশ্রুতিতে জানা যায়, কাসিমবাজারের মহারাজ ত্রীমুকুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ও ত্রীখণ্ডসমাজের বৈষ্ণবব্রাহ্মণের শিষ্য। ত্রীখণ্ড, ভাঙ্গনঘাট, বুধপুরা প্রভৃতি গ্রামের বৈষ্ণবগণের সদাচারাদির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি করিলে অনেক বৈষ্ণব বিধেষ্ঠার বিধেবুদ্ধি তিরোহিত হইবে!

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে যোগীন্দ্রনাথ :— প্রাচ্য প্রতীচ্য জ্ঞানসম্পন্ন বহু ঐতিহাসিকগ্রন্থে প্রণেতা ত্রীমুকুত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “রামপ্রসাদ” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :— মহর্ষি গালব বৈষ্ণবকল্পা বীরভদ্রার সেবার সঙ্কটে হইয়া তাঁহাকে পুত্রবতী হও বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, তখন বৈষ্ণবকল্পা বলিলেন ঐহু! আমার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু ঐহি বাক্যত লভ্যন হইবার নহে। তখন সমস্ত ঋষিগণ- একটা কুশপুত্রলিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রাণসংকার করতঃ তাঁহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন এবং বীরভদ্রাকে বলিলেন মা! তুমি আর বিবাহ করিওনা, এই পুত্রকে লইয়া পিতৃকূলে অবস্থান কর। বীরভদ্রা অবনতমস্তকে তাই স্বীকার করিলেন। ঋষিগণের বেদমন্ত্রে জন্ম বলিয়া ইনি ব্রাহ্মণ হইলেন এবং অষ্টভ্রাতৃব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। চিকিৎসা তাঁহার বৃত্তির মধ্যে নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মণের জ্ঞান শাস্ত্রাদি পঠন, পাঠন, দশবিধসংস্কার, উপবীত ধারণ, ঔষধপ্রস্তুত সময়ে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি সমস্তই করিতে পারিবেন, কেবল সাধারণ পূজাদি কার্যে তাঁহাদের অধিকার থাকিবেনা এবং বিবাহ আহার ও বিহার চলিবেনা। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে এইটুকু মাত্র প্রভেদ। নতুবা তাঁহারা অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রীয়কার্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান সমান অধিকারী। গ্রন্থকার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণবজাতির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈষ্ণবজাতির উৎপত্তি এক ব্রাহ্মণগণের সহিত আহার, বোন সম্বন্ধ ও পূজাদি বিষয়ে বাহ্য লিখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবজাতির বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে লিখিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও

ভাঁহার উদারতার ও সভ্যকথনের জন্ত ভাঁহাকে সপ্রণাম অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি বেই রূপ সরলপ্রাণে বলিরাছেন- “বৈষ্ণবজাতি ব্রাহ্মণ”। সমস্ত শাস্ত্রীয়কার্যে ব্রাহ্মণের স্থায় বৈষ্ণবগণ সমান অধিকারী !! এইরূপ সরলপ্রাণে যদি বকীরব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বৈষ্ণবজাতিকে ব্রাহ্মণ প্রতিপাদন করিতেন, তাহা হইলে ভাঁহাদের গৌরব আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইত।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রঘুনাথ শিরোমণিঃ :—
বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বাস্তব্য ঐবৃক্ত “ভোলানাথ দাশশর্মা . প্রণীত
“সঙ্কিবোধম্ ” নামক পুস্তক সম্বন্ধে বেই অভিমত দিরাছেন :—

“বিষ্ণুপুর নিবাসিনা ধবন্তরিপ্রতিম বৈষ্ণবংশাবতঃস ঐক্যবিকেশ
. দাশশর্মাঃ পিত্রাহুকারিণা তত্বতীর পুত্রেন ঐভোলানাথ দাশশর্মা
সঙ্কলিতঃ সঙ্কিবোধ নামাং গ্রন্থঃ সঙ্কিবোধনাং সুকুমারমণীনাংপি
বালানামনারাসেন সঙ্কিবোধোপযোগী ভবিষ্যতি। ১৪ই আষাঢ় ১৩২১গাং
শিরোমণ্যুপাধিক ঐরঘুনাথ শর্মাঃ।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রাখালচন্দ্র স্মায়রত্ন :—
বিষ্ণুপুরবাস্তব্য নানাদেশ বিখ্যাত চিকিৎসাদি শাস্ত্রকুশলত্ব
ঐবৃক্ত ঐক্যবিকেশ দাশশর্মা তত্বতীরপুত্রেন ঐমতা ভোলানাথ
দাশশর্মা বাল্যেবহুসি বিদ্যচিহ্নমিদং . সঙ্কিবোধ . দৃষ্টাবয়বমতীবা
সম্বলিতা ভবামঃ। ১৯২০সাল ১ই তাত্র।

ভারতর্কতীর্থোপাধিক ঐরাখালচন্দ্র দেবশর্মা

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে . সরলা দেবী :—

ললনা কুল গৌরব স্বনাম ধন্য বিহবী ঐবৃক্তা সরলা দেবী পণ্ডিতপ্রবর
ঐবৃক্ত উমেশচন্দ্র দাশশর্মা বিস্তারত্ব মহাশয়কে লিখিরাছেন “বাকালার বৈষ্ণবগণ
বে ব্রাহ্মণ তাহা ঠিকই। কেননা লাহোর অঞ্চলে আর্মার শস্ত্র মহাশয়দিগের
সাতটা শাখা বিস্তারিত তন্মধ্যে একটা শাখা “বৈষ্ণব” নামে পরিচিত। ১৩১১ বাংলা
১৪ই আষাঢ় [মন্সীরমালা] ঐবৃক্ত রামকৃষ্ণ দত্তশর্মা চৌধুরীর সহিত ভাঁহার
বিবাহ হইরাছে। দত্তপদবি বৈষ্ণবব্রাহ্মণের ভিন্ন বজনব্রাহ্মণের হইতে পারে
কিনা সুধীগণ বিচার করিবেন। ভাঁহাদের দৈবপৈত্র কন্যাদি দেবশর্মাগ্নেয়ে
হইয়া থাকে

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে রামগতি স্মায়রত্ন :—
বক্সের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় ৬রামগতি স্মায়রত্ন মহাশয় লক্ষ্মণসেনের তাত্র-

শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া “সাহিত্যবিবরক” গ্রন্থে বাহা লিখিয়াছেন, তাহার কথকিং মাত্র উদ্ধৃত করা হইল :—“অগস্ত্যদেবশর্মাণঃ পুণ্ড্রোজার, নারায়ণধর-দেবশর্মাণঃ পৌজার, নরসিংহধরদেবশর্মাণঃ পুজার গার্গ্যগোজার অগ্নিরোবৃহস্পতিশিনি-গর্গভরষাজ পুবরায় ঋষেদাখলারমশাখাখ্যারিনে শত্যাশাবিক ঐক্ককধর দেবশর্মাণে পুণোহহনি বিধিবহ্নদক পূর্বকং তগবত্তং ঐমরনারায়ণ তটোরকমুদিত মাতাপিজোরাজনন্ড পুণ্যমশোহতিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজা আচক্ষার্কহিতিসমকালঃ যাবৎ ভূমিক্তিহ্রস্তায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য অপ্রদত্তোহ্মাতিঃ ৩২৭ পৃঃ। ইহা হইতে বৈদ্যের ত্রাঙ্কণত্ব প্রতিপাদনের উপকরণ আর কি হইতে পারে? এই তাম্র-শাসনে লক্ষ্মণসেনকে দেবশর্মা বলা হইরাছে।

বৈদ্যের ত্রাঙ্কণত্ব প্রতিপাদনে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় :—

প্রব্রতত্ববিদ্ বনামধস্ত অক্ষয়কুমারমৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসন হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :— মহারাজাধিরাজ ঐমান্ চন্দ্রদেবঃ কুশলী ঐপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তান্ত পাতি নাত্তমগুণে নেহকাটি পাঠকভূমৌ। ৪০২ ভাষ্যো যথোপরি লিখিতা ভূমিরিয়ম্ সমস্তরাজভোগকর হিঙ্গা প্রত্যায় মহিত শখল্য [শান্তিলা] বো গোজার ত্রুবি প্রবরায় মকরগুপ্ত প্রপৌজার বরাহগুপ্ত পৌজার সুমঙ্গলগুপ্ত পুজার শান্তিবারিক ঐশিতবাসগুপ্তশর্মাণে বিধিবহ্নদকপূর্বকং তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা অহ্মাতিঃ ৪০৪ পৃঃ ভাষ্য অহ্মাদ :—

মহারাজাধিরাজ মকরগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল-গুপ্তের পুত্র, শান্তিবারিক পীতবাসগুপ্তশর্মাকে যথাবিধি উন্নক স্পর্শ পূর্বক পৌণ্ড্রভূক্তির অন্তঃপাতি নাত্তমগুণহিত নেহকাটি গ্রামে পাঠক পরিমিত ভূমিদান করিয়াছিলেন। ২২৬ পৃঃ

উপরি উক্ত তাম্রকথকের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, পীতবাসগুপ্ত-শর্মা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনগ্রামোক্ত অন্তর্গত নেহকাটি (নেহাটি) গ্রামের একপাঠক (পাণী) ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৈদ্যাক্ষর ছিলেন। বহনব্রাহ্মণগণের গুপ্তশর্মা পাঠ হয় না।

বৈদ্যের ত্রাঙ্কণত্ব প্রতিপাদনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :—

প্রবাসীপত্রিকার সম্পাদক ঐযুক্ত স্বকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখিয়াছেন :—

পূর্বে যখন সমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল; তখন ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণকতা, ক্ষত্রিয়কতা ও বৈশ্যকতা বিবাহ করিতে পারিত। আর সেই সকল জীৱ গর্ভজাত সন্তানগণই পিতৃকৃতি পাইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং বৈদ্যগণ আকৃতিতে এখন ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেও আদিতে তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহাদের বেদ পঠন, পাঠনে অধিকার বর্তিয়াছিল এবং নাম হইয়াছিল বৈদ্য। অর্থাৎ বেদবিৎ, বেদপারগ, বিদ্বান ও পণ্ডিত। বৈদ্যেরা এইকর্তাই ব্রাহ্মণত্ব বাচক শব্দী পদবি ব্যবহার করিতেন। এইরূপে স্মরণীয়প্রবন্ধ লিখিয়া বজীরবৈদ্য মহারাজগণ যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মৈথিলেশ্বর :—কলিকাতার খাতনামা কবিরাজ ঈশ্বর গুপ্ত গণনাথ সেনশর্মা সরস্বতী মহাশয়কে ভারতাক্ষর মহারাজের আত্মপুত্রের উপনয়নে যেই নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছেন তাহা এই :—স্বস্তি

তর্কে গৌতমতা অগংহুবিমিতা বেদাননে শেবতা
ব্রহ্মণ্যে অমদয়িতা স্তুতিবিধৌ ঈশ্বাজবক্যাস্বতা।
মিমাংসাসু সুরারিতা চ কুনে বাগীশতা কেশতা,
মথ্যাদাসু রতিসতা কচিচরে বানাহণ্য বিশ্রাম্যতি।
তানু মহামহোপাধ্যায় ঈশগণনাথ সেনশর্মা
মহাশয়স্য নিম্নদয়তি বাবু ব্রজনন্দন সিংহঃ।
চৈত্রে চতুর্থরীতিচিহ্নিত দলে দিল্লীস্থিতাবাসিনৌ।
বারে হেমকরে মদ্যস্বাদুস্বাদৌ যৌগীনিবদ্ধোত্তবঃ।
সভাবী কুপরা জয়ন্তিরক্টল র্ত্যোগিন্যোঃপ্রাকটৈঃ
কীর্তিপ্রাতঃপ্রদীপ্তপূর্ণ শশভূষিত্যোহিতাশৈঃ স্বয়ং।

ঈশ্বর বাবু ব্রজনন্দন সিংহ ভারতাক্ষর মাননীয় মহারাজ ঈশ্বর গুপ্ত নামেই সিংহ বাহাদুরের আতা। ইহা হইতে পুত্রের উপনয়নে কবিরাজ মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। চিহ্নিতাবাক্যকারী বৈদ্য গণনাথকে অকপটে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে মৈথিলেশ্বর দ্বিবা বোধ করেন নাই। যে মৈথিলেশ্বর ভারতবর্ষ মহানগরীর সভাপতি, যেই সভার বাজালার প্রায় সমস্ত মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত, সেই সভার মিথিলার প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজবংশের বংশধর ঈশ্বর ব্রজনন্দন সিংহ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ পত্রে বৈদ্য

“গণনাথকে শৰ্ম্মণো মহাশয়রাই নিবেদয়তি” বাক্যপ্রয়োগ দেখিয়া এতদেন্দ্রীয় ব্রাহ্মগণ সংজ্ঞা হারাইবেন না? ইহা হইতে বৈদ্যমহোদয়গণের শৰ্ম্মা পদবি ধারণের জুড়ুত্ব তিরোহিত হইবে তঃ।

বৈদ্যের ব্রাহ্মগণ প্রতিপাদনে পণ্ডিতসমাজ :— অশেষশাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত মহোদয়গণ বঙ্গীয়বৈদ্যগণের ব্রাহ্মগণ প্রতিপাদন করিয়া যেই ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই :—

মহাদিশাদ্রোদ্ধৃত বচনান্তাগোচ্যৈতৎ প্রতীয়তে
ব্রাহ্মণেন সংস্কৃতান্না বৈশ্ণাভাৰ্য্যায়ামুৎপাদিতাঃ পূজা
অথচ ব্রাহ্মণবর্ণাঃ কৃতোপনয়নসংস্কারাশ্চৈতৎ ব্রাহ্মণত্বেন
প্রতিপাদিতাঃ শৰ্ম্মাস্তনামোচ্চারণেন পরিচিভা
বিজপদ্মাস্ত দেবাস্তাশ্চ ভবন্ত্যেবেতি বিদ্যামতমিতি ॥

পট্টকোড়ানিবাসিনাঃ স্বতিরদ্রোপাধিক ঐকীরোদচন্দ্র দেবশৰ্ম্মণাম্।
বাগুদগুনীবাসিনাঃ তর্করদ্রোপাধিক ঐপ্রসন্নকুমার শৰ্ম্মণাম্। ধলঘাট নিবাসিনাঃ
ঐগিরীশচন্দ্র বিভাভূষণানাম্। চক্রশালা নিবাসিনাঃ তর্কলঙ্কারোপাধিক ঐঐকৃষ্ণদেব
শৰ্ম্মণাম্। কাঞ্চনা নিবাসিনাঃ বিভালঙ্কারোপাধিক ঐরামচন্দ্র শৰ্ম্মণাম্। ধর্ম্মপুর
নিবাসিনাঃ বিভারদ্রোপাধিক ঐরামকুমার শৰ্ম্মণাম্। নোয়াখালীর অন্তর্গত ভুলুয়া
নিবাসিনাঃ ঐব্রজবল্লভ শৰ্ম্মণাম্। ঐচন্দ্রমোহন শৰ্ম্মণাম্। ত্রিপুরাস্তর্গত
গুণসাগর নিবাসিনাঃ ঐহরিমোহন বিভারদ্রাণাম্। কাশীয়াইশ নিবাসিনাঃ ঐরাম
কানাই বিভাভূষণানাম্। পাটনীকোটা নিবাসিনাঃ ঐরজনীকান্ত স্বতিভাগীশানাম্।
সারোয়াতলী নিবাসিনাঃ ঐকমলাকান্ত ভারদ্রাণাম্। নরাপাড়া নিবাসিনাঃ
ঐউমাচরণ তর্করদ্রাণাং। নরাপাড়ানিবাসিনাঃ অন্নদাচরণ ভারদ্রাণাং।
বরিশালাস্তর্গত বানরীপাড়ানিবাসিনাঃ ঐউমাকান্ত শৰ্ম্মণাম্। কোরেপাড়া
নিবাসিনাঃ ঐমহেশচন্দ্র ভারদ্রাণাং। জোয়ারা নিবাসিনাঃ ঐনীলকমল
তর্করদ্রাণাম্। পট্টকোড়া নিবাসিনাঃ ঐকালীশঙ্কর স্বতিপঞ্চাননাম্। কাগতীরা
নিবাসিনাঃ ঐনীলকমল স্বতিরদ্রাণাম্। হুচিরা নিবাসিনাঃ ঐঅপর্ণাচরণ
স্বতিরদ্রাণাম্। ত্রিপুরাস্তর্গত ছিলমপুর নিবাসিনাঃ ঐঐশানচন্দ্র বিভাভূষণানাম্।

বৈদ্যের ব্রাহ্মগণ প্রতিপাদনে কল্লাল :— মহারাজ কল্লালসেন কৃত
“দানসাগরে সেনবংশের যেই রূপ পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে সেন রাজগণকে
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তর্বর্ণ ধারণা করাও পাপ। পাঠকগণের সংশয় ভঞ্নের
জন্য তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে যাদবেশ্বর উর্করত্ন :—

কল্পে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর উর্করত্ন মহাশয় “অর্চনাত্তে” “বোপদেব” শীর্ষক বেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সান্নিধ্য এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—কল্যাণভাজন শ্রীমান্ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিজয়ারত্ন, মুখ্যবোধকার-বোপদেবকে বৈষ্ণবজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শ্রীতিভাজন স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউকর তাহার তাঁর প্রতিবাদ করিয়া বোপদেবকে দক্ষিণাপথবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপাদনের সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেউকর মহাশয়ের প্রধান যুক্তি, অস্ত্রাপি মহারাষ্ট্রে বোপদেবের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রচলিত। মুখ্যবোধব্যাকরণের পরিশেষে বোপদেব আত্ম-পরিচয় দিতে বাইরা লিখিয়াছেন :—

“বিষদধনেশ্বরজ্ঞাতো ভিবক্ কেশবনন্দনঃ।

মুখ্যবোধং চকারেদং বিপ্রো বেনপদাম্পদম্।”

পণ্ডিত যদেবের ছাত্র, ভিবক্ (বৈষ্ণব) কেশবের পুত্র, বেনপদের আশ্রয় বিপ্র বোপদেব এই মুখ্যবোধ রচনা করিয়াছিলেন। ভিবক্ পদটী কেশবের ও বিশেষণ-চতুস্তে পারে, বেনপদাম্পদম্ পদটী বোপদেবের বিশেষণ হইতে পারে।

এই উদ্ধৃতি শ্লোকটী দেখিলে সকলেরই সন্দেহ হইবে যে, তিনি বৈষ্ণব হইলেন কি করিয়া “বেনপদাম্পদ” ও “বিপ্র” বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন? সকলেরই অবগতি আছে যে, ব্রাহ্মণেরই বেনবিদ্ভা অধিকৃত ও বিপ্র শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। আবার বেনপদাম্পদ ও বিপ্র শব্দ দেখিয়াই বা কি করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়? তিনি নিজের বা পিতার “ভিবক্” পরিচয় দিয়াছেন। ভিবক্ চিকিৎসকের নামান্তর। বৈদ্যজাতিকে অষষ্ঠ ও বলা হয়, “অষষ্ঠানাং, চিকিৎসনিকম্” শাস্ত্রে অষষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি নির্দিষ্ট। চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ যে অষষ্ঠের অধিকৃত ও আয়ত্ত, সে সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ চিকিৎসার গর্হিত। তদ্বান্ মনু তুল্যরূপে চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে অপাঙ্কুর করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণ চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে নয়, মহারাষ্ট্রে প্রভৃতি দেশেও মনুর ব্যবস্থা বেদবৎ আদৃত, পুজিত ও আচরণীয় হইয়া আসিতেছে। এই অনাচারের দিনেও কেহ শাস্ত্রগর্হিত অনাচারের সমর্থন করিতে পারে না।

আর যে সময়ে শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, শাস্ত্রের বিধি নিষেধগুলি কঠোরতার সহিত সমাজে পালিত হইত, শাস্ত্রজ্ঞ বোপদেব ব্রাহ্মণ হইয়া, সেই সময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিনিয়ত শাস্ত্রগর্হিত তাত্‌কালিক সমাজের অতিনিন্দিত কার্য্য করিবেন কেন ? স্বাধীনদেশে বাস করিয়া অস্বাভাবের তাড়নায় ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র বোপদেবের যে, এইরূপ কুৎসিত জীবিকা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা সম্ভব পর হইতে পারে না। আবার তিনি সেইরূপ জীবিকা অনুষ্ঠানে লজ্জিত না হইয়া, দুঃস্থতিনিদানে তাহা জগতে শুধু তৎকালের জ্ঞান নয়, অনন্তকালের জ্ঞান অক্ষয় রূপে বিবোধিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সঙ্গে পূজনীয় পিতৃদেবের, পূজনীয় গুরুদেবেরও সেই ছরপনের কলঙ্ক কথাকে রাষ্ট্র করিতে কুণ্ঠিত করেন নাই, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে আমরা একান্ত অসমর্থ। বোপদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃ ক্ষুণ্ণ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমি বোপদেবকে ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্গত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের গৌরব ঘোষণায় অসমর্থ হইতেছি। সত্যের অনুরোধে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতেছি তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন।

বোপদেবের একমাত্র “মুণ্ডবোধব্যাকরণ” রচিত নহে। তিনি এক জীবনে ষতগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এতগুলি পুস্তকের রচয়িতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডবোধব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু, ত্রিশংস্লোকী, অশৌচসংগ্রহ, ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, পরমহংসপ্রিয়া, পরমহংসপ্রতাপটীকা, (প্রাক্‌কাণ্ড) প্রাক্‌কাণ্ডদীপিকা, ভাগবতপুরাণ ষাটশ-ছন্দামুক্রম, মহিষমার্কের . টীকা, মুক্তাকল, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকী, চন্দ্রকলা, শার্ঙ্গধরসংহিতা, গুণার্থদীপিকা, সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ, হরলীলা, হৃদয়দীপ নিষণ্টু, বোপদেব শতক, শীত্ৰবোধব্যাকরণ, এই সমস্ত পুস্তকগুলি বোপদেবের রচিত। এতগুলি পুস্তক লিখিয়া বোপদেব তাত্‌কালিক বিষ্ণুসমাজে ভূবৃহস্পতি ও ভূনাগেন্দ্র নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

যেই শতশ্লোকীর বলে মহাত্মা ভাণ্ডারকর বোপদেবকে মহারাজ্যীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, সেই শ্লোকটির আলোচনা করা আবশ্যক। শ্লোকটি এই :—

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা

স্থানংবেদপদং সমগ্রজগদগ্রন্থং সহস্রং দ্বিজাঃ।

তত্রামীষু ধনেশ কেশববিদ্যো বৈদ্যো বরিতৌ ক্রমাৎ।

চক্রে শিষ্যসুতন্তরোঃ কৃতিমিতি ত্রীবোপদেব কবিঃ ॥

বঙ্গদেশের মধ্যে বরদাট মহাশ্রেষ্ঠস্থান, এইজন্য তাহার মহাস্থান এই নামটী সার্থক হইয়াছে। সেইস্থানে (তত্র) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ (অগ্রজ) গণের আদরণীয় বেদপদ সহস্র বিজ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে (অমীষু) বৈদ্য ধনেশ পণ্ডিত ও কেশব পণ্ডিত ক্রমে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদিগের শিষ্য ও পুত্র (ধনেশের শিষ্য ও কেশবের পুত্র) ঐবোপদেব এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ (অগ্রজগণ) ও দ্বিজের পৃথক্ কীর্তন করাতে এই শ্লোকোক্ত “দ্বিজ” ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। আবার তাঁহাদিগের মধ্যে বলাতে নিকটবর্তী দ্বিজ পদেরই প্রাপ্তি হইতেছে। অগ্রজ (ব্রাহ্মণ) পদ দ্বিজপদ দ্বারা ব্যবহৃত, বিশেষতঃ বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া একান্ত শুণীভূত। সুতরাং কোন প্রকারেই “অমীষু” এই পদ দ্বারা “অগ্রজ” (ব্রাহ্মণ) পদের উপস্থিতি হইতে পারে না। আমরা এই কারণে পূর্বোক্ত বোপদেবকে বৈদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছি। এই স্থলে আরও বক্তব্য যে, বাঙ্গালী-ভিন্ন ভারতের অন্ত কোন প্রদেশবাসী নিজের নামের পূর্বে কদাপি “ঐ” শব্দের কীর্তন করে না; এই জন্যও আমরা বোপদেবকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিতে বাধ্য। “তর্করত্ন মহাশয় স্মরণীয় বহু গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ভুবৃহস্পতি বোপদেবকে সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অতুলকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়ঃ—
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মিরাটশাখার সম্পাদক ঐযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩২৩ সনের তৃতীয়বর্ষের দশম সংখ্যার “মন্দারমালায়” যেই স্মৃতিস্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই :—

বোপদেবের গোস্বামী উপাধি সম্বন্ধে “কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠে” উল্লিখিত হইয়াছে “ইত্যাচার্য্য চক্রচূড়ামনি ঐবোপদেব গোস্বামিবিদ্রিচিতঃ কবিকল্পদ্রুমো নাম ধাতুপাঠঃ সমাপ্তঃ।” সূক্তবোধব্যাकरणে লিখিত হইয়াছে; “আচার্য্য চক্রচূড়ামনি মহামহোপাধ্যায় ঐবোপদেব গোস্বামিকৃতঃ” গোস্বামী উপাধি ব্রাহ্মণ বৈদ্যগণের নিবৃদ্ধ সম্পত্তি, ইহাতেও স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণ একতর ব্রাহ্মণ। বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণের অন্তর্গত তাহা হিন্দুশাস্ত্রের বচনাদি হইতে আমরা বহুস্থলে দেখিতে পাই। বাঙ্গালার বৈদ্যগণ বঙ্গসমাজে বাস্তবিক মুখ্য ব্রাহ্মণের ঠিক নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের সামাজিক ক্রিয়া কলাপও আর্য্য মুখ্যব্রাহ্মণদিগের সদৃশ। হিন্দুসমাজে চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণের

অস্তিত্ব নাই। অধিকন্তু, শাস্ত্রীয়বচন অনুসারে বাক্যলার বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে লিখিয়াছেন, বোপদেব, ব্রাহ্মণ নহেন, “জাতিতে বৈদ্য ছিলেন”। কারণ অষ্টমব্রাহ্মণগণ বঙ্গসমাজে জাতিবৈদ্য বলিয়া পরিচিত। বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগের কুত্রাপি “বৈদ্য” নামে সংস্কৃতের পঠন পাঠনার অধিকারী অপর কোন-উচ্চজাতির সবা পরিগণিত হয় না। এইরূপ স্থলে নহে হয়, তর্করত্ন মহাশয় বোপদেব মুখ্যব্রাহ্মণ ছিলেন না; তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ (অষ্টমব্রাহ্মণ) ছিলেন, তাহা প্রতিপাদনের জন্যই জাতিতে বৈদ্য ছিলেন লিখিয়াছেন।

বোপদেবের জন্মভূমি বঙ্গদেশে ছিল। বোপদেব যুগকালে বঙ্গদেশে প্রচুরিত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধবিপ্লবে ও ঐতরিকতায় পূর্ণ ছিল। বোপদেব গোস্বামী বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী থাকায় এবং বৈষ্ণবগ্রন্থাদি প্রণয়ন করায় স্বদেশে তাঁহার অনেক শত্রু হইয়া উঠে। উক্ত কারণে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে গিয়া বাস করেন। তৎসঙ্গে তাহার অনেক জাতি ব্রাহ্মণগণও তথায় গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক “চন্দ্রপ্রভা” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রমশঃ বোপদেবের বংশধরগণ উক্তপ্রদেশে বসবাস নিবন্ধন যে, তদ্রূপবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা সন্দেহ নাই। একান্ত স্বর্গীয় পণ্ডিত সখারামগণেশ দেউসর বোপদেবকে তদ্রূপবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। বোপদেব ঘটনাচক্রে বঙ্গজননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আজ তাঁহার বংশধরেরা মহারাষ্ট্রীয়ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

পণ্ডিতব্রাহ্ম বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের এবং পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় সখারামগণেশ দেউসর মহাশয়ের ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অতিমত হইতে স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, বঙ্গীয়বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কেবল চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন বলিয়াই উপাধি বৈদ্য বা অষ্টম হইয়া ছিল। বঙ্গব্রাহ্মণগণ হইতে পৃথক রাখিবার জন্য তাঁহানিকে অষ্টমব্রাহ্মণ বলা হইত।

বৈদ্যের ব্রাহ্ম্যই প্রতিপাদনে অবলাল :—মহারাজ বল্লালসেন দানশাস্ত্রে সেনবংশের যেই রূপ পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে সেনব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যরূপ ধারণা করাও পাপ। পাঠকগণের সংশয় ভঞ্জনর জন্য তাহার একটা শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

“ইকোবিধৈকবাক্যোঃ ক্রতিনিরমগুরুঃ কজচারিত্ৰচৰ্য্যা

মৰ্যাদাগোত্রৈবলঃ কগিচকি তসনাচারসকারসীমাঃ

সম্ভূত-বহু-রত্নাঙ্কলপুরুষগণোছিন্নসন্তানধারা

বাক্যে। মুক্তাসরস্বতিনিরগমদবনেতৃত্বং সেনবংশঃ।”

যে সেনবংশের দৃষ্টান্ত অঙ্গুলরণ করিয়া তাৎকালিক হিন্দুগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, যে বংশে কজিচরিত্রের স্তায় আচরণে (অর্থাৎ বুদ্ধিবশে) অচলের স্তায় আটল ছিলেন, কলিকাল দোষে পতনোন্মুখ সদাচারের বিস্তুতি সাধনে যে সেনবংশ চরমসীমার উন্নীত হইয়াছিলেন, যে সেনবংশ চন্দ্রকান্তমণির মাল্য ছিলেন, কেননা সেনবংশ সম্ভূত, সচরিত্র মুক্তা ও সম্ভূত সুগোল, সেনবংশ বহু-নির্মল, মুক্তাও সম্ভূত-নন্দ, সেনবংশ উজ্জল-বিখ্যাত, মুক্তাও উজ্জল দীপ্তিবৃদ্ধ, সুতরাং সেনবংশ চন্দ্রকান্ত রত্নসদৃশ পুরুষগণ দ্বারা সন্তান-সমৃদ্ধিক্রমে অবিক্রিয় ভাবে গ্রথিত হইয়া মুক্তামালার ঐধারণ করিয়া, পৃথিবীর রমনীর আভরণ রূপে বিরাজিত, সেই সেনবংশ জগতের অধিতীর উপকারী ভগবান্ চন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।”

দানসাগরের এই শ্লোক সেনবংশকে “ক্রতিনিরমগুরু” বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সেনবংশ তাৎকালিক হিন্দুসমাজের বেদোক্ত কার্য কলাপের গুরু বা আদর্শ ছিলেন। সমগ্র হিন্দুগণ যে সেনবংশের দৃষ্টান্ত অঙ্গুলরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন; সেই সেনবংশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণ হইতে পারে না।

বারেন্দ্র-কুলজী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

বারেন্দ্র তু তদা, সার্বজিন্যতাপ্যগ্রজন্মনাং ।

স্বাভারাত্ত দ্বিজাশাসন সার্বজিন্যোষি শূতানি চ ॥

বারেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং যথো চৈকপত দ্বিজাঃ ।

বারেন্দ্র ব্রহ্মিতা স্বাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ ॥

দ্বিজতথিক পঞ্চাশবারেন্দ্রানাং দ্বিজজন্মনাং ।

পঞ্চাশদ্বর্গস্বাং যট্টী তোটে যট্টীরত্নকে ।

চত্বারিংশচ্ছকলে চ মৌড়স্বহপি তথাহককাঃ ।

দত্তা নৃপতিনা স্বয়ং বজ্রালেন মহাশ্বনা ॥

“মৌড় ব্রাহ্মণ”-ধৃত বারেন্দ্র-কুলজী: বচন। মৌড় ব্রাহ্মণে ৮৮পৃষ্ঠা।

মহারাজ বজ্রালেন-বচন “স্বাটী” ও “বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন

বারেন্দ্রে ৩৫০জন ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ে ৭৫০জন ব্রাহ্মণ গণনাতে প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সদাচার পরায়ণ একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে রাখিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ২৫০জন ব্রাহ্মণের মধ্যে মগধদেশে ৫০জন, ভোটেদেশে ৬০জন, রত্নদেশে ৬০জন, উৎকল ও মৌড়দেশে সমসংখ্যায় ৪০জন ৪০জন ব্রাহ্মণকে মহাশ্রী নৃপতি বল্লালসেন প্রেরণ করেন।

সদাচারপরায়ণ একশতব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে বসিত হইয়াছিল, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝায়, অপর ব্রাহ্মণগণ সদাচার বর্জন করার বল্লালসেন কর্তৃক ভিন্নদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি যে ঘটককারিকা সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় :—

বল্লাল ববে করে রাঢ়ীবারেন্দ্র অংশ।
রাঢ়ী বারেন্দ্র পায় এগারশত বংশ॥
রাঢ়ে সাতশ সাড়ে, বারেন্দ্র চারি উন।
বারেন্দ্র সাড়ে তিনশ, সাড়ে সাতশ রাঢ়ীগণ॥
রাঢ়ীমধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী।
বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্বাসনী॥
মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা।
সংখ্যা-মাত্র লিখা আছে কুলজে জানা।
ভোটে বার বটজন, মগধেতে তাই।
উৎকলে পঞ্চাশত রত্নে (আগামে) তত পাই।
মবী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র বারি।
নির্বাসনের এই রীতি তাটে কর।”

সম্বন্ধনির্ণয় তৃতীয় সংস্করণ বিশেষ কাণ্ড ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

এই কারিকা দ্বারা পরিচ্ছন্ন হওয়া যায়, বরেন্দ্রদেশের আড়াইশত ব্রাহ্মণ মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারিকার লিখিত বিবরণে জানা যায়, রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দান গ্রহণ দ্বারা “অগ্রদানী” ব্রাহ্মণ সম্ভাদায় গঠিত হইয়াছিল এবং বারেন্দ্র পাতকীগণ রাজদণ্ডে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত নির্বাসিতগণের নাম উল্লেখ না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“মহাপাতকীর নাম নিতে আছে জানা।

সংখ্যামাত্র লিখা আছে কুলজ্ঞে জানা।”

বিশ্বসংহিতার ৫ম অধ্যায়েও ব্রাহ্মণ্য দণ্ড সহজে লিখা আছে :—নাশারীরো ব্রাহ্মণ্য দণ্ডঃ।২ স্বদেশাৎ ব্রাহ্মণ্য কৃতাত্তং বিবাসয়েৎ ৩। ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড নাই, চিহ্নিত করিয়া স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিবে। এই সমুদয় হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়, মহারাজ বল্লালসেন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ না হইলে কখনও ব্রাহ্মণসমাজের আচারগত দোষান্নির বিচার করিবার অধিকার তাঁহার থাকিত না, সামাজিক বিচার সমাজপতিগণই করেন, তিনি কেবল মহারাজ ছিলেন তাহা নহে, তিনি ব্রাহ্মণসমাজের সমাজপতিও ছিলেন, তাই কোন কোন ব্রাহ্মণকে অগ্রদানী বলিয়া সমাজচ্যুত করিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণকে কুলীন করিলেন, আবার কোন কোন ব্রাহ্মণকে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নির্বাসিত করার বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যবিষেবৎসি প্রজ্জলিত হইয়াছিল। বৈদ্যরাজ্যের অন্তে, ধর্ম্মশাসনহীন জগতে সেই বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সন্তান মেধাতিথি ও কুলক, তাঁহাদের পূর্বপুরুষের নির্বাসনদণ্ডের পরিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই, মহাবাঙ মনুসংহিতার মূলের সম্পূর্ণ বিপরীত টীকা ও ভাষ্য করিয়া পবিত্র মনুসংহিতার কলেবর, পাপপঙ্কিলে লিপ্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বে একাদশজন বিখ্যাত পণ্ডিতের টীকা রহিয়াছে, সেইসব টীকার বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে কোনরূপ কটাক্ষ নাই। মেধাতিথি ও কুলকের টীকা ও ভাষ্যের দোষ উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় ৮গদাধর কবিরাজ “প্রমাদভঞ্জনী” নামক মনুসংহিতার টীকা করিয়াছেন। মনু, বাজবল্য, উপনাঃ পথ্য, হারিত, বিষ্ণু, অত্রি প্রভৃতি শাস্ত্রকারমহর্বিগণ বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিলোপ করার জন্য কোন প্রমাণ বিধিবিদ্ধ করেন নাই এক রাসায়নের টীকাকার সুপুসিক রামাচর্য, মহাভারতের টীকাকার বিখ্যাত নাগার্জুন বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব মুক্ত-কর্মে যোগ্য করিয়া গিয়াছেন। মেধাতিথি ও কুলক উভয়ে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা বৈদ্যজাতিকে ধর্ম্ম করার জন্য মনুসংহিতার বেই সমুদয় স্রোকের টীকা ও ভাষ্য পাণ্ডিত্যের পরিপন্থী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা “বৈদ্যপরিচয়” করা হইয়াছে। উপরি উক্ত ঘটনাবলী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, মহারাজ বল্লালসেনের সময় সমগ্র রাঢ় ও বারেন্দ্রে সর্বসাকল্যে

অগারশত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইতে আড়াইশত ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে আসানে, বিহারে, মাগধানিদেলে বিকাসিত হন। অবশিষ্ট বাহা ছিলেন, তাহা হইতে বর্তমানে ত্রয়োদশলক্ষের অধিক ব্রাহ্মণ এই বঙ্গদেশে কোথায় হইতে আসিলেন, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করুন। মহারাজ আনিপুর ধবন্তরীগোত্র বৈদ্য ছিলেন এবং মহারাজ বল্লালসেন বৈদ্যানরগোত্র বৈদ্য ছিলেন। প্রতাপাদিত্য, তারকান্যক ও বটকফারিকারি পাঠে জানা যায়, সেনরাজগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে প্রস্তরফলক :—রাজসাহী জিয়ার গোদাগারী ধানার অন্তর্গত দেওয়াপাতাগ্রামের নিকট বারিহা নামক স্থানে যে পুস্তরফলক পাওয়া যায়, তাহাতে সামন্তসেনের বেই পরিচর সহিরাছে, তদ্বারা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ বর্ণস্বই স্মৃতিত হয়। সুবিহৃত শ্লোকের সমস্ত অংশ অধ্যাহার না করিয়া কেবল মাত্র যে শ্লোকটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

“তস্মিন্ সেনাধ্বারে প্রতিমুদটশতোৎসাদন-বুদ্ধবাদী,

স বুদ্ধকজিরাণা মজনি কুলশিরোদাম সামান্ত-সনঃ।

উদগীয়ন্তে যদিয়াঃ অলচ্ছদধি জলোন্মাস নীতেষু সেতোঃ।

কচ্ছান্তেত্বপ্সরোত্তি দর্শয়থ তনয়স্পর্ধয়া বুদ্ধগাথাঃ॥”

“সেই সেনবংশে মহারাজ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিপক্ষ দিগের শত শত উত্তম বোদ্ধপুরুষের বিনাশসাধন করেন। তজ্জন্ত তিনি কজিরাগণের শিরোভূষা স্বরূপ ছিলেন এবং তিনি পরম বুদ্ধবাদী ছিলেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণদিগের শিরোভূষা বলিয়া গণ্য হইতেন। মাগরতরঙ্গ কলাপবিধৌত সেতুপার্শ্বে উপবেশন পূর্বক অঙ্গপ্রাঙ্গণ দশরথ তনয় (রামচন্দ্রের) প্রতি স্পর্ধা করিরাই যেন বুদ্ধগাথা গান করিত।”

এই পুস্তরফলকে “বুদ্ধকজির” শব্দের উল্লেখ দেখিয়া কোন কোন প্রতিবাদক সেন রাজগণকে কজির বলিবার প্রমাণী হইরাছেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞতা বহি নহে। সেন রাজগণকে, কোন স্থলে “অযটকুল সন্তুত” কোন স্থলে “টবন্তকুল সন্তুত” লিখিয়া কবিগণ বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিরাছেন। এই স্থলের “বুদ্ধকজির” দেখিয়া প্রতিবাদকের দল কোন সাহসে সেন রাজগণকে কজির বলিতে চাহেন জানিনা। বুদ্ধ অর্থে ব্রাহ্মণই বুঝায়। বুদ্ধকজির বলাতে “বুদ্ধকজিরইব” ব্রাহ্মণ কজিরের

ভার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কজিরবৃত্তি বিশিষ্ট হন মাত্র। যেমন জ্যোতিষাচার্য, কুপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কজিরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন; তজ্জন ব্রাহ্মণ কজিরের বৃত্তি অবলম্বন করিলে, কিম্বা প্রজাপালন, রাজ্যশাসন করিয়া রাজা, মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মকজির বলা হইত। তাঁহারা কজিরজাতিতে প্রাপ্ত হইতেন না, ব্রাহ্মণই থাকিতেন। মহর্ষি অত্রি দশবিধ ব্রাহ্মণের লক্ষণে বলিয়াছেন:—বিনি সন্ধ্যা, দ্বান, জপ, হোম, নিত্য দেবতাপূজা, অতিথিসেবা, এবং বৈবসেব করেন, তাঁহাকে “দেবব্রাহ্মণ” বলে। শাক, পত্র, ফল, মূলভোজী, বনবাসী এবং নিত্য শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ “মুনি” বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। বিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী সৰ্বসমুদ্যানী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য জানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ “বিজ্ঞ” নামে অভিহিত। বিনি সমরস্থলে সৰ্বসমক্ষে আরম্ভ সমরেই ধর্মীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের “কত্র” সংজ্ঞা। কুবিকার্যোরত, গোপ্রতিপালক এবং বাণিজ্য তৎপর ব্রাহ্মণ “বৈজ্ঞ” বলিয়া উক্ত। যে ব্রাহ্মণ মাংসা, লবণ, কুম্ভভূত, হৃৎ, স্তন্য, মধু, বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ “শূদ্র” বলিয়া নির্দিষ্ট। চৌর, তত্বর, সূচক, (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্বদা মৎস্য-মাংস লোভী ব্রাহ্মণ “নিবাদ” বলিয়া কথিত। যে ব্রাহ্মণ বেদ এবং পরমাশ্রম তত্ত্ব কিছুই জানে না, অথচ কেবল বজ্রোপবীত বলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ “পশু” বলিয়া খ্যাত। যে নিঃশঙ্কভাবে কুপ, তড়াগ, সরোবর, এবং আরাম (সাধারণভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, সেই ব্রাহ্মণ “শ্রেষ্ঠ” বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্বধর্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দয় ব্রাহ্মণ “চাণ্ডাল” বলিয়া গণ্য।

(১) সন্ধ্যাং দ্বানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।

অতিথিং বৈবসেবকং দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে। ৩০৫

শাকং পত্রং ফলং মূলং ভোজ্যং বনবাসীঃ স ব্রাহ্মণঃ।

বিন্দুভোজ্যং যাজ্ঞং ন বিজ্ঞো মুনিরুচ্যতে। ৩০৬

বেদান্তং পঠিত্তে বিজ্ঞঃ সৰ্বসমক্ষে পরিচ্যতে।

সাংখ্যযোগবিচারকঃ ন বিজ্ঞো বিজ্ঞ উচ্যতে। ৩০৭

অস্ত্রাঘাতাকং ধ্বজাং সন্ধ্যাস্তে সৰ্বসমুপে।

আরম্ভে নির্জিতা যেন ন বিজ্ঞঃ কত্র উচ্যতে। ৩০৮

কুবিকার্যোরতো বচঃ শব্দাৎ প্রতাপালকঃ।

মহর্ষি অত্রি বচনানুসারে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ করিলে তাঁহাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে। কৰ্মের ভারতম্যানুসারে বৈশ্য, শূদ্র, শ্রেষ্ঠ, নিবান ও চণ্ডালাদি রূপ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা করা হইয়াছে, তত্তৎ কৰ্মের পাতিষ দোষে ব্রাহ্মণ তত্তৎ জাতিতে পরিণত হইতেন না, যেমন ব্রহ্মক্ষত্রিয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবৈশ্য, ব্রহ্মশূদ্র, ব্রহ্মনিবাদাদি সংজ্ঞা ধারণ করিয়া অপ-কৰ্মের পরিচয় প্রদান করিতেন মাত্র। শূদ্র সংজ্ঞাধারী ব্রাহ্মণগণের দাস যাহারা 'ছিল, তাহারা ব্রহ্মদাস নামে এখনও সমাজে পরিচিত রহিয়াছে। যদি মহর্ষি অত্রি বিখ্যাত্যবায়ী ব্রাহ্মণগণ কৰ্মের পাতিষ হেতুতে জাতান্তরে পরিণত হওয়ার বিধান হয়, তাহা হইলে বর্তমান হিন্দুসমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সহস্রের মধ্যে ছই চারি জন থাকিবে কি না তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন। মহাদি শাস্ত্রকারগণ হীন কৰ্ম্যাবলম্বী ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণাপসদ বলিয়াছেন। সুতরাং প্রস্তরকলকের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দদ্বারা যাহারা সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহারা যে নিতান্ত ভ্রান্ত তথ্যবয়ে সন্দেহ নাই।

উপরি উক্ত প্রস্তরকলকে সামন্তসেনের বিশেষণে যে ব্রহ্মবাদী শব্দ আছে, তাহাতেও সেনরাজগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই ব্রহ্মবাদী হইতে পারেন না। অথর্ষবিষেবী রঘুনন্দন ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :—

বাচকং ব্রাহ্মণং বিদ্যাম্নাত্তবর্ণজমানরাং।

ঋত্বান্তবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ ॥"

একমাত্র ব্রাহ্মণকেই ধর্মশাস্ত্রের বক্তা জানিবে, অন্তবর্ণ ধর্মবক্তা হইতে

বাণিজ্যব্যবসায়ন্ত স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে । ৩৬৯

লাক্ষ্যলবণসংমিশ্র-কুহুমকীরসর্গিবান্।

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে । ৩৭০

চৌরন্ত ভদ্ররশ্চৈব হৃষ্টকো দংশকস্তথা।

মৎস্তমাংসে সদাশূকো বিপ্রো নিবাদ উচ্যতে । ৩৭১

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জায়াতি ব্রহ্মহৃদ্রেণ পকিতঃ।

ভৈলব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুস্বাকৃতঃ । ৩৭৩

বাপীকুপতড়ানামানারামন্ত সরসে চ।

নিঃশব্দং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্রেষ্ঠ উচ্যতে । ৩৭৩

ক্রিয়াহীনন্ত যুগ্মন্ত সর্বস্বর্গবিবর্জিতঃ।

নির্দয়ঃ সর্বভূতেষু বিপ্রশ্চাতাল উচ্যতে । ৩৭৪

পারিতোষী, হে রাজন্ অস্তর্ক হইতে ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ করিলে, সেই ধর্মবক্তা নিররপারী হইয়া থাকেন। ইহাতে প্রকৃষ্ট রূপে প্রতিগম্য হয়, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণই ছিলেন। ব্রহ্মপ্রতিপাদক নৃত্যাদি ধর্মশাস্ত্রবিদ না হইলে, কখনই তিনি “ব্রহ্মবাদী” আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন না। মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রথম তাত্ত্বশাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলেও প্রতীতি হয়, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে তাত্ত্বশাসন :— পাবনা জেলার মাধাই নগরের জঙ্গলের মধ্যে প্রাপ্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রথম বৈদ্য তাত্ত্বশাসন পাবনার উকিল ঐযুক্ত হুর্গীনাথ দেবশর্মা কর্তৃক অনুলিখিত হইয়াছে তাহা এই :— “হুঙ্ক নামক দেশে অষ্ট সংজ্ঞক ব্রাহ্মণবংশে ঐযুক্ত সেন নামক নৃপতিগণের ভূষণ স্বরূপ, পঞ্চানন সদৃশ পূজ্য, একরাজা ছিলেন, যাহার শরীর ও অঙ্গুলি সকল সূক্ষ্মরও খেতপত্রের বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। যাহার গভীরধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং সুবশঃ অতিথি রূপে হুঙ্ক সমুদ্রের অপরতীরে উপনীত হইত। যিনি নানারসে বিভূষিত, মহামহাকবির বোদ্ধগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্কোদ বেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন এবং যিনি বজ্রকোদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এইহলো ধলসেনকে অষ্ট সংজ্ঞক ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ না হইলে কখনও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত না। তিনি যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন, অষ্ট উপাধি ও আয়ুর্কোদবেত্তাগণের একান্ত সহায় এবং বজ্রকোদের উদ্ধার কর্তা বলাতে ; তাহা সম্যক রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া বার। তৎপর লিখিত হইয়াছে :—

বল্লালসেন স্থলী ও ব্রাহ্মণকর্তৃক নির্মিত ছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর, জ্ঞানবান ও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি কবির বলাভিষিক্ত হইয়া, ত্রিসংখ্য ব্রহ্মকবচ আরাধনা করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম “আচার বিনয়, নিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শাস্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কুলাচারের আদি নিরুদ্ভা।” বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনও বীর ও ঔষধজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মধর্মাবিত, ক্রমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান। তিনি পরমবীর, ত্রিসংখ্য ব্রহ্মকবচ ও ব্রহ্ম গায়ত্রী আরাধনা করেন। তিনি স্বর্গমুখক বৈদ্য, তিনি চক্ষুরূপ। তিনি ব্রাহ্মণ কবির ধর্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু। তিনি কবির নৃপতিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নাথ। তিনি নির্মলবুদ্ধি, একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি ধর্ম, ব্রহ্ম, প্রভৃতি বিদিত।

গৌড়গর বশঃসিদ্ধ লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্তী স্বরূপ। লক্ষ্মণসেন পণ্ডিত ও সুধীশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণধর্মের অধ্যক্ষ, সভাপ্রতিষ্ঠ, বৈদ্যশীল; পুণ্যবান্ সংলোকের দ্বারা বিবর্তিত, অর্ণব সঙ্গ, অষ্টসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের দ্বার শরীর, বলাদিবৃত্ত, কর্মলব্ধ, মহাপ্রাজ্ঞ, বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর-কবি জয়দেব ঘোরিকাদি ধীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য, ত্রৈলোক্য বিমুক্তকারক-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণব প্রভৃতির হিংসকের প্রতিহিংসক; বজ্রাদি দ্বারা প্রজা-গণের মঙ্গলকারক, যশের রেখা স্বরূপ, লক্ষ্মণাবতী নারী নগরীর নির্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনসম্পদের আবিষ্কার কর্তা। ধর্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরব বর্দ্ধনকারী, পৃথিবীতে অর্জুন তুল্য, অর্জুনের দ্বার বোদ্ধা, -যেহের দ্বার শীঘ্রকর্মী, অমৃতভাবী, বিজয়মদক, কীরসমুদ্রতীরবিজয়ী, সুব্রহ্মদেশের মণি, সুব্রহ্মের অধিপতি, বীরভৈরবোবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর সুবুদ্ধিবৃত্ত ঐলক্ষ্মণসেন দেবশর্মা সুব্রাহ্মণ। ঐক্য ও স্থিতি অরণ করতঃ সূর্য্যদেবের পূজা পূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। ও হ্রীং ব্রহ্মকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ এই তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি, ত্রিমূর্ত্তি বিষ্ণু, বিনি সহস্রমন্তক সহস্রচক্ষু, সহস্রবাহু, সহস্রপদবিশিষ্ট, বিনি 'আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি' সর্ব্বত্র শাস্তি, শাক্তী, ও শান্তা রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শাস্তি, শাক্তী, ও শান্তাস্বরূপ। সুকর্মী, ব্রহ্মশক্তিসম্বৃত্ত, বিত্তক ব্রাহ্মণ বৈদ্য-বুদ্ধিদ্বারা বৈদ্যবর্ণ। 'ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের, ও ব্রহ্মদেশের জৈব, অমিত্র ও বুদ্ধবিদ্যগণের আশ্রয়, 'স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবৃত্ত, ব্রাহ্ম, সন্ন্যাস, ধর্ম্ম ও ঐবধ বিশিষ্ট ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্ত্তমান ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীবৃত্ত, সুখিষ্টির, গ্রামচন্দ্রের তুল্য, অশেষবিজয়লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ ও কুলীনবহুগণের ও স্বধর্ম্ম, দেবতা, বৈদ্যগণের আশ্রয়, এই লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণ। (১) এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত অংশগুলি সমস্তই সেনবংশের ব্রাহ্মণের প্রতিপাদক, মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে, দেবশর্মা ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, তাঁহার রাজ্য ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী বলা হইয়াছে। কোন শাস্ত্রকারই সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলেন নাই।

(১) আর্যবৈদ্যহিতবোধন জ্ঞানভোসখোর যুধানোমুরে।

ঐলক্ষ্মণসেনকো ভূষণোদগত য পূজ্যন্ত পঞ্চাননঃ।

বহাদ্রুল পুণ্ডরীকমণ্ডিত ব্রাহ্মণদ্বারা বজ্রবুদ্ধারক্তহৃদযাত্রীকরোক্তিমন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে সেনরাজগণ :— মহারাজ শালবানের পূর্ববর্তী রাজগণের নাম ও সময় নির্ধারণ করার উপযুক্ত উপকরণ এই পর্বাস্ত সংগৃহীত হয় নাই। মহাপ্রভাপবান বৈদ্য মহারাজ আদিশূরকে কত্রিয় প্রতিপন্ন করার জন্য বাঁহারা প্ররাসী হইরাছেন, তাঁহাদের মতের ক্ষেত্বেনার্থ শালবান হইতে সেনরাজগণের কথকিং পরিচয় এইখানে অধ্যাহার করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বহুপ্রাচীন গ্রন্থকার চতুর্ভূজ বলেন :—

কসে ঈশানবান্ নাম ভূপো বিখ্যাত বিজয়ঃ ।

শালাখো নির্ণয়ো বস্ত সৰ্বলোকাবগোচরঃ ॥

বৈদ্যকণসমুদ্ভূতঃ স চ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

বস্যাভরা সৰ্ববর্ষা চকার শকশাননন্ ।

ব্যাকরণ-কলাপাখ্যে মূলসূত্রবিচক্ষণঃ ।

শালক্যুর্হিতুর্কশে জাতঃ শত্রুবিমর্দনঃ ॥

আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্ ।

সবৈদ্যকুলসমুদ্ভূতঃ আসমুদ্রকরগ্রহঃ ॥

বঙ্গদেশে শালবান্ নামে একজন পরাক্রমশালী ঈশান্য রাজা ছিলেন। তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, ও সৰ্বলোক বিদিত শালাখের প্রবর্তিত ছিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাতে সৰ্ববর্ষা শকশানন কলাপব্যাকরণের মূলসূত্র রচনা করেন। ইহীরাই সৌহ্রিকবংশে শত্রুবিমর্দন, প্রতাপাবিত মহারাজ আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসমুদ্রকরগ্রাহী গৌড়দেশের রাজা ছিলেন এবং বংশে উচ্চতম বৈদ্য ছিলেন।

কীরাতিকুলজরকারী হুম্মণিঃ হুম্বাখিগো বীরবিঃ সো বীরভেজবী হুম্মণঃ হুম্বুজি লক্ষ্য দেবশর্মা হুম্মাশকং ঈককং হুম্বতা পূর্বাচ্চিসে সবিভূঃ পূজনপূর্বকং বিম্বতা বতি ঈ বিকং ও হীর ভ্রমণে মমঃ। বিকুর্বিহু বিবম্বুজি হিম্বুজি উপরিভূতঃ। মহপ্রশীর্ষঃ পূরবঃ মহপ্রাকো। মহপ্রপাৎ স ভূমি সারিখিঃ শান্তি শান্তা। হুম্বা ভ্রমণতি বিতত ব্রাহ্মণো বৈদ্যকণো বৈদ্যবৃত্তা কত্রিয় ভ্রমণতি বর্ষসাকী ভ্রমণবঃ বম্বিঃ ভ্রমণবিদ্যাঃ আজয়ঃ বম্বর্ কত্রিয়ো বর্ষজো ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ সন্তান বর্ষাখিঃ ব্রাহ্মলোক লক্ষীভূতঃ বর্ষরাজ নাম-নাম ভূম্যো অশেব বিজয়লক্ষী ব্রাহ্মণানাং কুলীম্বভূঃ নিবাসঃ সর্ববর্ষেষে বিপ্রাপাক লক্ষ্যো ব্রাহ্মণঃ।

এই ভ্রমণশাসনের বাক্যাকলী অত্যন্ত দীর্ঘ, তাই এখানে কেবল ও শেব অংশই কথ্যাহার করিলাম। বাঁহারা সম্পূর্ণ অংশ পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঈকুত উদ্দেশ্যে দাশনর্মা বিদ্যারত প্রণীত কলাপনোহম্বুদার নামক গ্রন্থের ১৮০পৃঃ হইতে ১৮৩ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

এই বচন হইতে জানা যায়, মহারাজ শালবানের দৌহিত্রবংশে মহারাজ আদিশূর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শালবানের দৌহিত্রের নাম কি ছিল তাহা জ্ঞাত হওয়ার উপায় নাই, তবে ঐতিহাসিক-তত্ত্বের আলোচনার জন্য যার, বঙ্গের প্রথম বৈদ্যমহারাজ বীরসেন ৬২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই অধস্তনবংশে মহারাজ আদিশূরের (ক্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের) জন্ম হয়। উপরি উক্ত স্নোকে মহারাজ শালবানকে ও মহারাজ আদিশূরকে বৈদ্যকুল সম্বৃত বলা হইয়াছে। দেবীবর ঘটকের কারিকা হইতে জানা যায়, আদিশূর রাঢ়, বঙ্গ, গোড় ও বরেন্দ্রদেশে শাসন করিয়াছিলেন। যথা

অঘষ্ঠকুলসম্বৃত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।

রাঢ়গোড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ ॥

এতেষাং হি নৃপশ্চর সর্কভূমিশ্বরো যথা।

অমাত্যে কাঙ্কবৈশ্চব মন্ত্রিভির্বিজয়ন্যকৈঃ।

এতৈঃ সহ বহীপালো একদা স নিজাগরে

উপবিষ্টো বিজান্ প্রষ্টুং ধর্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ॥ ইত্যাদি।

যৎকালে অঘষ্ঠকুলসম্বৃত, সর্কভূমীশ্বর, ধর্মশাস্ত্রপরায়ণ, নৃপশ্রেষ্ঠ, আদিশূর রাঢ়, গোড় ও বরেন্দ্রদেশের রাজা ছিলেন, তৎকালে একদা অমাত্য, বহু, মন্ত্রী, ও বিজয়গিরের সহিত নিজগৃহে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে চতুর্ভূজ বলেন :—

আসীং গোড়ে মহারাজ আদিশূরপ্রতাপবান্।

সবৈদ্যকুলসম্বৃত আসমুদ্রকরগ্রাহঃ ॥ অঘষ্ঠকুলপত্নী।

মহারাজ আদিশূর গোড়ে রাজা ছিলেন, তিনি অতিপ্রতাপবান ও আসমুদ্রকরগ্রাহী অধিরাজ। তিনি উক্ত শ্রেণীর বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যকুলপত্রিকার আছে।

“অঘষ্ঠান্য কুলেহসৌ প্রথম নরপতিঃ শৌর্যবীৰ্য্যাদিবৃদ্ধঃ।

তন্নামাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিবৃদ্ধোবভূবঃ ॥

লহিত্যং পশ্চিমে বিক্রমপুরনগরে রামপালস্ত নারি।

চক্রে রাঢ়াদিশৈলাধিপতি নরপতেঃ রাজধানী প্রযানা ॥”

অঘষ্ঠব্রাহ্মণবংশে প্রযান প্রতাপশালী, বিমলবুদ্ধিমান ও খ্যাতিসম্পন্ন এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার নাম আদিশূর ছিল। লহিত্যং পশ্চিমে অর্থাৎ ঢাকার দক্ষিণে, বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালনগরে রাঢ় প্রভৃতি দেশাবিপ্রতি

মহারাজ আদিশূরের প্রধান রাজধানী ছিল, আদিশূর ধ্বংসপ্রিয়গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ বৈদ্যবংশগোত্রীয় ছিলেন, যথোক্ত দেবীকর :—

অষ্টকুলসমুদ্র আদিশূরনৃপেশ্বরঃ ।

ধ্বংসপ্রিয়সেনাখ্যাতো বিখ্যাতোদরনীতলে ॥

বৈদ্যবংশকুলোদ্ভূতো ব্রাহ্মণাতিশয়বান্ । ইত্যাদি

অষ্টকুলসমুদ্র মহারাজ আদিশূর ধ্বংসপ্রিয় গোত্রলেন বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণ বৈদ্যবংশকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শালবানের দোহিত্রবংশে আদিশূরের জন্ম, সেই মহারাজ শালবান সম্বন্ধে বিশেষকুলকল্পনাতর লিখিয়াছেন :—

“আসীৎ বৈদ্যো মহাবীৰ্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ ।

বজ্রব্রাহ্মণাধিপতিঃ সঃ স্বধর্মপ্রতিপালকঃ ॥

শালবান নামে একমহাবীৰ্য্যশালী বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্বদেশে একছত্রী নরপতি রূপে স্বধর্মের প্রতিপালক ছিলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া জানা গেল, সেনরাজগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদিগকে কোন স্থলে “অষ্টকুল সমুদ্রঃ” কোন স্থলে “সৈন্যকুল সমুদ্রঃ” কোনস্থলে “আসীৎ বৈদ্য মহাবীৰ্য্যঃ” কোন স্থলে “বৈদ্যবংশ সমুদ্রঃ” বিশেষণে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মহারাজ আদিশূরকে ধ্বংসপ্রিয়গোত্র এবং মহারাজ ব্রাহ্মণসেনকে বৈদ্যবংশগোত্র বলা হইয়াছে। ধ্বংসপ্রিয়, বৈদ্যবংশগোত্র কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কারক ও শূদ্রগণের ছিল না, নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা অবিসংবাদিত সত্য। বৈদ্য মহারাজগণ যে ব্রাহ্মণের অধীত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সমাজশাসন হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীনতমকালের ঋষি, মহর্ষিগণের দ্বারা মহারাজ আদিশূরই অস্ত্রাজ্যাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে আদিশূর :—মহারাজ আদিশূরই বজ্রবংশ হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত করেন। তিনি কাঞ্চকুজ হইতে পাঁচজন বৈদিকব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বজ্রবংশে বৈদিকধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। নিবেদনে যে “সমস্তান্তি ব্রাহ্মণের” উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্তান্তি ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূর দ্বারা হইয়াছিল। সমস্তান্তি ব্রাহ্মণের পরিচয় এখানে গৌরবংশাবলীতে বেই প্রমাণ বিধিযুক্ত হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার অন্তর্ভুক্ত

এইস্থলে অধ্যাহার করিলাম।

“আদিশূর কান্তকূজাধিপতিকে পাঁচজন বেনজব্রাহ্মণ পাঠাইবার জন্ত অহুরোধ করিয়া একপত্র লিখিয়াছেন, পত্রবাহক দূত(তট্ট) কান্তকূজরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া, কৃতান্তনীপুটে রাজাকে অভিবাদন পূর্বক পত্র প্রদান করিলে, রাজা পত্রপাঠ করিয়া বলিলেন, তোমাদের রাজা মূর্খ, তোমাদের রাজা কি জানেন না? তীর্থ যাত্রা ভিন্ন ব্রাহ্মণ বন্ধাদি দেশে গমন করিলে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়। বঙ্গদেশে কোন ব্রাহ্মণ বাইবে না।

মহারাজ আদিশূর দূতমুখে স্বীয় নিষাদবাদ ও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বীরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সেনাপতি বীরবাহকে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়া মহাবীর বীরবাহ চতুরঙ্গ বলের সহিত কান্তকূজে গমন করিলেন ও দিব্যরাত্রি অবিপ্রান্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন, অবশেষে বীরবাহ হত হইলেন। মহারাজ আদিশূর বীরবাহ হত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং এক অক্ষৌহিণী সেনাসহ মহাবলী হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধার্থে পাঠাইলেন। কুটম্বকবিশারদ কুটম্বরাজ, কোশলী হেড়ম্বাধিপতি, কান্যকূজে উপস্থিত হইয়া প্রবণ করিলেন, কান্যকূজরাজ গো ও বিপ্রের প্রতিপালক এবং মহাযোদ্ধা। কুটনীতি অঙ্গলবন ভিন্ন জয়ের আশা নাই তাবিয়া, তিনি বঙ্গদেশীয় অস্পৃশ্য হীনবংশোদ্ভব নাতন্যত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া ও তাহাদিগকে গোপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধরচনা পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বীরসিংহের সেনাপতি অহুতব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং গো ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কার যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজাকে সংবাদ দিলেন। কনৌজরাজ এই অহুত সংবাদ পাইয়া ধর্মরক্ষার্থ মহারাজ আদিশূরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং বখাসমরে পঞ্চব্রাহ্মণ পাঠাইবেন বলিয়া এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন।

হেড়ম্বাধিপতি সেই অঙ্গীকারপত্র লইয়া মহারাজ আদিশূরের নিকট কিরিয়া আসিলেন এবং কনৌজাধিপতির অঙ্গীকারপত্র মহারাজকে অর্পণ পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। মহারাজ অহুতবৃত্তান্ত প্রবণ করিয়া অত্যন্ত আক্রোধান্বিত হইলেন এবং কুটনীতিবিশারদ মহাজ্ঞী বীর হেড়ম্বাধিপতিকে ভয়ানক প্রাণশ্রম করিয়া বলিলেন, এই নাতন্যত সৈন্যসমূহকে বর দিতেছি যে ইহারাজ আজ হইতে আমার আদেশে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ হইবে, ও ইহারাজ ইচ্ছাপ্রসূত

মন্তব্যপ্রকাশ বহিরা প্রখ্যাত হইবে।

পাঠক মহোদয়গণ চিন্তা করুন, এই "গৌরবশাবলী" গ্রন্থপণ্ডিত "কল্লুক" লঙ্কাত্তার প্রণীত। ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহার ইহার সভ্যতা লঙ্কায় লঙ্কায় করেন, তাহার "গৌরবশাবলী" নামক গ্রন্থ পাঠ করুন। "লঙ্কাত্তার" অশ্রুত হীনমতিকে বহুদূরে বিনি গ্রন্থ করিতে লঙ্কায়, সেই মহারাজ আদিশুর যে গ্রন্থ প্রণীত ছিলেন, তাহা শত্রু জানহীন ব্যক্তিও বুঝেন। গ্রন্থ না হইলে বহুদূর করুন কিরূপে? গ্রন্থ না হইলে অশ্রুতমতিকে গ্রন্থপ্রণেতা উন্নতি করেন কিরূপে? ইহা হইতে মহারাজ আদিশুর গ্রন্থপ্রণেতা প্রতিপাদিত হওয়ার পক্ষে উপকরণ আর কি হইতে পারে?

মহারাজ আদিশুর কান্যকুব্জ হইতে যে, পঞ্চগ্রন্থ আনিয়াছিলেন, তাহার সময়ের উল্লেখ করিয়া "কল্লুকচরিত্রে" লিখিত হইয়াছে, আদিশুরা নবনব-তাবিক নবনবীশতাকে পঞ্চগ্রন্থ আনিয়া "আদিশুর যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে ৯৯৯ শকে পঞ্চগ্রন্থ আনিয়া করেন।

বৈদ্যের গ্রন্থপ্রণেতা প্রতিপাদনে পাশ্চাত্য পণ্ডিত :—পাশ্চাত্য পণ্ডিত মার্কম্যান, সেবট্রিক, হাষ্টার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বহুগবেষণা করিয়া তাহাদের কৃত গ্রন্থপ্রণীত সেনরাজগণকে বৈদ্যগণের গ্রন্থ গ্রন্থ বহিরা লিখিত করিয়াছেন। কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেনরাজগণকে বৈদ্যগ্রন্থ বহিরা প্রণীত করিয়াছেন তাহা নহে, পাশ্চাত্য বংশের পূর্বে কুলপতী-প্রচুরিতা রামকান্ত কবিকর্তৃক, রাণীপ্রমী গ্রন্থের বৈদ্যগণের দেবীর বটক, কান্যকুব্জের কুলপতীকীর গ্রন্থপ্রণেতা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণীতগণও সেনরাজগণকে বৈদ্যগণের বৈদ্য গ্রন্থ বহিরাছেন। ইহা হইতে সেনরাজগণের গ্রন্থপ্রণেতা প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যের গ্রন্থপ্রণেতা প্রতিপাদনে হলায়ুধভট্ট :—হলায়ুধ পণ্ডিত হলায়ুধ "গ্রন্থ সর্বত্র" নামক গ্রন্থে মহারাজ লঙ্কাসেনের নামান্তে "সেব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "সেব" শব্দ "সেব" শব্দ বিদ্যে "সেব" শব্দ গ্রন্থের নামান্তে লঙ্কায় "সেব" শব্দ "সেব" শব্দ লিখিয়াছেন। পূর্বে প্রণীত হইয়াছে, বৈদ্যগণ সেবপ্রত্যয়, তাহার "গ্রন্থপ্রণেতা" ছিলেন। তাই কোন কোন স্থলে সেনরাজগণের নামান্তে "সেব" শব্দ "সেব" শব্দ "সেব" শব্দ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত হলায়ুধভট্ট মহারাজ লঙ্কাসেনের বিশেষ "সেব" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন, লঙ্কাসেন গ্রন্থপ্রণেতার বৈদ্য "সেব" শব্দ

বেদন চৈতন্যসেব, রামকৃষ্ণসেব প্রভৃতি। কেবল তাহা নহে, তাম্রশাসনী ও “ঈশানসেনসেবশর্মাভ্রাঙ্গণঃ” বলিয়া লক্ষ্মণসেন যে ভ্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে সব ভ্রাঙ্গণগণ বেদহীন ছিলেন, তাহারা কেবল শর্মাই লিখিতেন বধা বিকৃশর্মা, চিরজীবশর্মা প্রভৃতি। কেবল কলাযুগভট্ট মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে দেব বলিয়াছেন তাহা নহে, “সময়প্রকাশ” নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও “বল্লালসেনদেব” লিখা রহিয়াছে। এই সব গ্রন্থ ভ্রাঙ্গণকুল সম্বৃত পণ্ডিতগণেরই লিখনী প্রসূত। ইহা হইতে বৈদ্যভ্রাতৃ ভ্রাঙ্গণের প্রমাণ আর কি হইতে পারে ?

যদিও কোন কোন গ্রন্থে সেনরাজগণকে “কজ্রিধর্মাশ্রয়” কজ্রিচারিভ্রাঙ্গণ্য ও “রাজভ্রাঙ্গণ্যশ্রয়” বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতেও সেনরাজগণের ভ্রাঙ্গণত্বই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে কজ্রিধর্মের আশ্রয়, কজ্রি আচরণের জ্ঞান আচরণশীল বলাতে স্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারা কজ্রি ছিলেন না, তাহারা কজ্রি হইলে কখনও আশ্রয় শব্দের উল্লেখ হইত না, কজ্রিবাচক শব্দই যোজনা হইত। ভ্রাঙ্গণ হইরা রাজ বা কজ্রিধর্ম আচরণশীল ছিলেন বলিয়াই, আশ্রয়শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা হইতেও সেনরাজগণ যে বৈদ্য ভ্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বৈদ্যের ভ্রাঙ্গণত্ব প্রতিপাদনে মন্থখভট্ট :— কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থেতা ভ্রাঙ্গণ মন্থখভট্ট, গীতা প্রভৃতির ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের শিষ্য, তিনি কাব্যপ্রকাশে লিখিয়াছেন :— “উত্তরভাষ্যরূপত চ উত্তরভাষ্যকত্বমপি পূর্বেণ লোকগুরুভ্যাম্বেব নমস্কৃতি। নতু বিরোধ বিধৌ ঈশদাচার্য্য্যভিনবগুপ্ত পাদাঃ” চতুর্থ উল্লাস। এই মন্থখভট্ট নৈবধকাব্য গ্রন্থেতা মহাকবি ঈশ্বরের শাঙ্কর। তিনি অনন্তকালের জন্ত যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জগদ-গভীরনাদে ঘোষণা করিলেন, ঈশদাচার্য্য অভিনবগুপ্ত আমার “আরাধ্যপাদ” বদীরবৈদ্যগণ ভ্রাঙ্গণ না হইলে মন্থখভট্টের জ্ঞান মহাতেজস্বী ভ্রাঙ্গণকবি কখনও বৈদ্য অভিনবগুপ্তকে “আরাধ্যপাদ” লিখিতেন না। ইহা হইতে বদীর বৈদ্যগণের কেবল ভ্রাঙ্গণত্বের নহে, অধ্যাপকত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে জানি না।

বৈদ্যের ভ্রাঙ্গণত্ব প্রতিপাদনে শর্মা :— শর্মান্ হখম, (শ্+মন্ যে) প্রত্যয়ে শর্মা সাধিত হয়। দিব দ্যতুর উত্তর যঞ প্রত্যয় করিয়া দেবশর্মা সিদ্ধ হয়। দিব-শর্মে দীক্ষা জীড়ার্য্য দিব্যতি সংজ্ঞীকৃতীতি দেকঃ।

সুধেন দীবা ক্রীড়ারো দীবাতি সংক্রীড়তীতি অর্থে দেবপদী হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিনি সুধেন সহিত, আনন্দের সহিত, সংক্রিয়ার অর্থাৎ শব্দ, দম্ব, ভঙ্গা, শোচ, কান্তি প্রভৃতি সঙ্গীতেরে রত থাকেন; তিনি দেবপদী লিখিবার অধিকারী। ব্রাহ্মণগণেরই শব্দ দম্বাদি সংক্রিয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণগণ নামান্তে দেবপদী লিখিতেন। শাস্ত্রকার বলেন :—

“শর্বাভ্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ণোক্তি কল্পে সংযুতম্।

ভণ্ডাসাঙ্গকং নাম প্রপত্তং বৈশ্যপুত্রয়োঃ ॥”

ব্রাহ্মণশর্বা, কজিরবর্ষা, বৈভ্রভণ্ড এবং পুত্র দাস পদবি নামান্তে ব্যবহার করিবেন। যহু বলেন :—

“শর্বাভ্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ণাসমমিতম্।

বৈভ্রভ পুত্রিসংযুতং পুত্রভ পৈশ্যসংযুতম্ ॥”

ব্রাহ্মণের শর্বার্থ, কজিরের বর্ণার্থ, জাতা ও বর্ষা বৈভ্রের পুত্রার্থ ভণ্ড ভূতি ও দত্ত ইত্যাদি, পুত্রের পৈশ্যার্থ অর্থাৎ নিম্নিত দাস পদবিই ব্যবহার করাই বিধি সঙ্গত। মহর্ষি বাজবল্য বলেন :—

শর্বাভ্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ণাভ্যং কজিরভ চ।

ধনাত্মৈশ্চ বৈভ্রভ দাসাত্মকাত্মজানঃ ॥

ব্রাহ্মণের আন্তে শর্বা, কজিরের আন্তে বর্ষা বৈভ্রের আন্তে ধনবাচক শব্দ এবং পুত্রের আন্তে দাস পদবি ধারণ করাই বিধি। যহু বলেন :—

“শর্বা দেবন্ত বিপ্রস্য বর্ষা জাতা চ ভূতম্।

ভূতির্ভূতস্য বৈভ্রস্য দাসঃ পুত্রস্য কারয়েৎ ॥”

শর্বা বা দেব ব্রাহ্মণের নামান্তে, কজিরের নামান্তে বর্ষা ও জাতা, বৈভ্রের নামান্তে ভূতি ও দত্ত এবং পুত্রের নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করাই বিহিত।

এই সমুদয় প্রমাণ দ্বারা জাত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণের নামান্তে শর্বা বা দেব, কজিরের নামান্তে বর্ষা, জাতা, ভূতম্। বৈভ্রের নামান্তে ভণ্ড, দত্ত, ভূতি প্রভৃতি এবং পুত্রের নামান্তে কেবল দাস পদবি ব্যবহার করা বিধি। কিন্তু শাস্ত্রের বিধানমতে ব্রাহ্মণ দেবশর্বা, কজির দেববর্ষা, বৈভ্র ভণ্ড, পুত্রগণ দাস পদবি ধারণ করিবে মহর্ষি কিছু বলেন :—

“ভণ্ড নাম কুর্নীত পিটৈব দশমেহহনি।

দেবপূর্বং নরাণ্যং হি শর্বা বর্ষাদিসংযুতম্ ॥”

দেবাং পূৰ্ণং নরাণাং নরনাম তচ্চ বিশিষ্টং শৰ্মসংযুতম্ । একেচ বিপ্র
পরম্ শৰ্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য ইতি বসবচনাং অত্র চকারেণ দেবশৰ্মণঃ সমুচ্চয়ঃ ।

বালকের জন্ম হইলে পিতা দশমদিবসে দেবপূৰ্ণ শৰ্মা ও দেবপূৰ্ণ রক্ষা
সংযোগে নামাকরণ করিবে। বস বচনে “দেবশ্চ” চকারি ধাকার নির্ণীত
হইল যে, ব্রাহ্মণের নামের অন্তে দেবশৰ্মা এবং ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে
দেববৰ্মা পাঠ হইবে। মহর্ষি বিষ্ণু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :—

“শৰ্ম্মগ্ৰন্থাদিকে কার্ধ্যং শৰ্ম্মা তৰ্পণকৰ্ম্মণি ।

শৰ্ম্মগোহকৰ্ম্ম কালে চ পিতৃণাং দত্তবক্ষরম্ ॥”

ব্রাহ্মণ অধ্যাদি কার্যে তৰ্পণকৰ্ম্মে এবং শিশু প্রদানে শৰ্ম্মা পদবি উল্লেখ
যে সমস্ত দান করেন, তাহা অক্ষর হইয়া থাকে। তৎপর বলিলেন :—
“শৰ্ম্মগ্নিত্যনেন গোত্রসম্বন্ধ নামানি পিতৃণাং পরিকল্পয়ন্তিত্যেকবাক্যতয়া শৰ্ম্মান্তঃ
নাম প্রতীয়তে।” গোত্র ও নামের সহিত শৰ্ম্মা উল্লেখে নিত্য নৈমিত্তিক
পিতৃ সঙ্কীৰ্ত্তনকাৰ্য্য সম্পন্ন করিবে।

এই সমুদয় বচনাবলী হইতে প্রতীতি হয় যে, সকল প্রকার ব্রাহ্মণের
পক্ষে শৰ্ম্ম পদবি সংযোগে দৈব পৈত্র কৰ্ম্ম সম্পন্ন করাই শাস্ত্রের বিধান।
তাই ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ দেবশৰ্ম্মা উল্লেখে বাবতীর দৈব পৈত্র কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, কোন ব্রাহ্মণই শৰ্ম্মাপদবি ত্যাগ করিয়া দৈব
পৈত্র কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। বাহ্যিক সংক্রিয়া শম দমাদি ত্যাগ করিয়া-
ছিলেন, তাঁহারা দেবত্যাগ করিয়া কেবল শৰ্ম্মাপদবি গ্রহণ করিয়াছিলেন,
বথা বিষ্ণুশৰ্ম্মা, চিরঞ্জীবশৰ্ম্মা প্রভৃতি। মহারাজ বল্লালাদির নামান্তে যে দেব
শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণজ্ঞাপক পদবি নহে। তাহা রাজার দেবত্ব সূচক ও
সম্মানার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল। বথা পিতৃদেব, গুরুদেব, রামকৃষ্ণদেব, বুদ্ধদেব
প্রভৃতি। শৰ্ম্মা ত্যাগ পূৰ্ব্বক কেবল দেব পদবি নামান্তে সংযোগ করিয়া
দৈব পৈত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে নাই এবং ঐক্যিক ব্যবহারও
ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত
বলিলে যেমন একজনে ছইজন আদিপুরুষের নাম সংযোগ হওয়াতে ঠেকা-
বিচ্ছেদ হয় “অবতা জারজা বৈদ্যাঃ” বলে, সেনদেব, দাসদেব
বলিলেও তদ্রূপ দিশার ভাৰ্জন হইতে হয়। পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে, সেন, দাশ, দত্ত,
গুপ্ত যেমন এক এক জন আদিপুরুষের নাম, সেইরূপ “দেব” একজন
আদিপুরুষের নাম। ছইজন পিতার নাম একজনে উল্লেখ করিয়া আত্মপরিচয়

দিলে বা দৈব টেন্ড জিয়ার অর্জনে করিলে যে, নিজের সন্তানাদির
বিচারিত করা হয়, তাহা কাহাকেও বুঝিতে হইবে না।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে সবারাম দেউকর :—

ভারতের স্থপতিত্ব বিহীনসমাজের আদর্শীয় আচরণীয় জ্ঞানসমূহ মহা-
রাত্রীর ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিত সবারাম দেউকর মহোদয় পণ্ডিত বসিরাছেন, যোগেশ্বর
বংশধরগণ আচার্যের মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্যচারে ব্রাহ্মণ্যগণের সহিত সীতিমত কথা
আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে মহারাত্রীর ব্রাহ্মণ্য
বসিরাই জানি। (যশস্বিনী পত্রিকা) ইহা হইতে বলাই বৈষ্ণবগণের ব্রাহ্মণ্যের
প্রমাণ আর কি হইতে পারে জানি না।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে দাম :—

তালব্য শকারাঙ্ক দাম শব্দ ব্রাহ্মণ্যবাচক। পানিনি বলেন :— দাম গোত্রো সত্যদামে ৭৩৭৪
দাম গোত্রো সত্যদামে কারকে চ নিপাত্যভে। দামতি অটম ইতি দামঃ।
পুংসি যন্ কারকে চ ৯৫০। কারকে বাচ্যে পুংসি যন্ ভবতি। তালব্যাক্তে
দামদামে দামতি অটম দামো বিএ ইতি জ্ঞয়নলীঃ। দামদামে এই দাম
যাতু তালব্য শকারাঙ্ক, ইহার উত্তর সত্যদাম কারকে যন্প্রত্যয় করিয়া
অথবা পঠাদিক উত্তর অহ প্রত্যয় করিয়া “দাম” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দাম
ভূত্যাঃ কৈবর্তোবা, দাম ঋষিঃ তালব্যঃ। ভূত্যাঃ দামাঃ ইতি মহেশচন্দ্র শর্মা।
দাম দামে অত্রানি সত্যদামে অহ। দাম ঋষিঃ ইতি সিদ্ধান্তবাসিনঃ।
তালব্য শকারাঙ্ক দাম শব্দ যে ব্রাহ্মণ্যক অববোধ করে; তাহা পানিনি দামতি
অটম ইতি দাম বলিয়া বীহারা দাম গ্রহণ করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্যের কথাই
বসিরাছেন, অর্থাৎ ঋষিঃ (পুরোহিত) ব্রাহ্মণ। জ্ঞয়নলী ও তাহার প্রতিবন্ধি
করিয়া দাম শব্দ দাম গ্রহণকারী বিএকেই বুঝাইয়াছেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র,
বলেন দাম শকারাঙ্ক দাম শব্দ, ভূত্যা অথবা কৈবর্তকে অববোধ করে, তালব্য-
শকারাঙ্ক দাম শব্দ ঋষিঃ, দামশকারাঙ্ক দাম শব্দ ভূত্যা। পণ্ডিত সিদ্ধান্তবাসিন ও
দাম শব্দ ঋষিঃ অর্থাৎ রাজক ব্রাহ্মণকেই বুঝাইয়াছেন। তালব্যশকারাঙ্ক দাম
শব্দ যে ব্রাহ্মণ্যবাচক এবং দামশকারাঙ্ক দাম শব্দ ভূত্যাবোধক, তাহা সমস্ত
আভিযান্তিক পণ্ডিতগণ বসিরাছেন। তাই যেদিনীপুরের দামোদারিক
ব্রাহ্মণগণ দাম তালব্যশকারাঙ্কে লিখিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য
বসিরাই সমাজে পণ্ডিত। বাহারা বৈষ্ণবগণকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা
যেদিনীপুরের দাম শব্দ বুঝ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি দৃষ্টি করুন? তাহা হইলে

বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যের প্রমাণ এক দাশ পদবি দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। দাশ পদবি যে কোন ব্রহ্মণ্যের নাই ও হইতে পারে না, তাহা অত্যাশ্চর্য্য সত্য। •

বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে সত্যপ্রকাশ বিদ্যারত্ন :—

বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :— আমি করেক বৎসরকাল শাস্ত্রালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহারা মিশ্রব্রাহ্মণ বা মনুজ অর্ঘ্য ব্রাহ্মণ নহেন। অতীত যুগের সূর্য্যাবসিক্ত, অর্ঘ্য ও পারশব নামক যে সকল মিশ্রব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মণ্যসমাজে নয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মিছির ব্রাহ্মণই তাহার নিদর্শন। যদিও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি প্রদেশে ধরশর্মা, করশর্মা, দত্তশর্মা, সেনশর্মা প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতেছে এবং গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে দাশশর্মা, গুপ্তশর্মা প্রভৃতি পদবি বিশিষ্ট যে সব ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমরূপে দেখিতে পাই, তাঁহারা এখন আর অর্ঘ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন না। কাশীর ভূমিহর ব্রাহ্মণগণ যথুয়া প্রভৃতির সেনবী ব্রাহ্মণগণ কাটোয়ারের অমৃতসেনী ব্রাহ্মণগণ তাঁহারা এখন আর বৈদ্যব্রাহ্মণ বলেন না, তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করেন। উৎকলকারিকাদিতে ‘ধরশর্মা করশর্মাগণ যে “অর্ঘ্য ব্রাহ্মণ্য ইমে” বলিয়া অত্যন্ত গৌরব সূচক অর্ঘ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এইক্ষণ পুথি পাতিতেই নিবন্ধ। মহর্ষিগণের সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতি সন্তানগণ অশেষ বিদ্যাবত্তার, জ্ঞানবত্তার জন্ত বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আয়ুর্কৈমিক চিকিৎসার অন্বেষণ করিতে তাঁহারা জিজ্ঞ ও অর্ঘ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য সত্য। ভারতের অপরাপর প্রদেশীয় বৈদ্যগণ জাতীয় চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিতে, তাঁহারা বৈদ্য বা অর্ঘ্যব্রাহ্মণ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ না করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়াই থাকেন। বৈদ্যগণ যে একদিন সমস্ত প্রাণীর পিতৃস্বরূপ পূজ্য জাতি ছিলেন, তাহা ঠাকুরদিদীর রূপ কথার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ এখনও জাতীয়বৃত্তি আয়ুর্কৈমিকচিকিৎসার অন্বেষণ করেন। তজ্জন্ত বঙ্গদেশে বৈদ্যগণ বৈদ্যজাতি বলিয়াই প্রখ্যাত। একদিন এই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রহ্মণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা মহারাজ আদিশূরের ও মহারাজ বল্লালসেনের প্রভাব প্রতিপত্তি হইতে জানা যায়। মহারাজ

আদিশ্বর ব্রাহ্মণ কুলের মুকুটধারী ছিলেন, তাহা না হইলে, সাতশত অস্ত্রাজ্য জাতিকে
 মুখ্যব্রাহ্মণে পরিণত করিতে পারিতেন না এবং মহারাজ বজ্রালও সারে ভিনশত
 বারেন্দ্রপ্রেরীয় ব্রাহ্মণকে অনাচারী হেতুতে, বঙ্গদেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে
 দণ্ডিত করিতে পারিতেন না। মহারাজ বজ্রাল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ না হইলে
 ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের কুলমর্যাদা মিক্রপণ করিবেন কিরূপে? মহারাজ
 বজ্রালসেনের সহিত তৎপুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণসেনের বিবাহের সূচনা হইতেই বঙ্গীয়
 বৈষ্ণবজাতির জাতীয়গৌরব দ্বান হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ততঃ কালে
 ও বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ নামান্তে শব্দী পদবি লিখিতেন, তাহা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের
 তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেও যে, বঙ্গীয়
 বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ সদৃশ তাঁহারা
 দশাহাশৌচ গ্রহণ করিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।
 ব্রাহ্মণগণের আবেদনপত্র এবং মহারাজ গণেশের আদেশ-
 পত্রই অস্ত্যতম প্রমাণ। মহারাজ লক্ষ্মণসেন যেমন রাজশক্তির প্রভাবে বঙ্গালী
 থাক বৈষ্ণবগণকে শূদ্রাচারী হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহারাজ
 গণেশ ও রাজশক্তির প্রভাবে বঙ্গালী থাক বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবাচারী
 হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দুই রাজশক্তির প্রভাবে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ
 ও কার্যসমাজে আত্মগোপন করিয়াছেন। বহুবৈষ্ণব বঙ্গদেশ হইতে
 মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহারা ততঃ
 দেশীয় ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত
 হইয়া আসিতেছেন।

* এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতের অপরাপর প্রাদেশীয় বৈষ্ণবগণ
 যখন ব্রাহ্মণাচারে ব্রাহ্মণের স্তায় দেবশর্মা পাঠে দৈব পৈত্রকর্ম সম্পন্ন করিতেছেন ;
 তখন বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ সদৃশ উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণাচার প্রতাপানন করিলেও
 তাঁহারা দামশর্মা দত্তশর্মা ও শুক্লশর্মা প্রভৃতি পদবি গ্রহণ করিবেন
 কেন? তদ্বত্তরে বলা যায়, সেনরাজগণের রাজত্বকালে ও তৎপূর্বে যে,
 দেবশর্মা পাঠ হইত তাহা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন, মহারাজ
 চন্দ্রভট্টের প্রস্তর ফলক হইতে সংগৃহীত প্রমাণাবলী দ্বারা জানা যায়।
 রাজা গণেশের রাজত্বকাল হইতে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ও শূদ্রাচারী হওয়াতে এবং
 সংক্রিয়া ত্যাগ করাতে, তাঁহারা দেব পদবি গ্রহণের সম্পূর্ণ অবসায় হইয়াছেন।
 দেব পদবি আচার ব্রত, কর্মব্রত, সংক্রিয়াব্রত ব্রাহ্মণের ভক্ত নহে। ব্রাহ্মণ ও

বৈষ্ণবগণের সংক্রিয়া ছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণগণকে কুসেব, বৈষ্ণবগণকে সেনসেব, দাশসেব বলা হইত। তাহারা ব্রাহ্মণাধর্ম প্রতিপালন পূর্বক সংক্রিয়াধিত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে দেবশর্মা পদবি উল্লেখে দৈব পৈত্রকর্ম করার কোন বাধা নাই। তবে সাধারণতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে স্বীয় স্বীয় আদিপুরুষের নামের সহিত বর্ণজাগ্রক শর্মা পদবি সংযোগ করিয়া দৈব পৈত্রকর্ম সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত।

এইস্থলে পুনঃ প্রশ্ন হইতে পারে যে, বর্তমান ব্রাহ্মণসমাজে বহু ব্রাহ্মণ আচার্য্য, কশ্মজ্যেষ্ঠ ও সংক্রিয়াজ্যেষ্ঠ হইরা এতই নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন, বাহা এখন পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণবজ্ঞান করেন নাই। এমনভাবে যদি তাঁহারা দেবশর্মা পাঠে দৈব পৈত্রকর্ম করিতে পারেন, তাহা হইলে যে সব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণসমূহ উপনীত হইরা ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতে ছেন; তাঁহারা দেবশর্মা পদবি ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? তদ্ব্যতীত বলা যায়, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ মিথিষ্ণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আচার-জ্যেষ্ঠ, কশ্মজ্যেষ্ঠ হইরা থাকিলেও তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপনয়সংস্কার প্রাপ্ত হইরা আসিতেছেন; তাঁহাদের দায়াদিগণের মধ্যে কেহ না কেহ সংক্রিয়াধিত আছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বৈদ্যদের মন্ত্রগুরু, আচার্য্যগুরু, ঋষিকাদির কার্য্য করেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। তাঁহাদের সহিত বৈদ্যদের প্রার্থক্য রক্ষায় জন্ত ব্রাহ্মণগণ দেবশর্মা, বৈদ্যগণ সেনশর্মা দাশশর্মা পদবি উল্লেখ করাই সম্ভব।

বর্তমানে যেভাবে পদবি পরিবর্তনের লুকোচুরী আরম্ভ হইয়াছে, যেভাবে অন্ত্যজজাতির মধ্যেও সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত পদবির সমাবেশ হইতেছে, তদবস্থায় বৈষ্ণবগণ কেবল সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি আদিপুরুষের নাম মাত্র পদবি রূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহারা ছত্রিশজাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্গত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন সমস্যার বিপর্য্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যে জগৎপূজ্য বিদ্বান্ জাতির কণ্ঠধর তাহাও সূচিত হয় না। অপর জাতির কুহকে পড়িয়া আত্মপ্রতারণা করা সম্ভব নহে। আত্মপ্রতারণা মহাপাপ, তাহার পরিণাম যৌরব নরক ভোগ। বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, মহারাজ স্বরাজ্যের তত্ত্বাবধান হইতে প্রতিপন্ন হয়।

বাসুদেবের পূর্বকল্পনিবন্ধন কালকূট্র হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ যেমন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ ও বাসুদেবের প্রভেদ বশতঃ রাঢ়ীয় বঙ্গ প্রভৃতি পরিভাষার বিবর্তিত। বস্তুতঃ

বঙ্গীয়বৈদ্য মাত্রই এক নিদানসমূহ অভিন্ন পদার্থ। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যে আহার, আচার, আদান, প্রদানের কোন পার্থক্য ছিল না। রাঢ়ে, বঙ্গে আদান প্রদান অব্যাহত ভাবেই প্রচলিত ছিল। মহারাজ বল্লালের সহিত সুবরাজ লক্ষণ বিবাদ করিয়া রাঢ়ে উপনিবেশ স্থাপন করার পর হইতেই, রাঢ়ে বঙ্গে যৌন সম্বন্ধাদি বন্ধ হইয়া যায় এবং বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ রাঢ়ীয়বৈদ্য সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চকুট, রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে একই, ইহাদের মধ্যে যে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ভরতমল্লিক চন্দ্রপ্রভার বলিয়াছেন :—

“রাঢ়ীয়া ভিষকো যে যে প্রায়স্তে বঙ্গজা অপি।

. নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন ॥”

“ঐহারা রাঢ়ীয়বৈদ্য প্রায়শঃ ঐহারাই বঙ্গে বাইয়া বঙ্গজ নামের বিখ্যাত হইয়াছেন। নন্দী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে বাইয়া বাস করেন।

সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, ধর, কর, নন্দী, সোম, রাজ, চন্দ্র, রক্ষিত ও কুণ্ড এই তের ঘর বৈদ্য রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গে বিদ্যমান। ইহার রাঢ় হইতে বঙ্গ, বারেন্দ্র, প্রভৃতি নানান্থানে বাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। তবে ইন্দ্র, অম্বিতা, সোম ও রাজ বৈদ্যগণ তত প্রসিদ্ধ নহেন। চন্দ্রপ্রভার ৯ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ হইয়াছে :—

“অষ্টৌসেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষপি বসন্ত্যমী।

নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতরোহপি চ ॥

কেচিৎ জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টাদেশান্তরেষপি ॥”

সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, কর, ধর, নন্দী ও রক্ষিত এই আটঘর বৈদ্য রাঢ় ও বঙ্গে উভয় স্থানেই বিদ্যমান। নন্দী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে বাইয়া উপাধি ত্যাগ করিয়া “সেনবী” ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেছেন। পরলোকগত মহাত্মা গোখলে এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বঙ্গীয় বৈদ্যগণের মধ্যে বর্তমানে চারিশ্রেণীর বৈদ্যজাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। একশ্রেণীর বৈদ্য আছেন, ঐহার রাঙ্গা গণেশের আদেশকাল হইতে বৈষ্ণব উপনীত হইয়া বৈষ্ণাচারী হইয়া আছেন। অপর একশ্রেণীর বৈদ্য আছেন, ঐহার মহারাজ লক্ষণসেনের সময় হইতে শূদ্রের জায় নামান্তে দাস দাসী পাঠ করিয়া দৈবদৈত্য কন্দাভূতান করেন এবং মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া শূদ্রের সজ্জাত্য তখনা করেন। ঐহার এই মিলনের

যুগে উপবীত গ্রহণ করাকে ও মিলনের পরিস্ফীতি বলিয়া মনে করেন। এই শ্রেণীর বৈদ্যাগণ শিল্পোদয়ের সেবা করা ব্যতীত অপর কোন কার্য আছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা চির আচরিত কোন প্রথার কোন প্রকার অতি সামান্য পরিবর্তনের জন্য একটুক অঙ্গস্পন্দন করিতেও তীব্রবেদনা অনুভব করেন। ইহারা কোন প্রচলিত প্রথার দোষ ক্ষুদ্রক্ষম করিয়াও তাহা পরিহার করার জন্য কোন প্রকার যত্ন চেষ্টা প্রায়ই করিতে চানেন না। তাঁহারা বলেন :—

“ন গণস্তাথতো গচ্ছেৎ সিদ্ধিকার্যো সমং কলং।

যদি কার্যো বিপত্তিঃ স্তাৎ মুখরস্তত্র হততে ॥”

“যাহা দশজনের আচরিত কার্য, তাহার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে কেহই অগ্রণী হওয়া উচিত নহে। এইরূপ কার্যের বিশেষত্ব কিছুই নাই। কার্য সিদ্ধিতে সম্প্রদায়ের সকলেরই সমান প্রাশংসা, কিন্তু কার্যার্থসংসে উদ্ভোগীরাই বিনষ্ট হন।” এইরূপ উপদেশবাক্য এইরূপ স্বার্থপর ভ্রাতৃবান বাস্তবিকই আলমুপায়ণ তন্ত্রাত্মক ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথাকথিত বুদ্ধিমানের ভ্রাতৃ উপদেশ অনুসরণ করিয়াই বৈদ্যেরা দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছেন। সমাজের অলম্বকুপ্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি তাঁহারা জড়ের ভ্রাতৃ নীরর থাকেন, সামান্য একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে সংসাহস প্রদর্শন না করেন, তবে মনে করিব এই শ্রেণীর বৈদ্যজাতির শরীরে বৈদ্যের রক্ত নাই। অপর একশ্রেণীর বৈদ্য আছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ সদৃশ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবৎ দশাশোচ প্রতিপালন পূর্বক বৈদ্যের প্রকৃত জাতীয়তা রক্ষা করিতেছেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মেদিনীপুরের দাশ পদবি ব্রাহ্মণগণ, বাকুড়ার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত হুধিকেশ দাশশর্মা প্রভৃতি বৈদ্যাগণ, গুপ্তিপাড়া, বালি, ভাজনঘাট, শ্রীগুণ রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের বৈদ্যাগণ, ঢাকার অন্তর্গত বানরীগ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্মা, কল্যাণগ্রামের শ্রীযুক্ত মুনোমোহন দাশশর্মা, ভরাকৈর গ্রামের স্বর্গত যজ্ঞেশ্বর সেনশর্মা, বাহেরকগ্রামের শ্রীযুক্ত হরিদয়াল গুপ্তশর্মা বি, এ, শিক্ষক, ফরিদপুরজেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়াগ্রামের শ্রীযুক্ত জামাচরণ সেনশর্মা এল, এম, এস, ডাক্তার, প্রমুখ বহুবৈদ্য সন্তান শর্মা পদবি উল্লেখ্য দৈবাত্মক কার্য সম্পন্ন করেন, এবং দশাহাশোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাটগ্রামের বিখ্যাত ধর্মস্তরি সেনবংশের,

মৌলগল্যগোত্রীয় দাশ (ওয়াক্কার) বংশের এবং ভরদ্বাজগোত্রের দাশ (দান্তদার) বংশের, ভরদ্বাজগোত্রের দাশ চৌধুরীবংশের এবং কোরেপাড়া গ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয়দাশবংশের ধ্বস্তুরিগোত্রীয় সেনবংশের এবং ভরদ্বাজগোত্রের দাশ (কানুনগোর) বংশের, নরপাড়াগ্রামের মৌলগল্য গোত্রের সেনবংশের এবং বরমাগ্রামের বৈদ্যনরগোত্রের সেনবংশের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ সদৃশ উপবীত গ্রহণ করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ করার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

“একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সন্ধ্যা চৈত্রে গ্রামের মুখপত্র ১৩৩০ সালের ১৭ই শ্রাবণের জ্যোতিঃ লিখিয়াছেন :— গত সোমবার শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ সেনশর্মা কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার অগ্রজ স্বর্গগত ৮ত্রিপুরাচরণ সেনের আত্মশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন, সন্ধ্যার পরও বহুসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কারসংগণ তাঁহার ফিরিঙ্গিবাজারস্থ ভবনে লুচি মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছেন। বৈদ্যজাতির একাদশাহে শ্রাদ্ধ বোধ হয় এই প্রথম।”

তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্মা মহাশয় ২৯শে শ্রাবণের জ্যোতিঃতে লিখিয়াছেন -- বৈদ্যজাতির একাদশাহে শ্রাদ্ধকাৰ্য্য এই প্রথম বলিয়া যে জ্যোতিঃ সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। বৈদ্যজাতির কোন মুখপত্র না থাকায় কোথায় কি হইতেছে তাহা জানিবার সুবিধা নাই। বৈদ্যভ্রাতৃগণের অবগতির জন্য, আমার জ্ঞাতসারে যে সব বৈদ্যগণ শর্মা পাঠে দৈব পৈত্র কাৰ্য্য করিয়াছেন এবং দশাহাশৌচ গ্রহণে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে বিবৃত করিলাম।

রাষ্ট্রীয়সমাজে বাঁহারা গুরুতা ব্যবসারে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বাগর দশাহাশৌচ প্রতিপালনে এবং শম্মাপদবি বোগে দৈবও পৈত্রকাৰ্য্য করিয়া থাকেন। বিগত ৮ই এপ্রিল, কলিকাতার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির অষ্টমবার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্মা সরস্বতী কবিরাজ মহাশয়, নিজ পরিবারে পিতামহের সন্মত হইতে দশাহাশৌচ প্রতিপালনে এবং শর্মা পদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্রকাৰ্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

“ধ্বস্তুরি” নামক যে মাসিকপত্রিকা কলিকাতার “বিদ্যুৎসভা, হইতে প্রকাশিত হইত আজ দুইবৎসর হয় তাহা বন্ধ হইয়াছে, তাহার তৃতীয় ৪র্থ বর্ষে অর্থাৎ ১৩২৪।১৩২৫ শালে ১২।৪।১১ সংখ্যায় এবং ১৩২৫।১৩২৬ শালের ১।৮।২৯ সংখ্যায় হাওড়াজেলার রানকুপপুর, বালি, হুগলিজেলার সাহাগঞ্জ, নলীয়া

জেতার ভাজনঘাট প্রভৃতি স্থানে দশাহ অশৌচ গ্রহণে শ্রমাপদবি উল্লেখে দৈব, পৈত্রকার্য্য বহুকাল হইতে সম্পন্ন হইতেছে।

চট্টল বৈদ্যসম্মিলনীর অনুষ্ঠানপত্রাদি বল্লের বিভিন্ন বৈদ্যসামাজিক গণের নিকট বিতরিত হইলে, যে সমস্ত সহানুভূতিসূচক পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হালিসহর, গুপ্তিপাড়া, বৈদ্যবাটী, গোবিড়া বিক্রমপুর ও যশোহর-সমাজের অনেক বৈদ্যসন্তান দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। কলিকাতার বৈদ্যসমাজ হইতে অনেকেই পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, দশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করার জন্য ব্রাহ্মণগণ বাধক হইলে, তাঁহাদের পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পাদন করাইয়া দিৱেন বলিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়াছেন।

প্রায় দশবৎসরের অধিককাল অতীত হইল, বিক্রমপুর কলমাগ্রামবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাশশর্মা মহাশয়, তদীয় জাতি বিক্রমপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত তারাকান্ত দাশশর্মা ভৌমিক মহাশয়ের সহানুভূতিতে স্বীয় পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন, উক্ত পরিবারে অনেকেই দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করেন অবগত আছি।

প্রায় দশবৎসর যাবৎ আমি-আমার কতিপয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুর সহিত দশাহাশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, ময়মনসিংহসহরে থাকিতে যে সমস্ত ঐহিকগণ আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ পএ একাধিকবার চট্টল বৈদ্যসম্মিলনীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছি। উক্ত যোগেশবাবু এইরূপ বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

অপর একশ্রেণীর বৈদ্য রহিয়াছেন, তাঁহারা নিজকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় মনে করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থের প্রেরণায় ও জুজুভয়ে ভীত হইয়া বর্ণজাপকপদবি ত্যাগ করতঃ কেবল আদি পুরুষের নাম যথা :— সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া দৈব ও পৈত্রকার্য্য অনুষ্ঠান করেন এবং পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিয়া খচরাচারের গ্রহসন করেন। শাস্ত্রের-বিধান ব্রাহ্মণ শর্মা, ক্ষত্রিয় বর্মা, বৈশ্য গুপ্ত, ভূতি প্রভৃতি এবং শূদ্র দাস পদবি উল্লেখে দৈব, পৈত্রকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। ব্রাহ্মণ একদিন হইতে দশদিন ক্ষত্রিয় ষাটশাহ হইতে পঞ্চদশাহ, বৈশ্য পঞ্চদশাহ হইতে বিংশতি দিবস ও শূদ্র একদশ অশৌচ গ্রহণ করিবে। চিকিৎসক, বিদ্বান্ ও বেদজ্ঞ বলিয়া বৈদ্যগণের অশৌচ একদিন হইতে তিনদিন মাত্র ছিল; অথর্থাধিব্যবস্থা রঘুনন্দন তাঁহার

সকলিত তদ্ধিতকের মধ্যশোচগ্রকরণে চিকিৎসক বৈদ্যসভার আশোচ সভা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যগণ সর্বশ্রেষ্ঠাচিকিৎসাবৃত্তি পরিভাস করিয়া বাজনামি কার্যে এবং রাজস্বাসন প্রজাপালনরূপ কত্রিহাচারে আশ্ব নিয়োগ করিতে, তাঁহারাও নামধারী ব্রাহ্মণগণের ভার লবধিন প্রদানশোচ গ্রহণ করিয়া আসিতে ছিলেন। মধ্যরাজ ব্রাহ্মণের সহিত, সুব্রাহ্মণ লবধনের বিবাদ হইতে ও ব্রাহ্মণব্রাহ্ম-গণেশের আদেশের পর হইতে, মধ্যবৈদ্যসভার মধ্যে কেহ মাসাশোচ, কেহ পক্ষাশোচ ও কেহ মধ্যশোচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। মেঘিনীপুরের ব্রাহ্মণগণি ব্রাহ্মণগণ এক যে সব বৈদ্য ব্রাহ্মণজাতিতে, আশ্বপোশন করিয়াছেন তাঁহারা মধ্যশোচ প্রতিপালন করেন। যে সব বৈদ্যসভাস ব্রাহ্মণজাতিতে উপবীত গ্রহণ করিয়া বর্ণজাপক পদবি শর্মা সংযোগ না করিয়া কেবল, সেন, দাশ, কন্ত, ও প্রভৃতি আদিপুরুষের নাম উল্লেখে দৈব, পৈত্রকর্ম সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারা চতুর্কর্ণগঠিত আশ্বসমাজে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন, তাহা বোধ হয় এবং বেদকর্তা ব্রাহ্মণ বলিতে পারিলেন না। সেন, দাশ, কন্ত প্রভৃতি পদবি কার্যকর, পুত্র, বনিক, বারী, এবং বহু সমাজসভাস্থির মধ্যেও রহিয়াছে, হিন্দুর ইতিহাসজাতির মধ্যে এমন কোন জাতি নাই যে, বর্ণজাপক পদবি বাদ দিয়া দৈব, পৈত্রকর্ম করেন। বর্ণজাপক পদবি সংযোগ বাতীত দৈব, পৈত্রকর্ম করিলে যে, আরকর্মকর্মণ পণ্ড হইয়া তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এইসব বৈদ্যসভাসংগতি নিম্নে বহিঃপ্রদী না অনাধিকারিত বলিয়া জ্ঞাপন করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জ্ঞানসম্মত বলিবার কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগণ দৈব, পৈত্রকর্ম সম্পাদনের সময় "সেনশর্মে ব্রাহ্মণ্য" বলেন, সেনশর্মাই ব্রাহ্মণগণের একমাত্র পদবি, তাঁহারা সেই সেনশর্মাপদবির সহিত ব্রাহ্মণ্য কেন বলিয়া থাকেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সমাজে চতুর্কর্ণাতির ব্রাহ্মণের যে সত্তা ছিল, ওখানে বৃদ্ধাবসিক, অর্থাৎ ও পারশব নামক অপর তিনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে তাঁহারা যে পৃথক্ তাহা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যেই সেনশর্মে ব্রাহ্মণ্য বলিয়া আসিতেছেন। মধ্যরাজ মন্ত্রণসভার তার-শাসন পাঠ করিলেও জানা যায়, "কীলমন্ত্রসেনসেনশর্মাশ্রয়ঃ" এইরূপ লিখা রহিয়াছে। ইহা হইতে দৃঢ়তা সহকারে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃত সময়ে বৈদ্যগণ সেনশর্মে দাশশর্মে বা সেনসেনশর্মে ব্রাহ্মণ্য বলিতেন, "সুব্রাহ্মণ" পদ থাকার পাঠই প্রকৃতি হইতেছে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ্যপ্রতি ছিলেন।

অনার্যজাতি ভিন্ন, আর্যজাতির মধ্যে এমন কোন জাতি নাই, বর্ণজাপক পদবির সংযোগ ব্যতীত দৈবপৈত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন। এই শ্বেতশ্রোণীর বৈদ্যাগণ কোন্ স্বার্থের প্রলোভনে পড়িয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, জ্ঞান বিরুদ্ধ কৰ্ম্মেই অন্মুষ্ঠান করিতেছেন জানি না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন :— তাঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈজ্ঞাপকীয় গর্ভে সজাত অর্ঘ্য বিধায়, তাঁহারা মাতৃকুলানুরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হইরাছেন এবং মাতৃকুলানুশীল অর্থাৎ মাতামহ কুলের অনুরূপ বৈজ্ঞাতীয় অর্শীচ গ্রহণ করার যোগ্য। বড়ই আক্ষেপের কথা যে, যেহে জাতি জ্ঞানবস্তুর, বিদ্যাবস্তুর ত্রিজ, অর্ঘ্য, প্রাণাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইরাছিলেন, সেই জাতি কি বৈজ্ঞাতীয় ছিলেন? তাহা কখনও হইতে পারে না। ক্রতি বলেন :—“আত্মাই জায়তে পুত্রঃ” আত্মাই পুত্ররূপে জাত হয়। ব্যাসদেব বলেন :—“এষমেব মহারাজ ! বেন জাতঃ স এব সঃ” হে মহারাজ যে বৎ কর্তৃক জন্মে, সে তাহাই। মনু বলেন :— “মাতাত্ত্বাপিতুঃ পুত্রো বেন জাতঃ স এব সঃ। মাতাচর্য্যায় মাত্র, পুত্র পিতারই, যে বৎ কর্তৃক উৎপন্ন, সে তৎস্বরূপ। মনু পুনঃ বলিতেছেন :— বাদৃশং ভজতে হি জ্ঞী স্তুতং স্তুতে তথাবিধং” যে জ্ঞী বাদৃশ ভক্তকে ভজনা করে, তদনুরূপ পুত্রই সে প্রসব করে। “পতি ভাৰ্য্যাং সম্প্রবিষ্ট গর্ভোভূত্বেকারতে” পতি ভাৰ্য্যাগর্ভে প্রবেশ করিয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করে। মহর্ষি ব্যাসদেব বলেন :— “ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাং ব্রাহ্মণোভবেৎ” ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈজ্ঞাতে জাত পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইরা থাকে। এতাদৃশ বহু প্রমাণ রহিয়াছে ভারতবর্ষে এমন কোন জাতি নাই, যাহারা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞাতীয় প্রতিপালন করে। রাজা গণেশের পর হইতে বঙ্গীর কথক বৈদ্য বৈজ্ঞাতীয় অর্থাৎ পক্ষা-শীচ গ্রহণ করাতে এবং নামান্তে শুশ্রূষাদি ধারণ করাতে; বৈদ্যবিষেট্ গণ সমুচ্চয় বলিতেন, “অর্ঘ্য জায়জা বৈদ্যাঃ” অর্থাৎ অর্ঘ্য সংজ্ঞক বৈদ্যাগণ জায়জ; তাঁহারা জায়জ না হইলে ব্রাহ্মণের সন্তান হইরা মাতৃকুলানুশীচ গ্রহণ করিবেন কেন? নৃকীবসিক্ত ও পারশব ব্রাহ্মগণ ক্ষত্রিয়া ও শূদ্রা মাতৃক হইরা তাঁহারাও ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাচার গ্রহণ করেন নাই? ব্রাহ্মণের অমতক বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানগণ যদি মুখ্যব্রাহ্মণ হইরা ব্রাহ্মণাচারে চলিতে পারেন এবং ব্রাহ্মণের অমুতা, পরোতা, বিধবা; বস্ত্রজাতীয়া ও ভ্রাতার মেরের সন্তানগণ যদি ব্রাহ্মণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইরা ব্রাহ্মণাচারে দশাহাশীচ গ্রহণ করিতে পারেন? তবে ব্রাহ্মণের বখাশাস্ত্র পরিণীতা বিজকস্তা বৈজ্ঞাত গর্ভজাতসন্তান অর্ঘ্যগণ কোন্ শাস্ত্রের

বলে অত্রাঙ্গণ হইবেন, এবং ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতে পারিবেন না জানি না। বৈষ্ণবগণ ত্রিভঙ্গাঙ্গণ, পিতৃহানীর ও পূজাহজাতি। বকীর বৈষ্ণবসন্তানগণের মধ্যে বৈষ্ণবের ঔরস জাত বলিয়া বাহ্যিকের সন্দেহ রহিয়াছে, তাঁহারা বৈষ্ণব ও শূদ্রাচারের অধীন হইয়া থাকিলে সমাজের কোন কতি হয় না। আর বাহারা নিজকে বৈষ্ণবসন্তান মনে করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করতঃ বৈষ্ণবাচারী হইবেন, তাঁহাদের জন্ত বৈষ্ণব বিবেচনায় সমুচিত্বরে বলিবেন :—

অঘটা জারজা তৈল্যাঃ অঘটা বর্ণসঙ্ঘাঃ।

অঘটা খচ্চরাচার্যঃ অঘটা ব্যতিচারকাঃ ॥

যজ্ঞমেনে এখনও বহুতৈত্ত্ব রহিয়াছেন, এই জাতীয়জাগরণের দিনেও তাঁহারা গড়লিকাপ্রবাহের মত সংস্কারজট, আচারজট, অদূরবর্তী পূর্বপুরুষগণের পথা-
মুসরণ করিয়া চলিবার প্রয়াসী, তাঁহারা বলেন “মহাজনো যেন গতাঃ স
পথা” তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের যে সব দূরবর্তী
পূর্বপুরুষগণ জ্ঞানবতার, বিভাবতার সংস্কারে, সদাচারে, বৈষ্ণব, ত্রিভ, অঘটা,
প্রাণাচার্য ও মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ-পূজাহজাতি রূপে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃতমহাজন, না সংস্কার জট, আচার জট, সংস্কার জট
পূর্বপুরুষগণ প্রকৃত মহাজন। ভারতের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত এবং পারস্ত-
সাগরের উপকূল হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত, এক একটা জাতি
জাতীয়জীবন গঠনের জন্ত যেই রূপ বন্ধপরিষ্কর হইতেছে এবং সম্মুখে
যেই ভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার মহামুযোগ উপস্থিত হইতেছে, এই
অবস্থায় সমগ্রভারতীয় ব্রাহ্মণগণের (বৈষ্ণবগণের) সহিত মিলিত হইয়া এক
মহাজাতির স্তম্ভপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, এই জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত
বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে বকীরবৈষ্ণবজাতি ভারতীয়বৈষ্ণবজাতির, অতু-
করণে ব্রাহ্মণ সদৃশ উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাচারে প্রতিষ্ঠিত, হইলে, কালে
ভারতের অন্ত্যান্ত প্রদেশীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা এই বকীর বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণজাতি রূপে
প্রখ্যাত হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সংখ্যাযুক্তি করতঃ রাষ্ট্রসমনে একমহাজাতি বলিয়া
রাষ্ট্রীয় অধিকারে শ্রেষ্ঠত্বান অধিকার করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রতাপাদনে মহামহোপাধ্যায় গণনাথসেন —

নিউনট্রীট কলিকাতা হইতে কবিরাজ ঈশ্বরকৃষ্ণ নৃসিংহ দাশগুপ্ত কবিরঞ্জন
মহাশয় লিখিয়াছেন :—আপনার প্রেরিত “অঘটব্রাহ্মণ” এককপি ঈশ্বরকৃষ্ণ

জ্যোতিষ চন্দ্র সেনশর্মা মহাশয়কে দিয়াছি, তিনি বলেন, শান্তিপুরে সম্প্রতি শর্মাপাঠে দুইটা বৈদ্যের বিবাহ হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ঐযুক্ত গণনাথ সেনশর্মা সরস্বতী মহাশয়কে এককপি “অষ্ট ব্রাহ্মণ” একখানি নিবেদন পত্র দিয়াছিলেন। তিনি পুস্তকখানি সমস্ত পড়িয়াছেন, পূর্ববঙ্গে এই রূপ আন্দোলন হইয়াছে, জানিরা বিশেষ আশ্চর্য হইয়াছেন। তিনি বলিলেন আমাদের এইখানে পূর্বাণ্য হইতে যে জ্যোতিষগণ “দেবী” পদবী লিখেন, তাহা এই পুস্তকে উল্লেখ নাই। আরও বলিলেন যে, তিনি বরাবরই দশাহ অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। তাহার পিতামহের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে দশাহ অশৌচ গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং শর্মা পাঠেই দৈবপৈত্র্য কর্ম করিয়া থাকেন। ৮১১১২২

১৪৪১২৩ তারিখের পত্রে উক্ত কবিরঞ্জন মহাশয় পুনঃ লিখিয়াছেন, গত রবিবার “বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির” অষ্টমবার্ষিক সম্মিলন হইয়াগেল। কবিরাজ ঐযুক্ত গণনাথ সেনশর্মা সরস্বতী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহার অভিভাষণে বাহাদের নামের শেষে শুভপদবি রাখিয়াছে; তাহা রহিত করিয়া শর্মা পদবি লিখিতে এবং দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার পিতামহের সময় হইতেই তাঁহাদের দৈব ও পৈত্রিক কর্ম শর্মা পাঠে সম্পন্ন হইয়া হইয়া থাকে এবং দশাহ অশৌচ গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে বীকার করিয়াছেন, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের সমান দক্ষিণা ও আনিয়াছেন বলিলেন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনঃ—

ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ঐযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনশর্মা রায়বাহাদুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্ততম শাখা। তৎ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই জাতির অনাচার বিদূরিত হইয়া বাহাতে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণোচিত আচার গ্রহণ করেন তৎ সম্বন্ধে উদ্যোগ ও অহুতান সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বৈদ্যপরিবারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে শ্যামলাল মুন্সী :—

সেনহাটীবাসী পণ্ডিত শ্যামলাল সেনশর্মা মুন্সী মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত “অষ্টতন্ত্র কোষী” গ্রন্থে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন, বৈদ্যজাতির অশৌচ দশাহ হইবে। সোপবীত বৈদ্যগণের মধ্যে বাহারা পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের কাণ্ড শিষ্টরই স্থান হইতেছে।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে বৃদ্ধহারিত : বৃদ্ধহারিত বলিরাছেন :—

ব্রহ্মা মূর্ত্ত্যবাসিক্তং বৈষ্ণুঃ ক্রতুবিশাবপি ।

অসী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথাপূর্ব্বকং গৌরবম্ ॥

ব্রাহ্মণ, মূর্ত্ত্যবাসিক্ত, বৈষ্ণু, ক্রতুর ও বৈষ্ণু ইহাদের গৌরব পর পর হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈষ্ণু হইতে ক্রতুর সন্মানিত, ক্রতুর হইতে বৈষ্ণু সন্মানিত, বৈষ্ণু হইতে মূর্ত্ত্যবাসিক্ত সন্মানিত, মূর্ত্ত্যবাসিক্ত হইতে ব্রাহ্মণ সন্মানিত। এইস্থলে যেই বৈষ্ণব উল্লেখ হইয়াছে, তাহা মনুজ্ঞ ব্রাহ্মণের অনুলোমা বৈষ্ণাপত্তীজাত সন্তান। তাঁহাকেও “অষ্টক চিকিৎসিতম্” বলিয়া চিকিৎসাবৃত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বৃদ্ধহারিত চিকিৎসক অষ্ট ও বৈষ্ণু অষ্ট এক মনে করিয়াই মূর্ত্ত্যবাসিক্তের নিয়ন্তরে বৈষ্ণব স্থান নির্দেশ করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণুজাতির ব্রাহ্মণবর্ণই প্রতিপন্ন হয়। এই বচনটা কায়স্থরাজা স্বর্গত রাধাকান্তদেব বাহাদুর লক্ষ্যধিক টাকা ব্যয়ে, বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দ্বারা যেই “শঙ্করভ্রম” নামক সংস্কৃত অভিধান সংকলিত করিয়াছেন, যাহা বহুকাল পবে সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য কায়স্থকুলোপ্রণী স্বর্গীয় বোগীন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গবাসী প্রেসে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা সংশোধিত হইয়া ছাপা হইয়াছে। সেই শঙ্করভ্রমোক্ত বৃদ্ধহারিতের এই একটি বচনই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট বলা বাইতে পারে। চতুর্ভুজগঠিত আখ্যায়িকাতে ক্রতুর উর্দ্ধে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন বর্ণ নাই। বৈষ্ণুজাতি ব্রাহ্মণবর্ণীয় না হইলে কখনও ক্রতুর উর্দ্ধে স্থান নির্দেশ হইত না। যে সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণুজাতিকে বৈষ্ণুবর্ণের অন্তর্গত করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মহর্ষি বৃদ্ধহারিতের এই বচনটির আশ্রয় কি করিয়া করিবেন জানি না।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে হরেন্দ্রকুমার মৈত্রেয় :— চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে অনেকেই জানেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। তিনি সরলপ্রাণে বলিয়াছেন :— “আমরা জানিয়া আসিতেছি, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। আমাদের দেশে বৈষ্ণুগণকে “বস্ত্র-ব্রাহ্মণ” বলে। আমার খুড়তভাতার উপনয়নে, লুক্কিরতের

টাকা নেওয়ার তার অ'ম'র উপর ছিল। অত্রাঙ্গ হইতে লুকিরতের টাকা নেওয়ার নিয়ম আমাদের নাই। আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ঐযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ও নিমন্ত্রিত ছিলেন। উপনয়নের লৌকিকতাব্যবস্থা তিনি আমাকে একখানি গিনি দেন। আমি গিনিখানি টেবিলের উপর রাখিতে, কবিরাজ মহাশয় আমাকে বলিলেন, তুমি কি আমাদিগকে অত্রাঙ্গ মনে করিতেছ? আমাদের ব্রাহ্মণত্বে যদি তোমার সন্দেহ হয়, তুমি তোমার পিতৃদেব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি কৌতূহলাকান্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবিরাজ উপেন্দ্র বাবু ত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহার নিকট হইতে লৌকিকতার টাকা নেওয়া যায় কিরূপে? পিতৃদেব বলিলেন, বৈষ্ণৱা ব্রাহ্মণ, তাঁহার আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণগণ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণগণের ত্রায় বঙ্গীয় বৈষ্ণৱগণকে ব্রাহ্মণ বলিতে ঘিণা মনে করেন না।

বৈষ্ণৱ ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ডল্লনাচার্য্য :—সুশ্রুতের টীকাকার পণ্ডিত ডল্লনাচার্য্যকে সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। তাঁহার অপর নাম ছিল ডল্লন মিশ্র। সুশ্রুতের টীকায় প্রায়শ্চৈ আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন :—“সমস্ত জনপদতিলককল্পে ঐভাদানকদেশে নগরীবর মথুরাসমীপে অঙ্কোলা নাম বৈষ্ণৱস্থানমস্তি। যত্র সৌরবংশজা ব্রাহ্মণাঃ সমস্তভূমিপতিমাগ্না অশ্বিনীকুমার সমানাঃ পার্শ্বগচন্দ্রকচিৎশঃ প্রসাধিত দিঙমণ্ডলা বৈষ্ণৱাঃ অভূবন্। তদস্বয়ে গোবিন্দনামা চিৎসক শিরোমণি রত্নং। ততস্তং পূজো ভিষক্শিরোমুকুটমণিঃ জয়পালঃ সমজ্ঞানী তত্ত্বং নরশ্চ সমস্তশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞোভরতপালঃ সজ্ঞাতঃ। তৎপুত্রঃ স্বকুলনভস্থলচন্দ্রমা বিবেকবৃহস্পতিঃ ঐসহনপালদেবঃ নৃপতিবল্লভঃ ঐডল্লনঃ সমভূং—ইত্যাদি” ডল্লনাচার্য্যের আত্মপরিচয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে সুস্পষ্ট জানা যায়, তিনি নিজকে “সৌরবংশজা ব্রাহ্মণাঃ” বলিয়া বৈষ্ণৱবংশীয় ব্রাহ্মণ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তৎপর বলিলেন “সমস্তভূমিপতিমাগ্নাঃ” ইহাতেও তাঁহার বৈষ্ণৱ-ব্রাহ্মণত্বই সূচিত হইতেছে। পূর্বে বৃদ্ধহারিতের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, বৈষ্ণৱ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্মানিত। তাই তিনি লিখিলেন, সমস্ত রাজার মাননীয়। যজনব্রাহ্মণগণ চিরকালই রাজার মাননীয় আছেন। তৎপর লিখিলেন “অশ্বিনীকুমার সমানাঃ” তিনি বাস, বশিষ্ঠ,

স্বাক্ষরিক, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির সহিত নিজকে তুলিত না করিয়া স্বজাতি স্ববৈষ্ঠ অশ্বিনীকুমারের সহিত তুলনা করিয়া নিজকে বৈষ্ঠব্রাহ্মণ প্রমাণিত করিলেন। বঙ্গদেশে যেমন অধুনা বঙ্গব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবাবসার আরম্ভ করিয়াছেন, মথুরা প্রভৃতি স্থানে ডল্লনাচার্যের সময়ে বঙ্গব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা-বৃত্তিক হওয়া দূরে থাকুক, বর্তমান কালেও তথাকার ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। এই ডল্লনাচার্যের আত্মপরিচয় হইতেও জানা যায়, বঙ্গের বাহিরেও বৈষ্ঠস্থান ছিল এবং বৈষ্ঠব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। বর্তমানে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত। ইহা হইতে বৈষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে বিকানীর :—বিকানীর একটা হিন্দুপ্রধান রাজ্য। তথাকার বৈষ্ঠগণ নামান্ত্রে শর্মা পদবি ব্যবহার করেন। পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, সেন, দাশাদির জায় “চন্দ্র” একজন আদি বৈষ্ঠের নাম। মহারাষ্ট্রদেশীয় মহর্ষি নামক ব্রাহ্মণ, অমৃতচারণের পঞ্চমকথা স্মৃত্যাকারে বিবাহ করেন, তাঁহাদের “চন্দ্র” নামক সন্তান জন্মে, তাঁহার অধস্তন বংশধরগণ নামান্ত্রে চন্দ্র পদবি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বাভারা বৈষ্ঠজাতি নাই বলেন, তাঁহাদের সংজ্ঞার্থ বিকানীরের অন্তর্গত রতন নগরের একটা বৈষ্ঠব্রাহ্মণবংশের তালিকা উদ্ধৃত করিলাম। যথা :—ধর্মদাসজী চন্দ্রশর্মা, তৎপুত্র চৈলরামজী চন্দ্রশর্মা, তৎপুত্র ধীরমলজী চন্দ্রশর্মা, তৎপুত্র জীলালজী চন্দ্রশর্মা, তৎপুত্র জীবনশ্যাম চন্দ্রশর্মা বিজ্ঞানসাগর এই ধনশ্যাম চন্দ্রশর্মা বিজ্ঞানসাগর স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। তিনি ১৭৯৯ সঃ হারিসন রোডে ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি বৈষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ইহা হইতে বৈষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের ও শর্মা পদবি ধারণের অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে মাধবাচার্য :—বৈষ্ঠবংশাবতঃ স সদাশিব কবিরাজ চৈতন্যমহাপ্রভুর পরমসহায় ছিলেন সদাশিবের পুত্রর নাম পুরুষোত্তম। তিনি বৈষ্ণব বন্দনাগ্রন্থের রচয়িতা, চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন,

ভাঁড়ার বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্যই সমধিক খ্যাতনামা হইয়াছিলেন :—

“তস্ত প্রিয়তমাঃ শিষ্যা শচ্যারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।

ঐমুখোমাধবাচার্য্য যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ ॥”

দৈবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌরমণ্ডলে।

যেনৈব রচিতা পুস্তী ঐমদ্ বৈষ্ণববন্দনা ॥” চৈতন্যচরিত।

সেই পুরুষোত্তম কবিরাজের অতিপ্রিয় চারিজন ব্রাহ্মণশিষ্য ছিলেন। ঐমুখ, মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত যাদবাচার্য্য ও দৈবকীনন্দনদাস। ইহারা গৌররাজ্যে অতীব প্রধাম লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সেই মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের ফুরণ সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলনকারী ব্যক্তিমানই অবগত আছেন। বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ না হইলে শাস্ত্রাদিঃ অধ্যাপনার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভূষণের অধ্যাপক ব্রাহ্মণই ছিলেন। ইহা হইতে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অধ্যাপনা :—অধ্যাপনার অধিকার সম্বন্ধে বহু বলিয়াছেন :—

“অধীর্যগ্ জ্যোবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা বিজাতয়ঃ।

প্রক্ৰমাৎ ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিত্তি নিশ্চয়ঃ ॥” ১।১০ অঃ।

“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণব বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণব অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না।” এই শাসনানুসারে ভারতে এখনও সংস্কৃতের অধ্যাপনার ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণব প্রতীক্ষিত রহিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ সংস্কৃতভাষার জনক স্বরূপ ছিলেন ও আছেন। অধ্যাপনা বৈষ্ণবজাতির চিরাচরিতকর্ম্ম, তাহার দৃষ্টান্ত বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বৈষ্ণব-বিষয়ে বহু যুগেও বৈষ্ণব অধ্যাপকগণের নিকট বহু ব্রাহ্মণ যে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। চট্টগ্রামের “বৈষ্ণবদলনী সভার” সভ্য ব্রাহ্মণ-কবিরাজ কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ ঐযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ বৈষ্ণবত্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শিষ্য। যদি বৈষ্ণব যোগেন্দ্রনাথ

অব্রাহ্মণ হন, তবে ব্রাহ্মণ-সভার সভ্য কবিরাজটীর স্থান কোথায় হইবে, শ্রুতীগণ মনুর শাসনবাক্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নির্ণয় করিবেন। যেইস্থলে বহু কৃতবিদ্যা মহামান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যমান, সেইস্থলে কবিরাজ, উকিল, মোক্তার ও সম্পাদক মহাশয়গণ ব্রাহ্মণসভার কার্যকরক হন, সেই ব্রাহ্মণসভার গুরুত্বের বহর কতদূর, তাহা বিদ্যমানগণী নির্দেশ করিবেন। আর যেই সভায় শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতগণ—শ্রেষ্ঠভাবী, শ্রেষ্ঠসেবী, বৈজ্ঞানিক ও চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণগণের অভুলী হেলনে পরিচালিত হন, শাস্ত্রাদির মর্যাদা সংরক্ষণে উদাসীন থাকেন, সে সমস্ত পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যভিমান কতদূর হইতে পারে, তাহা শ্রুতীসমাজ বিচার করিবেন। বঙ্গীয়সমাজে যে সব ব্রাহ্মণ কবিরাজ রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্য-অধ্যাপকগণের শিষ্য। বৈদ্য-অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণবর্ণীয় না হইলে, ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে যে অবব্রাহ্মণ হইতে হয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। ব্রাহ্মণ কবিরাজগণের সহিত আহারাদি এবং যৌন সম্বন্ধাদি করাতে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কোনবর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা ই জানেন। এক অধ্যাপনা কার্য হইতে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে পণ্ডিতসভা :—কলিকাতা মহানগরীতে পঞ্জিকাংস্কার করে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলীর যেই মহাসভা হয়, সেই সভায় সংস্কৃতকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বঙ্গের গণ্যমান্ত বহুব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং শ্রুতীদের প্রাচীন ব্রাহ্মণরাজবংশের স্বর্গত মহারাজ কুমুদকৃষ্ণ সিংহবাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। সেই বিরাট ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভায় বিক্রমপুরের স্বতন্ত্রগত গারুরগাঁও নিবাসী গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সভার কার্য সম্পাদন করেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের বংশধর এইরূপ অনুভূতি না থাকিলে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, বৈদ্য রাজকুমার সেন মহাশয়কে কখনও সভাপতিত্বে বরণ করিতেন না। ইহা হইতে বৈদ্যের জ্ঞানবস্তুর, বিদ্যাবস্তুর ও ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে জানি না।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে জয়ানন্দ :—ঐক্যকবি জয়ানন্দ চক্রবর্তী
কৃত নদীরাধে লিখিত আছে :—

“দেউল দেহারাভাঙ্গে অঞ্চলবে কাটে ।

ত্রিশূলে চড়াই তারে নবদীপের হাটে ॥

“বৈদ্যব্রাহ্মণ” যত নবদীপে বসে ।

নানা মহোৎসব কর মনের হরষে ॥”

এই কবিতাটি ব্রাহ্মণ্যপণ্ডিত জয়ানন্দ চক্রবর্তীর রচিত । তিনি তখনকার
সমাজের বৈদ্যগণের প্রতিভা ও ব্রাহ্মণ্য দেখিরাই লিখিয়াছেন । “বৈদ্যব্রাহ্মণ”
কথাটির প্রকৃত অর্থ কি ? তাহা সুধীসমাজই বুঝেন । যদি “বৈদ্যব্রাহ্মণ”কে
কর্মধারয় সমাস করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণই প্রতিপন্ন হয় ।
যদি বৃন্দ সমাস করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্য পদবি অগ্রে থাকায় বৈদ্যের
শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হয় । ইহা হইতে প্রতীতি হয়, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবন্ত্য,
বিদ্যাবন্ত্য সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে আয়ুর্বেদ সভা :—কলিকাতার ব্রাহ্মণ-
কবিরাজগণ মিলিত হইয়া “ব্রাহ্মণ আয়ুর্বেদ সভা” নামাকরণে এক আয়ুর্বেদ
সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তাহার বার্ষিক অধিবেশনে বৈদ্যকুলভূষণ স্বনামধন্য
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্মা সরস্বতী এম, এ, মহাশয়কে
সভাপতিত্বে বরণ করা হয় । সেই সভার বহু মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত
উপস্থিত ছিলেন । “ব্রাহ্মণ আয়ুর্বেদ সভার” উদ্ঘোষিত ব্রাহ্মণকবিরাজগণ
বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে অষ্টব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন
এবং বৈদ্যগণই এ পর্যন্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছেন
বলিয়া বৈদ্যগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং অশেষ শাস্ত্রবিৎ
পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্মাকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া
বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ ; তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে দুর্গাদাস লাহিড়ী :—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস
লাহিড়ী মহাশয় পৃথিবীর ইতিহাস এবং বেদাদির বহু বাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়া
সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছেন । তাহার “পৃথিবীর ইতিহাস” দ্বিতীয়

খণ্ড “ভারতবর্ষে” ভারতের দেশ, জাতি, ধর্ম এবং বর্ণমালা ইত্যাদি নান্দ্র বিষয় আলোচিত হইয়াছে। লাহিড়ী মহাশয় বারেন্স শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কুলুকাতির দারাদ। ইতিহাস রচনার প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের পঞ্চানুসরণ করিয়াছেন। দেশের প্রকৃতবিস্তৃগণের মধ্যে স্বর্গত ডাক্তার রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত ও জীবন্ত বিশ্বকোষই তাহার পথ প্রদর্শক। সুতরাং তাঁহার ভারতবর্ষে ভারতের যুগচতুষ্টয়ের আলোচনা থাকিলেও জীব বিশেষের রামনাম পরিহারের জায় বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির নাম সর্বথা সতর্কতার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কি তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বাহাদের দ্বারা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৌলীন্ত-সম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতিতত্ত্ব নিরূপণে স্বাধীন মত প্রচার না করিয়া পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিতগণের অনিশ্চিত উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সেনরাজগণের ও তাঁহাদের দারাদ বাকুবগণের স্থিতি, পরিণতি সম্বন্ধেও তিনি নির্বাক। শুধু তাহা নহে, তাঁহার গ্রন্থে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনপদের অল্পবিস্তর আলোচনা থাকিলেও বৈষ্ণবগণী ঋষি প্রদেশের নাম প্রসঙ্গত দুই একস্থানে উল্লেখ ভিন্ন, তাহার স্থিতি, পরিণতি সম্বন্ধে কোন বাকনিষ্পত্তি করেন নাই। নাগবংশকে স্থানান্তরে দেবপ্রভব এবং বর্জ্জনদিগকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়াছেন। তৎপরবর্তী গুপ্তবংশীয়, দেববংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। ইহাই হইল ৫৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ইতিহাসের স্থূল বর্ণনা। এই সুবৃহৎ ইতিহাসের মধ্যে তিনস্থলে প্রসঙ্গত তিনি “বৈদ্য” শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয়, বঙ্গীয় বৈদ্যপ্রসঙ্গ বাদ দিলেও ভারতীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শ্রেণীবিভাগ ব্যাপদেশে কনোজীয় এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইতিহাসের ৩৪৫।৩৪৬ পৃষ্ঠায় কাশ্মীর, সরযুপুরী ও সনধ্যায় ভেদে ব্রাহ্মণগণকে তিন শ্রেণী করিয়াছেন। সনধ্যায় ব্রাহ্মণগণ মধ্যরার দক্ষিণ পশ্চিম ও কনোজের উত্তর পূর্ব দেশবাসী, তাঁহাদের ২৬টা উপাধি, সেই উপাধিসমূহের মধ্যে কনোজীয় ব্রাহ্মণগণের ১০টা উপাধি, সনধ্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ব্যবহৃত হয় যথা : পরাশর, গোস্বামী, এপ’ত, চৌধুরী, চৈনপুরী, “বৈদ্য” প্রভৃতি। এই ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই যজুর্বেদীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীতি হয়, আর্যাবর্তের অধুনা কনোজীয় নামে পরিচিত শাখার যজুর্বেদীয় বৈদ্যসংক্রান্ত ব্রাহ্মণগণ এখনও

বর্তমান আছেন। চৌধুরী উপাধি যে সব ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিষ্ণু সরলা দেবীর বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যে উক্তি স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাহারই পরিপোষক। সরলাদেবীর স্বামী স্বর্গীয় রামভূজ দত্ত-চৌধুরী মহাশয় এই সনাধ্যায় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের শাখায় বৈদ্যাগণের অস্তিত্ব দেখিয়াই সরলা দেবী বঙ্গীয় বৈদ্যাগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় চৌধুরী, বৈদ্য প্রভৃতি উপাধির সহিত যদি উক্তশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মূলপদবি ও গোত্রের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্পষ্ট জানা যাইত, বঙ্গীয় বৈদ্যাগণের পদবি ও গোত্রের সহিত তাঁহাদের গোত্র পদবির সামঞ্জস্য রহিয়াছে। পূর্বে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, আখ্যাবর্ত্ত হইতে “মহাবলবান্ অবষ্ঠগণ আসিমা এই বঙ্গদেশে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।” যথা :—“আখ্যাবর্ত্তাৎ সমাগম্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ” ইত্যাদি।

বৈদ্যাগণের অপর এক শাখা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্যদান করে। লাহিড়ী মহাশয় পঞ্চদ্রাবিড় অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যবাসী ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনায় “দেশস্থ” শ্রেণীর মধ্যে গৃহস্থ এবং ভিক্ষুক দুই শ্রেণী বিভাগ করিয়া এক শ্রেণীতে বৈদিক, শাক্তী, যোশী, বৈদ্য (চিকিৎসক) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত শ্রেণীতে পাঠবর্দ্ধন, সেনাবী বা সারস্বত প্রভৃতি বহুশ্রেণী ব্রাহ্মণের কথা দেখাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, দেশশাসন কার্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অল্প মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর সেনাবী বা সেন পদবি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ আসিমা বঙ্গের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রবাসীপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সেনরাজগণের সহিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের যে আদান প্রদান ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

লাহিড়ী মহাশয় উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনায় দুইশ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, এক দাক্ষিণাত্য অপর জাজপুরী, দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক এবং কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং মিশ্র, পাণ্ডে, ধর, কর, নন্দী, দাশ-পদবি ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে, বঙ্গীয় সেন, দাশ, ধর, কর, নন্দী প্রভৃতি যে একই মূলোৎপত্তি এবং একই দায়াদ তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। “করশর্মা

ভরসাকো বরশর্মা পরাশরঃ” প্রভৃতি যেই উৎকলকারিকা পূর্বে অধ্যাহৃত করিয়াছি তাহাতেও প্রমাণিত হয়, এই ধর, কর, দাশ, নক্ষিগণ অষ্টসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ। উৎকলের ব্রাহ্মণগণের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্যগণের যে যৌন সম্বন্ধ হইত, তাহা পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি।

লাহিড়ী মহাশয় নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণের আলোচনার ভূমিহর নামক একশ্রেণী ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—“পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবী নিঃকজ্রিয় হইলে যে সকল ব্রাহ্মণ সেই কজ্রিয়গণের ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, বাজন, প্রতিগ্রহাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসনাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা ভূমিহর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।” এই ব্রাহ্মণগণের রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করার সূত্র আলোচনা করিলে জানা যাইত যে, বৈদ্য হেতুতেই এই ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ মহুর শাসনাত্মকাবে দেশ অরাজক হইলে রাজা হইয়াছিলেন। সেই সূত্রেই ভূমিহর ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম অঞ্চলের এবং বঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধে চন্দ্রসেন, সমুদ্রসেন নামক যে দুই রাজা বঙ্গদেশ হইতে যোগ দেওয়ার উল্লেখ মহাভারতে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা যে বৈদ্যরাজা ছিলেন; তাহা ঐতিহাসিক গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। অষ্ট ব্রাহ্মণগণের বসতি নিবন্ধন যেই প্রদেশের নাম অষ্ট হইয়াছিল, তাহার স্থান নির্ণয়ে কেহ অপোগস্থান অর্থাৎ আফগানিস্থান, কেহ বা পঞ্চালপ্রদেশ নির্দেশ করেন। সেই অষ্ট ব্রাহ্মণগণই কালক্রমে অষ্টপ্রদেশ হইতে সিদ্ধনদীর ও সরস্বতীনদীর তীরে বসতি করাতো, তাঁহাদের নাম সারস্বত ও সৈন্ধব ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মহাত্মা দুর্জয়দাশ উল্লেখ করিয়া বৈদ্যগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—

“অষ্টা বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সারস্বতাশ্চ সৈন্ধবাঃ।

সিদ্ধতীর সমাপ্রিতাঃ সৈন্ধবাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥”

লাহিড়ী মহাশয় কনোজশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সনাধ্যায় শাখার যে বৈদ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ঐ সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণকে সৈন্ধবশ্রেণীর ব্রাহ্মণই বলা হইত। তাঁহারা কনোজশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হওয়ার কারণ, ভৃগুসংহিতার উক্তিই সমর্থিত হয়। যথা :—

“সর্কে বিজাঃ কান্তকুজাঃ মাধুরং মাগধং বিনা।”

মাধুর ও মাগধ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত সমস্ত আর্য্যবর্তের ব্রাহ্মণগণকে কনোজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয় কনোজ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যেমন বৈদ্যব্রাহ্মণের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্রূপ সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মৎস্ত, মাংসভোজী বজ্রকর্ষদীয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়া সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই যে বৈদ্যব্রাহ্মণ আছেন, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেনবী বা সেনপদবি ব্রাহ্মণগণকে সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

যাঁহারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্য ও বঙ্গদেশ ভিন্ন অপরাপর প্রদেশে বৈদ্য নাই মনে করেন, তাঁহারা লাহিড়ী মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ কি করিয়া করিবেন জানি না।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের প্রতিপাদনে মদনমোহন মালব্য :—প্রাচ্য প্রতীচ্য অশেষজ্ঞানশালী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ১৩৩০ শালের কাশী-ধামে যেই হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হয়, সেই মহাসভায় সভাপতি রূপে তিনি বলিয়াছেন :—“এই বর্ণাশ্রমধর্মের পরবর্তীকালে কতকগুলি দোষ ঢুকিয়াছে। কিন্তু প্রথমে এইসব দোষ ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কার্যভেদ দেখাইয়া বলেন যে, চতুর্কর্ণের ভেদ সংসারের কাজ চারি ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার মত। প্রথম ভাইকে বিদ্যার্জন করিতে বলা হইল, দ্বিতীয় ভাইকে সমাজ রক্ষা করিতে বলা হইল, তৃতীয় ভাইকে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম করিয়া সমাজের অভাব পূরণ করিবার ভার দেওয়া হইল, আর চতুর্থকে সেবা করিতে বলা হইল। একবর্ণ অপরাপর বর্ণ হইতে উচ্চ কি নীচ, তাহা ইচ্ছা হইতে সূচিত হয় না। (আনন্দ বাজার)

প্রাচ্য প্রতীচ্য জ্ঞানবিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় মহাসভাক্ষেত্রে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন :—অতীতযুগে যাঁহারা বিদ্যার্জন করিতেন, বিদ্যাই একমাত্র সাধনার ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। সৃষ্টিকাল হইতে যেই জাতি বিদ্যার্জন করিয়া অশেষ জ্ঞানবস্তুর বিদ্যাবস্তুর নিদর্শন বৈদ্য ও ত্রিভুজ প্রভৃতি সর্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, চতুর্কর্ষদবিচারজ্ঞ বলিয়া যেই জাতি প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, পুরাকাল হইতে যেই জাতি মহামহোপাধ্যায় উপাধি অর্জিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, সে জাতি যে ব্রাহ্মণ, তাহা মালব্য মহাশয়ের দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করেন। এক বিদ্যার্জনের প্রভাব হইতেই বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়।

. পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, চতুর্দশ গঠিত আর্ঘ্যসমাজে পঞ্চম কোন বর্ষ নাই। আর্ঘ্যসমাজে বহুজাতির সত্তা বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্দশের মধ্যে কোন না কোন বর্ষের অন্তর্গত। বর্ষচতুর্দশের উৎপত্তি, কৰ্ম ও বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। এইক্ষণ অশৌচ সম্বন্ধে কণকিং আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে অশৌচ :—অশৌচ গ্রহণকে বর্ষলক্ষণ বা বর্ষপরিচায়ক বলিয়া কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই। অশৌচের ব্যবস্থা গুণ, কৰ্ম ও জন্ম মৃত্যুর বিবিধ অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন রূপ হইয়া একই বর্ষ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের একদিন হইতে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের একদিন হইতে পঞ্চদশদিন, বৈশ্যের একদিন হইতে বিংশদিবস, এবং শূদ্রের একদিন হইতে ত্রিংশদিবস পর্য্যন্ত অশৌচের বিশাল রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। মহর্ষি অত্র বলেন :—

“একাহাচ্ছুধাতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমম্বিতঃ।

জ্যাহাৎ কেবলবেদস্ত নিগুণো দশভির্দিনৈঃ ॥ ৮৩

ব্রতিনঃ শাস্ত্রপুতস্ত আহিতাগ্নেষুতথৈবচ।

রাজস্ত সূতকং নাস্তি যস্ত চেচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৮৪

ব্রাহ্মণো দশব্রাহ্মণে দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৮৫

যে ব্রাহ্মণ সাম্বিক ও বেদাধ্যয়নশীল তাঁহার অশৌচ একদিন, যে ব্রাহ্মণ সাম্বিক নহেন, অথচ বেদাধ্যয়নশীল তাঁহার অশৌচ তিনদিন, যাহার বেদ ও অগ্নি কিছুই নাই, ব্রাহ্মণত্ব হীন নামধারী সেই নিগুণ ব্রাহ্মণের অশৌচ দশদিন হয়। যিনি ব্রত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই, যিনি বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু সমাপ্তবিদ্যা হন নাই, যিনি আহিত। অগ্নিতে প্রত্যাহ হোম করিয়া থাকেন, সেই আহিতাগ্নিক এবং যে প্রত্যাহ রাজ-কাৰ্য্য করেন, এইরূপ রাজা এবং রাজকাৰ্য্যের নিমিত্ত রাজা যে রাজকৰ্ম্মচারীর অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন, এই সকল লোকের অশৌচ হয়না। যেমন নিগুণ ব্রাহ্মণের দশদিন, তদ্রূপ নিগুণ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, নিগুণ বৈশ্যের পঞ্চদশদিন এবং নিগুণ শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়। মহর্ষি পরাশর বলেন :—

“দিনত্রয়েণ শুধ্যতি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে।

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।

শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা ॥ ২

জাতে বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।

বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো বোহগ্নিবেদসমবিতঃ ।

ত্রাহাৎ কেবলবেদস্ত বিহীনো দশভির্দিনৈঃ ॥ ৪

জন্মকর্ম্মপরিব্রষ্টঃ সঙ্কোপাসনবর্জিতঃ ।

নামধারকবিপ্রশ্চ দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥ ৫।৩ অঃ

সপিণ্ডমরণ জন্তু অগ্নিহিত অথচ বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের তিনদিন, তাদৃশ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়। সপিণ্ডের জন্ম হইলে ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ হয়। অগ্নি ও বেদযুক্ত বিপ্রের একদিন, কেবল বেদাধ্যায়ীর তিনদিন, উভয়হীনের দশদিন অশৌচ হয়। জন্মকর্ম্মপরিব্রষ্ট, সঙ্কোপ ও বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মহীন নামধারী ব্রাহ্মণের দশদিন অশৌচ হয়।

এই সমস্ত বচনাবলী হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়, সান্নিক ও বৈদিক ব্রাহ্মণ-গণের অশৌচ একদিন ছিল, যে সব ব্রাহ্মণ অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেবল বেদাধ্যয়নে রত হইলেন, তাঁহাদের অশৌচ তিনদিন ছিল। বেদবিদ্যা পরিস্ফুট করিয়া যাহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্তে চাকংসাবৃত্তিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সদ্য অশৌচের বাবস্থা হইয়াছিল। মহাত্মা রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বের সদ্যশৌচ প্রকরণে কুর্ম্মপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

“কারবঃ শিল্লিনো বৈদ্যা দাসা দান্তস্তথৈবচ ।

দাতারো নিয়মৌ চৈব ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মচারিণৌ ॥

সত্রিণো ত্রতিনস্তাবৎ সদাঃ শৌচ উদাহতাঃ ॥

সুপকার, শিল্লি, বৈদ্য, দাস, দান্ত, দাতা, নিয়মী, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচারী, ছত্রে অন্নদানকারী ও ত্রতীদিগের সদ্য অশৌচ কথিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

“ক্ষত্রশ্চ দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু ।

ত্রিংশদিনানি শূদ্রশ্চ তদর্কং শ্রায়বর্ত্তিনঃ ॥ ২২।৩ অঃ

“ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশদিন, বৈশ্যের পঞ্চদশদিন, শূদ্রের একমাস এবং পাকযজ্ঞ দ্বিজগুরুষাদি কর্ম্মে নিরত শূদ্রের অশৌচ মাসার্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চদশদিন।” মহর্ষি উশনা বলেন :—

শুধ্যোদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ ।

বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৪

ক্ষত্রবিটশূদ্রদারাদা যে স্ত্র্যবিব্রশস্ত সেবকাঃ ।

তেষামশেষঃ বিব্রশস্ত দশাহাচ্ছকিরিষ্যতে ॥ ৩৫

রাজত্ববৈজ্ঞান্যাপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু ।

ষড়্রাজ্যং বা ত্রিরাজ্যং বাপ্যেকরাজ্যক্রমেণ হি ॥ ৩৬

ব্রাহ্মণ দশাহে শুদ্ধ হয় । ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে, শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয় । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবংশীয় যে সকল বান্ধিত ব্রাহ্মণের অশেষ অর্থাৎ একমাত্র সেবক, তাহাদিগের ব্রাহ্মণ সদৃশ দশাহে শুদ্ধি । হীনবর্ণ শূদ্রজাতির মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সেবা করে, তাহারা ও উক্ত রূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সেবক হইলে দ্বাদশ দিনের পর এবং বৈশ্যসেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর শুদ্ধি হইবে । মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন :—

“ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশেন ভূমিপঃ ।

বৈশ্যঃ বিংশতিরাত্রেণ শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি ।”

ব্রাহ্মণ দশরাত্র, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশরাত্র, বৈশ্য বিংশতিরাত্র, শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয় ।

এই পর্য্যন্ত অশৌচবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানা গেল, ব্রাহ্মণগণ একদিন হইতে দশদিন, ক্ষত্রিয়গণ দশদিন হইতে পঞ্চদশদিন, বৈশ্যগণ দশদিন হইতে বিংশতিদিন, এবং শূদ্রগণ দশদিন হইতে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিবে । যে সব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একমাত্র ব্রাহ্মণের সেবক, তাহাদের অশৌচ ব্রাহ্মণ সদৃশ এক, তিন ও দশদিন । অর্থাৎ তাহারা স্বজাত্যুক্ত অশৌচ গ্রহণ করিবে না । কোন শাস্ত্রকারগণই ব্রাহ্মণের অনুলোমাপন্নীজাত সন্তান-মূর্ত্তাবিস্তৃত অশ্বষ্ঠ, পারশব নামক ব্রাহ্মণজাতির জন্ত অশৌচকালের পৃথক্ বিধান করেন নাই । ‘ভগবান্ মনু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বিজত্রয়ের, অনুলোমবিবাহের বিধান করিয়া তত্তৎ জাত সন্তান-গণের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন । তাহারাও মূর্ত্তাবিস্তৃত, অশ্বষ্ঠ, ‘পারশব, মাহিষ্য, করণ প্রভৃতি জাতির জন্ত অশৌচের কোনরূপ পৃথক্ বিধান করেন নাই । তাহারা “যেন জাতঃ স এব সঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণের অনুলোমাপন্নীর গর্ভজাতসন্তানগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের অনুলোমাপন্নীর গর্ভজাতসন্তান, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অনুলোমাপন্নীর গর্ভজাতসন্তান বৈশ্য বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন । তাহারা চতুর্সর্গের অতিরিক্ত কোনবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই । বরং স্মৃতিকারক ঋষিগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন, তাহারা ব্রাহ্মণের সেবক, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যেই হউক না কেন, ব্রাহ্মণের সেবক

হইলেই তাঁহাদের স্বভাত্যক্ত অশৌচ না হইয়া ব্রাহ্মণ সঙ্গ অশৌচ হইবে। ভগবান্ মহু অশৌচের কোন রূপ তারতম্য না করিয়া বলেন :—

তুধ্যোদ্ বিপ্রো দশাহেন দাদশাহেন কুমিণঃ ।

বৈশ্বঃপঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন তুধ্যতি ॥ ৮৩৫ অঃ

উপনীত লপিও মরণে ব্রাহ্মণগণ দশদিবসে শুদ্ধ হন, ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশ-
দিনসে, বৈশ্বগণ পঞ্চদশদিনে ও শূদ্রগণ একমাসে শুদ্ধ হয়। মহু বর্ণ-
চতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচের কোন রূপ তারতম্য করিলেন না, তিনি কেবলমাত্র
চারিবর্ণ নির্ধারণ করিয়া চারিবর্ণের অশৌচই বিধান করিয়াছেন। মহু
অনুলোম প্রতিলোম আতির উদ্ভব, তাঁহাদের কার্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে
যেই রূপ বিধান করিয়াছেন, অপর কোন সংহিতাকার ঋষি তাহা
করেন নাই। বিশেষতঃ মহু তৎপর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :—

“ন বর্জয়েদঘাহানি প্রত্যাহেয়ানিষু ক্রিমাঃ ।

ন চ তৎকর্ম কুর্ক্সাণঃ সনাভ্যোহপ্যন্তর্চির্ভবেৎ ॥ ৮৩৫ অঃ ।

ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন, অশৌচকাল বৃদ্ধি করিবে না
অর্থাৎ যে অশৌচ তিনদিনে যায়, তাহা দশাহ গ্রহণ করিবে না। শ্রৌত-
স্মার্ত ও অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না, যেহেতু তাদৃশ অশৌচ গ্রহণ
করিলে হোমাদি যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হয়। যদি পুত্রাদি কোন
লপিও প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করে, তাহাতে তাহারা অশৌচ হইবে না।

মহুর বচনদ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, অশৌচকাল সঙ্কোচ করিতে পারা
যায়, কোন অবস্থায়ও অশৌচকাল বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। তাই
ক্ষত্রিয়রাজ ভরত ক্ষত্রিয়ের আচারানুসঙ্গ দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ না করিয়া
দশাহ অশৌচ গ্রহণ পূর্বক, একাদশাহে শুচি হইয়াছিলেন যে, তাহা মর্হর্ষি
বাস্তবিক রামায়ণের অবোধাকারে লিখিয়াছেন :—

ততো দশাহেহতীতে কৃতশৌচো নৃপাশ্বজঃ ।

দ্বাদশেহহনি সংগ্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৭৭ সর্গ ।

অনন্তর দশদিন অতীত হইলে একাদশদিবসে রাজপুত্র ভরত স্বর্গীয়
পিতার প্রেতত্ব মুক্তির নিমিত্ত তদ্বিবর্জিত কর্তব্য সমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া
শুচি হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশদিবসে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন।

ক্ষত্রিয়রাজ ভরত দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিলেন, একাদশাহে শুচি
হইলেন এবং দ্বাদশাহে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাই-

লেন। তিনি ষাটদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া জরোদশাহে প্রার্থনা করিলেন নাই বলিয়া, তাঁহার কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব তাঁহার বাড়ী ডাঙা করিয়া যান নাই এবং অপর্যাপ্ত মহর্ষিগণও প্রাক্কের দানাদি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়রাজ ভরতের বাড়ীতে আহ্বান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অশৌচ যে বর্ণপরিচায়ক নহে, অশৌচকারী যে জাতির শ্রেষ্ঠ, অশ্রেষ্ঠ স্থিতি হইতে না, অশৌচ গুণভেদে, কর্মভেদে যে তারতম্য হয়, এমন কি ব্রাহ্মণের সেবক শূদ্র-গণের অশৌচ যে ব্রাহ্মণের গুণ কর্মানুসারে এক, তিন ও দশদিন হয়, ব্রাহ্মচারী, ব্রতী, নিরমী, বৈদ্য, চিকিৎসক প্রভৃতির অশৌচ যে সদ্য হইয়া থাকে, সাধ্বিক, বৈদ্য ও নিগুণ ব্রাহ্মণের যে অশৌচ যথাক্রমে একদিন, তিনদিন দশদিন হয়, রাজা, রাজকর্মচারিগণ অশৌচ গ্রহণ ইচ্ছা না করিলে যে তাঁহাদের অশৌচ হয় না; তাহার প্রমাণাংশী পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। বিভিন্ন জাতিতেও এক রূপ অশৌচের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরস্তার, বোগী, মুচি, কাওরা, চণ্ডাল, অগ্রদানী, লম্বাচার্য্য, ভাট, মুড়ুইপোড়া প্রভৃতি বহুজাতিতে এবং সাহা, গুরি, ধোপা, মংস্ত্রীষী, নমঃশূদ্ৰাদির ব্রাহ্মণগণও দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং চাকমাজাতি সপ্তাহ অশৌচ গ্রহণ করে, এই জন্ত তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুজাতি বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারেন নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুশাসন মতে ক্ষত্রিয়ের পঞ্চদশ-দিন এবং বৈশ্যের বিংশতিদিন অশৌচ হয়।

এই পর্য্যন্ত কোন ক্ষত্রিয় যে, পঞ্চদশদিন এবং কোন বৈশ্য যে, বিংশতিদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ভগবান্ মহুর বিধান মতে ব্রাহ্মণগণ দশদিন, ক্ষত্রিয়গণ ষাটদিন, বৈশ্যগণ পঞ্চদশদিন এবং শূদ্রগণ একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবক বলিয়া দশদিন অশৌচ গ্রহণ করেন না। কোন বৈদ্যধারী ব্রাহ্মণ ৩ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন না। “শাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন “মহর্ষিবিপরীতা বা সা স্থিতির্ন প্রশস্ততে” মহুর অর্থের বিপরীত যে স্থিতি; তাহা প্রশস্ত অর্থাৎ গ্রহণীয় নহে। মহুর কোন স্থানেই বলেন নাই যে, বৈদ্যজাতির অশৌচ ব্রাহ্মণের অনুরূপ হইবে না। কোন ভট্টাচার্য্যবংশীয়, ভগবান্ মহুর বচন উদ্ধৃত করিয়া যদি প্রতিপাদন করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপরীজাত মূর্খাবসিক, অম্বষ্ঠ ও পারশব শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অশৌচও তত্তৎ মাতৃকুলানুরূপ হইবে এবং ভরতের বিভিন্ন প্রাদেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই রূপ কোন শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে এবং

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে শাস্ত্রের কদর্থ—কোন কোন ভট্টাচার্য্যমহাশয়
মহর্ষি অত্রির বচন উল্লেখ করিয়া বলেন, ব্রাহ্মণের অনুলোমাপস্তীর গর্ভজাত
সন্তানগণের অশৌচ মাতামহের কলানুরূপ হইবে। বচনটি এই :—

মৃতমৃতকে দাসীনাং পত্নীনাঞ্চামূলোমিনাম্
স্বামিতলাং ভবেচ্ছৌচং মৃতেশ্বামিনি যৌনিকম্ ॥ ৮৯

একত্র সংস্কৃতানান্তু মাতৃগামেকভোজিনাম্ ।

স্বামিতুলাং ভবেচ্ছোচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯১

মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাননভট্টরত্নমহাশয় অমুবাদ করিয়াছেন, জন্ম মরণে
 হীনবর্ণাদাসী ও অমুলোমাপত্নীদিগের স্বামির তুল্য অশৌচ হইবে। সপত্নীপুত্রের
 জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদা পরিণীতা একাম্বর্ত্তী অসবর্ণা মাতৃগণের স্বামির সমান
 (স্বামির বর্ণানুসারে) অশৌচ হইবে। কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন
 সময়ে পরিণীতা হইলে স্ব স্ব বর্ণানুসারে অশৌচ হইবে।

উপরিউক্ত শ্লোকে দাসীদিগের এবং অমূলোমাপত্নীদিগের অশৌচের বিধান করা হইয়াছে। শ্লোকের কোন স্থলে বলেন নাই যে, ব্রাহ্মণের অমূলোমাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণের অশৌচ মাতৃকুলানুসারে হইবে। বীৰ্য্যের প্রাধান্যের বিষয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে। “মাতাভ্রাতৃ পিতৃপুত্রঃ ধেনুজাতঃ স এবসঃ”

যেই বৈদ্যজ্ঞান জ্ঞানবস্তায় বিদ্যাবস্তায় বৈদ্য, “ত্রিজ” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণকে অজ্ঞ মনে করিয়া মিথ্যার সাহায্যে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া কিরূপ প্ররোচিত কারিতেছেন, তাহা মহর্ষি উশানার বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বাহারা সেবক, তাহাদের অশোচ তত্ত্বপ্রভুর অনুরূপ হইরে। যেইস্থলে ব্রাহ্মণের দাসগণের অশোচ কিম্বা ব্রাহ্মণের দাসগণের অশোচ তত্ত্ব ব্রাহ্মণের স্বামীতুল্য হইবার ব্যবস্থা, যেইস্থলে অনুলোমা অমহা বিবাহিতা ব্রাহ্মণের শূদ্রাণ্যতীর গভজাত পারশব নামক ব্রাহ্মণজাতির অশোচ ব্রাহ্মণের সমতুল্য, যেইস্থলে পারশব ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণসমাজের কুক্ষিগত হইয়া ব্রাহ্মণ

সদৃশ দশাচ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন। সেই স্থলে সমস্তবিবাহিতা বিধবগণ
অনুলোমানগ্নীগণের গর্ভজাত ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্রগণের অশৌচ দশাহ হইতে পাঠের
না, বাহারা বলেন ; তাঁহারা যে করণার পাত্র তথ্যবরে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ
বৈভগ্নাত্তির অশৌচ সম্বন্ধে কোন রূপ সন্দেহ হইতে পারে না। বৈভগ্ন ব্রাহ্মণের
অনুলোমানগ্নীর গর্ভজাত মনুষ্য অর্ঘ্য নহেন, তাঁহারা দেবতা ও মহর্বিগণের ঔরসে
দেবকন্তার কন্তাগণের অর্থাৎ ব্রহ্মরজে জাতব্রাহ্মণকন্তার গর্ভে সম্রাত বিধায়
তাঁহাদের অশৌচ সপ্ত, একাহ, তিনদিন ছিল। তাঁহারা চিকিৎসাবৃত্তি ভাগ্য
করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্মিলিত হওয়ারান্তে, দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া
আসিতেছেন। বঙ্গীর বৈভগ্নগণের মধ্যেও কোন কোন বৈভ ব্রাহ্মণাচারে দশাহ
অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন। বিশেষতঃ বাহারা ব্রাহ্মণ সদৃশ উপবীত গ্রহণ করিয়া-
ছেন ; তাঁহাদের অশৌচ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ দশাহ হইবে। বৈভগ্ন যে দেব-
প্রভব তাহা তাঁহাদের গোত্র হইতে ও জানা যায়। ধবস্তরি, বৈখানর, শালভারন,
আত্ম প্রভৃতি গোত্র ব্রাহ্মণের নাই। যে সব গোত্র ব্রাহ্মণের নাই, সেই
সব গোত্রের বৈভ-ব্রাহ্মণের সম্ভাবন হন কিরণে ? দেবপ্রভব বৈভগ্ন ব্রাহ্মণ-
জাতির সহিত অঙ্গাদী ভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত মিশিয়া যাওয়ারান্তে এবং ব্রাহ্মণা-
চারে দৈব-পৈত্র্য কার্য নিম্ন করিতেছেন বিধায়, উপনীত বঙ্গীর বৈভগ্ন
দশাহ অশৌচ গ্রহণ করার পক্ষপাতী হইরাছেন। বৈভগ্ন বিজ্ঞাবস্তার,
জানবস্তার, ও প্রতিষ্ঠার এখন পর্যন্ত অস্ত্রাজাত্তির সংখ্যার অল্পপাতে
শীঘ্র স্থানেই রহিয়াছেন, তদবস্থারও কোন কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয় “মদমনিরুদ্ধ
তইকৃত সামবেদীয় কর্মকাণ্ড সেই দিনকার হারলতার কর্ণসরিপাত অশৌচ
প্রকরণের বেই শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন, বৈভগ্নগণের অশৌচ পঞ্চদশদিন হইবে,
সেই বচনটী এই:—

ব্রাহ্মণমরণে ব্রাহ্মণপরিণীতা ব্রাহ্মণী এসবমরণরো তৎপুত্র মরণে চ ব্রাহ্মণ
পরিণীতানাং কত্রিরাবৈভগ্নপুত্রাণাং ভাসাং পুত্রানাক দশরাত্রমশৌচম্। বধা আপত্ত্যঃ—

“কত্রিবিটুশ্রুত্যাতিনাং বেহপিতৃশ্রুতত্বকে

ভেদাত পৈত্রিকং শৌচং বিতস্তানাত্ন মাতৃকম্” ।

ব্রাহ্মণপরিণীতানাং কত্রিরাবৈভগ্নপুত্রাণাং পুত্রাঃ পিত্রাসহৈকত্র বসন্তঃ স্বীয় স্বীয়
মাতুঃ এসবমরণরোঃ পিতৃ সম্বন্ধীয় দশাহমেবশৌচং কুর্ধ্যুঃ। পিত্রাসহৈকত্র
বিভাগত্বভরোরোব নিমিত্তরোঃ স্বীয় স্বীয় মাতৃজাত্যাক্রমশৌচং কুর্ব্যীরণ।
বধা বিভাগোহশৌচং তথৈব পিতৃমরণেহপীত্যাহ ভাবান্য।

“নানাজাতিষু পাবকঃ পৈত্রিকঃ জীবতঃ পিতৃঃ ।

অভীতে মাতৃকং বিজ্ঞাৎ পাবকামুভয়োরপি” ॥

“ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের পরিণীতা কত্রিণী, বৈশ্বা ও শূদ্রা পত্নী-
দের ও তাঁহাদিগের পুত্রগণের দশরাত্র অশৌচ হইবে। যেহেতু আপত্ত্য বলিয়া-
ছেন কত্রিণী, বৈশ্বা, ও শূদ্রজাতীয়সন্তানগণের জন্ম মরণে পিতৃস্বকীয় অশৌচ
হইবে। আর বিভক্তদিগের মাতৃকুলাশৌচ অর্থাৎ অনুলোমজাত সন্তানগণের
মধ্যে যাহারা স্বীয় স্বীয় পিতা হইতে ভিন্ন হইয়া মাতামহকূলে বাইরা বাস করেন
এবং মাতামহকুলাভ্যাসী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অশৌচ মাতামহের
কুলাভ্যাস হইবে। মহর্ষি জাবাল বলেন:—ব্রাহ্মণের নানাজাতীয়া পত্নীতে জাত
সন্তানগণের পবিত্রতা পিতার অনুরূপ। পিতার অধর্মমানে মাতৃকুলাশৌচ হইবে।
এই শ্লোকের কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না যে, বৈশ্বগণ ব্রাহ্মণ সদৃশ সংস্কার গ্রহণ
করিলেও তাঁহাদের বৈশ্ব সদৃশ অশৌচ হইবে। বিশ্বপূজা বৈশ্বজাতি সম্বন্ধে কোন
শাস্ত্রকারই পক্ষাশৌচের কথা বলেন নাই, বরং তাহারা যে ব্রাহ্মণ
শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বৈশ্বজাতি যে অতি প্রাচীনজাতি তাহা
অথর্ববেদ পাঠেও জানা যায়। অথর্ববেদে “চারুণবৈশ্ব” বলিয়া বৈশ্বগণকে
ধর্মশাস্ত্রাধ্যাসী বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ, সমস্ত সংহিতা,
রামায়ণ, মহাভারতের প্রমাণ ও ভারতবর্ষের সমস্ত বিশিষ্টব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের
অভিমত উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি, বৈশ্বজাতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন,
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বৃত্তিই তাঁহাদের বৃত্তি ছিল; যাহারা বেদকে অপৌরুষেয়
এবং বেদ সত্যকাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে মনে করেন, তাঁহারা
বৃত্তিতে পারিবেন যে বৈশ্বজাতির সজ্জা জাতিবিভাগের পূর্বেও ছিল, তাহা বেদবাক্যই
প্রমাণ, কেবল ভুল্লোকে বৈশ্বজাতির বসতি ছিল ও আছে, এই রূপ ধারণা করাও
পাপ। স্বল্লোকে অশ্বিনীকুমার, দিবোদাস, সুরপতি ইন্দ্র প্রভৃতি বহুদেবতা যে
বৈশ্ব ছিলেন, তাহার প্রমাণ “বৈদ্য-পরিচয়” নামক গ্রন্থে অধ্যাহার করিয়াছি।
সুরপতি ইন্দ্র হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভরদ্বাজই সর্বপ্রথম আবুর্কেদ শিক্ষা করিয়া
ভুল্লোকে প্রচার করিয়াছিলেন, বিশ্বপুঞ্জিত ধনুস্তরি যে তাহার শিষ্য ছিলেন, তাহা
আবুর্কেদ পাঠে জানা যায়। সত্যকাল হইতে যেই বৈশ্বজাতি দেবতা স্বরূপে পূজিত
হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্রকারই লিখিতে পারেন না।
যেই কুলুক, মেধাতিথি দেইদিনকার রঘুনন্দন, অষ্টজাতির বিরুদ্ধে লিখনী চালনা
করিয়াও কোন স্থলে প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মণের অনুলোম

বৈষ্ণৱগণের গর্ভজাতসন্তান অষষ্ঠের অশৌচ পনের দিন হইবে, যদি অশ্বলোক জাত সন্তানগণের অশৌচ ষাড়কুলাব্রূণ হয়, তাহা হইলে মুর্দ্ধাবসিক্তের ও পারশব ব্রাহ্মণগণের অশৌচও ষাদশদিন ও একমাস হইত, এবং ভারতবর্ষে এমন বিত্তব্রাহ্মণ কে আছেন যে, তাঁহাদের অশৌচ বিত্তব্রাহ্মণ সন্তান দশদিন হইবে। যে জাতির মধ্যে মুসলমানজাতের আমদানী হইয়াছে, সে জাতি কোন সাহসে অতি প্রাচীন বৈষ্ণৱজাতির বংশধরগণের অশৌচ বৈষ্ণৱ হইবে বলেন জানি না। বঙ্গীয় বৈষ্ণৱজাতি যে আখ্যাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বসতি করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের ব্রাহ্মণগণ ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, মুসলমানদের পর বঙ্গদেশে চাই রাজার একোপে পড়িয়া বৈষ্ণৱজাতগণ দশাহ অশৌচ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যদি বৈষ্ণৱগণকে মনুজ্ঞ অষষ্ঠও ধরা যায়, তাহা হইলেও যে বঙ্গীয় বৈষ্ণৱগণের আদিপিতা হইতে তাঁহারা ভিন্ন হইয়া যাতায়াতের কালে বাইরা বাস করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ভারতের অপরাপর প্রদেশে পক্ষাশৌচী ওকটা ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হইত। এই সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহাদের নাই, তাঁহারা কোন্ সাহসে বৈষ্ণৱজাতির বংশধর বলিতে চাহেন জানি না। যদি বিত্তব্রাহ্মণগণের কোন জাতি ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন তাহার প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে বৈষ্ণৱজাতির উল্লেখই সর্বপ্রথমে করিতে হইবে; বেহেতু ব্রাহ্মণজাতির জন্মবিবরণ পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহারা অষষ্ঠব্রাহ্মণজাতির অশৌচ পনের দিন প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার নিবিষ্টমনে চিন্তা করিবেন, ব্রাহ্মণের তরার মেরের গর্ভজাত সন্তানগণ এবং ব্রাহ্মণের অনুচা পরোচা, বিধবা ও বস্ত্রজাতীরা ব্রাহ্মণের গর্ভজাত সন্তানগণ সমাজের কোন স্তরে আছেন, তাঁহাদের অশৌচ কতদিন গৃহীত হইতেছে, অষষ্ঠব্রাহ্মণের শূদ্রাপন্নীয় গর্ভজাত গ্রহবিশ্রমণ কতদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; তাহা দেখিয়াও যে সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, বৈষ্ণৱগণের অশৌচ দশাহ হইবে বলেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের কোন অবতার বলা যাইতে পারে? সুখীসমাজ বিচার করিবেন।

শাস্ত্রালোচনাদ্বারা কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, সেদ, দাশ, দত্ত ও পণ্ডিত বৈষ্ণৱগণ ব্রাহ্মণের অনুলোমাপন্নীয় গর্ভজাত সন্তান। যে সব

বৈষ্ণবজ্ঞান এই জাতিনাশের, কৰ্মনাশের, যুগেও তীর্থঙ্কর রূপে, আচার্য্য-রূপে, মন্ত্রঙ্কর রূপে, অধ্যাপক রূপে, প্রতিপালক রূপে, শাসক রূপে, পিতৃহানীর চিকিৎসক রূপে ধর্ম, অর্থ, কাম রূপে ত্রিবর্গসম্পত্তি প্রদান করিতেছেন, বেই বৈষ্ণবজাতি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই যুগ চতুষ্টয়ে দ্বাদশিক ব্রাহ্মণ রূপে একদিন, চিকিৎসক রূপে সপ্ত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রূপে তিন দিন এবং বজনব্রাহ্মণ রূপে দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতে ছিলেন, আজ বঙ্গীয়ব্রাহ্মণগণের কুটনীতিতে সেই অগৎপূজ্য বৈষ্ণবজাতির বংশধরগণকে মানাশোচী ও পক্ষাশোচী হইয়া, থাকিবার উপদেশ, এই জ্ঞানাত্মনীর ও জাতীয়জাগরণের দিনে প্রদান করা কিরূপ দৃষ্টতার কার্য্য, তাহা মহামাত্রপণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণবগণের দারাদগণ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও যে ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, তথাকার দশ পদবি বৈষ্ণবজ্ঞানগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রথ্যাত হইয়াও জাতীয়পদবি “দাশ” ভাগ করেন নাই এবং চট্টগ্রামসমাজের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এখনও যে “ধর” পদবি ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, এবং অনেক ব্রাহ্মণের দুই তিন পুরুষ পূর্বেও যে বহু ক্ষেত্রে মতে কার্য্য হইত এবং আশ্রয়বারা শ্রদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও যে সব ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের ইচ্ছাক্তরূপ অযথাব্যাখ্যা করিয়া ধর্মপ্রাণ সরলবিশ্বাসী বৈষ্ণবগণের প্রাণে অধ্যর্থের বীজবপন করিবেন এবং ধর্মহানির, ক্রিয়ালোপের ও অন্তত হওয়ার আশঙ্কা জন্মাইয়া উপনয়সংস্কার গ্রহণের এবং দশাহ অশৌচ পালনের প্রতিবন্ধক হইবেন, তাঁহারা যে কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। আর যে সব ভট্টাচার্য্য বলেন অনিরুদ্ধভট্ট আপস্তম্বের ২৮ন উদ্ধৃত করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে দৃষ্টতার সহিত বলিতে পারি, তাঁহারা কখনও আপস্তম্বসংহিতা দেখেন নাই। আপস্তম্বসংহিতায় এইরূপ কোন বচন নাই।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের সতর্কতা :—এই অশৌচ বিধির আলোচনা হইতে আমাদের মধ্যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তজ্জন্ম আমরা ভট্টাচার্য্যগণের নিকট কৃতজ্ঞ। হিন্দু সমাজে তথাকথিত এমন অনেক ভট্টাচার্য্য আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রীয়প্রমাণের ইচ্ছাক্তরূপ কুব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের রীচকর ও স্বার্থপূর্ণ ভাবে প্ররোচিত করেন। বৈষ্ণবগণকে জাতীয়সংস্কার গ্রহণে বাধা জন্মাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব ও শূদ্রাচার্য্য করিয়া রাখিতে চাহেন। এমন

একদিন ছিল, একমাত্র সত্যই ব্রাহ্মণদের পরিচয় প্রদান করিত। মহাশয় গৌতম দাসীপুত্র সত্যাকামকে বলিয়াছিলেন :—“নৈতৎ অত্রাখ্যাণো বিবস্তু মৰ্হতি অমেহি তামহম্ উপনেত্রে”। হে সত্যাকাম, ব্রাহ্মণ ভর আর কেহ এত সরলভাবে মাতৃজারের কথা বলিতে পারেনা, নিশ্চিতই তোমাকে ব্রাহ্মণ জন্ম দিয়াছেন, তুমি এস আমি তোমাকে উপনীত করিয়া আশ্রমে গ্রহণ করিবা। সেই দিন হইতে সত্যাকাম জাবাল নামে অভিহিত হইলেন। ৩২-পর আখ্যজ্ঞান লাভ করিয়া মহর্ষিজাবাল নামে পরিচিত হইলেন, তাঁহারই যশে ভারত বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি জাবালি জন্ম গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণে বলা হইয়াছে :—

“কমাদরাচ বিজ্ঞানঃ সত্যাকৈব দমঃশমঃ।

অধ্যাত্ম নিত্যাত্ম জ্ঞানমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥”

কমা, দম, বিজ্ঞান, সত্য, দম (বাহ্যেস্তিরনিগ্রহ) দম অন্তরেস্তির নিগ্রহ, অধ্যাত্ম নিত্যাত্মজ্ঞান ধীহার আছে, তিনি ব্রাহ্মণ। বর্তমানযুগে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কৰ্ম্মনশোর শ্রোতজলে অবগাহন করিয়া সত্যাকামের মাতার বৃত্তি অলঙ্ঘন করিয়াছেন। আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, পূর্ণকুটুম্বাসী বৈষ্ণব এই জীবনসংগ্রামের দিনেও অদাসজীবনে আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহা কেবল তাঁহাদের দেবপ্রভব ও বিত্তব্রাহ্মণদের হেতুমাত্র।

একশ্রেণীর ভট্টাচার্য্য আছেন, তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে ব্রাহ্মণধর্ম্মের স্বীকার করেন এবং শর্মাশ্রমদ্বি উল্লেখে দৈব পৈত্র কৰ্ম্ম করাইতেও পক্ষাংশদ নহেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিলে স্বজাতির গৌরব লুপ্ত হইবে মনে করেন। তাঁহারা শাস্ত্রীয়প্রমাণের অলিক ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিতে বলেন, ব্রাহ্মণাচারে উপনীত বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ-বর্ণোচিত শর্মাশ্রমদ্বি উল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণবাচার মতে পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিলে অবর্থাবিষেবী কুম্বক “অন্তর প্রভাবানাক” পদের চীকা করিতে বাইরা যেমন “অবর্ঠ করণ কন্তু প্রতুতিনাং তেবাং বিজাতীর মৈধুন সম্ভবতেন ধরতুরগীর সম্পর্কাত জাত্যাশ্রমতরবৎ জাত্যাশ্রমতরবৎ” লিখিয়া অবর্ঠ জাতিকে ধরতর বানাইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন; তদ্রূপ ঐ শ্রেণীর ভট্টাচার্য্যগণ ও বৈষ্ণবজাতিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া পক্ষাশৌচী করিতে পারিলে, কুম্বকের উক্তির বদ্ব্যর্থতা প্রতিপাদন করিয়া বিশ্ববন্দ্য বৈষ্ণবজাতিকে ধরতর শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারিবেন মনে করেন।

অপর একশ্রেণীর ভট্টাচার্য্য আছেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের "মনকৈকন্ত ক্রিয়া
কোপাদিমাঃ কত্রিরজাতয়ঃ। প্রোক আকুতি করিয়া বলেন, এই ঘোর
কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূত্র ভিন্ন অপর কোন জাতি নাই। তাঁহারা কেবল
সূর্য উত্তরবঙ্গীয় বৈদ্যগণের দশাহ অশৌচেয় বাধক এমন বলেন, তাঁহারা
বৈদ্যজাতির উপনয়নসংস্কারের ও সম্পূর্ণ বিরোধী। দাস, দাসী পাঠ করাইরা
শূদ্রাধম করিয়া রাখার প্ররীতি। তাঁহারা কি ভাবেন না, বৈদ্যজাতি শূত্র হইলে
তাঁহারাও যে শূত্র হইবেন শাস্ত্রের বিধান :—

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্তায়ং কত্রিয়ারং পরং শুভম্।

বৈশ্রুত চারমৈবারং শূদ্রায়ং কুধিরং ক্রবম্ ॥" অজিরা।

ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, কত্রিরের অন্ন দুগ্ধ, বৈশ্রুত অন্ন অন্নমাত্র এবং শূত্রের
অন্ন নিশ্চিতই রক্ত। আপত্তক বলেন :—

শূদ্রায়েনোদরস্থেন যঃ কচ্ছিন্দু দ্বতে দ্বিজঃ।

সভবেৎ শূকরো গ্রামোমৃতঃ খা বাধ জায়তে ॥" ১১৮ অঃ

শূদ্রা উদরস্থ হইলে যে ব্রাহ্মণ মরে সে জন্মস্থানে গ্রাম্য শূকর, অথবা কুকুর
জন্ম। ইহা বিদ্বৎসাহিত্য বলেন :—

"শূদ্রায়রদপুষ্টাজো হৃদয়ানোহপি নিত্যাশঃ।

কুহিতাপি যজ্ঞতাপি গতিমুর্দ্ধা ন কিলতি ॥"

যাহার শরীর শূদ্রায়রসে পুষ্ট, সে নিত্য অধারন শীল : হইলেও নিত্যহোম
এক বাগ করিলেও উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আপত্তক পুনঃ বলিতেছেন :—

"শূদ্রয়েন ভুক্তেনৈবৈধুনঃ ঐহিকঃ পরজতি।

যজ্ঞায় তত্ত তে পুত্রা অন্নাদুজ্জত সন্তবঃ ॥"

শূদ্রায় ভোজন করিয়া সহবাসে যে সব পুত্রাদি জন্মাইবে, বাহার অন্ন
তাঁহার ঐ সকল সন্তান আদিবে। কারণ অন্ন হইতে জন্মের উৎস হইয়া
থাকে। এই অন্ন অর্থে কেবল তুল্য নিছক অন্নকে বুঝায় না। আহারীয়
যজ্ঞ যজ্ঞকই বুঝায়। ভূতুল, বল, বুল, হৃদ, যজ্ঞ, জিনি, ও তরি ভয়কারী
প্রভৃতি বাবতীর আহাৰ্য্যাদ্রবাই অন্নের গর্ভায় ভুক্ত। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যদি
শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বানীরা প্রকারি প্রকার করিতে
এবং অন্ন ভোজন করিয়া শাস্ত্রোক্ত গতি লাভ করিতে ও শূত্রগণকে
শাস্ত্রোক্তগতি লাভ করাইতে কখনও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ এক আনন্দ প্রকাশ
করিতেন না।

বৈদ্যের বষ্টিমাতৃকাপূজা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজার্চনাদি
নীতি, প্রভৃতি কার্যে হোক করিতে হয়, বহুদেশে এমন নৈতিকব্রাহ্মণ কো
আছেন, যিনি দক্ষিণার্থ বৈদ্যগণের নিমিত্ত হোম করেন না। বহুবিধ পরামর্শ
বলিয়াছেন :—

“দক্ষিণার্থং তু যো বিধিঃ শূদ্রস্তুহুত্বাকবিঃ।

ব্রাহ্মণস্তাভ্যেক্তৃতঃ শূদ্রস্তাভ্যশৌভবেৎ ॥”

যদি কোন বিধি দক্ষিণার্থ শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই
ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন। আর সেই শূদ্র ব্রাহ্মণকে লাভ করিবে।

বৈদ্যগণকে শূদ্র বলিয়া যদি বহুজন ব্রাহ্মণগণের বিবাস থাকিত, কখনও
তাহারা বৈদ্যগণের পূজার্চন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি করাইয়া শূদ্রের লাভের জন্য
এত ব্যগ্র হইতেন না। চট্টগ্রামের অন্তর্গত নুচিরাম্রামে কান্তপ ও তরবার
বংশীয় দুইটা বিধি ও অতিসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণজাতি বাস করেন, তাহাদের পূর্ব-
পুরুষগণ অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন। কান্তপ বংশের তরবার ভট্টাচার্য্য
নাম চট্টগ্রামের জাবাল বৃদ্ধ কনিষ্ঠা সকলেই অবগত আছেন। তরবার ভট্টাচার্য্য
মহাশয় স্মধক ছিলেন, তাহার দ্বিতীয় পাতুল সাধকের পীঠস্থানে নিরত পূজা অর্চনা
হইয়া থাকে। তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে কাহারও বজমান বা শিখ ছিল না এবং
শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন না, এইকণ ও নাই কলা কহিতে পারে। এইরূপ মহাপুরুষের
বংশধরগণের পূর্বপুরুষগণ যে, তরবার বৈদ্যানরসেনলম্বী বৈদ্যগণের পূর্ব-
পুরুষ হইতে বর্ণদান গ্রহণ করিয়া বর্ণকানী প্ররোচিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।
আর তরবারবংশের রত্ননাশ্রয় ভট্টাচার্য্য আচার্য্যনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা চট্টপ
ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে অনেকেরই নীকাণ্ডর ছিলেন ও তাহার বংশধরগণ এখনও
নীকাণ্ডর কাণ্ডাই করেন। তাহারাও সেনবংশের পূর্বপুরুষগণকে মত
শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কোন শূদ্র শিষ্য নাই। এমতাবস্থায়
তাঁহারা বৈদ্যানরগোত্রী সেনবংশকে শূদ্র জানিতেন, না ব্রাহ্মণবর্ণীয় জানিতেন,
তাহা স্থগীতবিচার করিবে, যেহেতু রঘুনন্দনের শিষ্য এশিষ্যগণ ব্যবস্থা
দিগাছেন, বহুদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর কোন জাতি নাই।

অপর একশ্রেণীর বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠ, সন্যাসপুত্রব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন,
তাঁহারা শাস্ত্রের সর্বাঙ্গ, সত্যের সম্যক রূপার্থ বদীর অল্পপনীত বৈদ্যগণকে
ব্রাহ্মণবর্ণোচিত উপরীত দিয়া ব্রাহ্মণচারে দৈব পৈত্র কৰ্ম সম্পাদনে
একাকীয়ে আত্মশ্রাদ্ধ করাইয়া থাকেন। আমরা সেই দেতুব ব্রাহ্মণগণের

চরণে কোটি কোটি সত্ৰি পণ্য করিতেছি তাঁহাদের সান্নিধ্য ও পূণ্য
ভাষায় আদিও হিন্দুধর্ম জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
তাঁহারা বলেন “সত্যং বদ ধর্মং চর” এই মহাবাক্যের গৌরব রক্ষা করা ব্রাহ্মণ
মাত্রেয়ই কর্তব্য। তাঁহারা জানেন “ব্রাহ্মণস্ত দেহোহিং ক্ষুদ্র কামায় নেদ্যতে।”
যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র কামনার বশে থাকিবেন না, ততদিন নিঃস্বার্থ, অভ্যাদার
চেতাঃ ব্রাহ্মণকে সকলেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলিবে।

বৈদ্যবজ্জগণ! বৈদ্যজাতি হীন নহেন, বৈদ্য অশেষ শক্তিশালী মহীয়সী
জাতি। বৈদ্য মানবগণের প্রাণদাতা, প্রাণাচার্য্য, পিতৃহানীর ও পূজার্ম জাতি।
এই জ্ঞান বৈদ্যগণের প্রাণে জাগ্রত না হইলে, বৈদ্যজাতি নবশাকের স্থলে
হয়তঃ কালে দশমশাকের স্রষ্টি করিবেন। নবশাকের মধ্যেও বৈদ্যের স্থান
হইবে না। জাতীর অচারের প্রতি, কুলধর্মের প্রতি প্রগাঢ়নিষ্ঠা রাখিয়া
জাতীয়সংস্কার এবং জাতীয় আচার গ্রহণ করা প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের
কর্তব্য। গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন :—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ন্ততে কামচারতঃ।

ন স সিদ্ধিৰ্বাপ্নোতি নমুখঃ ন পরাং গতিম্ ॥

কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয়ের অস্ত্র শাস্ত্রই প্রমাণ; শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া
কার্য্য করিলে কৃতকার্য্যের কোন কলোদয় হয় না। ভারতের অস্ত্রস্ত্র
প্রদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিরাও স্বীয় স্বীয় আচার প্রতি-
পালন করিতেছেন, ভগতের সুসভ্য জাতীর মধ্যে কেহই জাতীয় আচার
তাগ করেন নাই।

বৈদ্য সজ্জনগণ! একবার আপনাদের আদিপুরুষগণের সদাচারের প্রতি
লক্ষ্য করুন! ইতিহাসের প্রতি, প্রত্নতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করুন!! আপনাদের
আদিপুরুষমহারাষ্ট্রগণের সদাচারের ও ব্রাহ্মণ্যের ইতিকৃত্ত পাঠ করুন!!
মহাদি শাস্ত্রের গবেষণা করুন! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় অশেষ শাস্ত্রবিৎ
পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা পত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন! ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞানীগণের
ও সমাজপতি বৈদ্যগণের অভিমতের অনুধাবন করুন! বুঝিতে পারিবেন,
আপনাদের জাতীয় আচার কিরূপ ছিল? আপনাদের আদি পূর্বপুরুষগণ
কোন বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, আপনাদের দায়াদগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
কোন বর্ণের অন্তর্গত আছেন, তাঁহারা কিরূপ আচার প্রতিপালন করেন?

তাহার তত্ত্ব লইয়াছেন কি? অবাবহিত পূৰ্ব পুরুষগণ জাতীয় আচার, কুল ধৰ্ম্ম কি কারণে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পূৰ্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। সেই জাতীয় আচার ও কুল ধৰ্ম্ম ত্যাগ করাতে আপনাদের বিরূপ অধোগতি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করুন !!

বৈষ্ণৱ ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে সদাচার :—সদাচার সম্বন্ধে আপনাদের পূৰ্বপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন:—

আচারেণ বিহীনস্য কুলীনস্য কুলংকৃতঃ ।

অনাচারবতাং কিং স্যাদকুলানাং ধনৈঃ কুলম্ ॥

তস্মাৎসদাচার এবাদৌ সৰ্ব্বেষাং কুল লক্ষণম্ ।

আচারেণ বিহীনানাং কিং ধনেন কুলেন বা ।

আচারাত্যেয়াঃ সমাযুক্তাঃ কুলীনা অপি বৈদ্যকাঃ ॥

শোভন্তে কাঞ্চনৈবৃদ্ধাঃ করিণাং দশনাইব ॥ চন্দ্র প্রভা ।

বৈদ্য ভাতৃগণ! পরমুখাপেক্ষী হইয়া জাতীয়বর্ণানুরূপ আচার ও পদবি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না, পূৰ্বপুরুষগণের আলীকাদ শীর্ষে ধারণ করিয়া জাতীয়গৌরব উদ্ধার করুন, কোন শাস্ত্রকার বৈদ্যজাতিকে শূদ্র ও বৈষ্ণোচিত দাস, দাসী বা গুপ্ত, গুপ্তা পাঠ করার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। পূৰ্ব উত্তর বঙ্গের বৈদ্যগণ ব্যতীত, ভারতের অন্ত্র বৈদ্যগণ শর্মা ও দেবী পাঠে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দৈব ও পৈত্র ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়াও পুরোহিতগণ আত্মবিশ্বতবৈদ্যগণকে দাস, দাসী বা গুপ্ত, গুপ্তা পাঠ করিতে এবং মাসাশৌচ বা পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা দিয়া বৈদ্যসমাজের গুপ্ত হত্যা করিয়াছেন। বর্তমানেও পুরোহিতগণ এবং তথা-কথিত পণ্ডিতগণ বাহিরে নানাবিধ সম্মানলাভের প্রলোভন দেখাইয়া, নানাপ্রকার অর্থহানির ক্রিয়ালোপের ও পারিবারিক অমঙ্গল হওয়ার মিথ্যাবিভীষিকা দেখাইয়া বৈদ্যগণকে দশাহ অশৌচ গ্রহণে বিরত হইতে এবং স্বজাতি ও স্বধর্ম্মদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতেছেন। বৈদ্যগণকে বৈষ্ণ ও শূদ্র বানাইয়া তাঁহাদের কুলে কলঙ্ক লেপন পূৰ্বক তাঁহাদের কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে, তাঁহাদের আচরিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি ধ্বংস করিতে এবং ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব নিকটক করিতে, রঘুনন্দনের শিষ্য প্রশিষ্যগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এইসব মহাভাগ্যগণের বুদ্ধব্রতী হইতে বৈদ্যজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক বৈদ্যগণকে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে।

ভগবান মনু আচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

আচারবিহীন্যো বিপ্রো ন বেদকলমশ্রুতে ।

আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগভবেৎ ॥ ১০৯ । ১অঃ

আচারহীন ব্রাহ্মণ বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন না । কিন্তু যদি তিনি সদাচার সম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েন । তাই দশাহ অশোচ রূপ ব্রাহ্মণাচার প্রত্যেক বৈদ্যগণকে পালন করিতে হইবে ।

বৈজ্ঞের ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদনে এলাহাবাদের ব্রাহ্মণ সমাজ :—

এলাহাবাদের সর্বজন আদৃত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিশাধন সরকার মহাশয় ১০৮১২৩ তারিখে লিখিয়াছেন । আপনার ভ্রাতার আশুশ্রদ্ধ একাদশাহে বৈদিক-মতে যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে ত্রিপুরাচরণ সেনশর্মা উল্লেখ সম্পন্ন করাইয়াছি । ভোজ্য, শয্যা, ছত্র, পাছকা, থালা, বাটি, ঘাস, জলপাত্র প্রভৃতি যথাসম্ভব উৎসর্গ করাষ্টয়া সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণকে দান করান হইয়াছে ও যে সকল ব্রাহ্মণ আপনার ভ্রাতার শ্রদ্ধ করাইয়াছেন, তাঁহারা এইখানে মৎস্তাশী বাঙ্গালীর কার্য করেন না, বা কোন মৎস্তাশীর বাটিতে জলগ্রহণ করেন না । এইরূপ ৭টি ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে । আপনার ভ্রাতার দেহ গুজরাটী ব্রাহ্মণ অভাসী দ্বারা বহন করাইয়া ত্রিবেণীঘাটে নিয়া দাহ করান হইয়াছে । দাহান্তে অস্থি ত্রিবেণীসঙ্গমে দেওয়া হইয়াছে । শ্রদ্ধের পর কয়েকজন ক্ষুধার্ত কাঙ্গালকে ভোজন করাইয়া দিয়াছি ইত্যাদি । যিনি এই পত্র লিখিয়াছেন, তিনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ, সহদয় কায়স্থ, তিনি আমার দাদার অন্ত্যস্তিক্রিয়া ও আশুশ্রদ্ধ যেই রূপ উদারতা ও ধর্মপ্রাণতার সহিত সম্পন্ন করাইয়াছেন এবং আমার দাদার অসহায় দ্বিতীয়াপন্নীকে তাঁহার আবাসে আশ্রয় প্রদান করিয়া যেই রূপ মহানুভবতার কার্য করিয়াছেন, আমি তজ্জন্ত আজীবন তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ, বৈজ্ঞগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিরকাল জানেন, তথাকার বৈজ্ঞগণের নামান্তে শর্মা, মিশ্র, শুক্ল, পণ্ডে, ত্রিবেদী, দৌবে, চৌবে পদবি রহিয়াছে । তাহা তথাকার বৈজ্ঞসম্মিলনীর সভ্যগণের নামের তালিকা পাঠে ও জানা যাইবে । যদি তথাকার ব্রাহ্মণগণ—বঙ্গীয় বৈজ্ঞজাতিকে তদ্রূপ বৈজ্ঞব্রাহ্মণজাতির দাবাদ বলিয়া না জানিতেন, বৈজ্ঞকে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা না থাকিত, তাহা হইলে অজ্ঞাত কুলশীল চট্টগ্রামবাসী জনৈক বৈজ্ঞকে ব্রাহ্মণগণ কখনও কাঁধে করিয়া ত্রিবেণীঘাটে নিয়া দাহ করিতেন না এবং একাদশাহে আশুশ্রদ্ধ করাইয়া দানীয়দ্বাদি গ্রহণ করিতেন না,

বৈষ্ণবের আশ্রমে আহার করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই যেমন আচারভ্রষ্ট, স্বকর্মভ্রষ্ট, স্বার্থপর ও লকীর্ণতার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, এই একাকারের বৃগেও তথাকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব ও শূদ্রাদির মধ্যে আচার নিষ্ঠ, স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বকর্মনিষ্ঠ বহুব্যক্তি রহিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্মকে ধর্মসাধনের মূল বলিয়াই জানেন। তাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বৈষ্ণবজাতি নাই বলেন; তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য অমৃতবাজার, ও ইণ্ডিয়া ডেলি নিউজ নামক সংবাদপত্র হইতে কতিপয় বৈষ্ণবের নাম এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ:—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈষ্ণবজাতির বসতি যে রহিয়াছে, তাহা বিদ্যুৎ সরলাদেবীর, পণ্ডিত বাদবেশ্বর তর্করত্নের, পণ্ডিত ডল্লনাচার্য্যের উক্তি হইতে ও জানা যায়। তন্মিত্ত গয়ায়, মথুরায়, কাশীর, উৎকলের তীর্থগুরুগণের পদবি ও তাঁহাদের গোত্রাদির বিবরণ হইতেও প্রতীতি হয়। ১৯২৩ ইংরেজীর ১১ই অক্টোবরের • ইণ্ডিয়াডেলিনিউজ সংবাদপত্রে লাহোরনিবাসী কবিবিনোদ বৈষ্ণবভূষণ • পণ্ডিত ঠাকুর • দত্তশর্মা “বৈষ্ণব” “অমৃতধার” নামক ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ঠাকুরদত্তশর্মা দ্বারা তাঁহার বৈষ্ণবজাতিত্ব সূচিত হইলেও তত্তদ্রদেশের প্রথামতে তাঁহারা জাতীয় উপাধি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৯২৩ ইংরেজীর ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের “অমৃতবাজার” সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, উক্ত পশ্চিম প্রদেশের “বৈষ্ণবসম্মিলন” হইতে তাঁহারা রোগিগণকে সাটফিকেট দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কাননপুর—চিকিৎসক চূড়ামণি পণ্ডিত রামেশ্বরজী মিশ্র বৈষ্ণবরাজ। বৈষ্ণব পণ্ডিত কিশোরদত্তজী শাস্ত্রী। এলাহাবাদ—আয়ুর্কোদপঞ্চানন পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ প্রসাদজী শুক্ল বৈষ্ণব। পণ্ডিত শিবরামজী পাড়ে বৈষ্ণবরাজ। বেনারস কবিরাজ শ্রীউমাচরণজী মহাচার্য্য কবিরত্ন। লক্ষ্ণৌ—আয়ুর্কোদভূষণ পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণজী মিশ্র বৈষ্ণবশাস্ত্রী। পণ্ডিত সাহিত্যাচার্য্য শালগ্রামজী শাস্ত্রী রাজবৈষ্ণব। আয়ুর্কোদবিশারদ পণ্ডিত শ্রীপ্রতাপসিং শর্মা। হরিদ্বার—পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্রজী বৈষ্ণবশাস্ত্রী। বৈঠেরচ—আয়ুর্কোদবিশারদ পণ্ডিত ভগবান দিনজী মিশ্র বৈষ্ণবরাজ। হরদৈ—বৈষ্ণবভূষণ পণ্ডিত মূলচ শর্মা আর্ধ্যবৈষ্ণব। আয়ুর্কোদার্ধ্য পণ্ডিত মধুসূদন দত্তজী দীক্ষিত বৈষ্ণবরাজ। বস্তী—আয়ুর্কোদাচার্য্য পণ্ডিত চন্দ্রশেখর দত্তশর্মা বৈদ্যরাজ। বালিয়া—পণ্ডিত

রত্নশর্মা বৈজ্ঞ। আকমগড়—আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য পণ্ডিত মঙ্গলা প্রসাদজী পাঠক বৈদ্য। আলিগড়—চিকিৎসকচূড়ামণি পণ্ডিত রামচন্দ্রজী বৈদ্যশাস্ত্রী। মৈনপুরী—আয়ুর্ক্বেদবিশারদ পণ্ডিত রামমিশ্র শর্মা বৈদ্য। ইটোয়া—চিকিৎসকচূড়ামণি পণ্ডিত বনদেব প্রসাদজী বৈদ্যরাজ। ফরুদাবাদ—আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য পণ্ডিত গঙ্গাসহায় বৈদ্যরাজ। এটাসাকির—আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য পণ্ডিত রাম দত্তশর্মা। মিরাট—আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য পণ্ডিত রামসহায় বৈদ্যশাস্ত্রী। আয়ুর্ক্বেদশাস্ত্রী পণ্ডিত কৃষ্ণলালজী বৈদ্য। সীতাপুর—আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দত্তশর্মা মিশ্র। গোয়ালিয়র—আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য পণ্ডিত রামেশ্বরজী শুকুল শাস্ত্রী। উলাউ—পণ্ডিত যজ্ঞদত্তজী পাণ্ডে রাজবৈদ্য।

উপরি উক্ত আয়ুর্ক্বেদ চিকিৎসাব্যবসায়ীগণের মধ্যে বেনারসজেলার কবিরাজ ক্রীটমাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের নামের আদ্যে বা পরে বৈদ্যবর্ণ জ্ঞাপক কোন পদবি দৃষ্ট হয় না এবং ব্রাহ্মণবর্ণাশ্রয় কোন পদবি নাই। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, উক্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈদ্যব্রাহ্মণ ব্যতীত, যজন ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করার নিয়ম নাই। একদিদ এই বঙ্গ দেশেও বৈদ্যজাতি ব্যতীত, অপর কোন জাতির পক্ষে আয়ুর্ক্বেদিকচিকিৎসা অবলম্বন করার সাধ্য ছিল না। ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাবৃত্তিক হইলে, পণ্ডিত হইতেন। ব্রাহ্মণচিকিৎসকগণের ঔষধ যাহারা সেবন করিত, তাহারাও পণ্ডিত হইত। তাহা পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। বোধ হয়, সেইজন্য সর্বজন বিদিত কবিরাজ ব্রাহ্মণপণ্ডিত উমাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়, যজনব্রাহ্মণ জ্ঞাপক চক্রবর্তী পদবি নামের সহিত সংযোগ করেন নাই এবং নিজে যজনব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া নামের পূর্বে বা পরে বৈজ্ঞশব্দও সংযোগ করেন নাই। উক্তর পশ্চিমাঞ্চলের যজনব্রাহ্মণগণ এই কৰ্ম্মনাশের যুগেও বৈজ্ঞ-বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। তাই বৈজ্ঞগণ ব্রাহ্মণত্ব বোধক শর্মা, শুকুল, পাণ্ডে প্রভৃতি পদবি সংযোগ করিয়া জাতীয়গৌরব রক্ষার্থ সকলেই বৈদ্যভূষণ, বৈদ্যরাজ বৈদ্য বা আয়ুর্ক্বেদাচার্য্য উল্লেখ করিয়া বৈদ্যজাতির বিশেষত্ব যে ছিল, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন যাহারা বঙ্গের বাহিরে বৈদ্য নাই এইরূপ অহেতুকী ধারণা পোষণ করেন, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রান্তি নিরশন হইবে সন্দেহ নাই।

অশৌচ সম্বন্ধে বৃহস্পতির অভিমতঃ—বৃহস্পতিঃ বলেন—

“বেদার্থোপনিবন্ধুত্বাৎ প্রাধাত্তংহি মনোঃ স্মৃতং।

মনর্থবিপরীতাত্ত্বাৎ স্মৃতিঃ সা ন শস্ততে ॥”

বৈষ্ণবসংস্কারগণ ! একবার চক্ষু উন্মীলন করুন, মনুষ্যবৈষ্ণবের অর্থ গ্রহণ করিয়া “স্বত্ব” করাতে অপরাপর স্বত্বের মধ্যে মনুষ্যস্বত্বের বিপরীত যেই স্বত্ব, তাহা প্রশস্ত নহে অর্থাৎ তাহা গ্রাহ্য নহে । মনুষ্য চতুর্বিধ বর্ণ নির্দেশ করিয়া চতুর্বিধ অশোচেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন । ব্রাহ্মণাদির অমূল্যোমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াও কোন স্থলেই তাঁহাদের জন্ত ভিন্ন অশোচের ব্যবস্থা করেন নাই । যেই স্থলে ব্রাহ্মণের অমূল্যোমা পত্নী কত্রিয়া, শূদ্রা, অনুচা পুরোচা, বিধবা, ব্রজজাতীয়া ও ভরারমেয়ের গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণাচারে দশাহ অশোচ গ্রহণ করিতেছেন, তদবস্থায় ব্রাহ্মণের যথাশাস্ত্র পরিনীতা দ্বিজকন্তা বৈষ্ণাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ দশাহ অশোচের অধিকারী হইতে পারিবেন না কেন ? ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া যে সব বৈদ্য কুর্ন্যস্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন, তাঁহারা যেন বৈদ্যসন্তান বলিয়া আত্মপ্রত্যয় না করেন । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বৈদ্যব্রাহ্মণ-গণের বর্ণ ও আচারের বিষয় জানিয়াও যে সব বৈদ্য গডলিকাগ্রবাহের মত মাথানীচু করিয়া বৈদ্যবিদ্যেগণের পদানত হইয়া থাকিবার প্রয়াসী, তাঁহারা যেন জগৎপুজ্য বৈদ্যজাতির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় না দেন, তাঁহারা দলিল, দস্তাবেজ জাতে বৈদ্য না লিখিয়া অন্তঃপদজাতি বলিয়া লিখেন । উৎকল, বিহার, মাদ্রাজ, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তি, কান্তকুজ, মথুরা মহাশত্রে প্রভৃতির বৈদ্যব্রাহ্মণের দশাহাশোচের প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত “বাদ দিলেও বঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের, বাঁকুরার ও হাওড়া প্রভৃতি জেলার বৈষ্ণবগণের দশাহ অশোচ প্রতিপালনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কি পূর্ব-উত্তর বঙ্গের বৈষ্ণবগণ করিতে পারেন না ? পূর্ববঙ্গের সেনরাজ্যগণ যে দশাহ অশোচ প্রতিপালন করিতেন, তাহা ইতিহাস অক্ষয় অক্ষরে সাক্ষ্য দান করিতেছে । তাহা দেখিয়াও যে সব বৈষ্ণব অন্ধের দ্বারা চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিবেন, তাঁহারা কোন্ প্রমাণের অনুবলে বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিবেন, তাহা তাঁহারা ই জানেন ।

দশাহ অশোচ সম্বন্ধে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অভিমত :—মনুষ্যস্বত্ব, ব্রাহ্মণ-জাতির ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, শ্রীরামপুরকলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্মা শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় লিখিয়াছেন,—“উপনীতবৈদ্য-গণের দশাহ অশোচ পালন করাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা । যদিও অশোচের দিন-সংখ্যা বর্ণনির্ণয়ের প্রমাণ নহে, তথাপি বর্তমানকালে ভারতের সর্বত্রই

ব্রাহ্মণগণের দশাহ অশৌচ প্রচলিত থাকায়, উপনীতবৈদ্যগণের দশাহ অশৌচ প্রতিপালন করা কর্তব্য। অত্যাধা বিসদৃশ হইবে। দৈবকর্মে, পিতৃকর্মে সোপবীত বৈদ্যব্রাহ্মণগণের শর্যাস্ত্র নাম উচ্চারণ করাই শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণদিগের সর্বত্র সর্বদা ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহারই সম্ভব। সমস্ত ক্রিয়াদিতে অব্রাহ্মণ সদৃশ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে সেই ক্রিয়া পণ্ড হয়।

বল্লালমোহনদাস, জাতিতত্ত্ববারিধি, মানবের আদিজন্মভূমি প্রভৃতি বহুগ্রন্থপ্রণেতা অশেষশাস্ত্রপারদর্শী বেদজ্ঞপণ্ডিত স্বর্গীয় ৮৩মেশচন্দ্র দাশশর্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন, যে সব বৈদ্যসম্ভান আৰ্য্যশাস্ত্রের ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন; নিজকে জগৎপূজা ব্রাহ্মণের বংশধর জানিয়া আচারবান্ হইতেছেন এবং তৎ বর্ণোচিত উপবীত গ্রহণ করতঃ শর্যাপদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্র কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে তাঁহারাই প্রকৃতবৈষ্ণব, তাঁহাদের স্থান, সর্বোচ্চে, তাহা প্রত্যেক বৈদ্যকেই স্বীকার করিতে হইবে।

লোয়ারচিৎপুররোড কলিকাতা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন শর্মা শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—অবশ্যের ব্রাহ্মণকে কিংবা জন্মপুত্ৰতার কোন সন্দেহ না থাকিলেও বৈদ্যজাতি যখন অবশ্য নহেন, তখন উচ্চা, অনুচ্চা, বৈষ্ণব পুত্র নিরা বিচার বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই। যেই রূপে বৈদিকব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা লাত হইয়াছে, বৈদ্যব্রাহ্মণের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা ঠিক তদনুরূপ। ইহার প্রমাণ স্বরূপ, উৎকলের, গম্বার, মথুরার, মহারাষ্ট্রের, রাজমাইজির, কনোজের, কাটোয়ারের, পঞ্জাবের বঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের ও আসাম প্রভৃতির বৈদ্যব্রাহ্মণগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার। আত্ম পরিচরে অবশ্য বলেন না, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। আসামের বেজবড়ুয়ার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলে বৈদ্যব্রাহ্মণই বুঝায়। ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সমস্ত বৈদ্যগণকে শর্যাপদবি সংযোগে আত্ম-পরিচর প্রদান করিতে হইবে। উপনীত বৈদ্যগণ দৈব ও পৈত্র কর্মে বর্ণ প্রতিপাদক শর্যাপদবি উল্লেখ না করিলে সেই ক্রিয়া পণ্ড হইয়া বাইবে। বৈদ্যদের দশাহ অশৌচ প্রতিপালনই শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থা। ইতি :—

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাশশর্মা স্মৃতিবাগীশ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, গত কয়েকবৎসর হইতে আমি বৈদ্যব্রাহ্মণ বালকদিগের উপনয়ন উপলক্ষ্যে হোতা বা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছি।

ভদ্রমধ্যে গত বৈশাখমাসে রামকৃষ্ণপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ ব্রাহ্ম কবিরাজমহাশয়ের পুত্রের উপনয়ন উল্লেখযোগ্য। আমরা বহুকাল হইতে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি।

১৩২৮ শাল ৪ঠা আষাঢ় ৩১ নং ডিকসন্ রোড্ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ দাশশর্মা ঘটকবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে সব বৈদ্যাস্ত্রান উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কৰ্ম প্রতিনিয়াদক পদবি শর্মা উল্লেখে দৈব পৈত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং দশাহ অশৌচ গ্রহণ করাই উচিত। আমাদের পরিবারে দশাহ অশৌচ বহুকাল হইতে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত :— ১৩২৯ শালের ২৫শে পৌষ তারিখে পত্রে লিখিয়াছেন :— “মাননীয় কবিরাজ মহাশয়! আপনার সংকলিত “অষ্টম ব্রাহ্মণ” গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আপনাদের গ্রাণে জাত্যাশ্রয় জ্ঞানের অনুভূতি আসিয়াছে জানিরা আমরা কি রূপ আনন্দিত হইরাছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত, ত্রিভুব্রাহ্মণ। ইহা বহু কৃতবিদ্যাপণ্ডিত কর্তৃক দৃঢ়তার সহিত প্রমাণিত হইয়াছে। যখন বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত, তখন অশৌচ দিন ও উক্তবর্ণের অনুরূপ দশদিন হইবে। আমরা বহুদিন হইতে দশাহ অশৌচ প্রতিপালন ও শর্মা পদবি সংযোগে দৈব ও পৈত্রিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। আপনারাও তাই করিবেন, সংজ্ঞা এক হইয়া অশৌচ সংখ্যার ব্যতিচার হইলে মিলন পথের বিরোধী হইবে।

এইখানে আপনাদিগকে জানাইরা রাখা আবশ্যক যে, আপনাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, দশাহ অশৌচ প্রতিপালনের বাধক হইলে, আমরা আপনাদিগকে জানাইবেন, আমরা আমাদের পুরোহিত দ্বারা আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আবশ্যক হইলে তাঁহারা তথায় যাইয়া কার্য্য করাইতে ও স্বীকৃত আছেন।

নিবেদক। শ্রীজ্যোতিঃ প্রকাশ সেনশর্মা ৩৪ নং রামকমল সেনের লেন কলিকাতা, শ্রীনগেন্দ্র নাথ গুপ্তশর্মা বৈদ্যপাড়া হালিসহর। শ্রীসতীশচন্দ্র সেনশর্মা গুপ্তি পাড়া, শ্রীললিতকুমার সেনশর্মা ৪৪এ আমহাট্টরোড কলিকাতা, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দাশশর্মার ৪৫ নং মসজিদবাড়ীষ্টাট কলিকাতা, শ্রীভূজেন্দ্র ভূষণ সেন শর্মা ৩৮ নং সরকারলেন, শ্রীনীহারকুমার সেনশর্মা ৯ নং মুরারীধেনলেন কলিকাতা।

রাষ্ট্রীয়বৈজ্ঞানিকগণের স্বধর্মনিষ্ঠা :—হাওড়াজেলার অন্তর্গত বালিনিবাসী শ্রীব্রজ শরচ্চন্দ্র সেনশর্মা মহাশয়ের ভ্রাতার মৃত্যুতে জ্ঞাতিবর্গ সকলেই দশাহানোচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ৩য়বর্ষ ৪র্থসংখ্যা ধর্মস্তুরি

১৩২৪ বাংলার ১৭ই কার্তিক হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রাম নিবাসী কবিরাজ শ্রীব্রজ চন্দ্রশেখর দাশশর্মারায় মহাশয় তাঁহার পিতৃব্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্রকুমার দাশশর্মারায় মহাশয়ের মৃত্যুতে দশাহ অশোচ গ্রহণ করিয়া একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

ভাজনঘাটনিবাসী স্বর্গত ডাক্তার ৮কান্তিচন্দ্র সেনশর্মা গোরক্ষপুরের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, তাঁহার পুত্র শ্রীব্রজ বৈদ্যনাথ সেনশর্মা, হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরের সিন্ধুখরীওলায় প্রকাণ্ড স্থানে, পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণাচারে সপিণ্ডীকরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়াছেন।

হাওড়া জেলার বিশিষ্ট বৈদ্যগণ লিখিয়াছেন :—আমরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের এই স্থানের বৈদ্যগণের মধ্যে দৈব পৈত্র কার্য্যাদি যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণাচারে নিম্পন্ন হইতেছে। এক্ষেত্রে অদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। রামকৃষ্ণপুর হইতে যাজক ব্রাহ্মণ গণ আসিয়া কার্য্য করাইয়াছেন।

নিবেদক। কবিরত্নোপাধিক শ্রীচন্দ্রশেখর দাশশর্মারায় কবিরাজ হাওড়া। কবিরাজ শ্রীপতিচরণ দাশশর্মারায় প্রাণাচার্য্য রামকৃষ্ণপুর। কবিরাজ শ্রীহীরলাল দাশশর্মা হাওড়া, শ্রীঅমরনাথ সেনশর্মা শিবপুর। কবিরাজ শ্রীমন্মথনাথ সেনশর্মা পঞ্চাননতলা। শ্রীহারানন্দ সেনশর্মা হাওড়া

১৩৭২ তারিখে হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হইতে শ্রীব্রজ রাজকিশোর দাশশর্মারায় লিখিয়াছেন :—বিগত ৮ই কার্তিক বিজয়াদশমী দিবস আমার পিতৃব্য রামেন্দ্রকুমার দাশশর্মা সজ্জানে গঙ্গাভাঙ করেন। খুশীতামহাশয় পুত্রহীন থাকায়, আমার জ্যেষ্ঠসহোদর কবিরাজ শ্রীব্রজ চন্দ্রশেখর দাশশর্মা আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে নিম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধে এইস্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুর সমাজস্থ বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত :—

বৈদ্যসম্মিলনীর একনিষ্ঠসাধক শ্রীব্রজ যোগেশচন্দ্র দাশশর্মা মিশ্র মহাশয়ের নিকট ঢাকা প্রভৃতি জেলা হইতে বৈজ্ঞানিকগণ—বৈজ্ঞানিক ব্রাহ্মণ

প্রতিপাদন করিয়া যে সমুদয় পত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি এই —

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশশর্মার মহাশয় লিখিয়াছেন :— হৈ চৈ না করিয়া যে যেখানে পারেন শর্মা পদবি ব্যবহার করুন, দশাহাশৌচ গ্রহণ করুন, বৈদ্যজাতি যে একতরত্রাঙ্গণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ গৌরব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ছিলেন। বঙ্গাণের কুবিবাহ হইতে এদেশে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। ষাঁহার গৌরদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বাহাল রাখিতে পারিয়াছেন। ১৩ই ফাল্গুন ১৩২৬ শাল।

বিক্রমপুর “অষ্টসম্মিলনী”র সম্পাদক গণিতশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্মা এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে একতর ব্রাহ্মণ তাহাতে আমার কিছুৎসাহও সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ কেন যে, পনরদিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন এবং স্ব স্ব পদবির সহিত গুপ্তপদবি যোগ করিতেন, তাহার রহস্য আমি এখনও ভেদ করিতে পারি নাই। ১২২৭ শাল ২১শে ফাল্গুন।

বানরিগ্রামনিবাসী পেন্সনপ্রাপ্তডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাশশর্মা মহাশয় ১৩২৮ শালের ১৩ই ভাদ্র তারিখে লিখিয়াছেন :—

আমি পাটনা, ভাগলপুর ডিভিশনের অনেক স্থানে কার্য্য করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিয়া তত্ত্বদেণীয় বড় বড় পণ্ডিতের নিকট জানিয়াছি যে, বৈদ্যজাতি একতর ব্রাহ্মণ। বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব সন্দেহ আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।

সেনভূম সমাজের অন্তর্গত ফরিদপুর খান্দারপাড়া গ্রামের উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশশর্মা মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আমাদের এই আন্দোলন নূতন নহে, প্রায় ত্রিশবৎসর হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে সাবেক কর্তারা এই বিষয় লইয়া বিশেষরূপে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কুলীন বৈদ্যগণের মধ্যে অনেকেই এখন পর্য্যন্ত শর্মা পদবি লিখিয়া আসিতেছেন। বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণের বংশধর, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৬/২/২১ ই:

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত হামছাদি গ্রামে বৈষ্ণবপণ্ডিত স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সেনশর্মা মহাশয় যোগেশচন্দ্র দাশশর্মা মিশ্র মহাশয়কে ১৩২৮ সালের ১৫ই আষাঢ় যেইপত্র লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ :—

বর্তমানে নানা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় বৈষ্ণবজাতিকে হীনকরার প্রয়াসী হইয়াছেন, তদর্শনে গত দশবৎসর যাবৎ আমি এই দেশের বৈষ্ণবগণকে উপনীত করাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। ভগবানের কৃপায় ৪ চারি বৎসর হইল অত্রতা দক্ষিণ শোনারগাঁয়ের হামছাদি, সন্ধাদি, খন্দসারদি, হারিয়া, কৃষ্ণপুরা, গোবিন্দপুর, আমনপুর গ্রামস্থ সমস্ত বৈষ্ণবপরিবারে ২১০ জন করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা উপবীতের বাকী আছেন, তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব উপবীত গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রামের বৈষ্ণবজাতিকে যখন জাতীয়জাগরণ কার্যে নিয়োগ করিতে পারিয়াছেন, তখন আশা করা যায়, বঙ্গীয় বৈষ্ণবজাতির জাতীয়জীবন গঠিত হইয়া উঠিবে। পুরাকালে চট্টলে মহারাজ সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মেধস মুনির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা মেধস কর্তৃক মহামাদার স্বরূপ অবগত হইয়া মহামাদাকে অর্চনা করিয়া হতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই চট্টলের বৈষ্ণবগণের প্রাণে “যখন ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগ্রত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন, ইহা স্বপ্রবণ অলীক নহে। আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, চট্টলবাসি বৈষ্ণবসন্তানগণ হইতে সমস্ত বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া ত্রিজ্ঞে উপনীত হইতে পারিবেন।

ঢাকার সর্বজন পরিচিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেনশর্মা কবি-ভূষণ মহাশয় উম্মারি হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্মা মিশ্র মহাশয়কে লিখিয়াছেন, “তিমিরাজের পতনোন্মুখ বৈষ্ণবজাতির এই হুঃসময়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীমাচরণ সেনশর্মা কবিরাজ মহাশয় তাঁহার জৈষ্ঠভ্রাতার আশ্রয় একাদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, এইজন্য পূর্ববঙ্গ বৈষ্ণবসন্তান মাঝেই কৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়, শ্রীধর, ওড়াজনঘাট প্রভৃতি স্থানে ইহা অবশ্য নূতন নহে। বিক্রমপুরেও কয়েকটা কার্য্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এত জাঁকাল হয় নাই। ভগবান্ আপনাদের হৃদয়ে বৈষ্ণবজাতির উন্নতিকল্পে প্রভূত শক্তি অভিসিঞ্চিত করুন—ইহাই নিয়ত প্রার্থনা।

বৈষ্ণবজাতির ইতিহাস প্রণেতা নোরাখালীর উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনশর্মা বি, এ মহাশয় ১৯১১২২ তারিখে বোগেশ বাবুকে লিখিয়াছেন :—
আমি বৈষ্ণবজাতির ব্রাহ্মণদের সমর্থক এবং প্রচারক। বৈষ্ণবজাতির ব্রাহ্মণজ ও দশাহ অশোচ সম্বন্ধে আমি যে অভিমত প্রচার করিয়াছি, তাহা আপনাদের অনুষ্ঠানের সহায়ক। ধৈর্য্য সহকারে আমার গ্রন্থ পাঠ করিলে স্বেচ্ছাতে পাইবেন, বৈষ্ণবজাতির ব্রাহ্মণজ প্রতিপাদনের পক্ষে প্রকৃত ব্যবস্থা আমার গ্রন্থে রহিয়াছে।

দক্ষিণ বিক্রমপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন সেনশর্মা মহাশয় ১৩২৭ শালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র দাশশর্মা মিশ্রকে লিখিয়াছেন,— আমার ইচ্ছা যে যদি চট্টগ্রামবাসী বৈষ্ণবগণ কার্যের সহিত কতটা আদান প্রদান না করেন এবং যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন, তবে তাঁহা-
দিগকে গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ বর্তমানে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গণী অতিক্রীণ ও দিন দিন আরও ক্রীণতর হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থার সমস্ত বঙ্গীরবৈষ্ণব সম্মিলিত হইতে না পারিলে, এই জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। সমগ্র বঙ্গীর সমাজকে এক করিতে হইলে ব্রাহ্মণাচারে সকলকে উপনীত হইয়া একই আচার বিশিষ্ট হইতে হইবে।

অম্বষ্ঠ-সম্মিলনীর সভ্যগণের অভিমত ও কার্য্য :— বিক্রমপুর অম্বষ্ঠ-
সম্মিলনী সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় বঙ্গীর বৈষ্ণবজাতি ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন
করিয়া বলেন,—ধীমান শু সুপণ্ডিত গোবিন্দ বাবু একুখানি পুস্তক রচনা
করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈষ্ণবজাতি বৈষ্ণব হইতে পারে না—বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

বৈষ্ণবজাতি বৈষ্ণব কি ব্রাহ্মণ এতৎসম্বন্ধে নানাস্থানে আলোচনা হইয়া
স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে—বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ! কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণাচার
গৃহীত হইতেছে।

উপনয়ন গ্রহণ ও অশোচ পালন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাকান্ত দাশচৌধুরী
(কল্যা), শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন (সোনারং), শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত (মধ্যপাড়া),
শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র গুপ্তশাস্ত্রী (কোয়ারপুর), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত (কুরমিরা),
শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন (গাড়ুরগা) তাঁহারা সকলেই সারগর্ভ যেই সব বক্তৃতা
করেন, তাহার সারাংশ এই :—

শিক্ষার আরম্ভ, উপনয়নের ভিতর দিয়া ধর্মের জন্ত শিক্ষা, পূর্বকালে শুক্লগৃহে উপনীত হইয়াই শিক্ষাক্ষেত্রে যাইতেন। গায়ত্রীর ধ্যান করিয়াও অনেকে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

ইংরেজ ও ফরাসীর যেমন প্রত্যেকের জাতীয় চিহ্ন ছিল। আমাদেরও ছিল, কিন্তু তাহা উঠিয়া গিয়াছিল, আবার হইয়াছে, আমাদের হইবে না কেন? এক এক জাতির অশোচ সমান ভাবে পালন করা উচিত, ব্যতিক্রম হইলে আর নিয়ম থাকে না ও মিলনের পরিপন্থী হয়। সাহেবদেরও অশোচকাল নির্দিষ্ট আছে। ব্যক্তিগত ও সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্তই নিয়ম।

১৩২৪ শালের ধর্মস্তর পত্রিকাতে সম্পাদক লিখিয়াছেন :—হিন্দুস্থান ও দক্ষিণাপথের মিশ্রব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত এবং ব্যবহৃত নহেন কি? তবে ঐসকল দেশ হইতে সমাগত বিত্তব্রাহ্মণগণ এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত, গৃহীত ও ব্যবহৃত হইবেন না কেন? এই দেশের প্রাচীন প্রাচীনেরা এখনও বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে “বদ্যি-বামুন” বলিয়া থাকেন। কোন বাটীতে নানা জাতির ভোজন হইলে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের ভোজন আগে হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, এই ব্রাহ্মণ ভোজনের পর কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি সংশ্লিষ্টগণের ভোজন হইত এবং হইতেছে। কোন সভায় মালাচন্দনের ব্যবস্থা হইলেও ব্রাহ্মণের পর বৈদ্যেরা পাইতেন, তৎপর কায়স্থাদি জাতিরা যথাসম্ভব প্রাপ্ত হইতেন। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতেও এ নিয়ম চিরকাল অব্যাহত ভাবে চলিতেছিল, তাহা তাঁহারা মিউনিসিপাল গৃহের সভাতে নিজমুখে ও প্রসন্নমনে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, দক্ষিণাপথ ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে সারস্বত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের এখনও বৈদ্য উপাধি রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসাবৃত্তিকও বটেন এবং লাহোরের দত্তশর্মা ও দক্ষিণাপথের বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণেরা যদি বিত্ত ব্রাহ্মণ হইতেন, তবে বাঙ্গালার বৈদ্যেরা বিত্ত ব্রাহ্মণ হইবে না কেন? যেমন বাঙ্গালার বহু বৈদ্যসন্তান লিপিবৃত্তি অবলম্বনে জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন তদ্রূপ মহারাষ্ট্রাদিতেও বহু বৈদ্যোপাধিক কায়স্থ অর্থাৎ বৈদ্যসন্তানগণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন মাত্র।

সংস্কারভ্রষ্টবৈদ্যগণের পুনঃ সংস্কার গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত :—

যে শাস্ত্রসিদ্ধ সংস্কারা জন্মনা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বা বা সূচিরকাল পতিত-
সাবিত্রীকা ব্রাত্যতামুপাগতাঃ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তমুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কুর্যুঃ
নামাজিকং চাচারঞ্চ গৃহীযুস্তর্হিতে তথা শাস্ত্রতঃ কর্তুং পারয়ন্তি নবেতি প্রম্নে ।

জন্মাবধি শাস্ত্রানুসারে সংস্কার সম্পন্ন হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা
বৈশ্ব বহুকাল পর্যন্ত সাবিত্রী হীন হইয়া ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; শাস্ত্রানুমোদিত
প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া যদি উপনয়নাদি এবং সামাজিক আচার ব্যবহার
গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেরূপ শাস্ত্রানুসারে করিতে পারে কিনা,
ইহাই হইল প্রশ্ন । সর্বথা কর্তুং পারয়ন্তীত্বাস্তরম্ । সর্বদা তাহা করিতে পারে ।

. ভারতবর্ষীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা :—

১। তথাচাপস্তম্বধর্ম্মসূত্রং যশ্চ তু প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে
শ্রীশানসংস্কৃতান্তেষামভাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েন্তেষামিচ্ছতাং
প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচর্যাং চরেদথোপনয়নমিতি ।

২। অথ প্রপিতামহাদিপদেন, প্রপিতামহমারভোর্ধ্ব পুরুষাঃ স্তত্রকৃত্য
পরিজিগ্মক্যাস্তু অধস্তন পুরুষশ্চ পূর্ষমেবাভিহিতত্বাৎ । অতএব তু ধন্যশাস্ত্র নিবন্ধ
কৃত্যমপি মাতৃতমেহতি প্রাচীনে মদনরত্নে যশ্চ প্রপিতামহাদেৰূপনয়নং নাস্তি
ইত্যভিধায় তথাক্ষাচামপি পুরুষাণামুপনয়নভাক ইতি কষ্টত এব প্রপিতামহাদি
শব্দশ্রোদ্ধিপুরুষ পরিগ্রাহকত্বমভিহিতম্ । অতএব যশ্চ বেদশ্চ বেদিশ্চ বিচ্ছিন্নত্বাৎ
ত্রিপুরুষম্ । স বৈ দুর্ভ্রাক্ষণো নাম যশ্চবৈ বৃণিষতিরিতি তত্র ত্রিপুরুষঃ যাদিচ্ছিন্ন
বেদ বেদিকস্তাসোমপীথিনঃ সোমপানানদিকারামগনেহপি বিচ্ছিন্ন সোমপীথ
সঙ্কানার্থ কৈল্যাণ্যপণ্ড্যাগাশ্বক প্রায়শ্চিত্তমুষ্ঠায়া নবগতে যদ্যচ্চবিচ্ছিন্ন সোমপীপি
বংশপ্রভবা অপি সোমপানে নিরুবাধমপি কুর্য্যন্তি ।

এবমেব “ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্য সংস্কারো নাপায়নঞ্চ তেষাং
সংস্কারেন্দুঃ ব্রাত্যস্তোমনেষ্টে, কামমধীস্রীরন্ বাবচাৰ্যা ভবন্তীতি বচনা” দ্বিতী
কাত্যায়নবচনবোধিত ব্রাত্যস্তোমাপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তযোগ্যতরশ্চ
যথাযথমুষ্ঠানেন প্রপিতামহমারভোর্ধ্ব পুরুষাণামুপনয়নাদিকারঃ স্পষ্টঃ সিধাতি ।

অস্তিচারমর্থ আপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যামভিহিতঃ শ্রত্যক্ষরৈরপ্যনু প্রাণিতঃ ।
তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে অথৈস শমনীচা
মেদ্রাণাং স্তো মো যে জ্যেষ্ঠাঃসন্তো ব্রাত্যাঃ প্রবসেযুস্ত স্তেন যজেরন্নিত্তি ।

এবঞ্চ শ্রত্যক্ষরাণু প্রাণিতস্তাপস্তম্ব কাত্যায়নাভ্যামুপ বৃহতস্ত মদন

রত্নানি নিবন্ধকটৈঃ সূব্যাখ্যাতশ্চৈবংবিধ ব্রাত্যসংস্কারস্ত ন কিঞ্চিৎতদধিক মন্তীতি
সুধিয়ঃ পরামুশন্তি । ইতি বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্থ্যাং শনৌ বৈক্রমাস্তে ১০৫৯ ।

ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদ :— ১। এ সম্বন্ধে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে
লিখিত আছে, যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতির উপনয়ন অনুসৃত হয় না, তাহারা
শ্মশান সংস্কৃত ; তাহাদিগের অভ্যাগমন ও তাহাদিগের সহিত ভোজন ও
বিবাহ বর্জন করিবে ; কিন্তু তাহারা ইচ্ছুক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।
দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিবে । অতঃপর উপনীত হইবে ।

২। প্রপিতামহাদি পদে সূত্রকার কর্তৃক প্রপিতামহ ইহাতে আরম্ভ
করিয়া সমস্ত উর্দ্ধপুরুষ গ্রহণেচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে । যেহেতু অধস্তন
পুরুষগণের উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে । অতএব ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণের
মাতৃতম অতিপ্রাচীন মদনরত্ন যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই ।
—এই বলিয়া “তদনুসারে অধস্তন পুরুষগণেরও উপনয়নাব্যবস্থা” ইহাতে কষ্ট
কল্পনায় প্রপিতামহাদি শব্দের উর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্ব অভিহিত হইয়াছে ।
অতএব যাহার ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত বেদ ও বেদি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং যে
বৃষলীর ভর্তা সে ছত্রাক্ষণ বলিয়া কথিত, এই স্থলে বেদ বেদিহীন অসোমপা
য়ীর সোমপানে অনধিকার অবগতি হইলেও বিচ্ছিন্ন সোমপানের সন্ধানার্থ
ঈন্দ্ৰা, আগ্না, পশুবাগাঋক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান অবগত হওয়ায় যাবতীয়
বিচ্ছিন্ন সোমপায়িবংশোৎপন্ন ব্যক্তিগণও অবাধে সোমপানে অধিকারী হইতে
পারে । এই ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা পতিত সাবিত্রীক হইয়াছে, তাহাদের
অপত্যের সংস্কার বা অধ্যয়ন বর্জনীয় । তাহারা অর্থাৎ উক্ত প্রাচীন
ব্রাত্যগণ সংস্কারেচ্ছুক হইলে ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যাগ করিয়া (অর্থাৎ ব্রাত্য-
স্তোম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) পরে যথেষ্ট বেদাধ্যয়ন করিবে এবং ব্যবহার্য্য হইবে ।
এই বচন হেতু এই কাত্যায়ন বোধিত ব্রাত্যস্তোম বা আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক
প্রায়শ্চিত্ত উভয়ের মধ্যে যে কোন একটীর যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রপিতামহ ইহাতে
আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন সমস্ত পুরুষগণের উপনয়নধিকার স্পষ্টই প্রতিপন্ন
হইতেছে । কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব কর্তৃক এই অর্থ অভিহিত এবং ইহা
বেদাঙ্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে । তথাপি তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের সপ্তদশাধ্যায়ের চতুর্থ-
খণ্ডে প্রথমব্রাহ্মণে লিখিত আছে—“অনন্তর বার্কক্যগ্রন্থ হীনবীৰ্য্যাদিগের সম্বন্ধে
স্তোম উল্লিখিত হইতেছে । যাহারা বৃদ্ধতম হইয়া ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অবস্থায় বাস
করিতেছে, তাহারাও এই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সংস্কার করিবে ।” এই রূপে

বেদাঙ্করে অনুপ্রাণিত, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন কর্তৃক অভিহিত এবং মদন
রত্নাদি-নিবন্ধকার কর্তৃক সুব্যাখ্যাত এই রূপ ত্রাত্যসংস্কারের কিছুই বাধক
নাই। ইহাই সুধীগণের পরামর্শ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি কাশী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুখাঙ্কর
দ্বিবেদী কাশী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীস্বামীরাম মিশ্র শাস্ত্রী কাশী। শ্রীজগন্নাথ
বেদান্তী কাশী। পণ্ডিত লক্ষ্মণভট্ট কাশী। শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী দ্বারবঙ্গ
চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। পণ্ডিত অনন্তরাম শর্মা জম্মু। পণ্ডিত শ্রীরাজরাম
শাস্ত্রী কাশী। পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী দ্রাবিড়। পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ
কাশী। পণ্ডিত গঙ্গাসহায় শর্মা বৃদ্ধিমহারাজের সভাপণ্ডিত। পণ্ডিত হরিনাথ
বেদান্তবাগীশ বর্দ্ধমান চতুষ্পাঠী। পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রনাথ ওঝা, দ্বারবঙ্গ। পণ্ডিত
শ্রীতরুবঙ্গটাচার্য্য কাঞ্চি। পণ্ডিত শ্রীজয়নারায়ণ তর্করত্ন, নবদ্বীপস্থ শ্রীভূবন
মোহন দিগ্বারত্নের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, প্রভৃতি বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।
পূর্বোক্ত ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টে জানা যায়, বহুপুরুষ
পতিত সাবিত্রীকের দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যবস্থার সঙ্গে অনু-
কল্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাণ-
গণা মহামহোপাধ্যায় স্বামীরামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত
ত্রাত্যসংস্কার মীমাংসা গ্রন্থে যেই ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা ত্রাত্যবৈজ্ঞগণের
অবগতির জন্ত এইস্থানে বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইল।

মহামহোপাধ্যায় স্বামীরামমিশ্র শাস্ত্রীর ব্যবস্থাপত্রের অনুবাদঃ—
যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ তাহাকে উহার প্রত্যাম্মার
স্বরূপ ৩৬০টী গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদে
প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সংকোচ করিতে হইবে। অর্থাৎ ধনীর পক্ষে
গোরমূল্য, ৩৬০টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পরস, অতি দরিদ্রের ৩৬০ কপর্দক
দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাহার ধেরূপ শক্তি, তাহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হইবে।

ভট্টপল্লীর পাতি :—ভট্টপল্লীবাস্তব্যা অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী শ্রায়ভূষণ মহাশয় ত্রাত্য বৈজ্ঞগণের প্রায়শ্চিত্তের যেইব্যবস্থা
পত্র দিয়াছেন, তাহা “অষ্টব্রাহ্মণ” নামকগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই স্থানে
তাহার বঙ্গানুবাদ অধ্যাহার করা হইল।

যথাকালে অনুপনীত ত্রাত্য বৈদ্যগণের প্রায়শ্চিত্তের বিধি মনুসংহিতা

অনুসারে বলা হইতেছে। যে সকল বিজ্ঞগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রাহ্মণের যথাকালে গায়ত্রী উপদেশ করা হয় নাই। তাহাদিগকে তিনটি প্রাজাপত্য ব্রত করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে। প্রাজাপত্যব্রতের নিয়ম যথা :— তিনদিন প্রাতর্ভোজন মাত্র করিবে, তিন দিন স্বীয় ভোজন করিবে, তিন দিন অযাচিত দ্রব্য আহার করিবার থাকিবে এবং পরে তিনদিন উপবাস করিবে।

পাপের খ্যাপন, অমৃত্যু, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং দান দ্বারা ও পাপ কারীর পাপ মুক্ত হয়। প্রাজাপত্যব্রতের অমুকলে একটি ধেমুদান বিধান আছে এবং পাঁচকাহন কড়ি অর্থাৎ ১।০ পাঁচদিকা ধেমুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব মনুসংহিতানুসারে তিনটি প্রাজাপত্য ব্রতের অমুকলে ১৫ কাহন কড়ি ও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবেন। অথবা বৈধগঙ্গাস্নান করিলে ও পাপমোচন হইবে।

উপরি উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্র বাতীত রাজা শ্রামশঙ্কররায় বাহাদুরের নীত, মহারাজ রাজবল্লভের নীত, কাশীধামের পণ্ডিতগণের, বেন্দার পণ্ডিতগণের, নরাইলের পণ্ডিতগণের, বাকলার পণ্ডিতগণের ও বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র (পাঠী) সংস্কলিত “অষ্টব্রাহ্মণ” নামক গ্রন্থের প্রথমভাগে অধ্যাহার করিয়াছি।

অনুপনীত বৈদ্যগণের প্রতিনিবেদনঃ—বৈদ্যব্রাহ্মণ, উপনয়নসংস্কারের তুল্য ধর্মশিক্ষা অত্যন্তকোন সংস্কারে নাই। উপনয়নের প্রাণ গায়ত্রী, গায়ত্রী বৈদিকধর্মের মূলতত্ত্ব! আমাদের পূর্বপুরুষগণ এক গায়ত্রী দ্বারা জ্ঞানালোকদাতা পুরমন্ত্রকের ধ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সামগ্রিক যাগ, যজ্ঞ, আচার, অনুষ্ঠান বর্তমানে কিছুই নাই। আছে কেবল গায়ত্রী, গায়ত্রী দ্বারাই আমরা পূজনীয় পূর্বপুরুষগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত হইতে পারি। যদি পূর্বপুরুষের দোহাই দিতে চাহেন, বলুন দেখি আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিপ্লব, বিধ্বস্ত, সংস্কারহীন পূর্বপুরুষগণ, না চারিযুগব্যাপি জগৎপূজিত পূর্বপুরুষগণই আমাদের সমধিক ভক্তিভাজন ও পথ প্রদর্শক হইবার যোগ্য। গায়ত্রীর আরাধনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের ধর্ম ও জাতি কত সমৃদ্ধ, কত হৃদয়স্পর্শী। উপবীত গলায় দেওয়া ব্রাহ্মণ দাবী করিবার জন্ত নহে। ইহাতে যেমন জাতীয়তা শিক্ষা হইবে তদ্রূপ উপবীতব্রত বৈদ্যগণের বর্ণবিনির্ঘ্ন হইয়া যাইবে। বৈদ্যগণের মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্রাচারের যেই বিকট ব্যাপার প্রচলিত হইয়াছে তাহাও

তিরোচিত হইবে।

বৈদ্যভাতৃগণ! আপনাদের পারিপার্শ্বিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বণিক ও শূদ্রজাতির মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষালোকে আলোকিত হইয়াছেন, তাঁহারা জাতীয়জীবন গঠনের জন্য কিরূপ ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, অবহিতচিত্তে তাহার অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবেন, এইবঙ্গদেশে ব্রাহ্মণসমিতি, কায়স্থসমিতি, মাহিষ্যসমিতি, বণিকসমিতি প্রভৃতি বহুসমিতির অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নিয়ত চলিতেছে। জাতীয়শক্তিকে সমুন্নত করার জন্য যেই ভাবে তাঁহাদের প্রাণে নবজাগরণের অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, যেইভাবে তাঁহাদের মধ্যে একপ্রাণতার ভাব জাগিয়াছে, যেই ভাবে হিন্দুগণ হইতে কুমারিকা এবং পারশ্যোপসাগরের উপকূল হইতে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত একএকটি জাতি সম্ভবদ্ব হইয়া একএকটি মহাজাতির প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, যেই ভাবে শূদ্রজাতি লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়স্থমহাসমুদ্রে বিলীন হইতে চলিয়াছে, হয়তঃ কিছুকাল পরে “পৃথিবী শূদ্ররহিতা ভবিষ্যত্যস্তিমেকলো” হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা উত্থান ভিন্ন পতনের চিহ্ন নহে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আদি জন্মাবিবরণ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণই ছিলেন, গুণ ও কর্মের অপকর্ষ নিবন্ধন এবং সমাজের শৃঙ্খলা সাধন করার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা চতুর্বিধ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি।

কত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ ও শূদ্রগণ সকলেই স্ব স্ব কর্মানুসারে ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিভিন্ন জাতি রূপে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ এই ভারতবর্ষকে স্বর্গরাজ্য রূপে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পুণ্যনিকেতন করিয়া উঠাইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই সমাজসৌধ রক্ষা করে স্ব স্ব বর্ণানুসারে কর্ম সাধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তখন হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর কর্ম, হিন্দুর জাতি, হিন্দুর জাতীয়চরিত্র ও হিন্দুর রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। সকলেই একের সম্মান বলিয়া ভাইয়ের মত স্ব স্ব কার্য সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আর যখন সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেন, এবং ভোগ ও বিলাসের দাস হইতে লাগিলেন, প্রত্যেকে আত্মপ্রধানের জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন, তখন হইতে এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতজননী হৃদশার স্ত্রপাত হইল। বর্তমানে যখন চতুর্বিধ সমাজ ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া এক করার

প্রচেষ্টা অবিরাম চলিতেছে, তখন প্রত্যেক জাতিরই কর্তব্য, যেই স্থান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই স্থানেই সমুপস্থিত হওয়া। যখন মহাকলি-কালের অন্তিমসময় উপস্থিত, তখন সকলে সেই আদি ব্রাহ্মণের সদাচার, শম, দম, তিতিক্ষা, সত্য, অনুসংশতা প্রভৃতি, গুণে ভূষিত হইয়া ব্রাহ্মণত্বের জগৎ-আত্মনিয়োগ করিলে, এবং ব্রাহ্মণ্যার্থে দীক্ষিত হইতে পারিলে ও ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে, পারিলেই সত্যের প্রাচুর্য্য হইবে এবং গুণ ও কর্মানুসারে পুনঃ চতুর্কর্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়া ভারতমাতাকে রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে স্থাপিত করিতে পারা যাইবে ॥ শাস্ত্রের বিধান :—

“শূদ্রোহপি শীলসম্পন্নোগুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।

ব্রাহ্মণোহপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎপ্রত্যবরো ভবেৎ ॥” শিবপুরাণ

যে শূদ্র শীলসম্পন্ন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম ও সদাচার সম্পন্ন, সে ব্রাহ্মণ হন। আর যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাচার বিহীন ও তৎক্রিয়া বিহীন, সে শূদ্র হইতে ও অধম। “শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণৈশ্চ শূদ্রতাম্ ।”

কর্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিবন্ধন, শূদ্রব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব ভজনা করে।

শূদ্রেচৈব ভবেন্নক্ষং দ্বিজৈতচ্চ ন বিদ্যাতে ।

নৈবশূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

যেই শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পবিত্রতা, সত্যকথন, শম, দম, প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান আছে, সে শূদ্র নহেন, তিনি ব্রাহ্মণ। আর যেই ব্রাহ্মণের নিকট ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই, শূদ্রের সেবারূপে রহিয়াছে, সে ব্রাহ্মণ নহে, সে শূদ্র।

ব্রাহ্মণ যদি কর্মের অপকর্ষ নিবন্ধন শূদ্রত্বে অবনমিত হইতেন না শূদ্রগণ যদি সদাচারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণত্বে উন্নমিত হইতে না পারিতেন, তাহা হইলে মহর্ষিগণ এই সমুদয় শ্লোকের অবতারণা করিতেন না। শাস্ত্রকার মহর্ষি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

শূদ্রা স্ত বো দানপর্য্য ভবন্তি, ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণা স্ত ।

অন্নং হি তেষাং সততং স্নাতোজ্যং ভবেদ্বিজৈঃ দৃষ্টমিদং পুরাতনৈঃ ॥

যে সব শূদ্র দানশীল, ব্রতান্বিত, ও বিপ্রপরায়ণ, তাঁহাদের অন্ন সতত স্নাতোজনীয়। ইহা পুরাকাল হইতে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায়, কর্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্তির

কারণ। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন “চতুর্কর্ণা মনুষ্যস্টঃশৃণুকর্ষবিভাগশঃ” শৃণু ও কর্ষভেদে আমাকর্ষক চতুর্কর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাই বলিতেছি, যখন, ক্রত্য়, বৈশ্ব, কায়স্থ ও শূদ্র প্রভৃতি জাতি স্ব স্ব জাতুকৃত কর্ষ ত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্মে আত্ম-নিয়োগ করিতেছেন, ও বিদ্যার্জন করিয়া বিদ্বান্ হইতেছেন। যেই বেনাদি অধ্যাপনা করা ক্রত্য়াদি জাতির পক্ষে প্রতীক্ষিত ছিল, তাহা এইক্ষণ জাতিনির্কির্শেবে পঠন পাঠনের অধিকার লাভ করার মহামুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং বেদজ্ঞান হেতুতে বেদজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যাহা পুরুষাত্মকমে আচরিত হয় নাই, বর্তমানে তদাচার কাহারও নি কট নাই, তখন দ্বিতীয়বর্গে পরিণত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া, একেবারে “বিদ্বাংসোহি দেবাঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিলেই শাস্ত্রানুসারে, কর্ষানুসারে, ধর্ম্মানুসারে, যুক্তিমতে শোভা পাইত। যাহারা পুরুষপরম্পরা জাতিবিভাগ কাল হইতে, জাতে কায়স্থ ও জাতে শূদ্র বলিয়া দলিল দস্তাবেজে লিখিয়া আসিতেছেন, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্রত্য়, বৈশ্ব ও শূদ্রের ত্রায় কায়স্থ জাতির উল্লেখ রহিয়াছে, সমাজেও যখন আবহমানকাল হইতে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তখন কায়স্থগণ তাহাদের আদিপুরুষ যেই বর্ণ হইতে জন্ম, সে বর্ণে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করাই সঙ্গত ছিল। কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই, কায়স্থগণ ক্রত্য় হইতে জাত। তাহারা কোন উদ্দেশ্যে ক্রত্য় হইতেছেন, তাহা তাহাঁরাই জানেন। আর তাহাঁদের পূর্বপুরুষগণ দেবত পিতৃস্থানীয় ও পূজার্হজাতি ছিলেন, তাহাঁদের পূর্বপুরুষগণ সত্যযুগ হইতে “বৈদ্য” বলিয়া ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোকে প্রখ্যাত ছিলেন, তাহাঁদের বংশধরগণ বৈশ্ব-শূদ্রাচার গ্রহণ করিয়া পক্ষাশোচী ও মাসাশোচী হইয়া থাকিলে, তাহাঁদের পরিণাম ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা চিন্তাশীল মনীষিবৈদ্যগণ মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন। তাই বলিতেছি বৈদ্যবন্ধুগণ, উদ্ভিষ্টতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যবরাণ নিবোধতঃ” আপনারা উঠুন, জাগ্রত হউন আপনাদের জাতীয়গৌরব উদ্ধার করার জ্ঞান অর্জন করুন। নীতিবেদেরা বলিয়াছেন :—

আরভ্যতে ন খলু বিশ্বভয়েন নীচৈঃ।

আরভ্য বিশ্ববিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ ॥

বিদ্যৈঃ পুনঃ পুনরপি পুতিহতমানাঃ।

প্রারকযুক্তমশুণা ন পরিত্যজন্তি ॥”

বিষু হইবে ভয়ে কোন শুভকার্য্য যাঁহারা আরম্ভ করে না, তাঁহারা নীচ ব্যক্তি। আরম্ভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটিলে যাঁহারা বিরত হন তাঁহারা মধ্যম ব্যক্তি। আরম্ভকার্য্যে দিব্বদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইতে থাকিলেও যাঁহারা ত্যাগ করেন না, তাঁহারা উত্তম ব্যক্তি। সুতরাং নীচব্যক্তির নীতি অবলম্বন করিয়া এই সংস্কার কার্য্যে উদাসীন থাকা বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যজাতির কি উচিত হইবে? ভারতবর্ষব্যাপি খ্যাতিনামা পণ্ডিতগণের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র এবং ভারত বিখ্যাত মনীষিগণের প্রদত্ত অভিমত, পাঠ করিয়াও উপনয়ন গ্রহণ করা কিংবা উপনীত ব্যক্তিগণ দশাহাশৌচ গ্রহণ করা পাপ মনে করেন, অশাস্ত্র ও অযুক্তি মনে করেন, এইরূপ মহাপুরুষগণ যেন নিজকে বৈদ্য বলিয়া প্রতারণিত না হন এবং অন্যকে ও প্রতারণিত না করেন। নানা কারণে ব্রাহ্মণগণের কথঞ্চিৎ অধঃপতন ঘটিলেও তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান এখনও তিরোহিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ সমাজে এইরূপও অনেক সহস্র মহানুভব ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অমুপনীত বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার এবং ব্রাহ্মণাচারে উপনীত বৈদ্যগণের একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইবার পরমসহায় হইবেন। বৈদ্য মহোদয়গণ! জরতা, মোহ, মাদকতা পরিহার করিয়া অনতিবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করুন! মাসাশৌচ পক্ষাশৌচ পরিত্যাগ করিয়া দশাহাশৌচ গ্রহণ করুন!! কোনরূপ কুসংস্কারের কিম্বা অবথা ভীতির বশবর্তী হইয়া বৈদ্য শূদ্রাচারের বিকট ব্যাপার জ্ঞান প্রদর্শন করিবেন না। পূর্বতন পূর্বপুরুষগণের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগের শুভাশীর্বাদ মন্তকে ধারণ পূর্বক, আমার এই অকঞ্চিৎকর বক্তব্য শেষ করিলাম।

আত্রেয়াদ্যাঃ সগর্গাঃ স্কুলিকচরকাঃ পূর্বপূর্ব্যঃ সুসিদ্ধাঃ।

আয়ুর্বেদং বিদ্যাস্তো বিধিবদিহভূবি খ্যাতিমাপ্তাশ্চ যেহন্তে॥

পুণ্যোন্তেষামুদীণামতিশয় সুরসৈঃ সিত্যতাং সিন্ধুসৌম্যৈঃ।

আশীর্বাদপ্রবাহৈঃ পরিষদিয়মিতি প্রার্থনা পূর্য্যতাং নঃ॥

আশাকরি পাঠক মহোদয়গণ আমার এই গ্রন্থের বাবতীয় দোষ ত্রুটি আপনারা নিজগুণে মার্জনা করিবেন।

পাত্ৰা মুনীনাংভিষজাং পদাশুজং।

সমাপিতং বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিম্॥

সত্যজ দোষে পুচুরেহপি সম্বলং।

শুণাঃ পুগৃহা বচনে বিপশ্চিতা॥



